সৎক্রিয়াসার-পদ্ধতি

বা

বিশুদ্ধ সাত্ত্বত শ্রাদ্ধদর্পণ

(বিবাহ-বিধি-সমন্বিত)—

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতি (রেজিঃ)

নবদ্বীপ (নদীয়া) পশ্চিমবঙ্গ।

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সৎক্রিয়াসার-পদ্ধতি

বা

বিশুদ্ধ সাত্ত্বত শ্রাদ্ধদর্পণ

(বিবাহ-বিধি-সমন্বিত)

জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংসস্বামী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের

নিত্যশুদ্ধ-ধারাবস্থিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায় দশমাধস্তনবর

১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজ

অনুকম্পিত

ত্রিদণ্ডিস্বামী অষ্টোত্তরশতশ্রী

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত শান্ত মহারাজ

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

তৃতীয় সংস্করণ—
শ্রীশ্রীব্যাসপূজাতিথি,
৩রা ফাল্গুন, ১৪১২ বঙ্গাব্দ,
১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০০৬

শ্রীভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ কর্ত্তৃক প্রকাশিত
শ্রীদেবানন্দ গোড়ীয় মঠ, নবদ্বীপ।

গ্রন্থ-প্রাপ্তিস্থান—
১। শ্রীদেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ নবদ্বীপ—৭৪১৩০২
জেলা—নদীয়া (পঃবঃ)।
২। শ্রীবিনোদবিহারী গৌড়ীয় মঠ
২৮, হালদারবাগান লেন,
কলকাতা—৭০০০০৪

(প্রকাশক কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত)

মুদ্রণে—
শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা প্রেস,
তেঘরিপাড়া, নবদ্বীপ, নদীয়া হইতে
শ্রীপ্রেমপ্রদীপ দাস ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায়ৈ তদলয়ে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় তদ্ভক্তায় নমো নমঃ॥

যাঁহারা নির্গুণতত্ত্ব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন, তাঁহারা সাত্বত বা কার্ষ্ণ নামে অভিহিত। এই কৃষ্ণতত্ত্বের উপাসক বা কার্ষ্ণগণই দৈববর্ণাশ্রমের অন্তর্ভুক্ত। জড়জগতে দুই প্রকারের মানব, যথা—

দ্বৌ ভুতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্ত স্মৃতোদৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়॥ (পদ্মপুরাণ)

যাঁহারা বিষ্ণুভক্ত তাঁহারা দৈব এবং তাহার বিপরীত ধর্ম্মাচরণকারী জনগণই অসুরবর্ণ বলিয়া কথিত। সুতরাং এই উভয় স্বভাব-বিশিষ্ট মানবগণের মধ্যে লৌকিক ধর্ম্ম আচরণগত যথেষ্ট পার্থক্য থাকা অসঙ্গত নহে। এই উভয়বিধ মানবগণের আচরণ ও ক্রিয়া-কলাপাদি প্রাচীনকাল হইতেই স্বতন্ত্রভাবে নিয়ন্ত্রিত আছে। দৈব-বর্ণাশ্রমী সাত্বত সম্প্রদায়ের মধ্যে বহু প্রাচীনকাল হইতে গরুড়-পুরাণ, ভরদ্বাজ-সংহিতা, নৃসিংহ-পরিচর্য্যা, ক্রমদীপিকা, রামার্চ্চন-চন্দ্রিকা ও নারদ- পাঞ্চরাত্রাদি পদ্ধতির ব্যবস্থানুসারে সমস্ত ধর্ম্ম-কার্য্যাদি নির্ব্বাহ হইত। পরে কলিপাবনাবতারী শ্রীগৌরাঙ্গ দেবের আবির্ভাবে ক্ষীণপ্রভ বৈষ্ণব-ধর্ম্মের জাগরণ আসিয়াছিল, কিন্তু ইহার কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তীকালে কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত-সমাজের মধ্যে রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রাচীন স্মৃতি-সংহিতার পরিবর্ত্তন করিয়া নবস্মৃতি সঙ্কলন করিয়াছিলেনে। তাঁহার সাহায্যে বঙ্গদেশের সমাজে প্রবিষ্ট করাইলেন সেই বীজ যাহা অদ্যাপিও নির্ম্মূল হয় নাই।

এই কর্ম্মজড়স্মৃতি-সঙ্কলনের পূর্ব্বেই শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আদেশ, নির্দ্দেশ ও প্রেণায় শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট গোস্বামী, শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভু প্রাচীন স্মৃতি-সংহিতা ও পুরাণপদ্ধতির সার সঙ্কলন করিয়া "শ্রীহরিভক্তি-বিলাস", "সৎক্রিয়াসার-দীপিকা" বা দশসংস্কার-পদ্ধতি প্রণয়ন করেন। কিন্তু এই পদ্ধতিদ্বয়ের মধ্যে শ্রাদ্ধপ্রণালী বা পিতৃদেবার্চ্চন-পদ্ধতি বিশদ-ভাবে সঙ্কলিত হয় নাই। কেবল শ্রীহরিভক্তিবিলাসে সূত্রাকারে এই বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে।

"বিষ্ণো নিবেদিতান্নেন ষষ্টব্য দেবতান্তরম্।
পিতৃভ্যশ্চ তদ্দেয়ং তদাত্মভ্যায় কল্পতে॥ (পাদ্মে ৯।৮৭)

অর্থাৎ, বিষ্ণুর নিবেদিত অন্নদ্বারা দেবতাগণের পূজা করিবেন, পিতৃপুরুষদিগকেও সেই মহাপ্রসাদান্ন অর্পণ করিবেন। তাহাতে তাঁহাদের ভগবৎ-সেবা প্রাপ্তির যোগ্যতা প্রদান করিয়া থাকে।

প্রাপ্তে শ্রাদ্ধাদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেদর্পয়েৎ।
তচ্ছেষেনৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভাগবতো নরঃ॥ (কুর্ম্মপুরাণ ৯।৮৪)

অর্থাৎ, ভগবন্নিষ্ঠ ব্যক্তি শ্রাদ্ধ-দিনে প্রথমে ভগবানকে অন্ন প্রদান করিয়া সেই নিবেদিত মহাপ্রসাদান্নের দ্বারাই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবেন।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রাদ্ধ সম্বন্ধে এই বৈশিষ্ট্য প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়াই "সৎক্রিয়াসার-দীপিকায়" উল্লিখিত হইয়াছে—

"কৃতেয়ং পদ্ধতিঃ কিন্তু পিতৃদেবার্চ্চন বিনা।"

বিদ্ধস্মার্ত্ত-পদ্ধতি মতে পরলোক প্রাপ্ত পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে সামিষ অন্নদানের প্রথা বিহিত আছে। কিন্তু সাত্বত-শ্রাদ্ধে তৎপরিবর্ত্তে ভগবন্নিবেদিত প্রসাদান্নের দ্বারা শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হওয়াই সঙ্গত। শ্রাদ্ধকার্য্যের অনুষ্ঠানসমূহ যথারীতি বৈদিক বিধান অনুসারেই করিতে হইবে। ইহা বলাই বাহুল্য। শ্রীহরিভক্তিরসামৃত- সিন্ধুতে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে—

লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরি-সেবানুকূল্যৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥

লৌকিকী বা বৈদিকী যে-কোন কর্ম্ম করনা কেন ভক্ত্যভিলাষীজনের পক্ষে তাহা হরি-সেবার অনুকূলে নির্ব্বাহ করা কর্ত্তব্য। পরন্তু শ্রুতিস্মৃতির বিধান উল্লঙ্ঘন করিয়া তথাকথিত ভক্তির অনুষ্ঠান করিলেও শ্রীভগবানের আজ্ঞা লঙ্ঘন হেতু তাহা কেবল উৎপাতেরই কারণ হইয়া থাকে। যথা—

"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্র বিধিং বিনা।
আত্যন্তিকী হরিভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥"

অতএব দৈববর্ণাশ্রমী সাত্বত অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভক্ত-কার্ষ্ণগণ বা বিষ্ণুভক্ত বৈষ্ণবগণকে হরিভক্তির অনুকূলে বৈদিক ও লৌকিক যাবতীয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। এমন কি মহাপ্রসাদ-দ্বারা পিণ্ডদান পর্য্যন্ত করিবার বিধি শ্রীহরিভক্তিবিলাসে লিখিত হইয়াছে—

যঃ শ্রাদ্ধকালে হরিভুক্তশেষং
দদাতি ভক্ত্যা পিতৃদেবতানাম্।
তেনৈব পিণ্ডংস্তুলসী বিমিশ্রা-
নাকল্প-কোটিং পিতরঃ সুতৃপ্তাঃ॥ (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ)

শ্রাদ্ধ-সময়ে ভক্তি-সহকারে ভগবদুচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ ও তদ্‌যোগে তুলসীমিশ্রিত পিণ্ড পিতৃগণ ও দেবগণকে দান করিলে পিতৃগণ কোটি কল্পকাল পর্য্যন্ত সুতৃপ্ত হইয়া থাকেন। সাধারণতঃ সংসার ত্যাগী ভগবদ্ভক্তগণ পিতৃঋণ ও দেবঋণাদি ঋণে আবদ্ধ

হন না। এমন কি অনন্য শরণ গৃহস্থ বৈষ্ণবগণও যদি শ্রাদ্ধাগ্রহ পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজ পিতৃগণের হিতার্থে বিশেষ ভক্তিসহকারে কেবল শ্রীহরিপূজা করেন, তাহা হইলেও স্বতঃই সে-ফল লাভ হয়। যেরূপ বৃক্ষমূলে জলসেচন করিলে কাণ্ড-শাখা উপশাখা ও পত্রাদির তৃপ্তি সাধন হয়, সেইরূপ ভগবৎ প্রীনন দ্বারাই পিতৃগণেরও পরম পরিতৃপ্ত সাধন হইয়া থাকে।

শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বিশুদ্ধ সাত্বত শ্রাদ্ধ-বিধান এইভাবে লিখিত হইলেও অনুষ্ঠান ও মন্ত্রাদির প্রয়োগ-প্রণালী লিখিত হয় নাই। অধিকাংশস্থলেই কেবল বৈদিক বিধানের উল্লেখ মাত্র আছে। যথা—

নান্দীশ্রাদ্ধং "ততঃ কৃত্য সদ্বিপ্রং বৃণুয়াদ্গুরুম্॥" (১৯ বিঃ ২৩৭) কিন্তু শ্রীহরি-ভক্তিবিলাসে নান্দীশ্রাদ্ধের প্রণালী লিখিত হয় নাই। সুতরাং উহা যে বৈদিক বিধানানুসারে করিতে হইবে তাহা স্পষ্টভাবেই প্রতীত হইতেছে। শুদ্ধসাত্বত শ্রাদ্ধপদ্ধতি বৈষ্ণব-স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে সূত্রাকারে নিবদ্ধ থাকায় অধিকাংশ স্থলে শাস্ত্রজ্ঞানের অভাবে শ্রাদ্ধব্যাপারে সাত্বত শ্রাদ্ধের বিধান যথাযথভাবে রক্ষিত হইবার অবসর পায় নাই। কোথাও বা মালসা-ভোগদ্বারা শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়, কোথাও বা জড়কর্ম্মকাণ্ডীয় প্রেত-শ্রাদ্ধের বিধানে শ্রাদ্ধ নির্ব্বাপিত হয় ; কিন্তু বিশুদ্ধ সাত্বত বিধানে শ্রাদ্ধ নিতান্ত বিরল বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

অতএব, চতুঃসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ বিশুদ্ধভাবে (শ্রাদ্ধ) অর্থাৎ পিতৃদেবার্চ্চনাদি করিতে পারেন, তদুদ্দেশে শ্রীহরিভক্তিবিলাস, সৎক্রিয়াসার-দীপিকা, গরুড়পুরাণ, সামবেদীয় ভবদেব-পদ্ধতি রামার্চ্চনচন্দ্রিকা নৃসিংহ-পরিচর্য্যা প্রভৃতি গ্রন্থাবলম্বনে হরিভক্তির অনুকূলে এই সাত্বত-দর্পণ বা শ্রাদ্ধকাণ্ড প্রকাশিত হইল। হরি-ভক্তগণের প্রেতত্বের সম্ভাবনা না থাকায় শ্রাদ্ধে প্রেতপক্ষ বর্জ্জিত হইয়াছে এবং সপিণ্ডনেরও প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হয় নাই। বিদ্ধ স্মার্ত্তশ্রাদ্ধে ও বিশুদ্ধ সাত্বত শ্রাদ্ধ-বিধানে ইহাই তারতম্য। কর্ম্মকাণ্ডীয় স্মার্ত্ত-বিধানে মৃতব্যক্তিকে প্রেত বা পিশাচরূপে পরিকল্পনা করা হয়, কিন্তু সাত্বত-বিধানে মৃতব্যক্তিকে স্বাভীষ্ট ভগবল্লোক প্রাপ্ত চিন্ময়মূর্ত্তিরূপে তাঁহার অর্চ্চনা করা হয় এবং সামিষ শ্রাদ্ধের পরিবর্ত্তে মহাপ্রাসাদান্ন- দ্বারা তাঁহাকে বৈদিক বিধানে নিবেদন করা হইয়া থাকে ; ইহাই বৈশিষ্ট্য।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন,—"বেদানাং সামবেদোস্মি", বেদের মধ্যে আমি সামবেদ। তাই পূর্ব্বাচার্য্যগণ সামবেদের অনুবর্ত্তী থাকিয়া যে সাত্বত-পদ্ধতি সঙ্কলন করিয়া গিয়াছেন, এই গ্রন্থেও সেই পূর্ব্ব মহাজনগণের পথই অনুসরণ করা হইয়াছে এবং সর্ব্বত্র অনন্য শরণতা ও শ্রীবিষ্ণুর প্রাধান্য রক্ষিত হইয়াছে। এক্ষণে এই পদ্ধতি-দ্বারা (সাত্বত) বৈষ্ণব-সমাজের অর্থাৎ দৈববর্ণাশ্রমিদিগের কর্ম্মানুষ্ঠানে

যদি কিঞ্চিতও সাহায্য হয় তাহা হইলে আমার প্রচেষ্টা সার্থক জ্ঞান করিয়া ধন্য ও কৃতার্থ হইব।

এই গ্রন্থখানির মুখ্যত নাম 'বিশুদ্ধ সাত্বত শ্রাদ্ধ-দর্পণ' বলিয়া জানিবেন, যদিও 'সৎক্রিয়াসার-পদ্ধতি' নামকরণ হইয়াছে; কিন্তু কেবল বিশুদ্ধ শ্রাদ্ধকৃত্যই বিশেষভাবে আমার আলোচনার লক্ষ্য। অনুগ্রহ করিয়া প্রথমে স্মার্ত্ত রঘুনন্দন মহাশয়ের শ্রাদ্ধধারার প্রতিবাদ ও পরে শ্রাদ্ধকাণ্ড এবং উপসংহারে আলোচনা করিতে অনুরোধ জানাই। অর্থাৎ এই গ্রন্থ কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত রঘুনন্দনের স্মৃতি ও বৈষ্ণবগণের বিশুদ্ধ সাত্বত-শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের মধ্যে বিচার ধারায় যে বিরাট ব্যবধান এবং উহার মধ্যে কাহার হেয়তা ও উৎকৃষ্টতা পরিলক্ষিত হয়, তাহা সহজেই অনুধাবন করিতে পারিবেন বলিয়া আমার বিশ্বাস। ইহা পঠনে কাহার কিঞ্চিৎমাত্র উপকার হইলেও আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে বলিয়া মনে করি।

পরিশেষে এই গ্রন্থ-মুদ্রন ও প্রুফ-সংশোধন কার্য্যে শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির গ্রন্থবিভাগের অধিকর্ত্তা মদীয় সতীর্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত আচার্য্য মহারাজ** বিভিন্ন প্রকারে সাহায্য করায় তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম। ইতি—

শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ,
পোঃ বাসুগাঁও (আসাম)।
১১ই ফাল্গুন, ১৩৯৫

শ্রীহরিজন-কিঙ্কর—
শ্রীভক্তিবেদান্ত শান্ত

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রীগুরোঃ চরণং বন্দে ভক্তবৃন্দ-সমন্বিতম্।
নমামি শ্রীনিত্যানন্দং শ্রীচৈতন্যং ভজাম্যহম্॥
শ্রীনন্দনন্দনং বন্দে শ্রীরাধিকা-পদদ্বয়ম্।
মনোজ্ঞং শ্রীবৃন্দাবনং গোপীগণ-সমন্বিতম্॥

বিশ্ববিশ্রুত শ্রীচৈতন্যমঠ ও গৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের প্রিয়পার্ষদপ্রবর শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রতিষ্ঠাতা নিয়ামক জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের** অনুগৃহীত আমার অগ্রজ সতীর্থ

পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী **শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত শান্ত মহারাজ** গত ১৩৯৫ বঙ্গাব্দে শ্রীব্যাসপূজা বাসরে "সৎক্রিয়াসার পদ্ধতি"-নামক গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই ঐ সংস্করণের পুস্তকসমূহ নিঃশেষিত হইয়া যায়। অবশ্যে ঐ সংস্করণে বিবাহ-ব্যবস্থা সংযোজিত ছিল না।

সঙ্কলকের শারীরিক প্রতিবন্ধকতার জন্য পরবর্ত্তিকালে সময় মতো ইহা প্রকাশিত হয় নাই। অন্যদিকে সহৃদয় গ্রাহকগণ শুভবিবাহবিধি সংযুক্ত করিতেও বারবার অনুরোধ করেন। এমতাবস্থায় সঙ্কলকের ইচ্ছায় ও তাঁহার অনুরোধে এই গ্রন্থ দ্বিতীয় সংস্করণরূপে প্রকাশের দায়িত্ব আমাকে গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় গ্রন্থখানি মুদ্রণালয়ে ছাপা আরম্ভকালিন তিনি ইহলীলা সম্বরণ করেন।

সুতরাং তাঁহার পরিকল্পিত অবস্থাকে রূপ দেওয়ার উদ্দেশে এবং গ্রাহকগণের আশাকে বাস্তবায়িত করিতে এই গ্রন্থ প্রকাশনায় আমার প্রয়াস। এই সংস্করণেও বিবাহ-বিধান সংযোজিত করা হইল। তবে শ্রাদ্ধাদির ব্যাপারে "যম-নচিকেতা-সংবাদ" —যাহা পূর্ব্বে পরিশিষ্টংশরূপে ছিল উহা সৎক্রিয়া বা বিবাহ-পদ্ধতি ব্যাপারে ওতঃপ্রোত সম্পর্ক না থাকায় গ্রন্থের কলেবর বর্দ্ধিতের আশঙ্কায় তাহা এই সংস্করণে সংযোজিত করা হইল না। তজ্জন্য কর্ম্মকর্ত্তাগণের পক্ষেও কোন অসুবিধার কারণ নাই। সুতরাং গ্রন্থের "ভূমিকা" যথাযথ আলোচনা করিলে শ্রাদ্ধ-বিধির তাৎপর্য্য পাঠক বা কর্ম্মকর্ত্তাগণের বুঝিতে বা অনুধাবন করিতে কোন অসুবিধা হইবে না।

এতদ্ব্যতীত গ্রন্থের শেষাংশে "শ্রীভাগবতী বাণী ও মনুসংহিতা"-ধৃত কতিপয় বচন সংযোজনা করা হইল। সহৃদয় পাঠকবর্গ পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া সারবত্তা গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হইব।

পরিশেষে জানাই শ্রীমান্ লক্ষ্মীকান্তদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীমান্ প্রেমপ্রদীপ দাস ব্রহ্মচারী মুদ্রণ-ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবগণের নিকট তাহাদের সেবা-প্রচেষ্টার জন্য কল্যাণময় জীবন প্রার্থনা করি। অলমিতি বিস্তরেণ। ইতি—

শ্রীনিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী
২৯ মাধব, ৫১৯ শ্রীগৌরাব্দ
২৭ মাঘ, ১৪১২ (ইং ১০।২।২০০৬)

শ্রীগুরু-দাসানুদাসাভিলাষী—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু,
শ্রীভক্তিবেদান্ত আচার্য্য

বিষয়সূচী

বিষয়	পত্রাঙ্ক
বিশুদ্ধ সাত্ত্বত-শ্রাদ্ধ ওকর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত শ্রাদ্ধের তারতম্য বিচার	১
প্রেতত্ব প্রাপ্তির হেতু	১৩
বিশুদ্ধ সাত্ত্বত-শ্রাদ্ধ ও জড় কর্ম্ম-কাণ্ডীয় শ্রাদ্ধের বৈগুণ্যতা	৩৮
বিশুদ্ধশ্রাদ্ধে ও বিশুদ্ধ সাত্ত্বত-শ্রাদ্ধে কতিপয় মতানৈক্য	৪৫
শ্রাদ্ধকাণ্ড	৫১
সাধারণ শ্রাদ্ধকাল নিরূপণ	৫১
অশৌচ-অবস্থা	৫২
গ্রন্থ পাঠের সঙ্কল্প	৫২
অশৌচকালে কর্ত্তব্য	৫৩
আসন্নমৃত্যুকালে কর্ত্তব্য	৫৪
দানের রীতি	৫৫
সুবর্ণদান-পক্ষে	৫৫
আসন্নমৃত্যু ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত বিধান	৫৬
পঞ্চ-সংস্কার	৫৭
সংস্কার-বিধান	৫৭
মূর্ত্তিপঞ্জর বা নামন্যাস	৫৮
পাতক ব্যাধি-নির্ণয় ও তাহার ব্যবস্থা	৫৯
পাপ মুক্তিতে দানোৎসর্গ-বিধি	৬০
গো-গ্রাস দানের ব্যবস্থা	৬১
শব-দাহ প্রকরণ	৬১
শ্রাদ্ধকাল পর্য্যন্ত করণীয়	৬৪
গঙ্গায় অস্থিনিক্ষেপ প্রণালী	৬৪
অশৌচ-বিচার	৬৫

বিষয়	পত্রাঙ্ক
পক্ষিণী অশৌচ গর্ভমৃত-শৌচ	৬৬
সূতিকাশৌচ	৬৬
কন্যার পক্ষে অশৌচ	৬৬
গর্ভস্রাবে অশৌচ	৬৬
খণ্ডাশৌচ	৬৭
অশৌচ-সংস্কার	৬৭
অশৌচমধ্যে মৃতের উদ্দেশে কর্ত্তব্য	৬৮
দশদিনের কৃত্য	৬৯
আদ্যশ্রাদ্ধ ঃ	৭০
পুরোহিত ও পাঠক-বরণ	৭২
ষোড়শ-দান	৭২
ষোড়শ-দানের ক্রম	৭৩
ষড়ঙ্গ দান	৮২
তিল-কাঞ্চন দান	৮২
আদ্যশ্রাদ্ধ-পদ্ধতি ঃ	৮৩
পিণ্ডদান	৮৪
স্বস্তিবচন-মন্ত্র	৯১
ষোড়শ পিণ্ডদানের বিধি	৯২
সপিণ্ডীকরণ ও সাম্বৎসারিক শ্রাদ্ধ	৯৪
পার্ব্বণশ্রাদ্ধ-বিধি	৯৬
তীর্থ-শ্রাদ্ধ	৯৭
বাস্তুপুরুষ শ্রীঅনন্তদেবের পূজা	৯৭
ব্রাহ্মণস্থাপন	৯৮
অর্ঘ্যদান	১০১

বিষয়	পত্রাঙ্ক
গন্ধাদি পঞ্চক দান	১০২
মধুমন্ত্র	১০৩
মৃৎসমাধি-বিধি	১০৯
মাঙ্গলিক-শ্রাদ্ধ বা অভ্যুদয়িক-কৃত্য	১১০
বসুধারা-সম্পাত ও চেদিরাজ-পূজা	১১১
উপনয়ন ঃ ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম	১১৭
শাট্যায়ন-হোম	১২২
উদীচ্য-কর্ম্ম ঃ	
মহাব্যাহিতি হোম	১২৫
ঘট-স্থাপন	১৩১
অন্নপ্রাশন	১৩২
বিবাহ-বিধি-প্রসঙ্গ	১৩৪
শ্রীভাগবতী বাণী	১৮৯
শ্রীমনুসংহিতা-বচন	১৯০

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

সৎক্রিয়াসার-পদ্ধতি

—মঙ্গলাচরণ—

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুত-পদকমলং শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণ-রঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্য-দেবং
শ্রীরাধা-কৃষ্ণপাদান্ সহগণ-ললিতা-শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ॥

বিশুদ্ধ সাত্বত-শ্রাদ্ধ ও কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত শ্রাদ্ধের তারতম্য বিচার

'শ্রাদ্ধ' কথাটী আমরা সকলেই শ্রবণ করিয়া আসিতেছি—ইহার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি সে-বিষয়ে কিছু আলোচনা করিব। সুধী ও ভক্তজনগণ নিশ্চয়ই বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া নিরপেক্ষতার সহিত বিচার করিয়া লইবেন।

শ্রাদ্ধ কথাটী 'শ্রদ্ধ'-শব্দ হইতেই নিষ্পন্ন হইয়াছে। কাজেই শ্রদ্ধাসহকারে যে-কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাঁহারই নাম "শ্রাদ্ধ"।

শ্রৎ সত্যং দধাতি যয়া সা শ্রদ্ধা।
শ্রদ্ধয়া ক্রিয়তে যৎ তৎ শ্রাদ্ধম্॥

'শ্রৎ' শব্দ সত্য বস্তুকেই নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। যে-কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা নিত্যবস্তু লাভ করা যায় তাহাকেই শ্রদ্ধা বলা হয়; অর্থাৎ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কৃত-কর্ম্মের নামই "শ্রাদ্ধ"।

অতএব শ্রদ্ধাসহকারে শ্রীভগবন্নিবেদিত অন্নব্যঞ্জনাদি পিতৃদেবের উদ্দেশ্যে প্রদানের নামই পিতৃশ্রাদ্ধ। ঋষি পুলস্ত্য বলিয়াছেন,—

সংস্কৃত ব্যঞ্জনাঢ্যঞ্চ পয়োদধি ঘৃতান্বিতম্।
শ্রদ্ধয়া দীয়তে যস্মাৎ শ্রাদ্ধং তেন নিগদ্যতে॥

অর্থাৎ সংস্কৃত ব্যঞ্জনাদিযুক্ত দধি-দুগ্ধ-ঘৃতাদি সমন্বিত অন্ন শ্রদ্ধা-সহকারে পিতৃগণের উদ্দেশে প্রদানের নামই শ্রাদ্ধ। এ-বিষয়ে শ্রুতিও অনুমোদন করিয়া প্রতিধ্বনিত করিয়াছেন। "যৎ পিতৃভ্যো দদাতি স পিতৃযজ্ঞঃ তানেতান্ যজ্ঞান্ অহরহঃ কুর্ব্বীত।" (আশ্বলয়ান গৃহ্যসূত্রম্)

পিতৃগণের উদ্দেশে যে-দান তাহার নাম পিতৃযজ্ঞ; এই যজ্ঞ প্রতিদিনই কর্ত্তব্য। মনুস্মৃতিও শ্রৌতবাণীর প্রতিধ্বনি করিয়া বলিয়াছেন,—

"কুর্য্যাদহরহঃ শ্রাদ্ধমন্নাদ্যেনোদকেন বা।
পয়োমূল-ফলৈর্বাপি পিতৃভ্যঃ প্রীতিমাবহন্॥"

অন্নাদি, জল কিংবা দুগ্ধ ও ফলমূলাদি-দ্বারা পিতৃগণের প্রীতির নিমিত্ত প্রত্যহ শ্রাদ্ধ করিবে।

পুরাকালে জীবিত ব্যক্তিরও শ্রাদ্ধ করা হইত। মৃতের উদ্দেশে কেবলমাত্র দৈববিধানে অর্চ্চনা করিয়া শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হইত। মহাভারতের আদি পর্ব্বে দেখা যায়,—মহারাজ পৌষ্য রাজসভায় সমাগত ঋষি উতঙ্কের শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন।

ভগবশ্চিরেণ পাত্রমাসাদ্যতে ভবাংশ্চ।
গুণবানতিথিস্তদিচ্ছে শ্রাদ্ধং কুর্ত্তুং ক্রিয়তাম্॥

হে ভগবন্! সৎপাত্র সর্ব্বদা পাওয়া যায় না। আপনি গুণবান্ অতিথি উপস্থিত; অতএব আমি আপনার "শ্রাদ্ধ" করিতে ইচ্ছা করি।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ বর্ত্তমানকালে এই জীবৎ-শ্রাদ্ধপ্রথা একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে; এমনকি যদি কেহ এই "শ্রাদ্ধ" শব্দটী কোন জীবিতের উদ্দেশে প্রয়োগ করেন, তবে বিশেষ দোষের কারণ হইয়া উঠে; এমনকি দণ্ডবিধি আইনানুযায়ী ৩০২ ধারায় অপরাধী সাব্যস্থ হইয়া সামাজিক দণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারেন। বাস্তবপক্ষে জীবিত ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা, আর মৃতের উদ্দেশে দেববিধানে অর্চ্চনা করিয়া শ্রীভগবানে প্রসাদান্নাদি অর্পণ করিয়া তাঁহার প্রীতিবিধান করাই শ্রাদ্ধ। সাত্বতজনের ক্রিয়াদি দর্শন করিয়া ঈর্ষাবশতঃ কর্ম্মজড়স্মার্ত্ত-পশুবলেহি পণ্ডিতব্রুবগণ বিদ্রূপের কটাক্ষ করিয়া থাকেন। কারণ বৈষ্ণবগণ পূর্ব্বেই যখন ভাল দিকটা গ্রহণ করিয়া লইয়াছেন—কাজেই মন্দের দিক্‌টা লইয়াই তাঁহাদের-সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিতে হইবে। তথাপি প্রকৃত সৎপথের পথিক্ বৈষ্ণবগণের আচরণের অনুগামী হইব না। প্রেতপদাবলেহি স্মার্ত্তবিধান কর্ম্মজড়বাদী স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় একটু ফাঁক রাখিতে গিয়া তাঁহার "তিথিতত্ত্বে" উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন,—

নারিকেলৈশ্চিপিটকৈঃ পিতৃন্-দেবান্ সমর্চ্চয়েৎ।
বন্ধুংশ্চ প্রীণয়োত্তন স্বয়ং তাদৃশং ভবেৎ॥

নারিকেল ও চিড়ার দ্বারা পিতৃগণ ও দেবতাগণের অর্চ্চনা করিবেন এবং বন্ধুগণেরও তৃপ্তিসাধন করিবেন। ইহা দ্বারাই বেশ বুঝা যায়---বিদ্ধ স্মার্ত্ত মতাবলম্বি- গণের মাতৃ-পিতৃভক্তি উদ্বেলিত হইয়া ডগমগ খাইতেছে—নিজেদের জন্য চর্ব্ব্য-চুষ্য-লেহ্যপেয়াদি আহার্য্যের ব্যবস্থা, আর পিতৃ-দেবতাগণের জন্য শুষ্ক চিড়া ও নারিকেল ; তবে আপৎকালে অগ্নির অভাব হইলে, তীর্থক্ষেত্রে চন্দ্র-সূর্য্যগ্রহণ সময়ে দ্বিজাতিগণ আমান্ন-দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবেন। শূদ্রগণ সর্ব্বসময়েই আমান্ন-দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবেন।

"অপদ্যনগ্নৌ তীর্থে চ চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহ তথা।
আমশ্রাদ্ধং দ্বিজৈঃ কার্য্যঃ শূদ্রেণ তু সদৈব হি॥" (লঘু হারীত)

বেশ ভাল কথা, তবে শূদ্র কে? শাস্ত্রোক্ত প্রমাণে শূদ্রের লক্ষণ রূপ মাপকাঠি দিয়া মাপিলে এই জগতে পনেরো আনা নয় পাই লোক শূদ্র পর্য্যায় ভুক্ত,—ইহাতে সন্দেহ নাই। "যুগে জঘনো দ্বেজাতি ব্রাহ্মণ শূদ্র এব চ।" এই অনুশাসন-বাক্য যদি ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিকে শূদ্র বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণদেরই বা গৌরব অক্ষুন্ন থাকিল কোথায়? শাস্ত্রের বচনে দেখা যায় শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণ অস্পৃশ্য অপাঙ্‌ক্তেয়। শূদ্রান্ন ভোজি ব্রাহ্মণকে জঘন্যাত্মা প্রেতযোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

"ভুঞ্জতে যে তু শূদ্রান্নাং মাসমেকং নিরন্তরং।
ইহ জন্মনি শূদ্রত্বং জায়ন্তে তে মৃতা শুনি॥
শূদ্রান্নেন তু ভুক্তেন মৈথুনং যোহধি গচ্ছতি।
যস্যান্নং তস্য তে পুত্রা অন্নাচ্ছুদ্রেস্য সম্ভবঃ॥" (আপাস্তম্ব সংহিতা)

যে-দ্বিজ একমাসকাল শূদ্রান্ন ভোজন করে ; এই জন্মেই সে-ব্যক্তি শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হয়, এবং মৃত্যুর পর কুকুর যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। শূদ্রান্ন ভোজন করিয়া পুত্রোৎপাদন করিলে সেই পুত্র অন্নদাতা শূদ্রের হয়। যেহেতু—

অন্নদাতা ভয়েত্রাতাঃ যস্য কন্যা বিবাহিতাঃ।
জনয়িতা চ উপনেতা পঞ্চপিতা ভবেৎস্মৃতা॥
শূদ্রাণাং সূপকারী চ শূদ্রযাজী চ যো দ্বিজঃ।
অসিজীর্বি মসীজীবি বিষহীনো যথোরগঃ॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত)

শূদ্রের পাচক, শূদ্রের যাজক, যুদ্ধজীবি এবং মসীজীবি (কেরাণী) ব্রাহ্মণ বিষহীন সর্পের তুল্য। বিশেষতঃ—

অশুদ্ধ শূকল্পা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ। (বিষ্ণুযামল)

কলিকালের ব্রাহ্মণগণ একেই ত শূদ্রের ন্যায় অপবিত্র, তাহাতে ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিকে শূদ্র-ভাবাপন্ন করিয়া শূদ্রাচারে তাহাদের ক্রিয়ানুষ্ঠানাদি সম্পন্ন করিলে পুরোহিতগণকেই ক্রমশঃ অব্রাহ্মণতা প্রাপ্ত হইতে হয় না কি? হয়তো ইহারই নামান্তর—"নিজের নাক কাটিয়া পরের যাত্রা ভঙ্গ"।

যে-সকল ব্যক্তি অব্রাহ্মণ হইয়াও নিজদিগকে ব্রাহ্মণদাবী করিয়া থাকে এবং শূদ্রযাজী হইয়া শূদ্রান্ন ভোজন করিয়া প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাদের মতোই নিজেদের দলপুষ্টি কামনায় সকল ব্যক্তিকেই মৃত্যুর পর জঘন্যপ্রেতাত্মা বলিয়া গণ্য করিয়া থাকে। ঐ সকল স্বার্থান্ধ পুরোহিতগণ পিতৃগণের উদ্দেশে অপকান্ন অর্থাৎ শুষ্কতণ্ডুল, পক্ক কদলী প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রাদ্ধকার্য্য সমাধা করিয়া তৎসমস্তই আত্মসাৎ করিয়া বসেন। কর্ম্ম-কার্য্যাদি শাস্ত্রানুমোদিত না হইলে যে পণ্ড হইয়া যায়, তাহা বলাই বাহুল্য। এস্থলে পুরোহিত মহাশয়গণ যজমানের কিরূপ হিতকামী তাহা বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রেরই বিবেচ্য।

কর্ম্মজড়-বিদ্ধস্মার্ত্ত প্রণিত শাস্ত্রমতে মৃত ব্যক্তির আত্মা প্রেত বা পিশাচত্ব প্রাপ্ত হয়। বিহিত শ্রাদ্ধ-ক্রিয়া ও সপিণ্ডন-দ্বারা তাহার সেই প্রেতত্ব বা পিশাচত্ব মোচন হইলে তবে সেই মৃত ব্যক্তির আত্মা স্বর্গলোকে গমন করিয়া থাকে। এইজন্যই বিদ্ধ স্মার্ত্তশ্রাদ্ধের নাম প্রেতশ্রাদ্ধ, পৈশাচ বা রাক্ষস-শ্রাদ্ধ। যথা—

"সপিণ্ডীকরণং যাবৎ প্রেত-শ্রাদ্ধাদি ষোড়শ।
পক্কান্নেনৈব কার্য্যাণি সামিষেণ দ্বিজাতিভিঃ॥" (লঘু হারীত)
"যস্যৈতানি ন কুর্ব্বতি একোদ্দিষ্টানি ষোড়শ।
পিশাচত্বং স্থিরং তস্য দত্তৈঃ শ্রাদ্ধশতৈরপি॥"

এইরূপ জড়কর্ম্ম-কাণ্ডীয় শ্রাদ্ধে বিষ্ণু ও শ্রীকৃষ্ণ-সেবক কার্ষ্ণ বা বৈষ্ণবজনের বৈষ্ণবের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় না বলিয়াই এই শ্রাদ্ধের নামান্তর রাক্ষস শ্রাদ্ধ। স্কন্দপুরাণে বলিয়াছেন, যথা—

যস্য বিদ্যাবিনির্ম্মুক্ত মূর্খং মত্বা তু বৈষ্ণবং।
বেদবিদ্ভোহদদাদ্বিপ্রঃ শ্রাদ্ধং তদ্রাক্ষসং ভবেৎ॥

বৈষ্ণবকে বিদ্যাহীন মূর্খ্য মনে করিয়া বেদবিদ্‌গণকে শ্রাদ্ধ প্রদান করিলে বিপ্রকৃত সেই শ্রাদ্ধ "রাক্ষস" শ্রাদ্ধ নামে অভিহিত হয়।

দৈব ও আসুর-ভেদে দ্বিবিধ স্বভাবের লোক অনুসারে শাস্ত্রে শ্রাদ্ধ বিধিও দ্বিবিধ বিবৃত হইয়াছে ;—

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তি পরোদৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥ (পাদ্মে)

অর্থাৎ বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম দ্বিবিধ ; বিষ্ণুভক্তি আশ্রয় করিয়া যে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত তাহাই দৈব এবং তদ্বিপরীত অর্থাৎ যাহাতে ঐকান্তিকতার অভাবক্রমে ভগবানের নিত্য-ধাম-রূপ-গুণ-পরিকর-বৈশিষ্ট্যাদিময়ী লীলায় বাধা দিয়া বৈকুণ্ঠবস্তুকে মায়িক মনে করিয়া কল্পনাপ্রভাবে পঞ্চদেবতার আরাধনা হয় তাহা ভোগপর—অদৈব ও আসুর স্বভাব।

এই জন্যই বিদ্ধ-স্মার্ত্তশ্রাদ্ধে ও বিশুদ্ধ সাত্ত্বত শ্রাদ্ধে বহু পার্থক্য দৃষ্ট হয়। এইসকল আসুর স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিসকল যে নিজেদের মাতা-পিতাকে প্রেত-পিশাচিনীরূপে গণ্য করিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? এমনকি যাঁহারা আজন্ম নিরামিষাসী বা বিধবা মাতৃদেবী ও ভগ্নিগণকেও মৃত্যুর পর প্রেত-পিশাচী কল্পনা করিয়া তাঁহাদিগকে আমিষাদি ভোজন করাইয়া থাকে। মৎস্যের পরিবর্ত্তে অন্ততঃপক্ষে দগ্ধচাউল বা কদলীপোড়া খাওয়াইয়া আমিষ ভক্ষণের নিয়মরক্ষা করিতে দেখা যায়। "দুষ্কৃং আমিষ সূচ্যতে!"

অতএব মনুষ্যমাত্রেরই স্থূলদেহ অবসানের পর তিনি ব্রাহ্মণ হউন কিংবা ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রই হউন, জন্মদাতা পিতা বা গর্ভধারিণী জননীই হউন না কেন ; ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ-পরায়ণ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সাধুই হউন না কেন, চির হবিষ্যাশী হইয়া যতই সাধন-ভজন করুন না কেন,—তথাপি কর্ম্মকাণ্ডীয় স্মৃতি-শাস্ত্রমতে মৃত্যুর পর তাঁহাকে পূর্ণ একবৎসর-কাল প্রেত সাজিয়া অমেধ্য ভোজন করিতেই হইবে। তিনি নিত্যধাম বৈকুণ্ঠে গমন করিলেও তাঁহাকে বলপূর্ব্বক নরকে টেনে এনে প্রেত-পিশাচ সাজাইয়া অভোজ্য অমেধ্যাদি ভোজন করাইতেই হইবে। তথাপি সাত্ত্বত পদ্ধতি বিধানানুসারে শ্রীভগবানের নিবেদিত মহাপ্রসাদান্ন প্রদান করিবেন না। স্বধর্ম্মনিষ্ঠ মাতাপিতাকে প্রেতকল্পনা করিয়া নরকের ক্রিমিকীট করিয়া রাখিব সেও ভাল, তথাপি সাত্ত্বত শাস্ত্রের মাতানুবর্ত্তী হইব না। এমন না হইলে কি বিদ্বেষিতা প্রকাশ পায়? সাত্ত্বত-সম্প্রদায়ীগণ অগ্রেই ভাল দিকটা লইয়া ফেলিয়াছেন, তখন আমাদিগকে অন্ততঃ মন্দের দিকটা লইয়াও তো তাঁহাদের সহিত প্রতিযোগিতা করিতেই হইবে? কর্ম্মকাণ্ডীয় বিদ্ধ-শ্রাদ্ধে ঠিক এই ভাবটী পরিস্ফুট হইয়াছে কিনা তাহা নিরপেক্ষ সুধিগণেরই বিবেচ্য ও বিচার্য্য।

প্রেতের আহারাদির বিষয় যাহা, তাহা শাস্ত্রবাণী উদ্ধৃত করিয়া পরে দেখাইয়া দিব।

এখন শ্রীকৃষ্ণ-সেবক কার্ষ্ণ বা সাত্বত বৈষ্ণবজনের তিরোধানের পর প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয় না। তাহার অনুকূলে শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাওয়া যায় কি না অবশ্যই আলোচ্য। প্রথমেই দেখা যাইতেছে,—পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে শ্রীহর-পার্ব্বতী-সংবাদে উক্ত হইয়াছে,—

"ন কর্ম্মবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে।
বিষ্ণোরনুচরত্বং হি মোক্ষমাহুমশীষিণঃ॥"

অর্থাৎ, বৈষ্ণবগণের কর্ম্ম-বন্ধনজনিত জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না, তাহারা মৃত্যুর পর যে শ্রীবিষ্ণুর অনুচরত্ব লাভ করেন সাধু-বিবেকীগণ তাহাকেই মোক্ষ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। উক্ত পুরাণের মাঘ-মাহাত্ম্যে দেবদূত বিকুণ্ডল সংবাদে কথিত আছে,—

"ন যমং যমলোকং ন ন দূত্যন্ ঘোরদর্শনান্।
পশ্যন্তি বৈষ্ণবানুনং সত্যং সত্যং ময়োদিতম্॥"

আমি সত্য সত্য নিঃসন্দেহে বলিতেছি, বৈষ্ণবগণ যম অথবা যমপুরী বা ঘোরদর্শন যম-দূতগণকেও দর্শন করেন না।

বৈষ্ণবগণের নির্য্যাণ ঘটিলে তিনি বিষ্ণুর অনুচরত্ব লাভ করেন এবং শ্রীভগবদ্ধামে গমন করেন বলিয়াই তাঁহারা প্রেতত্ব বা পিশাচত্বের কোন প্রকার সম্ভবনা নাই। মৃত্যুর পর তিনি হরি-পরিবার মধ্যে গণ্য হইয়া পরমপদ লাভ করেন। সুতরাং কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধে প্রেতত্ব খণ্ডন উদ্দেশে যে কর্ম্মাদি বিহিত হয় বৈষ্ণবগণের শ্রাদ্ধে সেই সকল কর্ম্মানুষ্ঠান গ্রাহ্য নহে ; সাত্বত শ্রাদ্ধ ও প্রেত-শ্রাদ্ধের মূলতত্ত্বে আকাশ-পাতাল বা স্বর্গ-নরক তফাৎ।

বৈষ্ণব ত বহু ঊর্দ্ধের কথা, যাঁহারা বৈষ্ণবের দাসত্ব স্বীকার করেন তাঁহাদিগকেও যমালয় দর্শন করিতে হয় না। যথা—

"বিষ্ণুভক্তস্য যে দাসা বৈষ্ণবান্নভুঞ্জাশ্চ যে।
তেঽপি ক্রতুভুজাং বৈশ্য গতিং যাজন্তি নিরাকুলম্॥"

যাঁহারা বৈষ্ণবের দাস এবং বৈষ্ণবের অন্নভোজী তাঁহারাও নিরকুল হইয়া যজ্ঞভুক্‌দের ন্যায় পরমাগতি লাভ করেন। বৈষ্ণব আচার দূরেই থাকুক, সেইটী বহু ঊর্দ্ধের কথা, "বৈষ্ণব বা ভাগবত" এই নামমাত্র লাভ করিতে পারিলেও কৃতার্থ হওয়া যায়।—

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা
বসুন্ধরা সা বসতিশ্চ ধন্যাঃ।
স্বর্গেস্থিত পিতরোঽপি ধন্যা
যস্যা সূত বৈষ্ণব-নাম ধ্যেয়ঃ॥

যে বংশে একজন বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করেন তিনি অধঃ, ঊর্দ্ধ চতুর্দ্দশ পুরুষ পর্য্যন্ত মুক্ত করিয়া থাকেন, জননীর গর্ভধারণও সার্থক, জন্মস্থান তীর্থস্বরূপ পূজ্য, বসতিস্থানকেও পবিত্র করিয়া থাকেন, স্বর্গস্থিত পিতৃপুরুষ নিজদিগকে ধন্য বলিয়া মনে করেন। বৈষ্ণব দেবতাগণেরও পূজ্য। যথা, গরুড়পুরাণে ইন্দ্রের উক্তি—

"কলৌ বাগবতং নাম দুর্লভং নৈব লভ্যতে।
ব্রহ্মরুদ্রপদোৎকৃষ্টং গুরুণা কথিতং সম॥"

কলিযুগে "বৈষ্ণব" নাম লাভ অতি দুর্লভ —সহজে লাভ করা যায় না। বহু বহু জন্মের সুকৃতির ফলে কলিতে "বৈষ্ণব" বা "ভাগবত" সংজ্ঞা লাভ হয়। এই বৈষ্ণব আখ্য শিব-বিরিঞ্চিপদ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট ইহা আমার গুরু বৃহস্পতি কীর্ত্তন করিয়াছেন।

পূর্ব্বপক্ষ অবলম্বন করিয়া কেহ যদি বলেন,—যাঁহারা পরমহংস বৈষ্ণব তাঁহাদের দেহান্তে প্রেতত্ব না ঘটিলেও সাধারণ গৃহস্থ বৈষ্ণবগেণর দেহান্তে প্রেতত্ব হইবে না কেন? শাস্ত্রে বৈষ্ণব-মাহাত্ম্যে গৃহী ও ন্যাসী-ভেদে কোন তারতম্য না থাকায় সকলেই সাধনোচিত গতি লাভ করিয়া থাকেন। স্কন্দপুরাণে রেবা খণ্ডে শ্রীব্রহ্মা-নারদ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে—

"যস্তু বিষ্ণুপরো নিত্যং দৃঢ়ভক্তির্জিতেন্দ্রিয়ঃ।
স্বগৃহেঽপি বাসং যাতি তদ্বিষ্ণো পরমং পদম্॥"

যিনি নিত্য বিষ্ণুপরায়ণ দৃঢ়ভক্তিযুক্ত ও জিতেন্দ্রিয় তিনি গৃহস্থ আশ্রমে অবস্থান করিয়াও বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করেন। শ্রীনারদ পুণ্ডরীকাক্ষ-সংবাদে উক্ত হইয়াছে,

সহস্র জন্মান্তরে "আমি শ্রীহরির দাস" এইরূপ মত জন্মিলেও তিনি নিখিল লোক উদ্ধার করিয়া থাকেন এবং অন্তে তিনি যে শ্রীহরি সালোক্য লাভ করেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

জন্মান্তর সহস্রেষু যস্য স্যাদ্ বুদ্ধিরীদৃশী।
দাসোঽহং বাসুদেবস্য সর্ব্বলোকান্ সমদ্ধরেৎ।
স যাতি বিষ্ণু-সালোক্যং পুরুষো নাত্র সংশয়ঃ॥

যদি বলেন, শ্রীকৃষ্ণভক্ত কার্ষ্ণ বা বৈষ্ণবজনের মধ্যে কোন ব্যক্তি অজ্ঞাতবশতঃ কদাচারী হইয়াছেন, তাঁহাদের প্রেতত্ব হইবে না কেন? না—তাঁহাদেরও প্রেতত্বের সম্ভবনা নাই, যথা—

"হরিভক্তিপরা যে চ হরিনামপরায়ণাঃ।
দুর্বৃত্তা বা সুবৃত্তা তেষাং নিত্যং নমো নমঃ।।"

হরিভক্তি-পরায়ণ ও শ্রীহরিনাম-নিরত গ্রহণকারী বৈষ্ণবজন প্রাক্তন কর্ম্মফলজনিত যদি কখনও—

'অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্য সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ।। (গীঃ ৯।৩০)

যদি এই প্রকার দুরাচারও লক্ষিত হয়, তথাপি তাঁহাকে সাধু বলিয়াই মানিবে; তাঁহার তাদৃশ অবস্থা অসম্যক্ নহে। তিনি নিত্য নমস্য। অতএব হরিভক্তি-নিরত বৈষ্ণবজনের পাপ-কর্ত্তৃক কোনপ্রকার বন্ধনের সম্ভাবনা নাই। যেহেতু তাঁহার সমস্ত কর্ম্মফলই শ্রীকৃষ্ণে সমর্পিত। পাপ-পুণ্য স্বর্গ ও নরককেও উপেক্ষা করিয়া শ্রীকৃষ্ণদাসত্বে আত্মাকে নিযুক্ত করিয়াছেন। যেস্থানে সেব্যবস্তু বিরাজিত, সেবক তাঁহার পদতলে স্থিত। জড় কর্ম্মকাণ্ডীয়গণের ন্যায় স্বর্গ দূরের কথা মুক্তির জন্য পিপাসিত নহে, কারণ তিনি চিরমুক্ত।

"অত্যন্ত দুর্ল্লভা প্রোক্তা হরিভক্তি কলৌযুগে।
হরিভক্তি রতানাং বৈ পাপবন্ধো ন জায়তে।।"

শ্রীহরিভক্তি-পরায়ণ মহাভাগবত বৈষ্ণব এই কলিযুগে অত্যন্ত দুর্ল্লভ। অতএব হরিভক্তি নিষ্ঠাযুক্ত সাত্বত বৈষ্ণবজনের আচরণে পাপ-কর্ত্তৃক কোন বন্ধনের সম্ভাবনা নাই। এমনকি শ্রীহরি-ভক্তিপরায়ণা স্ত্রীলোকগণেরও প্রেতত্ব-প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। যথা,—

"সভর্ত্তৃকা বা বিধবা বিষ্ণুভক্তিং করোতি যা।
সমুদ্ধিরতি চাত্মানং কুলমেকোত্তর শতম।।"

হরিভক্তি-পরায়ণ নারী সধবা থাকুন বা বিধবাই হউন তিনি নিজকে এবং নিজের শতাধিক কুল উদ্ধার করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণের সেবকগণের দেহান্তে যে তাঁহারা প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণবপদ অর্থাৎ বৈকুণ্ঠলোকেই গমন করেন, তাহাতেও কোনরূপ সন্দেহের কারণ নাই। শ্রীমদ্ভাগবত ৪র্থ স্কন্ধে শ্রীরুদ্র-বাক্যে উক্ত হইয়াছে,—

"স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্
বিরিঞ্চিতামেতি ততঃ পরং হি মাম্।
অব্যাকৃতং ভগবতোঽথ বৈষ্ণব-
পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে॥"

স্বধর্ম্মে-নিষ্ঠাযুক্ত থাকিয়া বহু জন্মের পর বিরিঞ্চিপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, আর পুঞ্জীভূত সুকৃতিফলে রুদ্রপদ বা শিবত্ব প্রাপ্ত হয়। আমি এবং অন্যান্য দেবতাসকল বর্ত্তমানে যে অধিকার লাভ করিয়া আছি, আমাদের এই অধিকারের শেষ হইলে স্ব-স্ব লিঙ্গদেহ বা ভোগদেহের অবসানান্তে তবে আমরা প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হইব। কিন্তু "ভাগবতস্তু দেহান্তে অব্যাকৃতং প্রপঞ্চাতীতং (বৈকুণ্ঠে) বৈষ্ণবপদমেতি॥" (শ্রীধরস্বামী)

ভগবৎ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণভক্ত কার্ষ্ণ বা বৈষ্ণবজন দেহান্তেই অর্থাৎ মৃত্যুর পরই প্রপঞ্চাতীত বৈকুণ্ঠপদ প্রাপ্ত হন। মৃত্যুর পর যে-সকল জীবদিগের প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া যম-ভবনে নিত হয়, যাঁহার বিচারে স্বর্গ বা নরক ভোগ করে, সেই ধর্ম্মরাজ বলিয়াছেন,—

কমল-নয়ন বাসুদেব বিষ্ণো
ধরণি-ধরাচ্যুত শঙ্খচক্রপাণে।
তব শরণমিতিরয়ন্তি যে বৈ
ত্যজ ভট দূরতরেণ তান্ পাপান্॥

যাঁহারা "কৃষ্ণমন্ত্র" গ্রহণ করিয়া আত্মসমর্পণ করিয়া শ্রীনাম-কীর্ত্তনাদিতেই রত, এহেন সাধু-বৈষ্ণবগণের মহিমা দেব-সিদ্ধগণ কীর্ত্তন করিয়া নিজদিগকে কৃতার্থ মনে করেন, তাঁহাদের তো কোন কথাই নাই। যাঁহারা কেবলমাত্র "হে কমললোচন! হে বাসুদেব! হে ধরণীধর! হে অচ্যুৎ! হে শঙ্খচক্রপাণে! আমি তোমার শরণ লইলাম"—বলিয়াও কীর্ত্তন করেন, হে দূত! তুমি সেইসকল ব্যক্তিগণের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া দূরে থাকিবে। কারণ, সুরকুল-বন্দিতা বিধাতা লোকহিতার্থ অর্থাৎ স্বর্গভোগ দানার্থ ও অহিতার্থ অর্থাৎ নরকভোগ প্রদানার্থ আমাকে যমরাজ-পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সুতরাং আমি হরিগুরু বিমুখ "অবৈষ্ণব" দিগকেই কেবল শাসন করি; কিন্তু শ্রীহরি-পদাশ্রিত ভক্ত বা বৈষ্ণবজনকে নমস্কার করি।

বৈষ্ণবজন দৈবাৎ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতভাবে কোনপ্রকার পাপানুষ্ঠান করিয়া থাকিলেও আমি তাঁহাদের শাসনের প্রভু নহি। পদ্মপুরাণে যমদূত-বিকুণ্ডল-সংবাদে এই প্রকার কথিত আছে,—

প্রাহাস্মান্ যমুনাভ্রাতা সাদরং হি পুনঃ পুনঃ।
ভবন্তি বৈষ্ণবা স্ত্যাপ্যা ন তে স্যু মমগোচরাঃ॥
দুরাচারো দুষ্কুলোহপি সদা পাপরতোহপি বা।
ভবন্তি বৈষ্ণবা স্ত্যাজ্যা বিষ্ণুঞ্চেত্তজতে নরঃ॥
বৈষ্ণবা যদ্‌গৃহে ভুঙ্‌ক্তে যেষাং বৈষ্ণব-সঙ্গতিঃ।
তেহপি বঃ পরিহার্য্যা স্যু স্তৎ সঙ্গহত-কিল্মিষাঃ॥

যমুনা-ভ্রাতা যমরাজ আমাদিগকে বারংবার (পুনঃ পুনঃ) সাদরে উপদেশ দিয়াছেন,—তোমরা বৈষ্ণবগণকে সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিও। তাঁহারা আমার অধিকারে আসিবার যোগ্য নহেন। বৈষ্ণবগণ দুরাচারী দুষ্কুলসম্ভূত পাপরত হইয়াও যদি বিষ্ণু ভজনা করেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিও। এমনকি যাঁহারা গৃহে একজন বৈষ্ণব ভোজন করিয়াছেন, যিনি কিঞ্চিৎ সময় বৈষ্ণবসঙ্গ লাভ করিয়া তাঁহার উপদেশ মানিয়াছেন, হে দূত! তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিও।

"বৈষ্ণবা বিষ্ণুবৎ পূজ্যাঃ মম মান্যা বিশেষতঃ।
তেষাং কৃতেহপমানেহপি বিনাশো জায়তে ধ্রুবম্॥"

বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুসদৃশ পূজ্য, আমারও মাননীয়। যদি কেহ তাঁহাদিগকে অপমান করে তবে তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

"আয়ুঃ শ্রিয়ং যশো ধর্ম্মং লোকানাশিষ এব চ।
হন্তি শ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসো মহদতিক্রমঃ॥"

বৈষ্ণবজনের প্রতি অনাদর করিলে আয়ুঃ, শ্রী, যশঃ, ধর্ম্ম, স্বর্গাদিলোক এবং সর্ব্বপ্রকার মঙ্গলকে বিনাশ করে। পদ্ম-পুরাণে উত্তরখণ্ডে পার্ব্বতীর প্রতি শিবের উক্তি,—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধানাং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চ্চনম্॥"

হে দেবি! সকল দেবতার আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ, তাহা হইতে বিষ্ণুভক্তগণের আরাধনা অধিক শ্রেষ্ঠ। শ্রীকৃষ্ণভক্ত কার্ষ্ণ বা বৈষ্ণবগণ যে সর্ব্বমান্য, পূজ্য ও প্রণম্য—এ বিষয়ে বলাই বাহুল্য। বৃহন্নারদীয়-পুরাণে একাদশী-মাহাত্ম্যে উক্ত হইয়াছে,—

"যে বিষ্ণুভক্তি নিরতাঃ প্রজতা কৃতজ্ঞাঃ
একাদশী ব্রতপরা বিজিতেন্দ্রিয়াশ্চ।
নারায়ণাচ্যুত হরে শরণ্যং ভবেতি
শান্তা বদন্তি সততং তরসা ত্বজধ্বম্॥

নারায়ণাচ্যুতার্পিতধিয়ো হরিভক্তি-ভক্তান্
স্বাচার-মার্গ-নিরতান্ গুরুসেবকাংশ্চ।
সৎপাত্র দান-নিরতান্ হরিকীর্ত্তিভক্তান্
দূতা স্তজধ্বমণিশং হরিনামসক্তান॥"

হে দূতগণ! যাঁহারা বিষ্ণুভক্তিরত, যত্নবান, কৃতজ্ঞ, শ্রীএকাদশী-ব্রতপরায়ণ, হইয়া জিতেন্দ্রিয় হইয়া "হে নারায়ণ! হে অচ্যুৎ! হে হরে! আমার শরণ্য হউন"—বলিয়া শান্তভাবে হরি-কীর্ত্তন করে সেই সকল বৈষ্ণবগণকে প্রণত হইয়া সত্বর দূরে পরিত্যাগ করিবে। হে দূতবৃন্দ! যাঁহাদের চিত্ত ভগবান্ নারায়ণে অর্পিত, যাঁহারা বৈষ্ণবগণের সেবক ও ভক্ত, যাঁহারা দানের সৎপাত্র বৈষ্ণবগণকে দান করেন এবং গুরুসেবা পরায়ণরতার সহিত হরিসঙ্কীর্ত্তনে অনুরক্ত তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিও। বিষ্ণু-রহস্যে উক্ত হইয়াছে,—

"শ্রীবিষ্ণোরর্চ্চনং যে তু প্রকুর্ব্বন্তি পরা ভুবি।
তে যান্তি শাশ্বতং বিষ্ণোরানন্দং পরং পদম্॥"

যাঁহারা এই কর্ম্মময় জড়-সংসারে বিচরণ করিয়াও শ্রীভগবান্ বিষ্ণুসেবায় নিযুক্ত থাকেন, তাঁহারা ভগবানের পরম আনন্দময় নিত্যধামে গমন করেন। শ্রীভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন,—"মদ্ভক্ত-পূজাভ্যধিকা" আমার পূজা অপেক্ষা আমার ভক্তের পূজা সর্ব্বতোভাবেই প্রশস্ত। ক্ষুদ্র-গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া অধিক প্রমাণ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না। শত-সহস্রাধিক শাস্ত্রীয় প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান যাইতে পারে, বৈষ্ণবগণ দেহান্তে বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, প্রেতত্ব প্রাপ্ত হন না। কারণ—"স্বকর্ম্ম ফলভুক্ পুমান্" জীবগণ নিজ নিজ কর্ম্মোচিত গন্তব্যস্থলে লইয়া যাইবার জন্য যমদূত ও বিষ্ণুদূত উভয়েই নিযুক্ত আছেন।

"দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ আসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥"

এই জগতে দৈব ও আসুরভেদে দুই প্রকার জীব সৃষ্ট হইয়াছে। যাঁহারা বিষ্ণুভক্ত—বৈষ্ণবগণই দৈব নামে কথিত হন। আর যে-সমস্ত জীব ভোক্তা মনে করিয়া বিষ্ণুকেই ভোগ্য করিবার কামনায় বিরোধাচরণ করিয়া থাকে, তাহারাই অসুর নামে অভিহিত। অতএব দৈববর্ণাশ্রমী শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তগণের দেহাবসানে বিষ্ণুদূতই তাঁহাদিগকে বিষ্ণুধামে লইয়া যান। আসুর বর্ণাশ্রমী কর্ম্মজড় জীবগণের

দেহাবসানে যমকিঙ্করগণ তাহাদিগকে যমালয়ে নিত করেন। অজামিলের চরিত্র আলোচনা করিলেও দেখিতে পাওয়া যায়, পাপ-কর্ম্মাদিতে রত থাকিয়াও দেহাবসানকালে পুত্রের নাম উল্লেখ করিতে গিয়া বৈকুণ্ঠপতি 'নারায়ণ' নাম উচ্চারিত হওয়াতেই তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুদূতগণ উপস্থিত হইয়া যম-কিঙ্করদিগের সহিত ঘোরতর বিবাদ করিয়া অজামিলকে যমদূতগণের হস্ত হইতে রক্ষা করেন। সম্বৎসরে "পিণ্ডদানের" অপেক্ষায় "প্রেত" হইয়া থাকিতে হইল না।

প্রেতান্ন ভোজি, প্রেত-পদাবলেহি কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-মার্গাবলম্বিগণের ন্যায় সকল মনুষ্যগণই প্রেত সাজিয়া যমালয়ে নিত হয় না। তাঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা-ভেদে ভিন্ন ভিন্ন গতি লাভ লইয়া থাকে। যথা—

যোগস্য তপশ্চৈব ন্যায়স্য গতয়োঽমলা!
মহজনস্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্য মদ্‌গতি॥ (ভাঃ)
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥ (গীঃ)

যোগ, তপস্যা ও সন্ন্যাস উহাদের গতি, জড় কর্ম্মানুষ্ঠানকারিদিগের গতি অপেক্ষা নির্ম্মল। অতএব যোগিগণ মহলোক, তপস্বিগণ তপোলোক, ও সন্ন্যাসীগণ সত্যলোক লাভ করেন। কিন্তু ভক্তিযোগে ভক্তগণ আমার চিদ্ধাম বৈকুণ্ঠে গমন করেন। অন্যান্য দেবতা উপাসকগণ স্ব-স্ব উপাস্য দেবতার অনিত্যলোকে গমন করেন। পিতৃলোকের উপাসকগণ অনিত্য পিতৃলোকে এবং ভূতপূজকগণ অনিত্য ভূতলোকেই গমন করিয়া থাকেন। আমার সচ্চিদানন্দ স্বরূপের উপাসকগণ মদীয় লোকে গতি লাভ করিয়া আমাকেই প্রাপ্ত হন।

জড়-কর্ম্মপন্থী স্মার্ত্তগণ প্রতিকথায়, গীতা-ভাগবতাদি শাস্ত্রাদির বচন উদ্গীর্ণ করিয়া থাকেন, ভগবানের শ্রীমুখনিঃসৃত উক্ত বাণীসকল কি তাহাদের দৃষ্টিপথের আড়ালে রাখিয়া শাস্ত্রের দোহাই দেন কিনা ইহা সুধি পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া লইবেন।

অতএব, শ্রীকৃষ্ণভক্ত বা কার্ষ্ণ অর্থাৎ সাত্ত্বত বৈষ্ণবগণ বিদ্ধশ্রাদ্ধকাণ্ডের অনুশাসনে চালিত হইয়া প্রেতশ্রাদ্ধের অনুবর্ত্তী হইবেন কেন? প্রেত বা পিশাচ-শ্রাদ্ধ কেবল আসুর-বর্ণাশ্রমীদের জন্যই বিহিত। দৈববর্ণাশ্রমী বৈষ্ণবদের দৈব-বিধানই পিতৃদেবার্চ্চন শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। শ্রাদ্ধ সংস্কারও নহে; ইহা নৈমিত্তিক কর্ম্মাঙ্গ বিশেষ। কর্ম্মীর শ্রদ্ধা বা রুচি অনুসারেই এই শ্রাদ্ধ-কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

অতএব তাহারা বিষ্ণুদ্বেষী, বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাবিহীন তাহাদেরই বহুপ্রকার নরক-ভোগান্তে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাহারা আসুর প্রকৃতি তাহাদের প্রেতত্বের সম্ভাবনা। তানহং দ্বিষতঃক্রুরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥ (গীঃ ১৬।১৯-২০)

হে কৌন্তেয়! তোমাকে বলিতেছি,—আমি সেই বিদ্বেষী ক্রুর নরাধমদিগকে এই সংসারে অর্থাৎ জড়জগৎ মধ্যে অশুভ আসুরী যোনিতে সর্ব্বদা ক্ষেপণ করি, কারণ তাহাদের স্বভাবজনিত ক্রিয়াদি-দ্বারা তাহাদের আসুরভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায়। এইরূপে সেই মূঢ়সকল আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া জন্মে জন্মে আমাকে জানিতে বা বুঝিতে অক্ষম হইয়া অবশেষে তদপেক্ষাও অধঃগতি প্রাপ্ত হয়।

প্রেতত্ব প্রাপ্তির হেতু

হরির্জুহ্বতি নাগ্নৌ যে গোবিন্দং নার্চ্চয়ন্তি যে।
লভন্তে নাত্মবিদ্যাঞ্চ সুতীর্থ বিমুখাশ্চ যে॥
নাস্তিকাঃ কূহকাশ্চৌরা যে চান্যে বকবৃত্তয়ঃ।
বালবৃদ্ধাতুর স্ত্রীষু নির্দ্দয়াঃ সত্য বর্জ্জিতাঃ॥
ব্যাধাচরণ সম্পন্নাঃ বর্ণাদি ধর্ম্ম-বর্জ্জিতা।
দেবোপদেব-দনুজ রক্ষো-যক্ষাদি সেবিনঃ॥
সর্ব্বদা মাদক-দ্রব্য পানমত্তাঃ হরিদ্বিষঃ।
দেবতোচ্ছিষ্ট-পতিত-পর শ্রাদ্ধান্ন ভোজিনঃ॥
অসৎ-কর্ম্মরতা নিত্যং সর্ব্বপাতক পাপিনঃ।
পাষণ্ড ধর্ম্মচারণাঃ পুরোধা-বৃত্তি-জীবিনঃ॥
মহাক্ষেত্রেষু সর্ব্বেষু প্রতিগ্রহরতাশ্চ যে।
পরদ্রোহতা যে চ তথা যে প্রাণিহিংসকঃ॥
পরাপবাদিনঃ পাপা দেবতা-গুরু-নিন্দকাঃ।
কুপ্রতিগ্রাহিণঃ সর্ব্বে সম্ভবন্তি পুনঃ পুনঃ॥
প্রেত-রাক্ষস-পৈশাচ-তির্য্যক্-রক্ষ কুযোনিষু।
ন তেষাং সুখলেশোঽস্তি ইহলোকে পরত্র চ॥

(পাদ্মে, উত্তরখণ্ডে ১৮ অঃ)

মনুষ্যদেহ পাইয়া যাহারা দেবতার উদ্দেশে অগ্নিতে হবি দান করে না, যাহারা শ্রীগোবিন্দার্চ্চন করে না, আত্মবিদ্যালাভে অনিচ্ছুক, সুতীর্থ গমনে বিরত এবং নাস্তিক, কুহক, চৌর্য্যবৃত্তি-পরায়ণ, বকবৃত্তিক (বক-ধার্ম্মিক), যাহারা বালক, বৃদ্ধ ও আতুরের প্রতি নির্দ্দয় ব্যবহার করে, সর্ব্বদা সত্যবর্জ্জিত, ব্যধের ন্যায় আচরণ-কারী, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মবর্জ্জিত, সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুর আরাধানা না করিয়া যে ব্যক্তি দেব-উপদেব-দৈত্য-রাক্ষসও যক্ষাদির সেবায় রত থাকেন, মাদকদ্রব্য পানে মত্ত, হরিদ্বেষী, বিষ্ণু ব্যতীত অন্য দেবতার নির্ম্মাল্য ও পতিতজনের শ্রাদ্ধান্নভোজী, সর্ব্বদা অসৎ কর্ম্মরত, সর্ব্বপাতকে পাতকী, ভগবদ্ধর্ম্মভিন্ন অন্য পাষণ্ড ধর্ম্মানুরাগী, যে-সকল ব্রাহ্মণ পৌরহিত্য উপজীবী, শ্রীধামাদি মহাক্ষেত্রে কেবল প্রতিগ্রহেই রত, পরের অনিষ্টকারী প্রাণীহিংসক, পরের অপবাদকারী, দেবতা ও গুরুনিন্দুক ও কৃপ্রতিগ্রাহী—এই সকল ব্যক্তিমাত্রেই পুনঃ পুনঃ প্রেত-রাক্ষস-পিশাচ ও তির্য্যোগাদি অধঃযোনি প্রাপ্ত হইয়া ইহলোকে ও পরলোকে সুখের লেশমাত্র পায় না।

প্রেতত্ব লাভের আরও কতকগুলি কারণ অগ্নিপুরাণে উক্ত হইয়াছে। যথা,—

শূদ্রান্নং যো দ্বিজো ভুঙ্‌ক্তে যঃ ক্রমিতি দ্বিজোত্তম্।
বৃত্তিহা দ্বিজদেবেষু স প্রেতো জায়তে নরঃ॥
মাতরং পিতরং বৃদ্ধং জ্ঞাতিং সাধুজনং তথা।
লোভাৎ ত্যজতি স্নেহঞ্চ স প্রেতো জায়তে নরঃ॥
অযাজ্য যাজকশ্চৈব রাজ্যঞ্চ পরিবর্জ্জয়েৎ।
শূদ্রানুগ্রহ-কর্ত্তা চ স প্রেতো জায়তে নরঃ॥
দ্বিজানুমন্ত্রিতোভুঙ্‌ক্তে শূদ্রান্নং বা দ্বিজস্য চ।
শূদ্রেনৈব দ্বিজঃ প্রেতো নিরয়ানুপগচ্ছতি॥
বৃথারেতা বৃথামাংসো বৃথাবাদী বৃথামতিঃ।
নিন্দকঃ দ্বিজদেবানাং স প্রেতো জায়তে নরঃ॥
গীতবাদ্যরতো নিত্যঃ মদ্যপ স্ত্রীনিষেবণাৎ।
দ্যূত মাংসপ্রিয় যস্তু প্রেতো জায়তে নরঃ॥
বৃদ্ধং বালং গুরুং বিপ্রং যোহবমন্য ভুনক্তি বৈ।
কন্যাং দদাতি শুল্কেন স প্রেতো জায়তে নরঃ॥
কুরুক্ষেত্রেহপি যদ্দানং চণ্ডালাৎ পতিতাৎ তথা।
মাসিকেহপি নবশ্রাদ্ধে ভুঞ্জম্ প্রেতান্নমুচ্যতে॥

ব্রহ্মহা গোবধীস্তেয়ী সুরাপো গুরুতল্পগঃ।
ভূমি কন্যাহপর্ণা যঃ স প্রেতো জায়তে নরঃ॥
নিত্যনৈমিত্তিকেহদাতা স প্রেতো জায়তে নরঃ॥

যে দ্বিজ শূদ্রান্ন ভোজন করে এবং বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের মর্য্যাদা লঙ্ঘনকারী, দেব-দ্বিজের মূর্ত্তি বিনাশ করে সেই ব্যক্তি প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়। মাতা, পিতা, বৃদ্ধ, জ্ঞাতি ও সাধুজনকে লোভবশতঃ পরিত্যাগ করে সেইসকল মনুষ্যের প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয়। যে ব্রাহ্মণ অযাজ্য-যাজক, শূদ্রের অনুগ্রহ-কর্ত্তা তাহারও প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়। যে-দ্বিজ শূদ্র-দ্বারা আমন্ত্রিত হইয়া শূদ্রান্ন ভোজন করে, সেই ব্রাহ্মণ শূদ্র-কর্ত্তৃক প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া নরকে গমন করে। যে ব্যক্তি বৃথারেতা, বৃথামাংসভোজী, বৃথাবাদী ও দেব-দ্বিজের নিন্দক, সেও প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে-ব্যক্তি স্ত্রীলোকের সন্তোষ-বিধানার্থ সর্ব্বদা গীত-বাদ্য করে, মদ্যপ এবং দ্যূত ও মাংসপ্রিয় হয় তাহার প্রেতত্ব অনিবার্য্য। যে-ব্যক্তি বালক, বৃদ্ধ এবং ব্রাহ্মণকে নিবেদন না করিয়া নিজেই অগ্রে ভোজন করে, যে-ব্যক্তি পণ লইয়া কন্যা দান করে তাহারও প্রেতত্ব ঘটিয়া থাকে। ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে পতিত চণ্ডালের নিকট হইতে দান গ্রহণ করে এবং মাসিক একোদ্দিষ্ট ও আদ্যশ্রাদ্ধে ভোজন করে সেই প্রেতান্ন ভোজনের কালে প্রেতত্ব হইতে মুক্ত হওয়া যায় না, তাহার প্রেতত্ব লাভ অবশ্যম্ভাবী বা অনিবার্য্য। গো-ব্রাহ্মণ হত্যাকারী চৌর, গুরুপত্নীগামী, ভূমি ও কন্যা অপরহণকারী ব্যক্তি সকলেই প্রেতত্ব লাভ করে। নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মে দান না করে, সেই ব্যক্তিও প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। শাস্ত্রাদির প্রমাণেও প্রমাণিত হইতেছে যে, যাহারা অত্যন্ত দুষ্কৃতিশীল কেবল তাহাদেরই প্রেতত্ব ঘটিয়া থাকে। এই প্রমাণের দ্বারা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণের পিতৃপুরুষাদি ক্রমে সকলে উক্ত কু-কর্ম্মাদির অনুকূলে মনুষ্যজীবন যাপন করিয়াই প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহাদের মনুষ্যজীবনে কোনপ্রকার সুকর্ম্মের স্পৃহাই জন্মে নাই। ধন্যবাদার্হ (?) প্রেতপদলেহি-স্মার্ত্ত-বিধান! এই সকল কূটযুক্তিপরায়ণ শুষ্কতর্কবাদী ব্যক্তিগণই বিদ্ধব্রতের বিধি দিয়া প্রেতত্ব লাভের পথ প্রশস্থ করেন। যেহেতু,—

"প্রেতযোনিং প্রপশ্যন্তি পিতৃভিঃ সহিতাঃ পরাঃ।" অর্থাৎ বিদ্ধা একাদশী প্রভৃতি ব্রত করিলেও পিতৃগণের সহিত প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইতে হয়।

এক্ষণে প্রেতের আহার কি তাহাই লিখিত হইতেছে। যেহেতু—"যে জীবা ভুবিতিষ্ঠন্তি সর্ব্বে আহার-মূলকাঃ।" জীবমাত্রেরই আহার আছে। যাহারা প্রেতত্ব

লাভ করে, সেই সকল দুর্ভাগ্যপরায়ণ জীবেরা কি আহার করিয়া থাকে, তাহা শাস্ত্র প্রেতের মুখ দিয়াই পরিব্যক্ত করিয়া দেখাইয়াছেন,—ইহা শুনিলে কর্ণে অঙ্গুলী দিতে হয়। এই জগতে এমন কোন পাষণ্ড নাই যে, তাহার অন্তরাত্মা আতঙ্কে শিহরিয়া না উঠে। কিন্তু কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ ইহা জানিয়া-শুনিয়া ও বুঝিয়াও আনন্দে উদ্বেলিত হইয়া উদ্দণ্ড নৃত্য করে—ইহারা কোন জাতীয় মানুষ সুধী পাঠকগণই বিবেচনা করিয়া লইতে পারিবেন।

শৃণু আহরেণাস্মাকং সর্ব্বসত্ত্ব বিবর্জ্জিতং।
শ্লেষ্মা মূত্র পুরীষেণ যোষিতাস্তু মলেন চ॥
গৃহাণি ত্যক্ত শৌচানি প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ।
স্ত্রীভির্জগ্ধানি জীর্ণাণি সঙ্কীর্ণাপহতানি চ।
মলেনাতি জুগুপ্সানি প্রেতা ভুঞ্জন্তি তত্র বৈ॥
অন্যোচ্ছিষ্ট যুক্তেষু তত্র প্রেতাস্তু ভুঞ্জতে।
সকেশমাক্ষিকোচ্ছিষ্টং পূতি পর্য্যুষিতং তথা॥
সক্রোধঞ্চ সশোকঞ্চ তচ্চৈ প্রেতেষু ভোজনম্।
সৌতিকং মৃতঞ্চৈব রজসা কলুষীকৃতম্॥
নির্দ্দীপং কৃমিবচ্চাগ্রে যদ্ভুক্তং প্রৈতিকন্তুতৎ।
এতত্তে কথিতং সর্ব্বং যৎ প্রেতেষ্বৈব ভোজনম্॥ (অগ্নিপুরাণ)

প্রেতগণ বলিতেছে—আমাদের সমস্ত আহার সত্ত্ব বিগর্হিত অর্থাৎ সবকিছুই অসাত্ত্বিক। শ্লেষ্মা, মূত্র, পূরীষ ও স্ত্রীলোকদিগের আর্ত্তর দ্বারা যে-স্থান অপবিত্র সেই স্থানেই প্রেতসকল ভোজন করে। স্ত্রীলোকগণ কর্ত্তৃক ভূক্তজীর্ণ ও সঙ্কীর্ণ অপহত দ্রব্যসকল এবং মলের দ্বারা অতিশয় নিন্দিত দ্রব্য সকল প্রেতগণের আহার্য্য। যে-স্থান বহুল পরিমিত উচ্ছিষ্টস্তুপ-স্থিত, প্রেতগণ সেখানেই আহার করে। কেশমিশ্রিত মক্ষিকা দ্বারা উচ্ছিষ্ট, পচা পর্য্যুষিত, ক্রোধ ও শোকের সহিত ভোজন এ-সমস্ত প্রেতেরই ভোজন। সূতিকা ও মৃতাশৌচ দুষ্ট, ধূলিদ্বারা কলুষীকৃত বিনা দীপে ভোজন, কৃমিবৎ যাহা অগ্রে ভুক্ত, সে সমস্তই প্রেতের আহার। এই প্রেতের ভোজন দ্রব্যাদির ব্যাপারসকল কথিত হইল।

এখন বলুন দেখি কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্বীয় পিতা-মাতার মৃত্যুর পর প্রেত-পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া এইরূপ অমেধ্য কূপে নিক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করেন। যাহারা পিতা-মাতার প্রতি এইরূপ আচরণে ব্রতী তাহারা পুত্রনাম-বাচ্য নহে,

বরং কুলকলঙ্ক বলিয়াই গণ্য হয়—কি আক্ষেপের বিষয়! গতানুগতিকের দল জোর করিয়া তাঁহাকে প্রেত সাজাইয়া বসেন। এইজন্যই সাত্ত্বত-শাস্ত্রমতে জড়-কর্ম্মকাণ্ডীয় বিদ্ধশ্রাদ্ধকে রাক্ষস-শ্রাদ্ধ কহে।

কর্ম্মকাণ্ডের দ্বারা পরিচালিত থাকার জন্যই সাধারণতঃ মানুষের এই স্থূল পাঞ্চভৌতিক দেহের অবসানে যে-দেহ প্রাপ্তি হয় তাহার নাম আতিবাহিক দেহ। ইহা কেবল মনুষ্যেরই প্রাপ্তি হয়। অন্যান্য প্রাণীদিগের আতিবাহিক দেহ প্রাপ্তি হয় না। যথা,—

"তৎক্ষণাদেব গৃহ্লাতি শরীরমতিদেহিকম্।
আতিবাহিক সংজ্ঞোঽসৌ দেহ ভবতি ভার্গব॥
কেবলং তন্মনুষ্যাণাং নান্যাষাং প্রাণিনাং ক্বচিৎ॥"

অত্যন্ত অনুগ্রহের আলয়ে প্রেত ও পতিতজনের নিমিত্ত শ্রীনারায়ণের প্রীতিবিধানে প্রযত্নবান হইলেই তাঁহার এইরূপ কার্য্যে শ্রীনারায়ণের অনুগ্রহ হইয়া থাকে। যথা,—

অনুগ্রহেণ মহতা প্রেতস্য পতিতস্য চ।
নারায়ণবলি কার্য্যাহাস্তেনাস্যানুগ্রাহ্য ভবেৎ॥" (বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

শ্রীনারণের কৃপা (অনুগ্রহ) লাভ করিলে তাঁহার আতিবাহিক দেহের অপেক্ষায় থাকিতে হয় না। অপ্রত্যক্ষভাবে ভগবৎসেবার জন্য অজ্ঞাত সুকৃতি-প্রভাবে ভগবদ্দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কেবল আতিবাহিক দেহ লাভের পরই আসুর বা রাক্ষস-স্বভাব মনুষ্যগণ প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয় এবং দৈব-প্রকৃতি ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবগণ দেহাবসানের পরই চিন্ময় দেহ লাভ করিয়া শ্রীবিষ্ণুর অনুচরত্ব লাভে ধন্য হন।

"দীক্ষামাত্রেণ কৃষ্ণস্য নরা মোক্ষং লভন্তি বৈ।" বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণমাত্রই মনুষ্য মায়াতীত হইয়া মোক্ষলাভের অধিকারী হন। আর ভক্ত সন্ন্যাসগ্রহণ করিলে নারায়ণ তুল্যতা লাভ করেন। যথা,—

"দণ্ডগ্রহণ মাত্রেণ নরৌ নারায়ণো ভবেৎ।" প্রভুবাক্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে—

প্রভু কহে বৈষ্ণব-দেহ প্রাকৃত কভু নয়।
অপ্রাকৃত দেহ ভক্তের চিদানন্দময়॥
দীক্ষাকালে ভক্ত করে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তাঁরে তৎকালে করেন আত্মসম॥
সেই দেহ করে তার চিদানন্দময়।
অপ্রাকৃত দেহে তাঁর চরণ ভজয়॥

এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণভক্ত কার্ষ্ণ বা বৈষ্ণবজনের স্বভাব জন্ম ও দেহের অঙ্গহীনাদি দোষ দর্শনে তাঁহাকে প্রাকৃত মনে করা মহা অপরাধজনক।

দৃষ্টৈঃ স্বভাব জনিতৈর্বপুষশ্চ দোষৈঃ
ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্য পশ্যেৎ।
গঙ্গাম্ভসাং ন খলু বুদ্বুদ-ফেণ-পঙ্কৈঃ
ব্রহ্ম-দ্রবত্বমপগচ্ছতি নীর-ধর্ম্মৈঃ॥ (উপদেশামৃত-৬)

জলের ধর্ম্ম ফেণ, পঙ্ক, বুদ্বুদ প্রভৃতি তাহা গঙ্গাজলে বিদ্যমান থাকিলেও গঙ্গাজলের ব্রহ্মদ্রবত্ব অর্থাৎ নিত্য পবিত্রত্ব বিনষ্ট হয় না, তদ্রূপ দেহের স্বভাব জনিত দোষসমূহ ভক্তজনে পরিদৃষ্ট হইলেও তাঁহাকে কদাচ প্রাকৃতভাবে দর্শন করিও না, যেহেতু তিনি নিত্যপবিত্র।

ব্রহ্মণানাং সহস্রেভ্যঃ সত্রযাজী বিশিষ্যতে।
সত্রযাজি সহস্রেভ্যঃ সর্ব্ববেদান্তপারগঃ॥
সর্ব্ববেদান্তবিৎকোট্যা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্যঃ একান্ত্যেকো বিশিষ্যতে॥
(ভক্তিসন্দর্ভ ১৭৭ সংখ্যাধৃত গরুড়-বাক্য)

ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, সহস্র যাজ্ঞিক অপেক্ষা একজন সর্ব্ববেদান্ত শাস্ত্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, সর্ব্ববেদান্ত শাস্ত্রজ্ঞ কোটি ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন ঐকান্তিকী ভক্ত শ্রেষ্ঠ।

যে তে কুলে বৈষ্ণবের জনমে কেনে নয়।
তথাপিও সর্ব্বোত্তম সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে।
জন্মে জন্মে অধম যোনিতে ডুবি মরে॥ (চৈঃ ভাঃ মঃ ১০।১০২)

যে-সকল মূঢ়ব্যক্তি বৈষ্ণবগণের নিন্দা করে তাহারা পিতৃবর্গের সহিত মহারৌরব সংজ্ঞক নরকে পতিত হয়।

মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্ত সমস্তকর্ম্মা
নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥ (ভাঃ ১১।২৯।৩৪)

যে সময়ে মনুষ্য ভক্তিপ্রতিকূল কাম্য-কর্ম্মসমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করেন, তৎকালে বিশিষ্ট কর্ত্তৃরূপে গণ্য হইয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়া

আমার তুল্য ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আধ্যক্ষিক মরণশীল জীব যে-সময়ে স্বীয় প্রাপঞ্চিক জ্ঞান ও কর্ম্মের চেষ্টাদি ছাড়িয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন, তখন ভগবৎ প্রাপ্তি হেতু তাঁহার আর কোন অভাব থাকে না। তিনিও বৈকুণ্ঠবস্তুর সেবায় বৈকুণ্ঠত্ব লাভ করেন এবং কুণ্ঠাধর্ম্মে বা মায়িকভোগে আর তাঁহাকে থাকিতে হয় না। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণভক্ত কার্ষ্ণ বা সাত্বতজন কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধ করেন না। ভগবানে শরণাগতি দ্বারাই তাঁহারা পিতৃঋণ পরিশোধ করিয়া থাকেন। জন্মলাভ করিয়াই ব্রাহ্মণ ত্রিবিধ ঋণে আবদ্ধ হন। যথা,—

"জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভি ঋণৈ ঋণবান জায়তে।
ব্রহ্মচর্য্যেন ঋষিভ্যো যজ্ঞেন দেবেভ্যোঃ প্রজয়া পিতৃভ্য ॥" ইত্যাদি

ব্রাহ্মণ উক্ত ত্রিবিধ ঋণপাশে আবদ্ধ হইয়া থাকেন। ব্রহ্মচর্য্য দ্বারা ঋষিঋণ, যজ্ঞ-দ্বারা দেবঋণ এবং পুত্রোৎপন্ন করিয়া পিতৃঋণ হইতে অব্যাহতি লাভ করেন। কিন্তু হরিভক্ত বৈষ্ণবগণ ইহাদের কাহারও নিকট ঋণী নহেন। যথা,—

দেবর্ষিভূতাপ্ত নৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্যং কর্ত্তম ॥ (ভাঃ ১।৫।৪১)

হে রাজন! যিনি আত্মেন্দ্রিয় প্রীতিকাম অহংভাব পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে পরমশরণীয় শ্রীহরির শরণাগত হ'ন তিনি সাধারণ মানবের ন্যায় দেবতা, ঋষি, ভূতগণ স্বজন বা পিতৃলোকের কিঙ্কর বা ঋণ প্রাপ্ত হন না। অতএব যাঁহারা সর্ব্বাত্মস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণাগতি লইয়াছেন, এমনকি নিজের জাতি বা বর্ণাভিমানাদিকেও পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে শ্রীকৃষ্ণদাসাভিমানে পরিচিত থাকিয়া নিজেকে অতি দীন বলিয়া মনে করেন, সেইসকল হরিজনের তো কোন কথাই নাই ; যাঁহার বর্ণাশ্রমনিষ্ঠ বৈষ্ণব-ধর্ম্মে স্পৃহা অন্তরে উদিত হইয়াছে তাঁহাদের পক্ষেও পিতৃঋণ পরিশোধের নিমিত্ত কর্ম্মকাণ্ডীয় প্রেত-শ্রাদ্ধের প্রয়োজন হয় না। পিতৃলোকের প্রীতি উদ্দেশে শ্রীভগবৎপূজা করিয়া সেই প্রসাদান্ন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পিতৃলোককে অর্পণপূর্ব্বক শ্রাদ্ধ করিয়া পরে জনসাধারণকে মহাপ্রসাদ বিতরণরূপ শ্রাদ্ধ-মহোৎসব করাই সাত্বত বা শ্রীকৃষ্ণসেবক কার্ষ্ণ-বৈষ্ণবগণের কর্ত্তব্যবিধি। পূর্ব্বপক্ষ অবলম্বনাদি যদি বলিতে চাহেন, যে এই অধিকার কোন্ সময় হইতে ধরা যাইতে পারে?

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বেদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে॥"

যে-কাল পর্য্যন্ত জড়-কর্ম্মবিষয়ে দুঃখ জ্ঞান বা মদীয় (শ্রীভগবৎ) কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা উৎপন্ন না হয়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মসমূহের আচরণ করিয়া থাকেন। জড়কর্ম্মে কৃতসঙ্কল্প থাকেলে সেই জীবগণ কর্ম্মফলভোগবাসনা হইতে বিরত হইবার সম্পূর্ণ অযোগ্য। সেইকালে ভগবৎকথা আদরের বিষয় হয় না। কর্ম্মফলভোগ প্রচুর পরিমাণে ক্লেশ উৎপাদন করিবার পর অতিষ্ঠ হইয়া যেকালে বৈরাগ্যের প্রকাশ পায় সেইকালে বৈষ্ণব-সঙ্গে থাকিবার সৌভাগ্যক্রমে ভগবৎ-কথা শ্রবণের সুযোগ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে বদ্ধজীবের ভোগবাসনা স্তব্ধ হইতেপারেএবংভক্তিরাজ্যেরব্যাপার-সমূহতাঁহারকর্ণভেদ-সংস্কারকরাইয়া তাঁহাকে ভগবানের সেবায় নিযুক্ত করিতে সমর্থ হয়। শ্রীভগবৎ-কথা শ্রবণ ব্যতীত বদ্ধজীবের ভোগাকাঙ্ক্ষা কখনও স্তব্ধ হয় না; মুক্তি-পিপাসা হইতেও নিবৃত্তি হইবার একমাত্র ঔষধই নিত্য ভগবৎ-সেবোন্মুখতা। অতএব যে-দিবস হইতে শ্রীহরিনামে ও হরি কথায় শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, সেই দিবস হইতেই ভক্তজনের এই অধিকার জন্মে।

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্॥ (গীঃ ৯।২৩)

যাঁহারা শ্রদ্ধাসহকারে আধিকারিক দেব-দেবিগণের পূজার্চ্চনা করিয়া থাকেন, তাহাও আমারই উপাসনা হইলেও ইহা বিধিপূর্ব্বক নহে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নির্দ্দেশ-বাণী দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, যাহা বিধি তাহা গ্রহণযোগ্য—অবিধি চির বর্জ্জনীয়। মুখ্য ও গৌণভেদে ধর্ম্ম দ্বিবিধ। মুখ্যধর্ম্ম আশ্রয় করিলে গৌণধর্ম্মের কোনরূপ অপেক্ষা থাকে না। যথা,—

"যে চাত্র কথিতা ধর্ম্মা বর্ণাশ্রমনিবন্ধনাঃ।
হরিভক্তি কলাং শাংশ সমানা নহি তে দ্বিজাঃ॥ (পদ্মপুরাণ)

হে দ্বিজ! বর্ণাশ্রম-বিহিত যে-সকল ধর্ম্মের বিষয় যাহা কথিত হইল সেই সকল ধর্ম্ম হরিভক্তির কলাংশের একাংশের তুল্য। লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মাঙ্গের প্রতি যে আগ্রহ প্রকাশ পায়, তাহাতে সেই কর্ম্মসকল গৌণ অর্থাৎ অপ্রত্যক্ষভাবে যদিও হরিভক্তির অনুকূলেই আচরিত হইয়া থাকে তথাপি ইহা অবিধি।

"লৌকিকী-বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুন্যে।
হরি সেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥" (নারদপঞ্চরাত্র)

হে মুনে! লৌকিক বা বৈদিক যে কোন কর্ম্মই কৃত হউক না কেন, ভক্তিকামী ব্যক্তিসকল সেই ক্রিয়া যাহাতে হরি সেবানুকূলে কৃত হয়, সেইরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণভক্ত কার্ষ্ণ বা সাত্বত বৈষ্ণবগণ অবিধি কর্ম্মকাণ্ডীয় প্রেত-শ্রাদ্ধানুষ্ঠান না করিয়া সাত্বত বিধানানুসারে ভক্তির অনুকূল দৈব-শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। স্বধামগত বৈষ্ণবগণের উদ্দেশে বিষ্ণুনিবেদিত প্রসাদাদি দ্বারা শ্রদ্ধা প্রদর্শনপূর্ব্বক কৃতকর্ম্মই শুদ্ধ সাত্বতশ্রাদ্ধ। যেহেতু বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু-নিবেদিত দ্রব্য ব্যতীত অনিবেদিত কোন দ্রব্যই গ্রহণ করেন না। যথা,—

অনিবেদ্য ভুঃ তুঞ্জাম প্রায়শ্চিতী ভবেন্নরঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বং নিবেদ্যৈব বিষ্ণৌ ভুঞ্জীত সর্ব্বাঙ্গয়॥ (গরুড়পুরাণ)

অনিবেদিত দ্রব্য ভোজন করিলে মনুষ্যকে প্রায়শ্চিত্তার্হ হইতে হয়। অতএব সমস্ত দ্রব্যই বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া ভোজন করাই কর্ত্তব্য। অনিবেদিত দ্রব্য ভোজন করিলে কেন প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় তাহার কারণ এই যে,—

"অনর্চ্চায়িত্বা গোবিন্দং যৈ র্ভুক্তং ধর্ম্মবর্জ্জিতৈঃ।
শ্বানধিষ্ঠা সমং অন্নং পানীয়ং সুরয়া সমং॥"

যে সকল ধর্ম্ম-বর্জ্জিত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চন না করিয়া ভোজন করে তাহাদের সেই অন্ন কুক্কুর-বিষ্ঠা-সদৃশ এবং পানীয় মদিরায় তুল্য অপবিত্র। অপিচ,—

অবৈষ্ণবানা মন্নঞ্চ পতিতানাং তথৈব চ।
অনর্পিতং তথা, বিষ্ণৌ শ্বমাংস সদৃশং ভবেৎ॥(পাদ্মে উত্তরখণ্ডে)

অবৈষ্ণবের অন্ন, পতিতজনের অন্ন ও বিষ্ণুর অনিবেদিত অন্ন কুক্কুরমাংস তুল্য। এই কারণেই বিদ্ধ-কর্ম্মকাণ্ডীয় প্রেত-শ্রাদ্ধে বৈষ্ণবগণ কোন কিছুই ভোজনে অঙ্গীকার করেন না। শ্রীমদ্ বীরভদ্র গোস্বামীকৃত "বৃহৎ পাষণ্ডদলন" নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত প্রমাণ, যথা,—

শ্রাদ্ধদ্রব্যং সুরাপানং সুরনির্ম্মাল্য ভোজনম্।
ন ভক্ষেদ্বৈষ্ণবো জ্ঞানী প্রাণান্তেহপি কদাচন॥"
মদিরা সেবন আর শ্রাদ্ধের যে দ্রব্য।
দেবতা-প্রসাদ যদি দৈবে হয় লভ্য॥
এই তিন কদাচিত করিতে লক্ষণ।
প্রাণ অন্তে নাহি করে বৈষ্ণব যে-জন॥
"ন জহাতি বৈষ্ণব ত্বং স্ত্রী-তৈলামিধ ভক্ষণে।
জহাতি সুরনির্ম্মাল্য-শ্রাদ্ধামন্ত্রণ-ভোজনে॥"

সন্ন্যাসী পরমহংস বৈষ্ণবগণ দৈবক্রমে যদি স্ত্রীসঙ্গ, তৈলাভ্যঙ্গ বা আমিষাদি ভক্ষণ বারেক করিয়া ফেলিলেও তাঁহাদের বৈষ্ণবত্ব হানির সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। কিন্তু অন্য দেব-দেবীর প্রসাদ ভক্ষণ করিলে অথবা জড়-কর্ম্মকাণ্ডীয় প্রেতশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণে ভোজন করিলে অবশ্যই তাঁহাদের বৈষ্ণবতার হানি হইয়া থাকে। পূর্ব্বপক্ষাবলম্বিগণের মধ্যে যদি কেহ এইপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করেন যে, কর্ম্মকাণ্ডীয় প্রেতশ্রাদ্ধ বা রাক্ষস-শ্রাদ্ধই হউক না কেন, বৈষ্ণবগণ যথারীতি নিমন্ত্রিত হইয়া তাঁহারা যে দ্রব্য ভোজন করিবেন তাহা শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া মহাপ্রসাদ-স্বরূপেই ত ভোজন করিতে পারেন? ইহা তো আর প্রেতের উচ্ছিষ্ট হইবে না? তাহাতে বৈষ্ণবগণের কি দোষ ঘটিতে পারে?

উত্তরপক্ষ হইতে ইহার স্বপ্রমাণ মীমাংসা করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহার উদ্দেশ্যে যে দ্রব্য ক্রীত হয় বা প্রস্তুত করা যায়, প্রধানতঃ সেই দ্রব্য তাহারই ভোগ্যরূপে পরিণত হয়। কোন দেবতা বা দেবীর উদ্দেশ্যে যে কোন ফলমূলাদি ক্রয় করিলে বা কোন প্রকার মিষ্টান্নাদি ভোজ্যদ্রব্য প্রস্তুত করা হইলে তাহা সেই দেবতার বস্তুই হয়। সুতরাং মৃত ব্যক্তি পিত্রাদির শ্রাদ্ধ উপলক্ষ করিয়া তাহাদিগকে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভোজন করাইবার উদ্দেশ্যে যে-সকল দ্রব্য ক্রীত হয় বা প্রস্তুত করা হয়, সেই সকল দ্রব্য প্রধানতঃ সেই মৃত পিত্রাদির ভোগ্যবস্তু হয়। আর সেই মৃত ব্যক্তিকে যদি প্রেতত্ব কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে সেই সমস্ত দ্রব্য প্রেত ভোগ্য হইয়া পড়ে। জড়-কর্ম্মকাণ্ডীয় বিত্ত-শ্রাদ্ধে মৃত পিত্রাদির উদ্দেশ্যে বিষ্ণু-নিবেদিত মহাপ্রসাদান্ন প্রদত্ত হয় না। তৎপরিবর্ত্তে সামিষ সিদ্ধান্ন প্রদত্ত হইয়া থাকে। সুতরাং জড়-কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি-কৃত যাবতীয় দ্রব্য বিষ্ণু-বস্তু না হইয়া প্রেতবস্তু গণ্য হইয়া থাকে। এইজন্যই বিদ্ধ-শ্রাদ্ধান্তে যে কিছু ভক্ষ্য-দ্রব্য পিতৃ বা শেষ প্রেত-দ্রব্য বলা হয়।

"পিতৃ শেষন্তু যে দদ্যাৎ হরয়ে পরমাত্মনে।
রেতোদাঃ পিতরস্তস্য ভবন্তি ক্লেশভাগিনঃ॥" (নারদীয়পুরাণ)

হরির উদ্দেশ্যে পিতৃশেষ দ্রব্যাদি অর্পণ করিলে দাতার পিতৃগণকে রেতঃ পানপূর্ব্বক ক্লেশভাগী হইতে হয় অর্থাৎ দাতার পিতৃগণকে ও প্রেত-যোনি প্রাপ্তি হইতে হয়। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে উক্ত হইয়াছে,—

"হরিশেষং হবির্দদ্যাৎ পিতৃণামক্ষয়ং ভবেৎ।
ন পুনঃ পিতৃশেষন্তু হরে ব্রহ্মাদি সদ্গুরোঃ॥"

শ্রীহরির উদ্দেশ্যে নিবেদিত হবি অর্থাৎ পরমান্নাদি পিতৃগণকে প্রদান করিলে অক্ষয় হয়, কিন্তু পিতৃগণের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত দ্রব্য কদাচ ব্রহ্মাদি দেবগণের গুরু শ্রীহরিকে অর্পণ করা উচিত নহে। এই কারণবশতঃই শ্রীকৃষ্ণভক্ত কার্ষ্ণ বা বৈষ্ণবগণ জড়-কর্ম্মকাণ্ডীয় প্রেতশ্রাদ্ধের নিমিত্ত দ্রব্যাদি শ্রীভগবানে অর্পণ করেন না বলিয়াই তাঁহারা প্রেতশ্রাদ্ধে ভোজন স্বীকার করেন না। ইহাতে ভোজন করিলে বৈষ্ণবত্বের হানি হয়, আবার প্রেতনিমিত্ত দ্রব্য শ্রীভগবানে অর্পণ করিলেও তাহার পিতৃগণের প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয়।

নিত্যধামপ্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণ-সেবক কার্ষ্ণ জনের শ্রাদ্ধের নিমিত্ত যে-সকল দ্রব্য ক্রীত বা প্রস্তুত করা হয় তাহাকে প্রেতবস্তু বলা যাইতে পারে না। কারণ বৈষ্ণবগণের প্রেতত্বই হয় না। ইহা ইতঃপূর্ব্বে বিশদভাবে আলোচিত হইয়াছে। বৈষ্ণবগণ যে কোন দ্রব্য আহরণ করেন তৎসমস্তই শ্রীভগবৎসেবার নিমিত্ত, এইজন্যই সাত্বত শ্রাদ্ধে সংগৃহীত যাবতীয় দ্রব্যই বিষ্ণুবস্তু বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

যঃ শ্রাদ্ধকালে হরিভুক্তশেষং
দদাতি ভক্ত্যা পিতৃদেবতানাম্।
তেনৈব পিণ্ডাংস্তুলসী বিমিশ্রা
নাকল্পকোটিং পিতরঃ সুতৃপ্তাঃ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ৯।২৯৯)

যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে ভক্তিপূর্ব্বক যদি পিতৃ ও দেবগণকে ভগবদুচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদ এবং তদ্দ্বারা তুলসীবিমিশ্রিত পিণ্ডসকল প্রদান করেন, তাহা হইলে তাঁহার পিতৃগণ কোটি-কল্পকাল সুন্দররূপে পরিতৃপ্ত হয়েন।

প্রাপ্তে শ্রাদ্ধদিনেঽপি প্রাগন্নং ভগবতেঽর্পয়েৎ।
তচ্ছেষেণৈব কুর্ব্বীত শ্রাদ্ধং ভগবতো নরঃ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ৯।২৯৪)

ভগবৎপরায়ণ-সাত্বত বৈষ্ণবগণ শ্রাদ্ধদিন উপস্থিত হইলে অগ্রে ভগবান্‌কে অন্ন নিবেদন করিয়া সেই নিবেদিত মহাপ্রসাদান্ন-দ্বারাই শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিবেন। পদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

বিষ্ণোর্নিবেদিতান্নেন বষ্টব্যং দেবতান্তরম্।
পিতৃভ্যশ্চাপি তদ্দেয়ং তাদনন্ত্যায় কল্পতে॥ (হঃ ভঃ বিঃ ৯।২৯৭)

বিষ্ণুকে নিবেদিত অন্ন-দ্বারাই অন্যান্য দেবগণের অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য এবং পিতৃগণকেও সেই মহাপ্রসাদান্ন প্রদান করিবে, তাহা হইলেই অনন্ত ফলের নিমিত্ত কল্পিত হয়। যেহেতু ভগবান্ বিষ্ণু যেরূপ অনন্ত বস্তু, সেইরূপ মহাপ্রসাদান্নও

বিষ্ণু হইতে অভিন্ন, উহা দেবতা ও পিতৃগণের উদ্দেশে অর্পণ করিলে আনন্ত্যধর্ম্ম প্রাপ্ত হয় এবং ইহা-দ্বারাই তাঁহাদের ভগবৎসেবা প্রাপ্তির যোগ্যতা প্রদান করিয়া থাকে। এক্ষণে দেখা যাইতেছে, সাত্ত্বতবিধি অনুসারে সর্ব্বাগ্রে অন্নাদি ভগবানে নিবেদন করিয়া সেই প্রসাদান্ন-দ্বারা পিতৃশ্রাদ্ধ করা, কিন্তু কর্ম্মজড় বিদ্ধ স্মৃতিকাণ্ড অনুসারে অগ্রে গৃহাগ্নি অর্থাৎ শালাগ্নি, শিশু, দেবতা, যতি এবং ব্রহ্মচারিদিগকে অন্নভোজন করাইয়া পরে পিতৃ উদ্দেশে পাককৃত অন্ন অর্পণ করিতে দেখা যায়। ইহাই কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত ও সাত্ত্বত মতের তারতম্য বা পার্থক্য। যথা,—

গৃহাগ্নি শিশু দেবানাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাং।
পিতৃপাকো ন দাতব্যো যাবৎ পিণ্ডান্ন নির্বেপেদিতি॥ (স্মৃতি)

"গৃহাগ্নি" ইত্যাদি এইসকল সামান্য বচন শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদিস্থিত বচনসমূহ দ্বারা নিঃসন্দেহ বাধা পাইয়া থাকে। যথা,—

সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে পিতরঃ সর্ব্বে মনুষ্যাঃ বিষ্ণুনাশ্নিতমশ্নন্তি বিষ্ণুনাঘ্রাতং জিঘ্রন্তি বিষ্ণুনা পীতং পিবন্তি-তস্মাদ্বিদ্বাংসো বিষ্ণুপহৃতং ভক্ষয়েযুঃ॥ (শ্রুতি)

শ্রুতি বলিতেছেন,—সমস্ত দেবতা, সমস্ত পিতৃগণ ও মনুষ্যগণ বিষ্ণুর ভুক্তান্ন আহার করেন, বিষ্ণু আঘ্রাতদ্রব্য আঘ্রাণ করেন, বিষ্ণুর পিত দ্রব্য পান করেন, সুতরাং বৈষ্ণব-সাধুগণ বিষ্ণুকে নিবেদিত দ্রব্যই আহার করেন। এই কারণবশতঃ সাত্ত্বত-শ্রাদ্ধে ভগবন্নিবেদিত দ্রব্য পরলোকগত বৈষ্ণবের উদ্দেশে অর্পণ করা হয়। কিন্তু জড় কর্ম্মকাণ্ডীয় প্রেতশ্রাদ্ধে আমিষ অন্ন প্রদান করা হয়। (কোন কোন স্থলে কাঁচামাছ দেওয়াও দেখা যায়), উহা যে বিষ্ণুকে নিবেদিত নহে তাহা বলাই বাহুল্য। যেহেতু আমিষ দ্রব্য ভগবনৈবেদ্যে নিষিদ্ধ। যথা,—"নাভক্ষ্যং নৈবেদ্যার্থে ভক্ষেত্বপ্যজা মহিষী ক্ষীরং পঞ্চন খা মৎস্যাশ্চ।" (হারীত স্মৃতি)

এইজন্যই বৈষ্ণবগণ পিতৃগণের তৃপ্তি-উদ্দেশে শ্রীভগবানে নিবেদনযোগ্য দ্রব্যই অর্পণ করিয়া থাকেন। স্কন্দপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

নৈবেদ্যানি মনোজ্ঞানি কৃষ্ণস্যাগ্রে নিবেদয়েৎ।
কল্পান্তং তৎপিতাণাস্তু তৃপ্তি ভবতি শাশ্বতী॥

শ্রীহরির পুরোভাগে মনোহর নৈবেদ্য নিবেদন করিলে কল্পান্তে কালযাবৎ তদীয় পিতৃগণ অক্ষয় তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকেন। আবার নৃসিংহ পুরাণেও উক্ত হইয়াছে,—

হরিঃ শাল্যোদনং দিব্যমাল্যযুক্তং সশর্করং।
নিবেদ্য নরসিংহায় যাবকং পায়সং তথা॥
সমান্তণ্ডুল সংখ্যায়া যাবত্য স্তাবতি নৃপ।
বিষ্ণুলোকে মহাভোগান্ সবৈষ্ণবাঃ॥

যাঁহারা ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবকে উত্তম ঘৃত, সঘৃত সশর্কর শালিতণ্ডুলের অন্ন ও যবের পায়স নিবেদন করেন, তণ্ডুলের সমসংখ্যানুসারে তত বর্ষ বৈষ্ণবগণসহ বিষ্ণুধামেই পরমসুখভোগ করিয়া থাকেন। বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে কথিত আছে,—

পরমান্নং তথা দত্ত্বা তৃপ্তিমাপ্নোতি শাশ্বতীং।
বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি কুলমুদ্ধরতি তথা॥

শ্রীহরির উদ্দেশে পরমান্ন প্রদান করিলে পিতৃগণের অক্ষয়তৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে, হরিধামে বাস হয এবং বংশও উদ্ধার হইয়া থাকে। শ্রীজগন্নাথক্ষেত্র হইতে আনিত মহাপ্রসাদ-দ্বারাও পিণ্ডদান করিবার বিধান আছে। পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে যমবিকুণ্ডল-সংবাদে কথিত আছে,—

শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপিনীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা॥
কুক্কুরস্য মুখাদ্ভ্রষ্টং তদন্নং পাবনং মহৎ॥

মহাপ্রসাদ শুষ্কই হউক, পর্য্যুষিতই হউক, দূরদেশ হইতে আনিতই হউক, প্রাপ্তমাত্রেই ভোজন করিবে, ইহাতে কোনরূপ কালবিচার নাই, এমনকি কুক্কুরের মুখ হইতে ভ্রষ্ট হইলেও সেই মহাপ্রসাদ অতি পবিত্র। কিন্তু স্বল্পসুকৃতিহীন ব্যক্তি বিশেষের এই ভগবদভিন্নতম মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ, শ্রীহরিনাম ও বৈষ্ণবগণের প্রতি আদৌ বিশ্বাস নাই।

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নাম ব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
সল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥ (পাদ্মে উঃ খঃ)

কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তপন্থিগণের মধ্যে যদি কেহ প্রশ্ন করেন—শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি বৈষ্ণব-স্মৃতি গ্রন্থাদিতে মহাপ্রসাদান্ন-দ্বারা "শ্রাদ্ধ" করিবার কথা উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু মন্ত্রাদির কথাতো কিছুই উল্লেখ নাই, বৈষ্ণবগণ শ্রাদ্ধকার্য্যে মন্ত্রাদি কোথা হইতে ধার করিয়া লইবেন? তদুত্তরে বলা যাইতেছে যে, শ্রীকৃষ্ণভক্ত কার্ষ্ণ বৈষ্ণবগণ ধার করিয়া কোন কিছুই ব্যবহার করেন না। তাঁহারা কেবলমাত্র শ্রীভগবানের আদেশ ও নির্দ্দেশ মানিয়াই চালিত হন। যতপ্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র-গ্রন্থাদি

সমস্তই-শ্রীভগবানের বাণী ও নির্দ্দেশ। শাক্ত, শৈব, সৌর, গাণপত্য ও বৈষ্ণব কাহারো জন্যই পৃথক্‌ভাবে বেদ, পুরাণ, স্মৃতি-শাস্ত্রাদি প্রণীত হয় নাই, সকল মনুষ্যজাতির জন্যই উক্ত শাস্ত্রাদি-প্রনিত হইয়াছেন। এখন বক্তব্য এই যে, —কর্ম্মকাণ্ডী জড়-স্মার্ত্তগণ কি বেদাদি ও স্মৃতি গ্রন্থাদির অন্তর্ভুক্ত, না স্বতন্ত্র? স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন স্বয়ংই "মনু" স্মৃতি হইতে কিছু কিছু ধার করিয়া লইয়া নিজ-নামে স্মৃতি সঙ্কলন করিয়াছেন। "মনুষ্য" মনুর সত্বা যাঁহাতে বিরাজিত, তাঁহারাই মনুষ্যপদবাচ্য। বৈষ্ণবগণ মনুর সত্বা ও আচার নির্দ্দেশাদি উপেক্ষা করিয়া কুবর্ত্মে স্বেচ্ছাচারে চালিত তাহারা যথার্থতঃ মনুষ্যপদবাচ্য কিনা সুধী গণেরই বিবেচ্য ও বিচার্য্য। সুতরাং মন্ত্রাদি প্রয়োগ শ্রাদ্ধোক্ত শ্রৌতবাক্যদ্বারাই সম্পন্ন হইবে। কেবলমাত্র কর্ম্মকাণ্ডীয় অনিত্য "স্বর্গকাম" স্থলে "শ্রীবিষ্ণু"-প্রীতিকাম বা ভগবদ্দাস্যকাম" সঙ্কল্প হইবে এবং "প্রেতবিধানের" পরিবর্ত্তে দৈববিধানে শ্রাদ্ধ হইবে। আমিষান্নের পরিবর্ত্তে মহাপ্রসাদান্ন-দ্বারা পিতৃলোকের ভোজ্যান্নাদি দান করিতে হইবে। সর্ব্বাগ্রে যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনা করিয়া, সেই প্রসাদ-দ্বারাই গঙ্গা, ভূস্বামী ও বাস্তুপুরুষাদির অর্চ্চনা করিতে হইবে, ঐকান্তিক নিষ্ঠাসম্পন্নযুক্ত ভক্তগণের পক্ষে কেবলমাত্র তাঁহাদের জন্য শাস্ত্রে অন্য কোন পন্থাই উল্লেখ হয় নাই।

বিশুদ্ধ সাত্ত্বত বিধানের সহিত প্রতিযোগিতার জন্যই বহু বিষময় ফল আধুনিক স্মার্ত্ত-বিধানে প্রবেশ করিয়াছে, তাহা সুধী ভক্ত পাঠকগণ সূক্ষ্মভাবে অনুসন্ধান করিলে অবশ্যই উপলব্ধি হইবে। শ্রীকৃষ্ণভক্ত কার্ষ্ণজনের শ্রাদ্ধ দেব-বিধানে মহাপ্রসাদ দ্বারা শ্রাদ্ধ হয়। বিদ্ধ-স্মার্ত্তমতে প্রেত-বিধানে শ্রাদ্ধ হয়। যে-ব্যক্তি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, আজীবন নিরামিষাশী, ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপপরায়ণ তাঁহারাও মৃত্যুর পর প্রেত হইতেই হইবে, আমিষ না খাইলে তাঁহার পরিত্রাণের কি কোন উপায় নাই? যিনি জীবদ্দশায় কোনদিন আমিষ স্পর্শ করেন নাই—কিন্তু তাঁহার জীবনান্তে মাছ না খাওয়াইয়া ছাড়িবেন না,—বলিহারি যাই স্মার্ত্ত-বিধান! ইহা কেবল বিশুদ্ধ সাত্ত্বত মতের বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতার জন্যই কি এরূপ উদ্ভট আগ্রহ কিনা, সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই জানেন। মুমূর্ষুকালে প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণাদি করিলেই যদি নিষ্পাপ হওয়া যায়, তখন তাঁহার প্রেতত্বের অবকাশ থাকিতে পারে কি? অথচ তাঁহাকেও প্রেত সাজাইবার এত আগ্রহ কেন? তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত চান্দ্রায়ণেরই বৈশিষ্ট্য রহিল কোথায়? শাস্ত্রেই উক্ত হইয়াছে,—

"একরাত্রং ত্রিরাত্রং বা কৃচ্ছ্রং চান্দ্রায়ণাকিম্।
ব্রতেষ্বপ্যুষিতো যস্তু ন প্রেতো জায়তে নরঃ॥

মনুষ্যগণের মৃত্যু হইলেই যে প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইবে এবং তাঁহাদের প্রেতত্ব খণ্ডন উদ্দেশে সকলকেই প্রেত-শ্রাদ্ধ করিতে হইবে, তাহারই বা হেতু কি? শাস্ত্রে যখন প্রেতত্বের কারণ এবং প্রেতত্ব না ঘটিবারও কারণ নির্দ্দেশিত হইয়াছে এবং শ্রাদ্ধকার্য্য দৈব ও প্রেত দ্বিবিধ-বিধানে করিবার উপদেশ দেখিতে পাওয়া যায়, তখন যে-সকল কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত শ্রীকৃষ্ণসেবক বিশুদ্ধ সাত্বত বৈষ্ণবগণের জন্যও প্রেতবিধান করিবার জন্য নির্দ্দেশ দিয়া "মুরব্বিপনা" প্রকাশ করেন, তাঁহারা যে নিতান্ত অর্ব্বাচীন তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই। শাস্ত্রে প্রেতত্ব ও অপ্রেতত্ব উভয়বিধ বিচার আছে, তখন উভয়পক্ষ বজায় রাখিয়া শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করাই কর্ত্তব্য নহে কি?

যদি কেহ প্রশ্ন করেন মৃতব্যক্তি প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে কি দিব্যধামে গিয়া দেবত্ব লাভ করিয়াছেন, তাহা প্রত্যক্ষ অবগত হইবার কোন চাক্ষুস প্রমাণ পাওয়া যায় না, তখন মন্দের দিকটা গ্রহণ করিয়া প্রেতত্ব খণ্ডনের ব্যবস্থা করাই সঙ্গতঃ নহে কি? হ্যাঁ, যদি মৃত ব্যক্তির প্রেতত্ব সুনিশ্চিতই ঘটিয়া থাকে, তবে কেবলমাত্র তাহার প্রেতত্বখণ্ডন উদ্দেশ্যে প্রেত-শ্রাদ্ধ কার্য্যকারী হইতেও পারে। কিন্তু যাঁহাদের প্রেতত্বের কোন কারণই ঘটে নাই তখন মৃতব্যক্তি দিব্যধামে গমন করেন, তাঁহার উদ্দেশে প্রেতশ্রাদ্ধের বিধান দেওয়া অর্ব্বাচীনতার পরিচয় নহে কি? কিন্তু সেস্থলেও সাত্বত-বিধানের অনুমোদন ও অনুকরণ করিতেই বা দোষ কি? তাহাতে উভয়দিকই রক্ষা হইবে। কারণ মৃতব্যক্তি প্রেত বা পতিত যাহাই হউক না কেন তাহার প্রতি অনুগ্রহের নিমিত্ত ভগবানের পূজার্চ্চনা-দ্বারা প্রীতি সম্পাপদন করিলে শ্রীভগবান্ তাঁহাকে (মৃতকে) অবশ্যই অনুগ্রহ করিবেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। আবার যিনি দিব্যধামে গমন করিয়াছেন, তাঁহার প্রীতি উদ্দেশে ভগবানের পূজার্চ্চনা করিলেও শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। অতএব সাত্বত-বিধানে শ্রাদ্ধ করিলে দৈব ও প্রেতশ্রাদ্ধ এই উভয় শ্রাদ্ধের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তবে কেন দিব্যধাম প্রাপ্ত পিতৃপুরুষকে বলপূর্ব্বক প্রেতত্বে টানিবার এত আগ্রহ? সাত্বত শ্রাদ্ধবিধানই বিশুদ্ধ শ্রৌতপন্থা,—ইহাই আদি, অকৃত্রিম ও সনাতন।

"সাত্বত-বিধিমাস্তায় প্রাক্ সূর্য্য-মুখনিঃসৃতম্।" এস্থলে আরও একটী বিষয় উল্লেখযোগ্য বৈদিকবিধানে ঔর্দ্ধদেহিক-কার্য্য অধুনা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও নিশ্ছিদ্ররূপে সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা কোথায়? অধিকাংশ স্থলেই,—

মন্ত্রোহীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা
মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ।
সা বাগ্বজ্রং যজমাং হিনস্তি
যথেন্দ্রশত্রুঃ স্বরতোঽপরাধাৎ॥

মন্ত্রসমূহ উদাত্ত, অনুদাত্ত স্বরিতভেদে সম্যক্ উচ্চারিত না হওয়ার কারণেই হীনবীর্য্য এবং মিথ্যাপ্রযুক্ত হওয়াতে বৈদিক-ক্রিয়াদি সকল বিষয়ই পণ্ড হইয়া যায়। সুতরাং কর্ম্মাঙ্গের ত্রুটিবশতঃ প্রেতত্ব খণ্ডনেরই বা সম্যক্ সম্ভাবনা কোথায়? পূর্ব্বপক্ষ যদি বলেন যে, শাস্ত্রে মনুষ্য সাধারণেরই অতিবাহিক দেহের পর প্রেতদেহ প্রাপ্তির কথা স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। যথা, বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে,—

"তৎক্ষণাদেব গৃহ্লাতি শরীর যাতিবাহিকম্।
প্রেতপিণ্ডস্ততো দত্তেদেহে মাপ্নোতি ভার্গব॥
ভোগদেহমিতি প্রোক্তং ক্রমাদেব ন সংশয়ঃ।
প্রেতপিণ্ডা ন দীয়ন্তে যস্য তস্য বিমোক্ষণে॥
শ্মশানিকেভ্যো দেবেভ্যঃ আকল্প দৈব বিদ্যতে।
তত্রাস্য যাতনাঃ ঘোরা শীতবাতাতপোদ্ভবাঃ॥
ততঃ সপিণ্ডীকরণে বান্ধবৈঃ সকৃতে নরঃ।
পূর্ণে সম্বৎসরে দেহ যতোঽন্যৎ প্রতিপদ্যতে॥
ততো স নরকে যাতি স্বর্গে বা স্বেন কর্ম্মণা॥ (শুদ্ধিতত্ত্ব-ধৃত)

মনুষ্যদিগের মৃত্যুর পর তৎক্ষণাৎ আতিবাহিক দেহ প্রাপ্ত হয়। হে ভার্গব! প্রেতপিণ্ডদানের পর ক্রমশঃ তাহার যে দেহ গড়িয়া উঠে তাহাকে বলা হয় "ভোগদেহ"। যাহাদের প্রেতপিণ্ড না দেওয়া হয়, তাহাদের প্রেতত্বের মোচন হয় না। সেই প্রেত শীতবাত আতপসম্ভূত ঘোর যাতনা ভোগ করিয়া থাকে, প্রেতপিণ্ড দান করিলে প্রেতকল্পে বা দেবকল্পে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করিলে তাহাকে আর ঘোর যাতনা ভোগ করিতে হয় না। ইহার পরে বান্ধবগণ সপিণ্ডীকরণ করিলে যে দেহ প্রাপ্ত হয়, সেই দেহেই স্বীয় কর্ম্মানুযায়ী স্বর্গে বা নরকে গমন করিয়া থাকে।

রঘুনন্দন প্রণীত স্মৃতিশাস্ত্রে যে-সকল প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে ইহা অসাত্তৃত সাধারণ বচন মাত্র। এইসকল সামান্য প্রমাণ শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদিবর্ত্তি শাস্ত্রে বিশেষ বচনাদি দ্বারা নিঃসন্দেহেই খণ্ডিত হইয়া থাকে। পুরাণাদি শ্রীবিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ ও সংস্কার মাহাত্ম্যে বা অজামিল উপাখ্যান আলোচনা করিলে স্পষ্টতরই দেখিতে

পাওয়া যায় যে, মৃত্যুর পরই বিষ্ণু-দূত দ্বারা বিষ্ণু-লোকেই নিত হইয়া থাকেন। সুতরাং মনুষ্যমাত্রেরই যে আতিবাহিক দেহের পর প্রেতপিণ্ড-দ্বারা ভোগদেহ গঠনের আবশ্যক হইবে, এই বিধান নিতান্ত অবৈষ্ণবপর বা সাত্ত্বত বিগর্হিত কার্য্য ছাড়া অন্য কিছুই নহে। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ তাঁহাদের পিতৃপুরুষকে যদি নরকে নিক্ষিপ্ত করিয়া ক্রিমি-কীট করিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়, রাখিতে পারেন, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণভক্ত কার্ষ্ণ বা সাত্ত্বত বৈষ্ণবগণের প্রতি নির্দ্দেশ দিয়া নিজেদের বর্ব্বরতার পরিচয় হইতে মুক্ত রাখাই কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবগণকে জড়কর্ম্মী-স্মার্ত্তগণের শাসনাধীন মনে করিলে মূর্খতার পরিচয়ই দেওয়া হইবে। যেহেতু হর-পার্ব্বতী-সংবাদে গৌরীর প্রতি স্বয়ং শ্রীশঙ্কর এইপ্রকার নির্দ্দেশ দিয়াছেন। যথা,—

"আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্ণোরারাধনং পরম্।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমনর্চ্চম্॥" (পাদ্মে)

হে দেবি! সকল দেবতার আরাধনার মধ্যে বিষ্ণুর আরাধনাই শ্রেষ্ঠ,-তাহা হইতেও বিষ্ণুভক্তগণের আরাধনা অধিক শ্রেষ্ঠ। শ্বেতাশ্বর শ্রুতি বলেন,—

"জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈঃ জন্মমৃত্যু প্রহানিঃ।
তস্যাভিধানাত্তৃতীয়ং দেহভেদে বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবলমাপ্ত কামঃ॥"

শ্রীভগবান্‌কে জ্ঞাত হইলে দেহ-গেহাদি মমতারূপ সকল পাশ ছিন্ন হয় এবং জন্ম-মৃত্যুরও হানি হয়। সেই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর নিরন্তর চিন্তনাদি-দ্বারা স্থূল ও লিঙ্গদেহের ক্ষয় হইলে তাহাকে আর চান্দ্র ও ব্রাহ্ম এই দুই দেহের অপেক্ষা করিতে হয় না, একেবারেই বিশ্বৈশ্বর্য্যরূপ অর্থাৎ পূর্ণবিভূতিবিশিষ্ট তৃতীয় দেহ ভাগবৎপদ প্রাপ্ত হন, এই পদের প্রাপ্তিতে জীব আপ্তকাম অর্থাৎ পূর্ণমনোরথ হয়।

শ্রুতিতে পরমপদ লাভের দ্বিবিধ মার্গ নির্দ্দিষ্ট আছে। বিদ্বান্ ব্রহ্মোপাসকগণের পক্ষে এবং গৌণ ভগবদুপাসকগণের পক্ষে অর্থাৎ যাঁহারা অবিধিপূর্ব্বক শ্রীভগবানের পূজার্চ্চনা করেন, তাঁহাদের জন্য পূজার্চ্চনাদি মার্গ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, আর শুদ্ধভগবদ্ভজনের পরমপদ প্রাপ্তির ভার ভগবান্ স্বয়ংই গ্রহণ করিয়া থাকেন। ভগবান্ পুরুষোত্তম অতিবাহে অর্থাৎ স্বীয় উপাসকগণকেই নিযুক্ত করিয়াছেন। আতিবাহিক-শব্দে গমনশীল পুরুষের বাহককে বুঝায়। অর্থাৎ পরলোকগমন-পথের সাথী; এই অতিবাহিক দেবতাসকল উপাসক পুরুষকে বিদ্যুৎ পর্য্যন্ত লইয়া যান। পরে তথা হইতে দেবদূতগণ আসিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। অতএব

অর্চ্চিরাদি দেবতাসকল অমানব দূতগণের সহকারী বলিয়াই বুঝিতে হইবে। এইরূপে ব্রহ্মলোক-গত পুরুষসকল অন্তে ব্রহ্মার সহিত পরমধাম প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। প্রজাপতি ব্রহ্মার অধিকারকাল গত হইলে,—"সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রাহ্মণেতি" (শ্রুতি) সেই ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত পুরুষসকল ব্রহ্মার সহিত শ্রীহরির পরমপদ লাভ করেন। স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে,—

"ব্রহ্মণাসহ তে সর্ব্বে সংপ্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে।
পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরংপদম্॥" (গোবিন্দভাষ্য-ধৃত)

স্পষ্টতঃই দেখিতে পাওয়া যায় যে, অর্চ্চিরাদি দেবতাগণের নির্দ্দেশিত মার্গেই উপাসক পুরুষগণ চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার ধামে উপনীত হন। পরিশেষে প্রলয়-দশার পর তাঁহাদেরও ব্রহ্মার সহিত বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্তি হয়। ইহাই বাদরি মুনির মত। কিন্তু জৈমিনি বলেন,—ব্রহ্ম-শব্দের মুখ্য অর্থ পরব্রহ্মকেই বুঝায়। সুতরাং ব্রহ্মলোক বলিতে একেবারে পরমব্রহ্মলোকই বুঝিতে হইবে। ইহাও সুযুক্তি সঙ্গত নহে। কারণ পরমকারুণিক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বভক্তের সর্ব্বাপরাধ বিনির্বৃত্তিপূর্ব্বক স্বপদ লাভের নিমিত্ত এইরূপ গতিরও অনুমোদন করিয়াছেন। অমানব স্বপার্ষদ বৈকুণ্ঠ দূতগণদ্বারা নিজভক্তগণকে দেহোৎক্রান্তির পর অর্চ্চিরাদি সহকারী দেবতাগণের সাহায্যে দেবযানে আরোহণ করাইয়া পরমধামে নিত হন। কিন্তু কোন কোন স্থলে উৎকণ্ঠাযুক্ত কাতর ভক্তের প্রতি স্নেহার্দ্র হইয়া তাঁহাদের দেবযানে স্বপদ প্রাপ্তির বিলম্ব সহ্য করিতে না পারিয়া স্বয়ং গরুড়াদি বাহনদ্বারা স্বধামে লইয়া যান। এইজন্যই শ্রুতি বলেন,—

"এতদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যে নিত্যোদ্যুক্তা সংযজন্তে ন কামান্ তেষামসৌ গোপরূপঃ প্রযত্নাৎ প্রকাশয়েদাত্মপদং তদৈব ওঙ্কারেণান্তরিতং যে জপতি গোবিন্দস্য পঞ্চপদং মনু তং তস্যৈবাসৌ দর্শয়েদাত্মস্তৃপং তস্মান্মুমুক্ষু রভ্যসেন্নিত্য শান্তে ইতি।" (শ্রীগোপাল-তাপনী)

যাঁহারা নিষ্কাম, অর্থাৎ কাম্য-কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিত্য উদ্যুক্ত হইয়া শ্রীবিষ্ণুর পরমপদ সর্ব্বারাধ্য মনে করিয়া অর্চ্চনা-পূজা করেন গোপালরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে যত্নপূর্ব্বক আত্মপদ প্রদর্শন করান এবং যিনি গোবিন্দের ওঙ্কার পুটিত পঞ্চপদ মন্ত্র জপ করেন; তাঁহাকেও আত্মরূপ প্রদর্শন করান। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তিমাত্রেরই নিত্য শান্তি লাভের জন্য উহাই অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। আবার স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে,—

"নয়ানি পরমং স্থানমর্চ্চিরাদি গতিং বিনা।
গরুড় স্কন্ধমারোপ্য যথেচ্ছ মণিবারিতঃ॥" (বরাহপুরাণ)

শ্রীভগবান বলিতেছেন,—আমি আমার ভক্তগণকে যথেচ্ছক্রমে অর্চ্চিরাদি গতি ব্যতীরেকেও গরুড়ের স্কন্ধে আরোহণ করাইয়া অবাধে স্বধামে লইয়া যাই। আবার নারদকে উপলক্ষ করিয়া শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—

"স্থিতে মনসি সুস্বস্তে শরীরে সতি যো নরঃ।
ধাতুসাম্যে স্থিতে স্মর্ত্তা বিশ্বরূপঞ্চ মামজং॥
ততস্তং ম্রিয়মাণঞ্চ কাষ্ঠ-পাষাণ-সন্নিভং।
অহং স্মরামি মদ্ভক্তং নরামি পরমং পদম্॥" (গারুড়ে)

যে-ব্যক্তি সুস্থ শরীরে, সুস্থ মনে ও ধাতুসাম্যে (বিজিতেন্দ্রিয়) থাকিয়া আমাকে বিশ্বরূপ অজরূপে স্মরণ করে, সে-ব্যক্তি মৃত অবস্থায় কাষ্ঠ-পাষাণবৎ প্রতীত হইলেও আমি সেই ভক্তকে স্মরণ করি এবং তাহাকে আমার পরম স্থান স্বধামে লইয়া যাই। গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে॥
তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥ (গীঃ ১২-৬-৭)

যাঁহারা ব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্তি কামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল আমাকে পাইবার নিমিত্ত আত্ম-সুখাদি শারীরিক ও সামাজিক কর্ম্মসমূহকে ভক্তির অন্তরায় জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়া অনন্যযোগে আমাতে একান্ত অনুরাগী হয় এবং অনন্য ভক্তিযোগ-দ্বারা আমার নিত্য বিগ্রহের ধ্যান ও উপাসনা করে, আমি সেই ভক্তগণকে অবিলম্বে মরণ-সঙ্কুল সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। কুর্ম্মপুরাণে ভৃগু প্রভৃতির প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি,—

"যেঽর্চ্চয়িষ্যন্তি মাং ভক্ত্যা নিত্যং কলিযুগে দ্বিজাঃ।
বিধিনা বেদদৃষ্টেন তে গমিষ্যন্তি তৎ পদম্॥" (হঃ ভঃ বিঃ ১১।৭৫)

হে দ্বিজগণ! কলিযুগে যে-সকল মনুষ্য সদাচার অনুসারে যথাবিধি নিত্য ভক্তিপূর্ব্বক আমার পূজা করেন, তাঁহারা আমার অনির্ব্বচনীয় বৈকুণ্ঠধামে গমন করিবেন। আবার বিষ্ণুরহস্যে উক্ত আছে,—

"শ্রীবিষ্ণোরর্চ্চনং যে তু প্রকুর্ব্বন্তি নরা ভুবি।
তে যান্তি শাশ্বতং বিষ্ণোরানন্দং পরমং পদম্॥" (হঃ ভঃ বিঃ ১১।৭৬)

যে-সকল মানব পৃথিবীতে শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনা করেন, তাঁহারা বিষ্ণুর নিত্য পরম আনন্দময় ধামে গমন করিবেন। অতএব শ্রীভগবানের অর্চ্চাবিগ্রহ ও তদভিন্ন শ্রীনামাদি প্রতীকের উপাসক কখনই অর্চ্চিরাদি গতি দ্বারা ধীরে ধীরে পরমপদে নীত হন না। শ্রীভগবানের ইচ্ছাক্রমে তাঁহারা ভগবৎ-পার্ষদ বৈকুণ্ঠদূতগণ-দ্বারা সত্বরেই ভগবদ্ধামে নীত হন। ছান্দোগ্য শ্রুতি বলেন,—"স যো নামব্রহ্মেত্যুপাস্তে যাবান্নাম্নোগতং তত্রাস্য কামচার" ইতি।

যে-ব্যক্তি শ্রীনামব্রহ্মের উপাসনা করেন, তিনি নামের যতদূর গতি সেই পদ পর্য্যন্তই লাভ করেন। যে-ব্যক্তি মাত্র একবার "হরি" এই অক্ষরদ্বয় রসনায় উচ্চারণ করেন, তিনিও মোক্ষ প্রাপ্তির জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, ইহাতে কোনরূপ সন্দেহ নাই ; যথা,—

"সকৃদুচ্চারিতং যেন হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ং।
বদ্ধঃ পরিকরস্তেন মোক্ষায় গমনং প্রতি॥ (স্কান্দে)

শুদ্ধ নাম-কীর্ত্তন বহু ঊর্দ্ধের কথা—নামাভাসেই পাপাচারী জীবসকলও মুক্তিলাভের অধিকারী হইয়া থাকে। যথা,—

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥ (ভাঃ ৬।২।১৪)

সাধারণতঃ শ্রীনামতত্ত্বে ও সম্বন্ধতত্ত্বে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিসকলও উক্ত চারিপ্রকারে নামাভাস করিয়া থাকেন—কেহ বা সঙ্কেত দ্বারা, কেহ পরিহাসদ্বারা, কেহ স্তোভদ্বারা এবং কেহ কেহ হেলনদ্বারা নাম উচ্চারণ করতঃ নামাভাস করেন। অজামিল মরণ-সময়ে স্বীয় পুত্রকে "নারায়ণ" নামে আহ্বান করিয়াছিলেন, ইহা হইতেই অজামিলের সাঙ্কেত্য নাম গ্রহণের ফললাভ হইয়াছিল। সেইজন্যই বৈকুণ্ঠদূতগণ-দ্বারা ত্বরান্বিত তাঁহাকে স্ব-পদপ্রান্তে নিত করাইয়াছিলেন। আবার শ্রীনারদ-যুধিষ্ঠির সংলাপে কথিত আছে,—

কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্।
সংরম্ভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্॥
এবং কৃষ্ণে ভগবতি মায়ামনুজ ঈশ্বরে।
বৈরেণ পূতপাপ্মানস্তমাপুরনুচিন্তয়া॥
কামদ্-দ্বেষাদ্-ভয়াৎ স্নেহাদ্ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদ্গতিং গতাঃ॥

গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো॥

(ভাঃ ৭।১।২৮-৩১)

ভ্রমর (কাঁচপোকা) কর্ত্তৃক ভিত্তিগর্ত্তে অবরুদ্ধ হইয়া তৈলপায়ীকীট ভয় ও দ্বেষ-বশতঃ যেমন ভ্রমরেরই স্মরণ করিতে করিতে তাহার স্বরূপত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ স্বরূপশক্তি-প্রভাবে নিত্য নবস্বরূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ সাক্ষাৎ শ্রীভগবানকে শত্রুভাবে চিন্তা করিলেও মনের ঐ চিন্তাপ্রভাবে নিষ্পাপ হইয়া তাঁহাকে লাভ করিতে সমর্থ হয়। কাম হইতে হউক, দ্বেষ হইতে হউক, ভয় হইতে হউক, স্নেহ হইতে হউক, শ্রীকৃষ্ণে মনোনিবেশপূর্ব্বক পাপ-মুক্ত হইয়া অনেকে যেভাবে তাঁহার সাক্ষাৎকাররূপে মুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিয়া দেওয়া হইতেছে। গোপীগণ কামবশতঃ, কংস, ভয়বশতঃ, শিশুপাল প্রভৃতি নৃপতিগণ শত্রুতা বশতঃ, বৃষ্ণিবংশীয়গণ সম্বন্ধ-বশতঃ, পাণ্ডবগণ স্নেহপ্রযুক্ত এবং নারদাদি ভক্তগণ ভক্তিবশতঃ শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

"যথা কথঞ্চিদ্ যন্নাম্নি কীর্ত্তিতে বা শ্রুতেঽপি যা।
পাপিনোঽপি বিশুদ্ধাং স্যুঃ শুদ্ধা মোক্ষমবাপ্নুয়ঃ॥" (বৃহন্নারদীয়ে)

শ্রীভগবানের নাম যে কোনপ্রকারে শ্রবণ বা কীর্ত্তন করিলে পাপীব্যক্তি সকলও সদ্য নিষ্পাপ হইয়া মোক্ষলাভে অধিকারী হয়েন। ভারত বিভাগে বিষ্ণুধর্ম্মে উক্ত আছে,—

"প্রাণ-প্রয়াণ-পাথেয়ং সংসারব্যাধি-ভেষজং।
শোক-দুঃখ-পরিত্রাণং হরীত্যক্ষরদ্বয়ম্॥"

"হরি" এই দুইটি অক্ষর প্রাণ-প্রয়াণপথের পাথেয় ভবপারের মহৌষধি এবং শোক-দুঃখ নিবৃত্তির উপায়স্বরূপ। চেদিপতি শিশুপালের ন্যায় সর্ব্বদোষযুক্ত হইয়াও শত্রুভাবে সর্ব্বদা যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিয়া মুক্তিপদ লাভ করিয়াছেন, তখন যাঁহারা একনিষ্ঠ শ্রীনাম-পরায়ণ ভগবদ্ভক্ত তাঁহাদের পরমপদ লাভ হইবে, তাহা বলাই বাহুল্য। পরন্তু যাঁহারা সেই শ্রীনামনিষ্ঠ ভক্তগণকে দর্শন করিয়া আনন্দিত হন তাঁহাদেরও পরমপদ লাভ ঘটিয়া থাকে এবং শ্রীবিষ্ণুর সান্নিধ্যে সেবাপদ লাভ করেন। নামের মহিমা অনন্ত। অনন্তকাল অনন্তমুখে বর্ণনা করিয়াও ইহা পার পাওয়া যায় না। যথা—

"তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্ব্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিঃ
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥"

(বিদগ্ধমাধব ১।৩৩)

যিনি মুখমধ্যে নটীর মতন নৃত্য করিয়া বহুমুখ লাভের জন্য রতি বিস্তার করেন, (একটি জিহ্বায় করিয়া পরিতৃপ্তি হয় না) কর্ণপথে প্রবিষ্ট হইয়া অসংখ্য কর্ণেন্দ্রিয় লাভের ইচ্ছা উৎপাদন করেন (দুইটি কর্ণে শ্রবণ করিয়া তৃপ্তি সাধন হয় না) এবং যিনি চিত্তপ্রাঙ্গনে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়সমূহকে পরাভূত করেন, হে নান্দীমুখি! এতাদৃশ 'কৃ' ও 'ষ্ণ' এই দুইটী অক্ষর কত অমৃতে রচিত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। অতএব নামের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া শেষ করা যায় না।

বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদজামিলোঽপি
নারায়ণেতি ম্রিয়মাণ ইয়ায় যুক্তিম্।" (শ্রীভাঃ)

মহাপাপী অজামিল প্রায়শ্চিত্ত না করিয়াও মরণ-সময়ে রক্ষিতা বেশ্যার গর্ভে জাত পুত্রের নাম "নারায়ণ" বলিয়া আহ্বান করিয়াই—বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ নাম-কীর্ত্তনের ফলস্বরূপ মুক্তি লাভের অধিকার অর্জ্জন করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন। তখন যাঁহারা ভক্তি ও শ্রদ্ধাপূর্ব্বক শ্রীনামব্রহ্মের উপাসনায় রত থাকেন তাঁহাদের কথা আর বিশেষ করিয়া কি বলিব? নামাভাসেই যাঁহাদের পাপবিনাস ও মুক্তি লাভ হয়, তখন শুদ্ধ শ্রীনামনিষ্ঠ ভক্তজনের ভার শ্রীভগবান্ নিজে গ্রহণ করিবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

বিশেষতঃ কলিকালে শ্রীনামকীর্ত্তনই একমাত্র পরমপদ প্রাপ্তির প্রকৃষ্ট উপায়—

কলের্দ্দোষনিধেরাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্‌গুণঃ।
কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥
কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥

(ভাঃ ১২।৩।৫১-৫২)

হে রাজন্! সর্ব্বদোষাশ্রয় কলিযুগের একটী মহাগুণ দেখিতে পাওয়া যায় যে, মানবগণ এই যুগে কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিয়া সংসার-বন্ধন মুক্ত হইয়া পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

সত্যযুগে বিষ্ণুর ধ্যান, ত্রেতাযুগে তদীয় যজ্ঞ এবং দ্বাপরে তদীয় অর্চ্চন নিবন্ধন দ্বারা যে-ফল লাভ হয়, কলিযুগে একমাত্র শ্রীহরিনামকীর্ত্তন হইতেই তৎসমস্ত ফল লাভ হইয়া থাকে।

অতীতাঃ পুরুষাঃ সপ্ত ভবিষ্যাশ্চ চতুর্দ্দশঃ।
নরস্তারয়তে সর্ব্বান্ কলৌ কৃষ্ণেতি কীর্ত্তনম্॥ (দ্বারকা-মাহাত্ম্যে)

যে ব্যক্তি কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন করেন, তাঁহার অতীত সপ্তপুরুষ ও ভবিষ্যৎ চতুর্দ্দশ-পুরুষ পর্য্যন্ত উদ্ধার হইয়া বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যাঁহারা শ্রীভগবন্নাম-মাহাত্ম্যের এবম্বিধ ফলশ্রুতি শ্রবণ করিয়াও দুর্ভাগ্যবশতঃ বিশ্বাস করিতে পারে না, পরন্তু তাহাকে শ্রীনামের অতি স্তুতি বলিয়া গণ্য করে বা নামে রুচি উৎপাদনের জন্য প্রলোভন-বাক্য ইত্যাদি অর্থবাদ কল্পনা করে তাহাদের নরক যন্ত্রণার ক্ষয় হয় না। জৈমিনি-সংহিতা বলেন,—

"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণে নাম-মাহাত্ম্য বাচিষু।
যেঽর্থবাদ ইতি ব্রূয়ুর্ন তেষাং নরক ক্ষয়ঃ॥"

অন্যান্য উপাসকগণের গতি অর্চ্চিরাদি গতিক্রমে নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তগণের গতি সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও স্বতন্ত্র তাহা শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণের দ্বারা সুস্পষ্টভাবেই প্রমাণিত হইতেছে।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদযাজিনোঽপি মাম্॥ (গীঃ ৯।২৫)

যাহারা যাঁহাদের উপাসনায় রত থাকেন তাহারা সেই সেই লোকে গমন করে। কিন্তু আমার উপাসকগণ আমার পরমধাম বৈকুণ্ঠলোকে গমন করেন। যে-সকল ভক্ত আমাতে তাঁহার সকল ভার অর্পণ করিয়া অনন্যচিত্তে আমার ভজনা করেন, আমিই তাঁহাদের যোগক্ষেম অর্থাৎ অন্নাদি আহরণ ও তাহার সংরক্ষণ করিয়া থাকি। সংসারের জীবগণের মধ্যে যেমন সংসার পরিচালনা অর্থাৎ পোষণের ভার একমাত্র গৃহস্বামীর উপর নির্ভর করে, সেইরূপ আমি নিজেই আমার ভক্তগণের দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। অবশেষে তাঁহাদের নিত্যবাঞ্ছিত মৎপ্রাপ্তিলক্ষণ যোগও আমা হইতে অপুনরাবৃত্তিলক্ষণ যে ক্ষেম তাহাও আমি বহন করিয়া থাকি। যথা,—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেম বহাম্যহম্॥ (গীঃ ৯।২২)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ভক্তগণের ভার সর্ব্বক্ষণই বহন করিয়া থাকেন। এমনকি শত্রুভাবাপন্ন থাকিয়াও যে-ব্যক্তি সর্ব্বক্ষণ ভগবানের নাম উচ্চারণ করে, ভগবান্ তাহাকে স্বহস্তে বিনাশ করিয়াও পরমধাম বৈকুণ্ঠলোকে আশ্রয় দিয়া থাকেন। আজন্ম বিদ্বেষকারী চেদিপতি শিশুপালই ইঁহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এইজন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপর একটী নাম, "হতারিগতিদায়ক" শত্রুকে তিনি বিনাশ করিয়া মুক্তিরূপা গতি প্রদান করিয়া থাকেন, এক্ষেত্রে আর ভক্তগণের কথা বলাই বাহুল্য। ভগবান্ ভক্তাধীন, ভক্তজন তাঁহার নিত্য সেবক।

"তেষাং যৎপ্রাপণভারো মামেব ন তৃর্চ্চিরাদের্দেবগণস্যেতি॥" (বিদ্যাভূষণপ্রভু)

অর্থাৎ তাঁহাদের আমাকে প্রাপ্তির ভার, আমিই করিয়া থাকি, অর্চ্চিরাদি দেবগণের সে ভার নাই। এখানে আরো একটী বিষয় উল্লেখযোগ্য—অদ্বৈতবাদি জ্ঞানিগণ ক্রমশঃ ভগবদ্বৈমুখ্যবশতঃ মায়াবাদরূপ কুতর্কের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকেন, পরমাত্মাবাদি যোগিগণ অহংগ্রহোপাসনায় নিজদিগকেই ভগবদ্বুদ্ধি-দ্বারা আবৃত থাকিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি হইতে বঞ্চিত হন, আবার সকাম কর্ম্মিসকল ঋক্-যজু ও সামবেদোক্ত জড়-কর্ম্মে নিযুক্ত থাকিয়া স্বর্গভোগ কামনা করিয়া পুনঃ পুনঃ স্বর্গলোকে ও মর্ত্ত্যলোকে গমনাগমন করিতে থাকেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্।
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ (গীঃ ৯।২০-২১)

যাঁহারা বেদত্রয়বিহিত অর্থাৎ ত্রিবেদের বাহ্য অর্থ শিক্ষা করিয়া জড় কর্ম্ম-মার্গে রত থাকিয়া জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ সম্পাদন-দ্বারা ইন্দ্রাদি দেবগণের উপাসনা করেন, বস্তুত আমিই তাহা গ্রহণ করি। কিন্তু অপ্রত্যক্ষভাবে, দেবতাগণ যে আমারই রূপ ভগবদ্বৈমুখ্যবশতঃ ইহা তাঁহারা জ্ঞাত নহে। যজ্ঞ শেষে সেই কর্ম্মপর ব্যক্তিগণ উৎসর্গীকৃত সোমরস পান করিয়া নিষ্পাপ হইয়া স্বর্গলোক প্রার্থনা করিয়া থাকে।

এইরূপে তাঁহারা পুণ্যার্জ্জন করিয়া স্বর্গলোকে গমনপূর্ব্বক দিব্য দেবভোগসমূহ উপভোগ করিয়া থাকেন। সুরলোকে প্রভূত স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া পুণ্য-ক্ষয়ান্তে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে প্রত্যাগমন করে। এইরূপে স্বর্গভোগকামী ব্যক্তিসকল ত্রয়ীধর্ম্মের অনুগামী হইয়া পুনঃ পুনঃ স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে যাতায়াত করিতে থাকে। যতদিন পর্য্যন্ত শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ না হয় তাবৎকাল এইভাবে তাহাদের গতাগতি হইয়া থাকে। এই কারণবশতঃই সাত্বত শ্রাদ্ধে বৈষ্ণবগণ স্বর্গকামনারূপ কোন কর্ম্মই করেন না। শ্রীভগবৎ প্রীতি বা ভগবৎ দাস্যকামেই সকলকর্ম্ম সম্পন্ন হইয়া থাকে। কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-শ্রাদ্ধের সকল কর্ম্মাঙ্গেই স্বর্গকাম কল্পিত থাকায় উহার ফল কিরূপ অনিত্য তাহা উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়-দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে। যদিও কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ অন্য সঙ্কল্প সহকারে কৃতকর্ম্মের ফল উপসংহারে অর্থাৎ ব্যবহারিক নীতি অনুযায়ী শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করেন, তাহা মুখ্যতঃ ভক্তির অঙ্গ নহে বলিয়াই উদ্দেশ্যে ফলজনক হয় না। প্রধানতঃ কর্ম্মসমূহকেই মূলে শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়া শ্রীহরিসেবানুকূলে অনুষ্ঠান করাই ভক্তির অঙ্গ, কৃষ্ণভক্ত কার্ষ্ণ বা বৈষ্ণবগণ তাহাই করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত ও বৈষ্ণবগণের মহিমা বর্ণনাতীত। যে-কুলে একজন বৈষ্ণব জন্মগ্রহণ করেন, সেই কুলের স্বর্গেস্থিত পিতৃপুরুষগণ আনন্দে নৃত্য করিয়া থাকেন। কিন্তু বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিদ্বেষী পাষণ্ডিগণ এহেন বৈষ্ণবগণকে অবজ্ঞা করিয়া নিজেদের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকেন।

"নিন্দাং কুর্ব্বন্তি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মানাং।
পতন্তি পিতৃভিঃ সার্দ্ধং মহারৌরব সংজ্ঞিতে॥"

যে-সকল মূঢ় ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণভক্ত কার্ষ্ণ বা বৈষ্ণবগণের প্রতি অবজ্ঞা বা নিন্দা করে, তাহাদের নরকভোগ অবশ্যম্ভাবী, পরন্তু তাহাদের পিতৃপর্য্যন্তও মহারৌরব নামক নরকে পতিত হইয়া থাকেন। সে যাহা হউক শ্রীকৃষ্ণসেবক কার্ষ্ণ বা সাত্বত-বৈষ্ণবগণের দেহান্তে প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয় না, তাহা শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদির বচনসমূহদ্বারাই বিশদরূপে প্রমাণিত করা হইল। সাত্বত বা বৈষ্ণবগণের পক্ষে কর্ম্মজড় স্মার্ত্ত বিধানানুসারে প্রেতশ্রাদ্ধ করিবার প্রয়োজন হয় না। যেহেতু বৈষ্ণবগণের পাঞ্চভৌতিক দেহাবসানের পর চিন্ময়-দেহ প্রাপ্তি হয় বলিয়াই প্রেতের "ভোগদেহ" গঠন নিমিত্ত পুরকপিণ্ড (দশপিণ্ড) দানের প্রয়োজনও হয় না।

"শিব বিষ্ণ্বর্চ্চনে দীক্ষা যস্য চাগ্নি পরিগ্রহঃ।
ব্রহ্মচারী যতীনাঞ্চ শরীরে নাস্তি সূতকম্॥"

এই বিষ্ণু-স্মৃতির বচন প্রমাণানুসারে দেখিতে পাওয়া যায় যে বৈষ্ণবজনের মৃত বা জাতাশৌচেরও সম্ভাবনা নাই। তবে বৈদিক-বিধানানুযায়ী গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ নির্গুণ ব্রাহ্মণবৎ দশদিন ব্যবহারিক মতে অশৌচ পালন না করিয়া দশদিনে দশপিণ্ড প্রেতের ভোগদেহ-গঠন উদ্দেশে পিণ্ড না দিয়া বিষ্ণু-অনুচরত্ব লাভের উদ্দেশে মহাপ্রসাদান্ন-দ্বারা ভোগ নিবেদন করাই কর্ত্তব্য। ইহা ভক্তিধর্ম্মের পোষক বলিয়াই গণ্য হয়। বৈদিক অনুষ্ঠান বজায় রাখিয়া হরিসেবার অনুকূলে কার্য্য করাই সাত্বত শাস্ত্রের নির্দ্দেশ। শ্রীভগবানের ভক্তগণ তাঁহার সাধন-সিদ্ধ চিন্ময়-দেহেই শ্রীবৈকুণ্ঠলোক বা গোলোকধামে গমন করেন। পুরক পিণ্ডদানে প্রেতের যে দেহ গঠিত হয়, তাহা কেবলমাত্র "প্রেতের" স্বর্গ বা নরক ভোগের উপযোগী ভোগ দেহ; উহা অপ্রাকৃত চিন্ময়দেহ নহে। ভোগদেহ অনিত্য—নশ্বর, ভক্তের চিন্ময়দেহ নিত্য, শাশ্বত; সুতরাং পুরক পিণ্ডদ্বারা প্রেতের নশ্বর ভোগদেহ গঠনের জন্য বৈষ্ণবগণ আদৌ ইচ্ছুক নহেন। কারণ বৈষ্ণবগণের,—

"কৃষ্ণাশ্রয়মাত্র তপাত্রয় যায় ক্ষয়।
চিদানন্দ নিত্য-দেহে প্রেম আস্বাদয়॥" (ভক্তমাল)

বিশুদ্ধ সাত্বত-শ্রাদ্ধ ও জড় কর্ম্ম-কাণ্ডীয় শ্রাদ্ধের বৈগুণ্যতা

স্মার্ত্তপথাবলম্বনে—	বৈষ্ণবতা লাভে—
১। আত্মার প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয়।	১। আত্মার প্রেতত্ব হয় না।
২। প্রেতক্রিয়ার প্রয়োজন আছে।	২। প্রেতক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না।
৩। আমিষান্নেই শ্রাদ্ধক্রিয়া।	৩। মহাপ্রসাদান্নের দ্বারা বিদেহী আত্মার প্রীতিবিধান।
৪। বিধবানারী বা শুদ্ধব্রাহ্মণগণকেও পোড়ামাছ জ্ঞানে দগ্ধকদলী অর্পণ।	৪। মহাপ্রসাদান্নই নিবেদনের বিধান।
৫। একাদশীতে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য।	৫। একাদশীতে পিতৃগণ পাপান্ন গ্রহণ করেন না। তাই দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধকৃত্য।
৬। পুরক পিণ্ডদ্বারা প্রেতের ভোগময় দেহ গঠন।	৬। বৈষ্ণবগণ দেহান্তে কৃষ্ণদাসত্ব লাভ করেন, ভোগময় দেহ গঠন নয়।

স্মার্ত্তপথাবলম্বনে—	বৈষ্ণবতা লাভে—
৭। স্মার্ত্তগণের দেহাবসানে আত্মার প্রেতত্ব প্রাপ্তি ঘটে, তাই অপবিত্র জ্ঞানে শ্রাদ্ধ করা হয়।	৭। বৈধবিধানেই অশরিরী আত্মা অর্চ্চিত হন।
৮। তপ্ত-সলিলা বৈতরণীপারের জন্য গরুর লেজ ধরিতে হয়।	৮। বৈষ্ণবগণ ভগবদ্দাসত্ব প্রাপ্ত হন, সুতরাং বৈতরণী পারের প্রয়োজন হয় না।
৯। শ্রীবিষ্ণুপূজা মুখ্যাঙ্গ নহে—আবরণ-দেবতা-স্বরূপ মাত্র।	৯। শ্রীবিষ্ণুপূজাই মুখ্যাঙ্গ।
১০। সপিণ্ডীকরণের পর প্রেতত্ব খণ্ডন হয়।	১০। প্রেতত্ব হয় না বলিয়াই সপিণ্ডী-করণের প্রয়োজন হয় না। প্রতি বৎসর তিরোভাব তিথি স্মরণ করিয়া ভগবৎ-প্রসাদান্ন নিবেদন বা মহোৎসব বিধেয়।
১১। স্বর্গভোগ কাম্য শ্রাদ্ধ হয়।	১১। শ্রীভগবৎ প্রীতিকাম বা কৃষ্ণদাস্য কাম-শ্রাদ্ধ হয়।
১২। প্রেতের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান না করিলে শ্রাদ্ধ হয় না।	১২। পিতৃগণের প্রীতির জন্য শ্রীভগবৎপূজা করিলেই শ্রাদ্ধ সিদ্ধ হয়।
১৩। প্রেতক্রিয়ার সময়ে বিষ্ণুকে অন্তরালে রাখিতে হয়।	১৩। আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সমস্ত ক্রিয়া শ্রীবিষ্ণুসান্নিধ্যে করাই অবশ্য কর্ত্তব্য।
১৪। কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত-ব্রাহ্মণগণ প্রেত-শ্রাদ্ধান্ন প্রীতির সহিত গ্রহণ করেন।	১৪। সাত্ত্বতগণ প্রেতশ্রাদ্ধের জন্য আনিত দ্রব্যাদি গ্রহণ করেন না।

বিশুদ্ধ সাত্ত্বত স্মৃতিপর শ্রাদ্ধে ও জড়-কর্ম্মকাণ্ডীয় স্মৃতিপর শ্রাদ্ধে আরো একটী বৈগুণ্য লক্ষিত হয়। কর্ম্মকাণ্ডীয় জড়-স্মার্ত্ত-বিধানে প্রধানতঃ ব্রাহ্মণের ভোজন-দ্বারা পিতৃগণের প্রীতিবিধান করা হয়। আর বিশুদ্ধ সাত্ত্বত-বিধানে শ্রীভগবানের পূজার্চ্চনা-দ্বারা পিতৃগণের সন্তোষসাধন করা হয়। স্মার্ত্ত-বিধানানুযায়ী অধুনা ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন প্রকৃত বেদ-পারগ শ্রাদ্ধার্হ ব্রাহ্মণের অভাববশতঃ সর্ব্বস্থলেই দর্ভময় ব্রাহ্মণ কল্পিত হইয়া থাকেন। শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণকল্পনার উদ্দেশ্য এই যে, ব্রাহ্মণের মুখেই দেবতা ও পিতৃগণ ভোজন করেন।

"যস্যাস্যেন সদাশ্নন্তি হব্যানি ত্রিদিবৌকসঃ।
কব্যাণি চৈব পিতরঃ কিন্ত্বতমধিকং ততঃ॥" (মনু)

এই কারণবশতঃই কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ অভাবে কৃশময় কল্পিত ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইয়াই নিজ নিজ পিতৃগণের প্রীতিবিধান ও উদ্ধারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। মৃত ব্যক্তির তৃপ্তি উদ্দেশে ব্রাহ্মণগণকে অন্ন-ব্যঞ্জনাদিসহ ফল-মূল ভোজন করাইয়া পরে কুশাস্তীর্ণ করিয়া মৃতের উদ্দেশে পিণ্ডদান করিবার প্রথা দেখা যায়। কিন্তু সাত্বতবিধানে নিত্যধামপ্রাপ্ত পিতৃগণের তৃপ্তি-সাধনহেতু অন্ন-ব্যঞ্জনসহ ফলমূলাদি ভোজ্যদ্রব্যসকল শ্রীভগবানে অর্পণপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিবার বিধি প্রবর্ত্তিত আছে। যথা, স্কান্দে ব্রহ্মা-নারদ-সংবাদে,—

"পিতৃনুদ্দিশ্য যৈঃ পূজা কেশবস্য কৃতাপরৈঃ।
ত্যক্ত্বা তে নারকীং পীড়াং মুক্তিং যান্তি মহামুনে॥"

হে মহামুনে! যাঁহারা পিতৃগণের উদ্দেশপূর্ব্বক ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করেন, তাঁহাদের সেই পিতৃগণ নরক-যন্ত্রণা হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই বিধান বর্ত্তমান যুগের জন্য নহে বলিয়া এড়াইয়া যাইবার অবকাশ নাই।

"ধন্যাস্তে মানবা লোকে কলিকালে বিশেষতঃ।
যে কুর্ব্বন্তি হরে নিত্যং পিত্র্যর্থং পূজনং মুনে॥"
কিং দত্তৈর্ব্বহুভিঃ পিণ্ডৈগয়া শ্রাদ্ধাদিভির্মুনে।
যৈরর্চ্চিতো হরির্ভক্ত্যা পিত্র্যর্থঞ্চ দিনে দিনে॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৯৩ স্কান্দ-বাক্য)

হে ঋষে! যে-সকল ব্যক্তি প্রতিদিন পিতৃগণের উদ্দেশে ভক্তিসহকারে শ্রীহরি অর্চ্চনা করেন, গয়াশ্রাদ্ধাদি বা বহু বহু পিণ্ডদানে তাঁহাদের কি প্রয়োজন? অর্থাৎ তাঁহাদের গয়াশ্রাদ্ধাদির কোনও আবশ্যকতা নাই। কর্ম্মমার্গীয় শ্রাদ্ধের নিরর্থকতা সম্পাদনের জন্যই শ্রীগৌরসুন্দরের গয়াযাত্রা। তিনি শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদকে বলিয়াছিলেন,—

প্রভু বলেন,—গয়াযাত্রা সফল আমার।
যতক্ষণে দেখিলাম চরণ তোমার॥
তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ।
সেও যারে পিণ্ডদেয় তরে সেই জন॥
তোমা দেখিলেই মাত্র কোটি পিতৃগণ।
সেইক্ষণে সর্ব্ববন্ধ হয় বিমোচন॥

অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান।
তীর্থের পরম তুমি মঙ্গল প্রধান॥
সংসার সমুদ্র হৈতে উদ্ধার আমারে।
এই আমি দেহ সমর্পিলাম তোমারে॥
কৃষ্ণ-পাদপদ্মের অমৃত-রস পান।
আমারে করাও তুমি, এই চাহি দান॥

(চৈঃ ভাঃ আঃ ১৭।৫০-৫৫)

স্বভাবস্থৈঃ কর্ম্মজড়ান্ বঞ্চয়ন্ দ্রবিণাদিভিঃ।
হরের্নৈবেদ্যসম্ভারান্ বৈষ্ণবেভ্যঃ সমর্পয়েৎ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ৯।১০৩ সংখ্যাধৃত প্রহ্লাদ-পঞ্চরাত্রে)

কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত অবৈষ্ণবগণকে অনিবেদিত দ্রব্য দান কিংবা তাহাদের লোভনীয় অর্থাদি প্রাকৃত বস্তুদ্বারা বঞ্চনা করিয়া বৈষ্ণবগণকেই শ্রীহরির নৈবেদ্য প্রদান করিবে।

"যস্তু বিদ্যাবিনির্ম্মুক্তং মূর্খং মত্বা তু বৈষ্ণবং।
বেদবিদ্ভ্যোঽদদাদ্বিপ্রঃ শ্রাদ্ধং তদ্রাক্ষসং ভবেৎ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ৯।৯৭ স্কান্দপুরাণ-বাক্য)

বৈষ্ণবকে বিদ্যাহীন মূর্খ মনে করিয়া বেদবিদ্‌গণকে শ্রাদ্ধ প্রদান করিলে বিপ্রকৃত সেই শ্রাদ্ধ রাক্ষস-কর্ত্তৃক গৃহীত হয়। হরিদাস ঠাকুরের প্রতি অদ্বৈতাচার্য্যের আচরণ—

আচার্য্য কহেন,—তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব, যেই শাস্ত্রমত হয়॥
তুমি খাইলে হয় কোটী ব্রাহ্মণ ভোজন।
এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন॥

(চৈঃ চঃ অঃ ৩।২১৯-২২০)

এই সকল কারণেই সাত্বত-ধর্ম্মনিষ্ঠ বর্ণাশ্রমিগণ স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের প্রবর্ত্তিত মতবাদের অনুবর্ত্তি হইতে স্বীকৃত নহেন। স্মার্ত্তপ্রবর রঘুনন্দন যে-সময়ে (বর্ত্তমান প্রচলিত) বিদ্ধ স্মৃতিশাস্ত্র সঙ্কলন করেন, তাহারও পূর্ব্বে শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীমদ্ গোপাল ভট্ট গোস্বামী ও শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ সাত্বত-স্মৃতি সঙ্কলন করিয়াছিলেন। রঘুনন্দন বাংলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ নবদ্বীপে অবস্থান করিয়া বিদ্ধ-স্মৃতি সঙ্কলন করিয়া রাজানুগ্রহে অচিরকালমধ্যে সমগ্র বাংলাদেশে প্রবল প্রতিপত্তি বিস্তার করে। কিন্তু সাত্বত-স্মৃতি সুদূর শ্রীবৃন্দাবনের নিভৃতকুঞ্জে রচিত

হইয়া বাংলাদেশে আসিয়া প্রচার ও প্রতিপত্তি লাভ করিতে বহু বাধাবিঘ্ন ঘটিয়াছিল; সেইজন্যই বাংলাদেশে আসিয়া পৌঁছিতে বেশ বিলম্ব হইয়াছিল। অন্যদিকে বাংলাদেশ হইতে সংস্কৃত চর্চ্চা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় শ্রীহরিভক্তিবিলাস, সৎক্রিয়াসার-দীপিকা, শ্রীনৃসিংহ-পরিচর্য্যা, শ্রীরামার্চ্চন-চন্দ্রিকা প্রভৃতি সাত্বত-স্মৃতিগ্রন্থের পঠন-পাঠন একরূপ উঠিয়াই গিয়াছে। তখনকার দিনে অধিকন্তু সাত্বত ব্রাহ্মণ গোস্বামিগণ বহুল পরিমাণে স্মার্ত্ত-মতাবলম্বী হইতে বাধ্য হন। এই সুযোগে কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ, বৈষ্ণব-সমাজকে বিশেষভাবে আক্রমণ করিবার আবকাশ পাইয়া অবৈধ অনধিকার চর্চ্চা করিয়া নিরীহ বৈষ্ণব-সমাজের উপর প্রতিপত্তি বিস্তারলাভ করে। কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত মতের খণ্ডন করিবার মত উপযুক্ত বৈষ্ণবাচার্য্যের অভাববশতঃ বিশুদ্ধ-সাত্বত প্রণালীতে লৌকিক বা বৈদিক কোন কর্ম্মই সুসম্পন্ন হয় নাই। সুদীর্ঘ দিনব্যাপী এইভাবেই কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তসমাজ বৈষ্ণব-সমাজের প্রতি অনধিকার অত্যাচার চালাইয়া আসিতেছেন। শুদ্ধ বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধ বিষয়ে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী এইপ্রকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। যথা,—

"এবঞ্চ পিত্রাদ্যর্থং ভগবৎ-পূজায়াং পশ্চাৎ কৃতায়াং ভগবন্নিবেদিতে নৈব স্বতঃশ্রাদ্ধাদি-সম্পভ্যা তন্মহাগুণসিদ্ধের্মুক্ত্যাদি মহাফলপ্রপদ্যত এবেতি ভাবঃ। যদ্বা শ্রাদ্ধাগ্রহ-পরিত্যাগেন পিত্র্যর্থং ভক্তিবিশেষণ ভগবৎপূজয়া স্বতঃএব ফলবিশেষঃ সিদ্ধ্যেৎ। এবমেব, যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজ-উপশাখা ইত্যাদিন্যায়াৎ পিত্রাদিনাঞ্চ পরমতৃপ্তি সিদ্ধ্যতি। ন তু কেবল নিজশ্রাদ্ধদানেন তেষামপি ভগবদুচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদাপেক্ষয়তি দিক্।" (টীকা হঃ ভঃ বিঃ ৯।৯৩) পিতৃগণের হিতার্থে শ্রীভগবানের পূজা করিয়া পরে সেই ভগবন্নিবেদিত প্রসাদান্নদ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে মুক্ত্যাদি মহাফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অথবা শ্রাদ্ধাগ্রহ পরিত্যাগ করিয়া পিতৃবর্গের হিতার্থে বিশেষ ভক্তিসহকারে কেবল শ্রীভগবানের পূজা করিলেই স্বতঃ ফল-বিশেষ সিদ্ধ হইয়া থাকে। যেরূপ তরুর মূলদেশে জল সেচন করিলে তাহার স্কন্ধ, ভুজ, শাখা, প্রশাখাদির তৃপ্তি সাধত হইয়া থাকে ; তদ্রূপ শ্রীভগবানের তৃপ্তিতেই পিতৃগণের তৃপ্তি সাধিত হইয়া থাকেন। কর্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধের রীতি-অনুসারে কেবল নিজে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অন্নাদি দান করিলেই শ্রীকৃষ্ণভক্ত কার্ষ্ণ বা সাত্বতজনের পিতৃগণের কখনো তৃপ্তি সাধন হয় না, ভগবদুচ্ছিষ্ট মহাপ্রসাদের অপেক্ষা করে, ইহাই তাৎপর্য্য। কর্ম্মকাণ্ডীয় বিদ্ধ শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণের

মুখে ভোজন করিয়া পিতৃগণ ও দেবগণ তৃপ্ত হন। যদি তাহাতে এত শ্রদ্ধা-ভক্তির পরাকাষ্ঠাই থাকে, তবে দর্ভময় ব্রাহ্মণ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা কি? সেস্থলে স্থূলকায় ব্রাহ্মণব্রুবকে বসাইয়া শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করা চলেনা কেন? সাত্ত্বত শ্রাদ্ধ-মতে শ্রীভগবানের তৃপ্তিতেই পিতৃগণ ও দেবগণ তৃপ্ত হইয়া থাকেন এবং মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়াই কৃতার্থ হন। এই কারণবশতঃই শুদ্ধ সাত্ত্বত-শ্রাদ্ধবিধানে দর্ভময় ব্রাহ্মণ স্থাপনের প্রয়োজন হয় না। শ্রীভগবানের অর্চ্চামূর্ত্তি অথবা শ্রীশালগ্রাম স্থাপনই প্রশস্তবিধি।

"নৈবেদ্যং পরতো ন্যস্তং দৃষ্ট্বৈব স্বীকৃতং ময়া।
ভক্তস্য রসনাগ্রেণ রসমশ্নামি পদ্মজ।।" (ব্রহ্মপুরাণে)

শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, হে পদ্মযোনি! মদীয় শ্রীশালগ্রামাদি মূর্ত্তির সম্মুখে যে অন্ন অর্পিত হয় তাহা কেবল দর্শন-দ্বারাই স্বীকার করি, কিন্তু ভক্তজনের রসনাগ্রে তাহার রসাস্বাদন করিয়া থাকি।

"স্বার্চ্চনাদপি বিশ্বাত্মা প্রীতো ভবতি মাধবঃ।
দৃষ্ট্বা ভাগবতস্যান্নং স ভুঙ্‌ক্তে ভক্তবৎসলঃ॥
নারায়ণপরো বিদ্বান্ যস্যান্নং প্রীতমানসঃ।
অশ্নাতি তদ্ধরে রাস্যং গতমন্নং ন সংশয়ঃ॥" (লিঙ্গপুরাণ)

ভক্তবৎসল বিশ্বাত্মা শ্রীহরি নিজের অর্চ্চনা অপেক্ষাও বৈষ্ণবের অন্ন দর্শনে অধিক প্রীত হন এবং তাহা ভোজন করেন। হরিপরায়ণ সুধীব্যক্তি প্রসন্নচিত্তে যে অন্ন ভোজন করেন, সেই অন্ন নিঃসন্দেহে শ্রীহরির মুখপদ্মগত হইয়া থাকে।

"দৈবে পৈত্রে চ যো দদ্যাৎ বারিমাত্রন্তু বৈষ্ণবে।
সপ্তোদধি সমং ভূত্বা পিতৃণামুপতিষ্ঠতি॥"

দেবকার্য্যে বা পিতৃকার্য্যে বৈষ্ণবকে জলমাত্র অর্পণ করিলেও সেই জল সপ্তসাগর তুল্য হইয়া পিতৃগণের সমীপে উপনীত হয়। এইজন্যই বৈষ্ণবশ্রাদ্ধে অবৈষ্ণব ভোজন করান অধিক প্রশস্ত মনে করেন। এই কারণেই শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু তদীয় পিতৃশ্রাদ্ধে শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে শ্রাদ্ধপাত্র অর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন, —"তুমি খাইলে হয় কোটী ব্রাহ্মণ ভোজন।"

"যো বিষ্ণু ভক্তান্ নিষ্কামান্ ভোজয়েৎ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ।
ত্রিসপ্তকুল-সংযুক্ত স যাতি হরি-মন্দিরম্॥" (নারদীয়ে)

যিনি শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে নিষ্কাম হরিভক্তগণকে ভোজন করান, তাঁহার একবিংশতি কুলসহ শ্রীহরিধামে গতি হয়। ব্রহ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

"শঙ্খাঙ্কিত তনুর্বিপ্রো ভুঙক্তে যস্য চ বেশ্মনি।
তদন্নং স্বয়মশ্নাতি পিতৃভিঃ সহ কেশবঃ॥"

যাঁহার গৃহে শ্রীকৃষ্ণভক্ত "কার্ষ্ণ"বা সাত্বত ব্রাহ্মণ ভোজন করেন, সেই গৃহে শ্রীহরি স্বয়ং পিতৃগণের সহিত সেই অন্ন ভোজন করেন। তদনুকূলে স্মৃতিতে এইপ্রকার উক্ত হইয়াছে। যথা—

"সুরাভাণ্ডস্থ পীযুষং যথা নশ্যতি তৎক্ষণাৎ।
চক্রাঙ্করহিতং শ্রাদ্ধং তথা সতাতপোঽব্রবীৎ॥"

সতাতপ বলিয়াছেন—অমৃত সুরাভাণ্ডে স্থাপিত হইলে যেরূপ অপবিত্র হয় এবং পানানুপযুক্ত হইয়া উঠে, তদ্রূপ বিষ্ণু ও বৈষ্ণব-বিহীন শ্রাদ্ধেও সেইরূপ শুভ আশু বিনষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং যে-স্থলে সাত্বত বিধিমতানুসারে শ্রীভগবন্নিবেদিত মহাপ্রসাদান্ন-দ্বারা শ্রাদ্ধ সম্পন্ন হয়, সেই স্থলেই বৈষ্ণবগণ ভোজন করিয়া থাকেন। কর্ম্মকাণ্ডীয় প্রেতশ্রাদ্ধে বৈষ্ণবগণ ভোজন করেন না, তাহা ইতঃপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ এই প্রকার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন,—

"এবং শ্রাদ্ধে অবশ্যং বৈষ্ণবভোজনাৎ বৈষ্ণবস্য চ ভগবন্নিবেদিতেনৈব শ্রাদ্ধাদিকমিতি প্রসিদ্ধং।"

সাত্বত-শ্রাদ্ধে যেরূপ বৈষ্ণব ভোজন করান বিশেষ কর্ত্তব্য, সেইরূপ ব্রাহ্মণ ভোজন করানও কর্ত্তব্য। বৈষ্ণবের ন্যায় ব্রাহ্মণও ভাগবতী-তনু ব্রাহ্মণের বদনেও "ভগবান্" ভোজন করিয়া তৃপ্ত হন, ইহা সত্য, কিন্তু অত্রি বলিয়াছেন,—

"ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মসূত্রেণ গর্ব্বিতঃ।
তেনৈব স চ পাপেন বিপ্রঃ পশুরুদাহৃতঃ॥"

যিনি ব্রহ্মতত্ত্ব না জানিয়া কেবলমাত্র সংস্কারের গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া নিজকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন, সেই পাপে তাঁহার নাম "পশুবিপ্র"। ধর্ম্মশাস্ত্রকার অত্রির মতে আরো ২৩ প্রকার ব্রাহ্মণের পরিচয় পাওয়া যায়।

বেদৈর্বিহীনাশ্চ পঠন্তি শাস্ত্রং
শাস্ত্রেণ হীনাশ্চ পুরাণ-পাঠাঃ।
পুরাণহীনাঃ কৃষিণো-ভবন্তি
ভ্রষ্টাস্ততো ভাগবতা ভবন্তি॥ (অত্রিসংহিতা ৩৭৪-৭৫)

বেদশাস্ত্রে দন্তস্ফুট করিতে অসমর্থ হইয়া তদনুগ ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ আরম্ভ করেন। ধর্ম্মশাস্ত্রে কৃতিত্ব লাভ করিয়া ফলোৎপন্ন করিতে অক্ষম হইয়া পুরাণ-বক্তা হন।

পুরাণাদির সারমর্ম্ম উদ্ঘাটন করিয়া লইতে অসমর্থতা ঘটিলে কৃষিকার্য্য-দ্বারাই জীবিকানির্ব্বাহ করা শ্রেয়ঃ মনে করেন। কৃষি-কার্য্যাদিতে শারিরীক পরিশ্রমে অপারক হইয়া পড়িলে ভাগবত-কথকরূপে নিযুক্ত হইয়া বৈষ্ণবের গুরু সাজিয়া অর্থোপার্জ্জনপূর্ব্বক আপনাকে মহাভাগবত বলিয়া প্রচার করাই জীবিকার উপায় স্থির করেন। এইপ্রকার ভণ্ডভাগবত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলে পিতৃগণের সহিত নরকেই নিমগ্ন হইতে হয়। ভক্তিপরায়ণ স্বধর্ম্মনিষ্ঠ ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হন, যথা—"বশিষ্ঠাদি"। আবার ভক্তির প্রাধান্য বশতঃ বর্ণ-ব্রাহ্মণও "ব্রাহ্মণ" না হইয়া "বৈষ্ণব"। শ্রীনারদ, ব্রহ্মার পুত্র ব্রাহ্মণ না হইয়া বৈষ্ণব নামেই চির প্রসিদ্ধ। অতএব প্রকৃত ব্রাহ্মণত্ব যে বৈষ্ণবত্বেরই অধীন তাহা শাস্ত্র পাঠে বিশেষরূপেই অবগত হওয়া যায়। এই কারণেই একজন বৈষ্ণব ভোজন করাইলে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব—এই উভয়ের ভোজনের ফল লাভ হইয়া থাকে। তজ্জন্যই সাত্বত বিধানানুযায়ী শ্রাদ্ধে বৈষ্ণব-ভোজনের অধিক আবশ্যকতা ও বিশেষ মহিমা সূচিত হইয়াছে।

বিদ্ধশ্রাদ্ধে ও বিশুদ্ধ সাত্ত্বত-শ্রাদ্ধে কতিপয় মতানৈক্য

কর্ম্মকাণ্ডীয় বিদ্ধশ্রাদ্ধ ও বিশুদ্ধ সাত্বত বা বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধে আরও একটী মতানৈক্য রহিয়াছে। বিদ্ধ স্মার্ত্ত-মতে শ্রীশ্রীবিষ্ণু-জয়ন্তী ও নিত্যব্রত শ্রীহরিবাসর বা একাদশীতে পিতৃগণকে পাপান্ন প্রদান করেন।

একাদশ্যাং যদা রাম শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ।
তদ্দিনে তু পরিত্যজ্য দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরয়েৎ॥

(শ্রীহরিভক্তিবিলাস ১২।৬৯)

পদ্মপুরাণে বলিতেছেন,—হে রাম! একাদশীদিনে নৈমিত্তিক-শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে সেই দিন পরিত্যাগ করিয়া দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিবে। এখানে নৈমিত্তিক শ্রাদ্ধ-শব্দে আদ্য শ্রাদ্ধাদি সর্ব্ববিধ শ্রাদ্ধকেই নির্দ্দেশ করিতেছেন বুঝিতে হইবে।

উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন,—"একাদশ্যাং যদা রামেত্যাদিনা উপবাস-দিনে শ্রাদ্ধং নিষিদ্ধং" এই টীকায় দেখা যাইতেছে "শ্রাদ্ধ"-শব্দ সাধারণভাবে উল্লিখিত হইয়াছে, কোনও বিশেষ শ্রাদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই, সুতরাং এতদ্দ্বারা সর্ব্ববিধ শ্রাদ্ধকেই বুঝাইতেছেন, যেহেতু তাহাতে শ্রাদ্ধশব্দ সাধারণভাবেই উল্লেখ করিয়াছেন, একাদশী-দিনে শ্রাদ্ধ করিলে তাহার যে বিষময় ফল, তাহাও বর্ণনা করিয়াছেন।

একাদশ্যাদৌ প্রসক্তং শ্রাদ্ধং তু পারণ-দিনে
কার্য্যং সূতকাদৌ যথা শ্রাদ্ধং সূতকাণ্ডে বিধীয়তে।
তথৈবৈকাদশী-শ্রাদ্ধং দ্বাদশ্যামেব কারয়েৎ॥

—স্মৃত্যর্থসাগর (মাধ্ব-স্মৃতিগ্রন্থ)

একাদশী প্রভৃতি উপবাস-দিনে শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলে উহা পারণদিনে করিতে হয়। যেমন জননাশৌচে শ্রাদ্ধ পড়িলে উহা অশৌচান্তে করিতে হয়, তেমনই একাদশী-দিনে শ্রাদ্ধ পড়িলে উহা দ্বাদশীতেই করিতে হয়। হারীত-স্মৃতি বলিতেছেন,

পিতৃশ্রাদ্ধং ন কুর্ব্বীত নোপবাস-দিনে ক্বচিৎ॥

উপবাস-দিনে কদাচ পিতৃশ্রাদ্ধ করিবে না।

যে কুর্ব্বন্তি মহীপাল শ্রাদ্ধং ত্বেকাদশীদিনে।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দাতা ভোক্তা পরেতকঃ॥

(হঃ ভঃ বিঃ ১২।২৯)

হে রাজন্! একাদশী-দিনে শ্রাদ্ধ করিলে (১) দাতা (পিণ্ডদাতা), (২) ভোক্তা অর্থাৎ শ্রাদ্ধক্রিয়া-সম্পর্কীয় ব্রাহ্মণ এবং (৩) যাঁহার উদ্দেশে পিণ্ড দেওয়া হয় সেই পরলোক-গত ব্যক্তি—এই তিনজনকেই নরকে যাইতে হয়। একাদশী-দিনে শ্রাদ্ধ নিষেধের তাৎপর্য্য এই বুঝিতে হইবে যে, উপবাস-দিনে পিতৃপুরুষের পিণ্ডদান কোনক্রমেই সঙ্গত নহে, কেননা যে পিতৃপুরুষগণ আজীবনকাল পর্য্যন্ত নিত্যব্রত শ্রীএকাদশী-উপবাস করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা কিপ্রকারে সেই উপবাসদিনে পিণ্ডগ্রহণ করিবেন? তাঁহারা জানেন যে, শ্রীএকাদশী-ব্রতের দিন পিণ্ড গ্রহণ করিলে পিণ্ডগ্রহণকারীকেও নরকে পতিত হইতে হইবে এবং পিণ্ডদাতারও নরক-গমন অনিবার্য্য, যেহেতু শাস্ত্রের বিধানই হইতেছে—একাদশী-দিনে নিজেও ভোজন করিতে নাই বা অপরকে ভোজন করাইতে নাই, ভোজন কর—এই কথা কাহাকে বলিলেও মহাপাপ হয়; সুতরাং একাদশী-দিনে পিতৃপুরুষের ভোজনের জন্য পিণ্ডদান কিপ্রকারে সুসঙ্গত হইতে পারে? অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, উহা

সর্ব্বতোভাবেই অকর্ত্তব্য। এতদ্দ্বারা ইহাও বুঝিয়া লইতে হইবে যে আনুষঙ্গিক শ্রীজন্মাষ্টমী প্রভৃতি অন্যান্য ব্রতোপবাস দিনেও শ্রাদ্ধ নিষেধ করিতেছেন। এই কারণেই শ্রীকৃষ্ণসেবক কার্ষ্ণ বা সাত্বতজন দ্বাদশীতে পিতৃগণের প্রীতি উদ্দেশে শ্রীমহাপ্রসাদ অর্পণ করেন। শ্রীএকাদশী নিত্যব্রত আর 'শ্রাদ্ধ' নৈমিত্তিক ব্যাপার মাত্র। সুতরাং উপবাস-দিনে পিতৃগণকে গর্হিতান্ন প্রদানের নিমিত্ত বিদ্ধ-স্মার্ত্তগণের এতটা উৎকট আগ্রহ, ইহা সাত্বত মতের সহিত প্রতিযোগিতা বলিয়াই মনে হয়। সুধীজনগণ সহজেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। নিত্যব্রত উপেক্ষা করিয়া নৈমিত্তিক কর্ম্ম করা কতদূর সমীচীন ইহাও বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। একাদশী মানব জীবনে সকলেরই নিত্যব্রত। যথা,—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চৈব যোষিতাং।
মোক্ষদাং কুর্ব্বতাং ভক্ত্যা বিষ্ণো প্রিয়তরং দ্বিজাঃ॥ (শ্রীনারদীয়ে)
গৃহস্থো ব্রহ্মচারী চ আহিতাগ্নির্যতিস্তথা।
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি॥ (অগ্নিপুরাণ)

হে দ্বিজগণ! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র-নারীবৃন্দ যে কেহ হউন ভক্তিসহকারে এই হরি-প্রীতিকর একাদশীব্রত করিলে মোক্ষ লাভ করিতে পারেন। অতএব চারিবর্ণাশ্রীগণেরই একাদশী-ব্রত করা বিধেয়। গৃহস্থ ব্রহ্মচারী সাগ্নিক ও যতি সকলেই শুক্ল ও কৃষ্ণ এই উভয় পক্ষীয়া একাদশীতেই ভোজন করিবেন না। শ্রীএকাদশীব্রত কেবল বৈষ্ণবের জন্যই নির্দ্দিষ্ট—ইহা নহে, ইহা শাক্ত, শৈব, সৌরাদিরও নিত্য উপাস্য ব্রত।

"বৈষ্ণবো বাথ শৈবো বা কুর্য্যাদেকাদশী ব্রতম্।"(বিষ্ণুধর্ম্মে)
"বৈষ্ণবো বাথ শৈবো বা সৌরোঽপ্যে তৎ সমাচরেৎ॥" (সৌরপুরাণ)

বিধবা ও সধবা নারীগণেরও একাদশীব্রত পালন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যথা,—

বিধবা যা ভবেন্নারী ভুঞ্জীতৈকাদশী দিনে।
তস্যাস্তু সুকৃতিং নশ্যেদ্ ভ্রূণ-হত্যা দিনে দিনে॥ (কাত্যায়ন সংহিতা)

বিধবা নারী একাদশীব্রত পালন না করিলে তাহার সমস্ত পুণ্য নষ্ট হয় এবং সে প্রতিদিন ভ্রূণহত্যা পাপে লিপ্ত হয়। সধবাগণের কর্ত্তব্য। যথা,—

সপুত্রশ্চ সভার্য্যাশ্চ স্বজনৈ ভক্তিসংযুতঃ।
একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥ (বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তরে)

ভক্তিযুক্ত হইয়া পুত্র, স্ত্রী ও স্বজনাদিসহ উভয় পক্ষীয়া একাদশীতেই উপবাসী থাকা কর্ত্তব্য। উক্ত শ্লোকেই প্রমাণিত হইতেছে যে সধবাগণও একাদশী ব্রতের অধিকার হইতে বঞ্চিত নহে।

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব-অসুর এব চ।
বিষ্ণুভক্তঃ স্মৃতো দৈব আসুরস্তদ্বিপর্য্যয়ঃ॥ (পাদ্মে)

ইহ জগতে দুইপ্রকার জীব দৃষ্ট হইয়াছে—এক দৈব, অপর অসুর। যাঁহারা বিষ্ণুভক্ত তাঁহারাই দৈব, তাহার বিপরীত তাহারাই অসুরস্বভাব বুঝিতে হইবে।

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃদ জ্ঞানা আসুরং ভাবামাশ্রিতাঃ (গীঃ ৭।১৫)

মূঢ় দুষ্কৃতি-পরায়ণ অসুর সকল ভগবান্‌কে পায় না—কারণ সে সর্ব্বদা তাহার অহংয়ের তৃপ্তির জন্যই ব্যস্ত, তাহারা অহং ভাবনাকেই ভগবান্ বলিয়া প্রচার করে। ত্রিগুণময়ী মায়া-দ্বারাই তাহার মন ও সঙ্কল্পাদি পরিচালিত হয়। সেইজন্যই তাহারা আত্মতত্ত্ব ও ভগবত্তত্ব কোনটাই উপলব্ধি করিবার সামর্থ নহে। তাহারা কামনা-বাসনার দাসত্বে নিযুক্ত থাকে। এই কারণেই তাহারা ভগবানের দৈবীমায়া অতিক্রম করিতে পরে না। যাঁহারা ভগবানের শরণাগত হয়, তাঁহারা অনায়াসে সেই মায়া উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। যথা,—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যায়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ (গীঃ ৭।১৪)

অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই শিক্ষা দিয়াছেন। যথা,—

তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ (গীঃ ১০।১০)

যাঁহারা সততযুক্ত হইয়া প্রীতিপূর্ব্বক ভগবান্‌কে ভজনা করেন, তাঁহাদিগকেই ভগবান্ সেই বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন, যদ্দ্বারা তাঁহারা শাস্ত্রাদির মুখ্য অর্থাৎ গূঢ়-অর্থ উপলব্ধি করিয়া ভগবান্‌কে পাইতে পারেন। ইহা ভগবান্ কৃষ্ণের শ্রীমুখ-বাণী ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ করিবার কারণ নাই। সধবা স্ত্রীলোকদিগেরও উভয় পক্ষের একাদশী ব্রত করা অবশ্যই কর্ত্তব্য।

"যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা বিশেষো নাস্তিকশ্চন।" (নারদীয়ে)
'একাদশ্যামুপবশ্যেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥' (বরাহে)

যাহারা মোহবশতঃ শুক্লা ও কৃষ্ণা উভয় একাদশীতে ভেদ দর্শন করে, তাহারা ঘোর পাতকী। কালিকাপুরাণে উক্ত হইয়াছে,—

"সর্ব্বেষামিহ পাপানামাশ্রয়ঃ স তু কীর্ত্তিতঃ।
বিবেচয়তি যো মোহাদেকাদশ্যৌ সিতাসিতে॥"

অপিচ গরুড় পুরাণে,—

"শুক্লা বা যদি বা কৃষ্ণা বিশেষো নাস্তি কশ্চন।
বিশেষং কুরুতে যস্তু পিতৃহা স প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

শুক্লা বা কৃষ্ণা একাদশীতে কোন ভেদ নাই। ভেদজ্ঞান করিলে পিতৃঘাতী হয়। দুঃখের বিষয় এই যে,—কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ শাস্ত্রাদির এতাদৃশ নিষেধ বচন থাকা সত্ত্বেও পিতৃগণের তৃপ্তি সাধন উদ্দেশে শুক্লা বা কৃষ্ণা একাদশীর ভাগ কল্পনা করিয়া কৃষ্ণা-একাদশীতেই শ্রাদ্ধ করিবার বিধান করিয়াছেন ; শ্রীকৃষ্ণভক্ত কার্ষ্ণ বা সাত্বতগণ যাহা অবৈধ বিবেচনা করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তগণ তাহাই যেন বিশেষ আগ্রহসহকারে গ্রহণ করিয়াছেন। ইহা কম আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

"য ইচ্ছেদ্বিষ্ণুনা বাসং পুত্র-সম্পদমাত্মনঃ।
একাদশী যুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥"

যে-ব্যক্তি বিষ্ণুলোকে বাস ও পুত্র-সম্পত্তি লাভে বাসনা করেন, তাঁহাদের উভয় পক্ষীয়া একাদশীতেই উপবাস করা কর্ত্তব্য। অতএব উপবাস-দিনে কদাচ শ্রাদ্ধ করা যে বিধেয় নহে, এ-বিষয়ে আর অধিক বলাই বাহুল্য। পিতৃগণ শ্রীবিষ্ণু-দিনে অর্থাৎ শ্রীহরিবাসরাদির উপবাসদিনে কখনই পাপান্নযুক্ত শ্রাদ্ধ গ্রহণ করেন না। কারণ একাদশী-দিনে যাবতীয় পাপই অন্নকে আশ্রয় করে।

যানি কানি চ পাপানি ব্রহ্মহত্যা সমানি চ।
অন্নমাশ্রিত্য তিষ্ঠন্তি সংপ্রাপ্তে হরিবাসরে॥ (নারদীয়ে)

শ্রীহরিবাসর সমাগত হইলে ব্রহ্মহত্যাদি নিখিল পাতকসমূহ অন্নকে আশ্রয় করে।

"সোঽশ্নাতি পার্থিবং পাপং যোঽশ্নাতি মধুভির্দ্দিনে।"

সুতরাং একাদশীতে অন্ন ভোজন করিলে ধরণীস্থ নিখিল পাতকই ভোজন করা হয়।

"এক এব নরঃ পাপী নরকে নৃপ গচ্ছতি।
একাদশ্যান্ন-ভোজী যঃ পিতৃভিঃ সহ মজ্জতি॥"

পাপী ব্যক্তি একাই নরকে গমন করে, কিন্তু যে ব্যক্তি একাদশীতে অন্ন ভোজন করে, তাহার পিতৃগণের সহিত নরক গমন হইয়া থাকে। সনৎকুমার সংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

একাদশ্যাং মুনিশ্রেষ্ঠ শ্রাদ্ধে ভুঙ্‌ক্তে নরো যদি।
প্রতিগ্রাসং স ভুঙ্‌ক্তে তু কিল্বিষং মূত্রবিন্ময়ং॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! একাদশীতে বা একাদশী তিথি বিহিত শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে প্রতিগ্রাসে মল-মূত্র ও পাপ ভোজন করা হইয়া থাকে। পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে এইরূপ উল্লেখ হইয়াছে,—

"একাদশ্যাস্তু প্রাপ্তায়াং মাতাপিত্রোর্মৃতেঽহনি।
দ্বাদশ্যাং তৎ প্রদাতব্যং নোপবাসদিনে ক্বচিৎ॥
গর্হিতান্নং ন চাশ্নন্তি পিতরশ্চ দিবৌকসঃ॥"

মাতাপিতার মৃতাহে একাদশীতে কদাচ শ্রাদ্ধ করিবে না, বরং দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করিবেন। কারণ, দেবগণ ও পিতৃগণ উপবাস-দিনে গর্হিতান্ন অর্থাৎ পাপ সংমিশ্রিতান্ন গ্রহণ করেন না।

"একাদশী সদা নিত্যা শ্রাদ্ধং নৈমিত্তিকং ভবেৎ।
উপবাসং তদা কুর্য্যাদ্দ্বাদশ্যাং শ্রাদ্ধমাচরেৎ॥" (স্কন্দপুরাণ)

একাদশী নিত্য-ব্রত, কিন্তু শ্রাদ্ধ নৈমিত্তিক অনুষ্ঠান মাত্র, অতএব একাদশীতে উপবাস থাকিয়া দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য।

এইজন্যই ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে বিশেষভাবেই উক্ত হইয়াছে,—

যে কুর্ব্বন্তি মহীপাল শ্রাদ্ধং ত্বেকাদশী-দিনে।
ত্রয়স্তে নরকং যান্তি দাতা ভোক্তা পরেতকঃ॥

একাদশী দিনে শ্রাদ্ধ করিলে দাতা, ভোক্তা ও পরলোকগত ব্যক্তি এই তিনজনেরই নরকে গমন হইয়া থাকে। সূক্ষ্মদৃষ্টি-সম্পন্ন সুধী বিচক্ষণ মাত্রেই অবৈদিক বিদ্ধ-স্মার্ত্তশ্রাদ্ধ ও বৈদিক বিধানে বিশুদ্ধ সাত্বত বা বৈষ্ণব-শ্রাদ্ধের পার্থক্য ও তারতম্য বিচার করিলে কোন্‌টি বিশেষ কল্যাণপ্রদ তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্প্যতে॥" (ব্রহ্মযামল)

দৈববর্ণাশ্রমী সাত্বত বা বৈষ্ণবগণকে অবশ্যই বেদবিধি মানিতে হইবে, কিন্তু সেই বিধি হরিভক্তির অনুকূলে হওয়া প্রয়োজন। শ্রুতি-স্মৃতির বিধান উপেক্ষা করিয়া উৎকট হরিভক্তি প্রদর্শন করিলেও শ্রীভগবানের আজ্ঞা লঙ্ঘন হেতু তাহাও উৎপাতের কারণ হইয়া থাকে।

শ্রাদ্ধ-কাণ্ড

পিতৃযজ্ঞ সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত যথা,—পিতৃ-তর্পণ ও পিতৃ-শ্রাদ্ধ। যে অনুষ্ঠান-দ্বারা পিতৃবর্গ তৃপ্ত হন তাহাকে পিতৃ-তর্পণ বলা হয় এবং শ্রীভগবন্নিবেদিত প্রসাদান্নাদি-দ্বারা শ্রদ্ধা-সহকারে পিতৃগণের অর্চ্চনা করা হয় তাহার নাম শ্রাদ্ধ। এই শ্রাদ্ধ কর্ম্মটিও আবার দুইভাগে বিভক্ত। পিতৃ সাধারণের উদ্দেশে যাহা কৃত হয় তাহার নাম পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ এবং কেবল একজনের উদ্দেশে যে অনুষ্ঠান কৃত হয় তাহাকে বলা হয় একোদ্দিষ্ট। আবার কোন মাঙ্গলিক কার্য্যের জন্য প্রারম্ভে যে শ্রাদ্ধ কৃত হয় তাহার নাম আভ্যুদায়িক বা বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ।

এই শ্রাদ্ধটি রাক্ষসীকালের পূর্ব্বে করাই উচিত, কিন্তু কেবলমাত্র বিবাহাদি-কার্য্যে রাক্ষসীকালেও করা যাইতে পারে। একদিনে অনেকগুলি কর্ম্মানুষ্ঠান কৃত হইলে একবার নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করিলেই চলিবে। কিন্তু অবিভক্ত সহোদরগণের পক্ষে একই দিবসে তাহাদের পুত্রকন্যার বিবাহাদি হইলে তাহাদের পৃথক্‌ভাবে আভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোকের পক্ষে এই শ্রাদ্ধের অধিকার নাই। স্ত্রীলোক তীর্থাদি হইতে প্রত্যাগত হইয়া পিতৃদেবগণের প্রীতি কামনায় ভোজ্যাদি উৎসর্গ করিতে পারেন।

সাধারণ শ্রাদ্ধকাল নিরূপণ

প্রাতঃকালে প্রথম ৩ দণ্ডের মধ্যে ও সায়াহ্নে শেষ ৪ দণ্ডের মধ্যে শ্রাদ্ধকৃত্য সমাপ্ত করিতে হইবে। কিন্তু বিবাহ-কার্য্যে রাত্রিকালেও বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করা যাইতে পারে। প্রাতঃকালেই বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের মুখ্যকাল হইলেও প্রথম দেড় মুহূর্ত্ত বা ৩ দণ্ডকাল বাদ দেওয়া কর্ত্তব্য। আবার বিষ্ণু-জয়ন্তী বা একাদশীতে শ্রাদ্ধের দিন উপস্থিত হইলে,এমনকি আদ্য-শ্রাদ্ধ উপস্থিত হইলেও একাদশীতে উপবাসী থাকিয়া দ্বাদশীতে শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য, যেহেতু একাদশীতে পিতৃদেবগণ অন্নভোজন করেন না।

সাম্বাৎসরিকাদি শ্রাদ্ধ জন্ম-মরণাশৌচ-দ্বারা বিঘ্নপ্রাপ্ত, অথবা রোগাদি-দ্বারা বিঘ্ন, কিম্বা অজ্ঞতা বশতঃ শ্রাদ্ধ পতিত হইলে তাহাও দ্বাদশীতে হওয়াই কর্ত্তব্য। কেবলমাত্র রজঃস্বলা শৌচ থাকিলে পত্নী পঞ্চমদিবসে শ্রাদ্ধ করিতে পারেন।

মৃত ব্যক্তির মৃত্যু-তিথি জানা না থাকিলে কেবল মাস জানা থাকিলে সেই মাসের দ্বাদশী অথবা যে কোন শুভ তিথিতে (একাদশী ব্যতীত) শ্রাদ্ধ করা যাইতে

পারে। কাহারো পক্ষে যদি মাস না জানা থাকে, কেবল তিথি জানা থাকিলে আষাঢ়, ভাদ্র, অগ্রহায়ণ ও মাঘ মাসের সেই তিথিতে শ্রাদ্ধ হইতে পারিবে। মাস ও তিথি কিছুই জানা না থাকিলে উক্ত মাস চতুষ্টয়ের যে কোন বিহিত তিথিতে শ্রাদ্ধ করা যাইবে। কিন্তু কদাচ একাদশীতে শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য নহে। কর্মজড়-স্মার্ত্ত-প্রধানগণ একাদশীতে শ্রাদ্ধ করিয়া বা করাইয়া পিতৃদেবগণ সহ নিজেরাও নরক গমন করিয়া থাকে।

অশৌচ-ব্যবস্থা

শিববিষ্ণুর্চ্চনে দীক্ষা যস্য চাগ্নি-পরিগ্রহঃ।
ব্রহ্মচারী যতীনাঞ্চ শরীরে নাস্তি সূতকম্॥ (বিষ্ণুস্মৃতি)

এই সমস্ত প্রমাণদ্বারা স্পষ্টভাবেই জানাইয়া দিতেছেন যে, শ্রীকৃষ্ণভক্ত 'কার্ষ্ণ' বা সাত্বত বৈষ্ণবগণের শরীরে কোনরূপ অশৌচের সম্ভাবনা থাকিতে পারে না, তথাপি সদাচারী গৃহস্থবৈষ্ণবগণ যথারীতি দশম দিনে কেশ-মুণ্ডনাদি (শিখা মুণ্ডন ও কণ্ঠীমালা ত্যাগ নিষিদ্ধ) করিয়া স্নান করতঃ বিষ্ণু-পাদোদক পান করিবেন এবং সেই দিন একাহারী থাকিয়া কম্বলাদি আসনে শয়ন করিবেন। একাদশ দিনে ব্রাহ্মমূহুর্ত্তে স্নান করিয়া নিত্য কর্ম্মের পর আমন্ত্রিত গুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের অনুমতি লইয়া শ্রীভগবদর্চ্চনা করিয়া সেই প্রসাদ-দ্বারা শ্রাদ্ধ করিবেন। শ্রাদ্ধকালে বৈষ্ণব- ব্রাহ্মণগণের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম, শ্রীগোপাল-সহস্রনাম, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও বৈদিকশ্রাদ্ধ সূক্তাদি সঙ্কল্প করিয়া পাঠ করাইবেন। কৃতি গোটা সুপারী, পান, পৈতা, ফুল ও মালা দিয়া পাঠককে বরণ করিবেন। তৎকালে শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তন অবশ্য কর্ত্তব্য।

গ্রন্থ পাঠের সঙ্কল্প

যে গ্রন্থ পাঠের সঙ্কল্প করিতে হইবে তাহার প্রথম শ্লোকের প্রথম চরণ ও শেষ শ্লোকের শেষ চরণ উল্লেখ করিয়া সঙ্কল্প করিতে হইবে। যেমন শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়ে পাঠ সম্বন্ধে সঙ্কল্প—

ওঁ বিষ্ণুরোম তৎসদদ্য অমুক মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ অহং অমুক গোত্রস্য নিত্যধামগতস্য অমুকস্য*(মৃত ব্যক্তির নাম) স্বাভীষ্ট-ধামে

* স্ত্রীলোক হইলে "অমুক গোত্রায়াঃ নিত্যধামগতায়াঃ অমুকী সেব্যাঃ" (মৃতার নাম) এইরূপ পাঠ হইবে।

শ্রীভগবৎপাদপদ্ম-সেবা কামনায় "শ্রীবাদরায়ণি উবাচ,—ভগবানপি তা রাত্রীঃ" ইত্যারভ্য "হৃদোগমাশ্বপাহিনোতচিরেণ ধীর" ইত্যন্ত শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ-কর্ম্ম করিষ্যামি।

কৃতি নিজে করিলে "করিষ্যে" বলিবেন। এইরূপে সকল কর্ম্মের সঙ্কল্প করিতে হইবে। পাঠ শেষে অন্তঃ শ্লোকটি ৩ বার পাঠ করিবেন এবং নিম্নলিখিত মন্ত্রে অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন। যথ,—

ওঁ যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎসর্ব্বং ত্বৎ প্রসাদাজ্জনার্দ্দন॥

অতঃপর কৃতি দক্ষিণান্তে করিলে পাঠক কৃতির মস্তকে গ্রন্থ-স্পর্শ করিবেন।

অশৌচকালে কর্ত্তব্য

অশৌচকালে বৈদিক সন্ধ্যা, অধ্যয়ন, হোম ও তর্পণাদি কর্ম্মজড়-স্মার্ত্তাচারে নিষিদ্ধ থাকিলেও বিশুদ্ধ বৈষ্ণব বা শ্রীকৃষ্ণসেবক কার্ষ্ণগণের কোনপ্রকার নিষিদ্ধ নহে। যেহেতু তাঁহাদের শরীরে ও মনে কোনরূপ অশৌচ স্পর্শ করিতে পারে না। এমনকি দীক্ষাকালে কেহ যদি বাহ্য উপচারে আজীবন শ্রীবিগ্রহপূজা করিবার সঙ্কল্প করিয়া থাকেন, তবে তিনি বাহ্যিক পূজাও করিতে পারেন। শ্রীবিষ্ণু-জয়ন্তী বা একাদশী প্রভৃতি নিত্য-ব্রত উপস্থিত হইলে তাহাও অবশ্য কর্ত্তব্য জানিবেন। আগমাদি শাস্ত্র-প্রমাণগুলিও প্রত্যক্ষ লক্ষ্য করিবার জন্য উদ্ধৃত করা হইল। যথা আগমে—

"অথ সূতকিনঃ পূজাং বক্ষ্যাম্যাগমচোদিতাং।
স্নাত্বা নিত্যঞ্চ নির্ব্বর্ত্য মনসা ক্রিয়ায় তু বৈ॥
বাহ্য পূজাক্রমেনৈব ধ্যানযোগেন পূজয়েৎ।
যদা কামী নচেৎ কামী নিত্য পূর্ব্ববদাচরেৎ॥"
যথা সঙ্কল্পিতং সম্যক্ ব্রতং বিষ্ণু পরায়ণৈঃ।
কর্ত্তব্যঞ্চ তথৈবেহস্নাত্বা সংশয় বর্জ্জিতঃ॥ (পাদ্মে)
পরমাপদাপন্নে হর্ষে বা সমুপস্থিতে।
সূতকে মৃতকে চৈব ন ত্যাজ্যং দ্বাদশীব্রতম্॥
মৃতকে তু ন ভুঞ্জীত একাদশ্যাং সদা নরঃ॥"

(হঃ ভঃ বিঃ ধৃত বচনম্)

ঐকান্তিক নিষ্ঠাযুক্ত সাত্বতজন শ্রাদ্ধকার্য্যে তিল ও কুশ ব্যবহার না করিয়া তিলের পরিবর্ত্তে যব এবং কুশের পরিবর্ত্তে দুর্ব্বা ব্যবহার করিবেন। পাত্রের জন্য কলার খোলা ব্যবহার করিতে পারেন। তথাপি যদি কেহ ইহাতে আপত্তি বোধ করেন তাঁহারা তৎপরিবর্ত্তে কলারপাতা অথবা স্বর্ণ, রজত, কাংস্য, তাম্র, শঙ্খ ও মৃন্ময়-পাত্র কিম্বা পলাশ ও পদ্মপাত্র ব্যবহার করিতে পারেন। যথা গৌতমীতন্ত্রে—

তাম্রপাত্রঞ্চ বিপ্রর্ষে বিষ্ণোরতি প্রিয়ং মতং।
তথৈব সর্ব্বপাত্রাণাং মুখ্যং শঙ্খং প্রকীর্ত্তিতম্॥
মৃৎপাত্রঞ্চ তথা প্রোক্তং স্বর্ণং বা রজতং তথা।
পঞ্চপাত্রং হরেঃ শুদ্ধং নান্যত্তত্র নিয়োজয়েৎ॥

পুনশ্চ—

হৈরণ্যং রজতং তাম্রং কাংস্যং মৃন্ময়মেব চ।
পলাশং পদ্মপত্রঞ্চ পাত্রং বিষ্ণোরতি প্রিয়ং॥

—হঃ ভঃ বিঃ ধৃত স্কন্দ-বচনম্

৩৬ অঙ্গুলি দৈর্ঘ্য পাত্র উত্তম, ২৪ অঙ্গুলি মধ্যম, ১২ অঙ্গুলি অধম। কদাচ ৮ অঙ্গুলির ন্যূন পাত্র ব্যবহার উপযোগী নহে।

আসন্ন মৃত্যুকালে কর্ত্তব্য

শ্রীকৃষ্ণভক্ত কার্ষ্ণগণের দেহত্যাগের পর শ্রীকৃষ্ণনাম-ধাম প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যাঃ যান্তি মদ্‌যাজিনোঽপি মাম্॥ (গীতা ৯/২৫)

দেবতা পূজকগণ দেবলোক প্রাপ্ত হন, পিতৃপূজকগণ পিতৃলোক, ভূতপূজক ভূতলোক, কৃষ্ণপূজকগণ কৃষ্ণলোকই প্রাপ্ত হন, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। অতএব বৈষ্ণবগণের যমলোক গমন করিতে হয় না। এমনকি তপ্ত সলিলা বৈতরণী নদী পারের জন্য আসন্ন মৃত্যুকালে বৈতরণী কৃত্য ধেনু (সবৎসা গাভী) অর্থাৎ গোদান করিবার প্রয়োজন হয় না। তবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতি উদ্দেশে গোদান করিতে পারেন। শ্রীগুরুদেব, বৈষ্ণব ও পুরোহিতকে যথাসাধ্য স্বর্ণ, রৌপ্য, ভূমি ও বস্ত্রাদিসহ লবণ সমন্বিত ভোজ্য দান করিতে পারেন। *এই দানের কালাকাল বিচার নাই।

* বিষ্ণুদেহে-সমুদ্ভূতো যতোঽয়ং লবণোরসঃ।
বিশেষাপ্লবণং দানং তেন সংশন্তি যোগিনঃ॥
আতুরাণাং যদা প্রাণাঃ প্রয়ন্তি বসুধাতলে।
লবণন্তু তদাপেয়ং দ্বারস্যোদ্ঘাটনং দিবঃ॥ —গরুড়পুরাণ

কোনপ্রকার অশৌচাদির বাধা নাই। এই দান মহাফলপ্রদ। মুমূর্ষু ব্যক্তি স্বয়ং দান কার্য্যে অসমর্থ থাকিলে পুত্রাদি প্রতিনিধি দ্বারাও কার্য্য করাইতে পারেন।

দানের রীতি ※

কৃতী পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিয়া দানের দ্রব্যগুলি নিকটে স্থাপন করিবেন। যথারীতি শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনা করনান্তর—

কৃতী "ওঁ বিষ্ণু" ইত্যাদি মন্ত্রে আচমন ও স্বস্তি-বচনাদি করিয়া সবস্ত্র ভোজ্যসহ লবণ (একসরা) দান করিবেন। হস্তে গন্ধপুষ্প ও জল লইয়া—"ওঁ এতন্মৈ সোপকরণ-ভোজ্যেসহ বিষ্ণুদেহোদ্ভুত লবণায় নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করিবেন। পরে—"ওঁ এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা অর্চ্চনা করিবেন। অনন্তর 'এতৎ সম্প্রদানায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া জলের প্রোক্ষণ করিবেন, পরে হস্তে জল ও পুষ্প লইয়া এই মন্ত্রে উৎসর্গ করিবেন।

'বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুক মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য অমুক দেবস্য (মুমূর্ষু ব্যক্তির নাম) দেহান্তরে স্বাভীষ্ট নিত্যধামে শ্রীকৃষ্ণ-সেবানন্দ-সিদ্ধি-কাম এতৎ সোপকরণ ভোজ্যেসহ বিষ্ণুদেহোদ্ভুতং সর্ব্বরসোত্তমং লবণরসং গন্ধাদ্যর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথানাম গোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদামি।'

পরে দক্ষিণান্ত করিবেন। মন্ত্র যথা—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুক মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ (মুমূর্ষু ব্যক্তির নাম) লোকান্তরে স্বাভীষ্ট (শ্রীকৃষ্ণ ধামে) নিত্যধামে শ্রীকৃষ্ণ-সেবানন্দ-সিদ্ধি-কাম্যয়া কৃতৈতৎ সভোজ্য-লবণ-দান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্য শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথানাম গোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদামি।"

সুবর্ণদান-পক্ষে

এতস্মৈ সুবর্ণায় (সুবর্ণ মূল্যায় বা) নমঃ
এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ
এতৎ সম্প্রদানায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় নমঃ
(শ্রীগুরুদেবকে দান করিতে হইলে, 'শ্রীগুরবে নমঃ' পাঠ করিতে হইবে)

※ সাধারণতঃ মুমূর্ষুকালে দান-কার্য্যাদি প্রতিনিধি দ্বারাই সম্পন্ন করাইতে হয়। এজন্য প্রতিনিধির প্রয়োগই লিখিত হইল। স্বয়ং দান করিতে সক্ষম থাকিলে ষষ্ঠী বিভক্তির স্থলে প্রথমা বিভক্তি হইবে। যথা—'অমুক গোত্রাস্য অমুক দেবস্য' স্থলে 'অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা' হইবে।

বলিয়া পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনা করিবেন। পরে—অদ্যেতাদি অমুক গোত্রস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ লোকান্তরে স্বাভীষ্ট নিত্যধামে গমনপূর্ব্বক শ্রীভগবৎ সেবা সিদ্ধি কামনয়া কৃতৈতৎ সুবর্ণ দান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথানাম গোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় (শ্রীগুরবে) অহং সম্প্রদদামি। রৌপ্য, ভূমি, গাভী ও বস্ত্রাদি দানের রীতি একই প্রকারে বুঝিতে হইবে।

তৎপরে,—অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন। মন্ত্র যথা—"ওঁ শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিকামঃ কৃতৈতৎ আসন্ন মৃত্যুকালে দান কর্ম্মণি অচ্ছিদ্রানি সন্তু।" পুরোহিত বলিবেন, 'ওঁ সন্তু' পরে তাম্রপাত্র বা শঙ্খস্থজলে হাত রাখিয়া "ওঁ বিষ্ণুরোম্ অদ্য অমুক মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা অহং শ্রীকৃষ্ণ-প্রীতিকামঃ কৃতেঽস্মিন্ সভোজ্য লবণ সুবর্ণাদি দান কর্ম্মযু যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমণায় ওঁ শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণ অহং করিষ্যে" বলিয়া-১২বার শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্র জপ করিবেন, অথবা ১২বার "ওঁ বিষ্ণু" উচ্চারণ করিবেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীহরিনাম অবশ্য কর্ত্তব্য। এই দান-কর্ম্ম আসন্নমৃত্যুর ৪/৫ দিন পূর্ব্বেও করিতে পারা যায়।

আসন্নমৃত্যু ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত বিধান

যদিও শ্রীকৃষ্ণভক্ত কার্চ্ছগণের দেহে কোনরূপ পাতক, মহাপাতক ও অতিপাতকাদি কর্ম্ম প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা নাই। যেহেতু তাহারা শ্রীকৃষ্ণে অনন্যশরণ ও সর্ব্বদা শ্রীহরিনামপরায়ণ বলিয়া উক্ত শোচ্যকর্ম্মের জন্য প্রায়শ্চিত্তার্হ নহেন। তথাপি রুগ্ন বা মুমূর্ষু ব্যক্তির জন্মান্তরীণ পাতকাদি-সম্ভূত কোন প্রায়শ্চিত্তার্হ ব্যাধি থাকিলে সাত্বত-শাস্ত্রানুকূলে তাঁহার শুদ্ধি বিধান লিখিত হইতেছে। যথা,—

"দৈববশান্মহাপাতকাদিপাতকোপপাতকানুপাতকাদি-কর্ম্ম-প্রত্যবায় পরিহারার্য্যং যৎ প্রায়শ্চিত্তং তদপি বৈষ্ণবস্য নাস্তি। কিন্তু চকারদেব তৎ প্রাপ্যতে। কিং তৎ চ—কেবলং শ্রীগুরুগোবিন্দস্তদভাবে তৎ পত্ন্যাস্তদভাবে তৎপুত্রাৎ তদভাবে সতীর্থ-গুরুভ্রাতুস্তদভাবে সজাতীয়ানন্যশরণসাধুতঃ পুনঃ পঞ্চসংস্কারপূর্ব্বক শ্রীভগবৎ-নামমন্ত্রগ্রহণং পুনঃ সংস্কারাতিশয় শুদ্ধস্য তস্য শ্রীবিষ্ণুপূজনং তন্নামাদি শ্রবণকীর্ত্তন স্মরণবন্দনাদিপূর্ব্বক মহোৎসবাদিকং করণীয়ম্"। (সৎক্রিয়াসার-দীপিকা)

অর্থাৎ দৈববশতঃ সংঘটিত পাতক, মহাপাতক, অতিপাতক, উপপাতক, অনুপাতকাদি কর্ম্মের প্রত্যবায় পরিহারের জন্য যে-সকল (কর্ম্মজড়-স্মার্ত্ত-বিধানোক্ত) প্রায়শ্চিত্ত তাহা বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু চ-শব্দের দ্বারা অন্যবিধ

প্রায়শ্চিত্তের ফলপ্রাপ্তি সূচিত হইতেছে। যথা,— শ্রীগুরুগোবিন্দ, তদভাবে তৎপত্নী, তদভাবে তৎপুত্র, তদভাবে সতীর্থ গুরুভ্রাতা, তদভাবে স্বজাতীয়াশয় অনন্যশরণ সাধু হইতে পুনঃ পঞ্চসংস্কারপূর্ব্বক শ্রীভগবন্নামমন্ত্র গ্রহণ, পুনঃ সংস্কারে অতিশয় শুদ্ধ হইয়া বিষ্ণুপূজা এবং শ্রীভগবন্নামের শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-বন্দনাদি পূর্ব্বক মহোৎসবাদি কর্ত্তব্য।

পঞ্চ-সংস্কার

তাপঃ পুণ্ড্রং তথা নাম মন্ত্রো যাগশ্চ পঞ্চমঃ।
অমী হিঃ পঞ্চসংস্কারঃ পরনৈকান্তিহেতবঃ॥

পঞ্চ সংস্কার যথা,—তাপ, পুণ্ড্র, নাম, মন্ত্র ও যাগ—এই পাঁচটি সংস্কার পরম ঐকান্তিক লাভের হেতু। এস্থলে তাপ বলিতে তপ্ত চক্রাদির মুদ্রা ধারণকে বুঝাইয়া থাকে, ইহা দ্বারা হরিনামাদির মুদ্রাও উপলক্ষিত স্মৃতিতে তদ্রূপ আছে—যিনি চন্দনাদি দ্বারা হরিনামাক্ষর মুদ্রা অঙ্গে ধারণ করেন, তিনি লোকপাবন হইয়া শ্রীহরিধাম প্রাপ্ত হন। পণ্ডিত ব্যক্তি প্রত্যহ গোপীচন্দন-দ্বারা দেহে চক্রাদি ধারণ করিবেন। শ্রীনারায়ণ মন্ত্রে দীক্ষার তপ্তমুদ্রা ধারণের বিধি আছে। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণোপাসক সকল কৃষ্ণভক্তের পক্ষে গোপীচন্দনাদি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণনামের শীতল মুদ্রা ধারণ বিহিত। "তাপঃ পুণ্ড্র" ইত্যাদি বাক্য পদ্মপুরাণের উত্তরখণ্ডে দৃষ্ট হয়। এই তাপাদির নাম পঞ্চসংস্কার। 'তাপছত্র' ইত্যাদি শ্লোক হইতে তাপাদির ব্যাখ্যা। 'তেন' ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য এই—তাপাদি ধারণের বিধিহেতু তপ্ত-চক্রমুদ্রাদি ধারণ কলি-কলুষিতচিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে দুঃসাধ্য বিচার করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব পতিত জীবের উদ্ধার মানসে প্রাচীন আর্য্যগণেরও স্বীকৃত-চন্দনাদি-দ্বারা ভগবানের নাম-মুদ্রাদি ধারণের বিধান করিয়াছেন। ইহা পঞ্চসংস্কার বাক্যে তপ্তচক্রাদি ধারণ শব্দে উপলক্ষিত হইয়াছে। "পুণ্ড্র" অর্থে হরিমন্দিরাদি তিলক। হলায়ুধ বলেন,—তমালপত্রের চিত্রযুক্ত তিলকের পর্য্যায়শব্দ বিশেষক পুণ্ড্র। যদিও শয়নাদি দ্বাদশীতে ইহা ধারণ বিহিত, তথাপি অধুনা শিষ্টাচারাভাবে তাহার ব্যবহার নাই।

সংস্কার-বিধান

পূর্ব্বদিন উপবাস অথবা (অনুকল্প) দুগ্ধ ও ফলাদি গ্রহণ করিয়া পরদিন কেশ মুণ্ডন (শিখা মুণ্ডন নহে) করিয়া জলাশয়ে গমনে অশক্ত থাকিলে গৃহেতেই স্নান

করিবেন। স্বয়ং গুরুদেব মন্ত্র পাঠ করাইয়া এই সকল ক্রিয়া সম্পন্ন করিবেন। প্রথমে স্নানীয় জলে তীর্থ আহ্বান করিবেন, যথা—

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥

পরে "ওঁ বিষ্ণু" ইত্যাদি মন্ত্রে আচমন করিয়া সঙ্কল্প করিবেন। "বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুক মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকামঃ পঞ্চ-সংস্কারাঙ্গ তীর্থ স্নানমহং করিষ্যে।" পরে তীর্থদেবতাকে প্রার্থনা করিবেন।

পাপাহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপ-সম্ভবঃ।
ত্রাহিমাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বপাপ হরো-হরিঃ॥

সেই তীর্থজল ৭ বার মস্তকে প্রোক্ষণ করিয়া পরে করন্যাস ও অঙ্গনাস করিবেন। যথা,—'ক্লীং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ, ক্লীং তর্জ্জনিভ্যাং স্বাহা, ক্লীং মধ্যমাভ্যাং বষট্, ক্লীং অনামিকাভ্যাং হুং, ক্লীং কনিষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্। ক্লীং হৃদয়ায় নমঃ, ক্লীং শিরসে স্বাহা, ক্লীং শিখায়ৈ বষট্, ক্লীং কবচায় হুং, ক্লীং নেত্রায় বৌষট্, ক্লীং করতল-করপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

ক) গোপীচন্দন-দ্বারা শঙ্খচক্রাদি মুদ্রা ধারণ।

খ) ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ—গোপীচন্দন-দ্বারা ললাটাদি ক্রমে দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ধারণ করিবেন। তৎপরে দ্বাদশ আদিত্যের সহিত কেশবাদি দ্বাদশ নামন্যাস করিয়া অবশেষে মস্তকে কিরীট মন্ত্র ন্যাস করিতে হইবে।

মূর্ত্তিপঞ্জর বা নামন্যাস

১। ললাটে—ওঁ অং ধাতৃ সহিতায় কেশবায় কীর্ত্ত্যৈ নমঃ।
২। উদরে—ওঁ আং অর্য্যমা সহিতায় নারায়ণায় কান্তৈ নমঃ।
৩। বক্ষস্থলে—ওঁ ইং মিত্রসহিতায় মাধবায় তুষ্ট্যৈ নমঃ।
৪। কণ্ঠে—ওঁ ঈং বরুণসহিতায় গোবিন্দায় পুষ্ট্যৈ নমঃ।
৫। দক্ষিণ কুক্ষিতে—ওঁ উং অংশুসংহিতায় বিষ্ণবে ধৃত্যৈ নমঃ।
৬। দক্ষিণ বাহুতে—ওঁ ঊং ভগসহিতায় মধুসূদনায় শান্ত্যৈ নমঃ।
৭। দক্ষিণ কন্ধরে—ওঁ ঋং বিবস্বান্সহিতায় ত্রিবিক্রমায় ক্রিয়ায়ৈ নমঃ।
৮। বাম কুক্ষিতে—ওঁ ৯ং ইন্দ্রসংহিতায় বামনায় দয়ায়ৈ নমঃ।
৯। বাম বাহুতে—ওঁ এং পুষ্যা-সহিতায় শ্রীধরায় মেধায়ৈ নমঃ।
১০। বামকন্ধরে—ওঁ ঐং পর্জ্জন্যসহিতায় হৃষীকেশায় হর্ষায়ৈ নমঃ।

১১। পৃষ্ঠে—ওঁ ওং ত্বষ্টা-সহিতায় পদ্মনাভায় শ্রদ্ধায়ৈ নমঃ।

১২। কটিদেশে—ওঁ ঔং বিষ্ণুসহিতায় দামোদরায় লজ্জায়ৈ নমঃ।

মস্তকে—ওঁ অং আং ইং ঈং উং ঊং ঋং ৯ং এং ঐং ওং ঔং বাসুদেবায় নমঃ। অতঃপর মস্তকের উরে "কিরীট" মন্ত্র ন্যাস করিবেন। যথা,—"ওঁ শ্রী-কিরীট-কেয়ূর-হার-মকর-কুণ্ডল-চক্র-শঙ্খ-গদা-পদ্ম-হস্ত পীতাম্বরধর শ্রীবৎসাঙ্কিত-বক্ষঃস্থল শ্রীভূমি-সহিত স্বাত্মজ্যোতির্দীপ্তি করায় সহস্রাদিত্য তেজসে নমো নমঃ।"

গ) নাম—শ্রীহরে কৃষ্ণাদির নামমুদ্রা গোপীচন্দনদ্বারা কপালে, বক্ষে, বাহুমূলে ধারণ এবং কৃষ্ণদাসাখ্য নাম ধারণের প্রার্থনা করিবে। যথা—

শ্রীকৃষ্ণস্য পদদ্বন্দ্বং যেষাংহৃৎ-কর্ণিকালয়ে।
তেষাং দাসানুদাসোঽহং প্রসীদন্তু সদৈব হি॥

ঘ) মন্ত্র—অষ্টাদশাক্ষর অভীষ্ট মন্ত্র গুরুদেব শিষ্যের বামকর্ণে প্রদান করিবেন। অগ্রে "হরেকৃষ্ণাদিনাম" মহামন্ত্র প্রদান করিয়া পরে অভীষ্ট মন্ত্র প্রদান করাই কর্ত্তব্য।

ঙ) যাগ—"শ্রীশালগ্রামাদি পূজা যাগ-শব্দেন কথ্যতে।" অতঃপর প্রথমে শ্রীগুরুপূজা করিয়া পরে "শ্রীবিষ্ণুপূজা" এবং মহাপ্রসাদ-দ্বারা ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও জীবসাধারণের সেবাদি অবশ্য করণীয়। ইহাই সাত্বত বিধানানুসারে পারমার্থিক প্রায়শ্চিত্ত।

পাতক ব্যাধি-নির্ণয় ও তাহার ব্যবস্থা

লঘুগুরু-ভেদে পাতক চারি-প্রকার। যথা,—অতিপাতক, মহাপাতক, উপপাতক ও পাতক।

১। অতিপাতক—সম্ভূত ব্যাধি—অর্শ ও গলিতকুষ্ঠ।

২। মহাপাতক—সমুদ্ভব রোগসমূহ—

"কুষ্ঠঞ্চ রাজযক্ষ্মা চ প্রমেহোগ্রহণী তথা।
মূত্রকৃচ্ছাস্মরী কাসা অতিসার-ভগন্দরৌ॥
দুষ্টব্রণং গণ্ডমালা পক্ষাঘাতোঽক্ষিনাশনং।
ইত্যেব মান্নয়ো রোগাঃ মহাপাপোদ্ভবাঃ মতাঃ"॥

কুষ্ঠ (শ্বেতকুষ্ঠ সর্ব্বাঙ্গিক হইলে অতিপাতক), রাজযক্ষ্মা, রক্তপিত্ত, প্রমেহ, গ্রহণী, মূত্রকৃচ্ছ্র, অশ্মরী, কাস, মহাশ্বাস, অতিসার, ভগন্দর, মহমূত্র, দুষ্টব্রণ

(ক্ষতনালী), গণ্ডমালা, পক্ষাঘাত, অন্ধত্ব, উন্মাদ, বাতোদর, কুনখী, শ্যাবদন্ত, প্রবলশোথ এবং দুশ্চর্ম্মা—এই সকল মহাপাপোদ্ভব বলিয়া কথিত।

৩। উপপাতক সমুদ্ভূত রোগ—

"জলোদর যকৃৎপ্লীহা শূলরোগ ব্রণানি চ।
শ্বাসাজীর্ণ জ্বরচ্ছর্দ্দ ভ্রমমোহ-গলগ্রহাঃ।
রক্তার্ব্বুদ বিসর্পাদ্যা উপপাপোদ্ভবাঃ সদাঃ॥"

জলোদর, যকৃৎ, প্লীহা, শূললোগ, মধ্যম ব্রণ, শ্বাসরোগ, জীর্ণজ্বর, ছার্দ্দ (বমি), ভ্রম (ঘূর্ণি), মোহ, গলগণ্ড, রক্তার্ব্বুদ, বিসর্প (চর্ম্মরোগ বিশেষ)—ইহারা উপপাপোদ্ভব বলিয়া কথিত। উক্ত পাপমোচন করিবার জন্য শুদ্ধভক্ত বৈষ্ণবগণ যথাসাধ্য শ্রীবিষ্ণুপূজা করিয়া দান উৎসর্গ করাই কর্ত্তব্য।

পাপ মুক্তিতে দানোৎসর্গ-বিধি

কৃতী স্বয়ং অথবা প্রতিনিধিদ্বারা দানের কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিবেন। প্রাতঃ চারিদণ্ড কালান্তে আড়াই প্রহর মধ্যে উক্ত কার্য্য প্রশস্থ। অতঃপর স্নানান্তে পূর্ব্বমুখে উপবেশনপূর্ব্বক দানীয় রজতখণ্ডের পাত্র বা (তদ্‌মূল্য) শ্রীনারায়ণের সম্মুখে রাখিয়া যথোপচারে শ্রীনারায়ণের অর্চ্চনা করিবেন। এই সময়ে প্রায়শ্চিত্তাঙ্গ একটী ভোজ্যোৎসর্গ করাও কর্ত্তব্য। তারপর—

"ওঁ নমঃ ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

—মন্ত্রে নারায়ণকে প্রণাম করিয়া দানীয় পাত্র বা মূল্য যাহা ব্যবস্থিত হইয়াছে, তাহা উল্লেখ করিয়া সেই পাত্র ধরিয়া অর্চ্চনা করিবেন। (যেমন ৯৫ কাহন ব্যবস্থা হইলে)—"এতৎ পঞ্চদশ কার্ষাপণী লভ্য রজত খণ্ড্যেভ্যো নমঃ, এতৎ অধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ।" এতৎ সম্প্রদানায় সাত্ত্বত ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া ৩ বার জলের প্রোক্ষণ করিবেন। তৎপরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে উৎসর্গ করিবেন—বিষ্ণুরোম্ তৎসদস্য অমুক মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (প্রায়শ্চিত্তার্হ ব্যক্তি নিজের নাম, প্রতিনিধি-দ্বারা হইলে অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ হইবে) অমুক রোগ-সংসুচিত-জন্মান্তরীণ অমুক পাতক শেষ-পাপ ক্ষয়ার্থং শ্রীবিষ্ণুপ্রীতি-কামঃ *কার্ষাপণী-লভ্য-রজতখণ্ডমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথানাম

* ব্যাসস্থাপত্রানুযায়ী কত কার্য্যাপণ তাহা উল্লেখ করিতে হইবে।

গেত্রেভ্যো বা শ্রীগুরু সাত্বত ব্রাহ্মণেভ্যো অহং দদে।' প্রতিনিধি হইলে "দদানি" বলিবেন। এই দানীয় বস্তুসকল ও অর্থাদি যথাযোগ্যভাবে শ্রীগুরুদেব, পুরোহিত ও উপস্থিত সাত্বতজনের মধ্যে বিতরণ করিয়া দেওয়াই কর্ত্তব্য। দক্ষিণান্ত—

"ওঁ বিষ্ণুরোমদ্য অমুক মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (প্রায়শ্চিত্তকারী ব্যক্তির নাম) অমুক রোগ সংসূচিত-জন্মান্তরীণ অমুক পাতক শেষ-পাপ ক্ষয়ার্থং শ্রীবিষ্ণু-প্রীতি কামনায় কৃতৈতৎ (এতৎ) কার্ষাপণীলভ্য রজত-দান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামেতৎ কাঞ্চনমূল্যং রজতখণ্ডমচ্চিতং শ্রীবিষ্ণু-দৈবতং যথানাম গোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদে।

গো-গ্রাস দানের ব্যবস্থা

তৎপরে গো-গ্রাস দান করিবেন। একটী গাভী আনাইয়া,—"এতৎ পাদ্যং ওঁ গবে নমঃ" বলিয়া পাদ-প্রক্ষালনপূর্ব্বক তাঁহার শৃঙ্গে তৈল, হরিদ্রা, ও কপালে সিন্দুর দিয়া উহার অর্চ্চনা করিবেন। তৎপরে পরিস্কার ঘাস, বংশপত্র, কদলী ও তণ্ডুলাদি খাদ্য-দ্রব্য মস্তকে করিয়া লইয়া যাইবেন এবং নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠান্তে খাইতে দিবেন।

"ওঁ সৌরভেয্য সর্ব্বহিতাঃ পবিত্রাঃ পুণ্যরাসয়।
প্রতিগৃহ্ণন্তু মে গ্রাসং গাবস্ত্রৈলোক্য মাতরঃ॥"

গাভী দ্রব্যাদি প্রীতির সহিত ভক্ষণ করিলে বুঝিতে হইবে প্রায়শ্চিত্ত সিদ্ধ হইয়াছে। নতুবা পুনরায় প্রায়শ্চিত্ত করা কর্ত্তব্য জানিবেন। পরে প্রণাম করিবেন।

"ওঁ নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্য সৌরভেয়ীভ্য এব চ।
নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ॥"

প্রায়শ্চিত্তান্তে ঐ দিবসেই কমপক্ষেও ৩ জন সাত্বত ব্রাহ্মণ-ভোজন করান কর্ত্তব্য। স্থানাভাবে অসুবিধা ঘটিলে ভোজন-দক্ষিণাদিসহ ভোজ্যোপকরণাদি তাঁহাদের নিজ বাটীতে পাঠাইয়া দেওয়া আবশ্যক।

শব-দাহ প্রকরণ

মৃত ব্যক্তির শব-দেহকে বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া শ্মশানে লইয়া যাইবেন। দাহস্থানটি পরিস্কার করিয়া তাহাতে কুশাস্তৃর্ণ করিয়া শবকে উত্তরদিকে শির করিয়া শোয়াইয়া শবদেহে ঘৃত মাখাইয়া নিম্ন মন্ত্রে স্নান করাইতে হইবে। যথা—

ওঁ গয়াদীনি চ তীর্থানি যে চ পুণ্যা শিলোচ্চয়াঃ।
কুরুক্ষেত্রঞ্চ গঙ্গাঞ্চ সরিদ্বরাম্॥

কৌশিকী চন্দ্রভাগাঞ্চ সর্ব্বপাপ প্রণাশিনীম্।
ভদ্রাবকাশং সরয়ূং গণ্ডকীং পনসাং তথা॥
বৈণবঞ্চ বরাহঞ্চ তীর্থং পিণ্ডারকং তথা।
পৃথিব্যাং যানি তীর্থাণি চতুরঃ সাগরস্তথা॥
ধ্যাত্বা তু মনসা সর্ব্বে কৃতস্নানং গদায়ুষম্॥

—এই মন্ত্রদ্বারা স্নান সমাপনান্তে নববস্ত্র পরিধান করাইয়া (সংস্কার প্রাপ্ত হইলে যজ্ঞোপবীত) উত্তরীয়, শ্রীনাম-মালিকা, তুলসী-পত্রের মালা, পুষ্পমালা, গোপীচন্দনদ্বারা দ্বাদশ স্থানে তিলকে বিভূষিত করিয়া তুলসী মিশ্রিত মহাপ্রসাদ মুখে প্রদান করিবেন। (কোন কোন মতে তৎসহ স্বর্ণখণ্ড ব্যবস্থা দেন) সুতরাং * চিতাপিণ্ড দানের প্রয়োজন হয় না। তৎপর চন্দনাদি কাষ্ঠরচিত চিতায় পুরুষকে উপুর ও স্ত্রীলোককে চিৎ করিয়া শয়ন করাইতে হয়। সুতিকা বা রজঃস্বলা স্ত্রী-শবকে তিল ও পঞ্চগব্য মিশ্রিত জলদ্বারা নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করিয়া স্নান করাইতে হইবে। পঞ্চগব্য মন্ত্রপাঠ, যথা,—

১। গোমূত্রে—ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ।

২। গোময়ে—ওঁ গন্ধদ্বারাং দুবাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করিষিণী ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্।

৩। দুগ্ধে—আপ্যায়মস্ব সমেতু তে বিশ্বতঃ সোম বৃষ্ণ্যং। ভবা বাজস্য সঙ্গমে॥

৪। দধিতে—ওঁ দধিক্রাব্নোহকার্ষং জিষ্ণোরশ্বস্য বাজিন।
সুরভিনো মুখাকরৎ প্রাণ আয়ুংসি তার্ষৎ॥

৫। ঘৃতে—ওং ঘৃতবতী ভুবনাশামভিশ্রিয়োর্ব্বী পৃথ্বি মধুদুঘে সুপেষশা।
দ্যাবা পথিবী বরুণস্য ধর্ম্মাণা বিস্কভিতে অজরে ভূরি রেতসা॥ ওঁ আপোহিষ্ঠাময়োভূবস্তান উর্জ্জেদধাতন। মহেরণায় চক্ষুসে। ওং যো বঃ শিবঃ তমো রসস্তস্য ভাজয়তেহ নঃ উশতীরিব মাতরঃ।

---

* "ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব"-কার হলায়ুধ ও কর্ম্মজড় রঘুনন্দনের মতেই চিতা-পিণ্ডদানের ব্যবহার দেখা যায়। কিন্তু বৈদিক পারম্পর গৃহ্য সূত্রের ভাষ্যকার হরিহর ও "প্রেতমঞ্জরীর" মতে চিতা-পিণ্ডের ব্যবস্থা নাই। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা বিশুদ্ধ সাত্বত-মতে তুলসীপত্রসহ শ্রীমহাপ্রসাদ প্রদানই কর্ত্তব্য।

সাধারণ শবদেহ স্নানমন্ত্র যথা—"ওঁ মহাবামদেব্য ঋষিঃ বিরাট্ গায়ত্রীছন্দঃ বিষ্ণুর্দেবতা শান্তি কর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ কয়া নশ্চিত্র আভুব দুতী সদা বৃধঃসখা। কয়া ন বিষ্টয়াহবৃতা।

ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়াম্ দেবান্ ভদ্রং পশ্যেমাক্ষিভির্যজত্যাঃ। স্থিরৈ রক্ষৈস্তষ্টু বাংসস্তনূভির্ব্ব্যশেম দেবহিতং যদায়ুঃ।

স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি ন পুষাঃ বিশ্বদেবাঃ স্বস্তি ন অনন্তার্ক্ষোহরিষ্ট নেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু॥ ওঁ শান্তিরোম দ্যৌঃ শান্তি অন্তরীক্ষং শান্তিঃ পৃথিবী শান্তি আপঃ শান্তিঃ ঔষধয়ঃ শান্তিঃ বনস্পতয়ঃ শান্তিঃ বিশ্বদেবাঃ শান্তিঃ ব্রহ্ম শান্তিঃ সর্ব্বং শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ সা মা শান্তি রেধি। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ॥" স্নানান্তে নববস্ত্র পরিধান করাইয়া দাহাদি কার্য্য করিতে হয়। সধবা স্ত্রীলোককে রক্তবস্ত্র পরিধান বিধেয়। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের গর্ভস্থিত সন্তানকে উদর ভেদপূর্ব্বক বাহির করিয়া মৃত সন্তানকে পৃথক্ স্থানে প্রোথিত করিতে হইবে। সগর্ভা শবকে দাহ করিবেন না। দাহাধিকারী ব্যক্তি যিনি, তিনি স্নান বা মস্তকে জলস্পর্শ করিয়া পবিত্রভাবে দক্ষিণ স্কন্ধে উপবীত ও উত্তরীয় ধারণ করিয়া—"ওঁ দেবাশ্চাগ্নিমুখাঃ সর্ব্বে হুতাশনং গৃহীত্বা এনং দহন্তু"—বলিয়া বামহস্তে অগ্নি গ্রহণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে চিতার উপর শবকে ৭ বার প্রদক্ষিণ করিবেন—

ওঁকৃত্বা তু দুস্করং কর্ম্মং জানতা বাপ্যজানতা।
মৃত্যুকাল বাশাৎ প্রাপ্য 'নরং' পঞ্চত্বমাগতম্॥
ওঁ ধর্ম্মাধর্ম্ম সমাযুক্তং লোভমোহ সমাবৃতং।
দহেয়ং সর্ব্ব গাত্রাণি দিব্যান্ স গচ্ছতু॥

স্ত্রীলোকের পক্ষে 'নর' স্থলে 'নারী' পাঠ এবং বিশেষণ পদে স্ত্রীলিঙ্গের বিভক্তি হইবে। পরে দক্ষিণমুখ হইয়া শবের মস্তকে অগ্নি দিবে। দাহকার্য্যের কিছুসময় অবশিষ্ট থাকিতে ৭ খানি কাঠ লইয়া (প্রাদেশ প্রমাণ) পুত্র বা উত্তরাধিকারী ব্যক্তি চিতার বিপরীত দিকে মুখ ফিরাইয়া চিতা প্রদক্ষিণ করিয়া ৭ বার সাতখানি কাঠ চিতায় নিক্ষেপ করিবেন এবং "ওঁ ক্রব্যাদায় নমস্তুভ্যাং" মন্ত্র পাঠ করিয়া কুঠার দ্বারা চিতা-কাষ্ঠের উপর ৭ বার আঘাত করিয়া দাহকার্য্য সমাপ্ত করিবেন। গঙ্গাদি তীর্থ সলিলে দেহভস্ম নিক্ষেপার্থে কিঞ্চিৎ অস্থি সংগ্রহ করিয়া মৃত্তিকা-পিণ্ডে পুরিয়া রাখিবেন। পরে দাহকেরা প্রত্যেকেই তিন বা সাত কলসী জল ঢালিয়া

চিতাগ্নি নির্ব্বাণ করিবেন। তৎপরে একটি কলসীতে জলপূর্ণ করিয়া চিতার উপরে বসাইয়া একখানি অস্ত্র-দ্বারা বামহস্তে পশ্চাৎ ফিরিয়া কলসীটি ছিদ্র করিয়া দিয়া দাহকেরা বামাবর্ত্তে স্নানার্থ জলাশয়ে গমন করিবেন।, পশ্চাৎ ফিরিয়া চিতা দর্শন করিবেন না। পরে সকলে জলে অবতরণ করিয়া দক্ষিণমুখে "ওঁ অপ নঃ শোস্তুচদখং" এই মন্ত্র বলিয়া বামহস্তের অনামিকা-দ্বারা জল অলোড়ন করিয়া স্নান করিবেন। স্নানান্তে আচমন করিয়া দক্ষিণমুখে দাঁড়াইয়া নিম্ন মন্ত্রে ৫ বার অঞ্জলি জল মৃতের উদ্দেশে দিয়া তর্পণ করিবেন। মন্ত্র যথা,—"ওঁ অমুক গোত্রং স্বাভীষ্ট-নিত্যধামঃ প্রস্থিতং অমুক দেবশর্ম্মণঃ এতৎ সলিলোদকাঞ্জলিনা তর্পয়ামি।" তৎপরে পুত্রাদি শ্রাদ্ধাধিকারীগণ নূতন উত্তরীয়সহ পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিবেন।

পূর্ব্ব হইতে গৃহদ্বারের সমীপে একটী পাত্রে নিম্বপত্র, তুলসী ও মহাপ্রসাদ, দুর্ব্ব ও ঘৃতযুক্ত শ্বেত-সরিষা এবং এক ঘটি জল, একখণ্ড শিলা ও ঘুটে দ্বারা অগ্নি রক্ষা করিবেন। দাহকারীগণ গৃহদ্বারে আসিয়া নিম্বপত্র দন্তে কাটিয়া আচমন করিয়া পরে তুলসীসহ মহাপ্রসাদ ভোজন করিয়া—"ওঁ অমৃতা পাপং সময়তু" বলিয়া দুর্ব্বা স্পর্শ করিবেন। শ্বেত-সরিষা অঙ্গে প্রক্ষেপ করিয়া—"ওঁ অশ্মেব স্থিরো ভূয়াসম্" বলিয়া শিলাখণ্ডে পদার্পণ করিবেন এবং অগ্নি স্পর্শ করিয়া—"ওঁ অগ্নির্নঃ শর্ম্ম যচ্ছতু" বলিবেন। নিঃসম্পর্কীয় শবদাহীরা কেবল অগ্নি স্পর্শ বা ঘৃত ভোজন করিলেই হইবে।

শ্রাদ্ধকাল পর্য্যন্ত করণীয়

পিতামাতা পুত্রের মহাগুরু, স্ত্রীলোকের মহাগুরু স্বামী, অবিবাহিতা কন্যার মহাগুরু পিতামাতা এবং আচার্য্য গুরু। মহাগুরুজনের মৃত্যু হইলে প্রথমে ত্রিরাত্র উপবাসই বিধি ; অসমর্থ পক্ষে এক অহোরাত্র উপবাস করিবেন। তারপর অশৌচান্তকাল পর্য্যন্ত দিবসে হবিষান্ন ভোজন করিবেন। রাত্রিতে ফলমূলাদি ও দুগ্ধ ভোজন করিতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণসেবক-কার্ষ্ণ বা সাত্বতগণ নিত্য-সেবিত শ্রীবিগ্রহের অর্চ্চনা ও পূজাও করিতে পারিবেন। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে যাহা অর্পণ করা হইবে সেই মহাপ্রসাদই ভোজন করিবেন।

গঙ্গায় অস্থিনিক্ষেপ প্রণালী

গঙ্গায় স্নানান্তে আচমন করিয়া উত্তর মুখে এক গণ্ডুষ জল লইয়া সঙ্কল্প করিবেন, —"ওঁ বিষ্ণুরোমদ্য অমুক মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য

নিত্যধামগতস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ এতানি অস্থিনি শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকামো গঙ্গায়াং নিক্ষেপয়ামি।" অনন্তর দক্ষিণ স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিয়া দক্ষিণ হস্তে কিঞ্চিৎ মৃত্তিকা লইয়া তন্মধ্যে স্বর্ণ, ঘৃত-মধু ও অস্থি প্রবিষ্ট করাইয়া দক্ষিণ মুখে "ওঁ নমোঽস্তু নারায়ণায়" বলিয়া জলে গাত্র ডুবাইয়া,—

"ওঁ সমে প্রীতো ভবতু" ※ বলিয়া গভীর জলে নিক্ষেপ করিবেনএবং পুনরায় স্নান করিবেন। এস্থলে কোন ব্রাহ্মণ উক্ত মন্ত্রাদি পাঠ করাইলে তাঁহাকে দক্ষিণা দিয়া ভোজন করাইতে পারেন। রাত্রিকালেও গঙ্গায় অস্থি বিসর্জ্জনে কোন বাধা নাই। মৃত্যুর পর ৪র্থ দিবসে বা শ্রাদ্ধকাল-মধ্যে অস্থি বিসর্জ্জন করাই সঙ্গত। অসমর্থপক্ষে সপিণ্ডীকরণ বা সাম্বাৎসরিক শ্রাদ্ধের পূর্ব্বে অস্থি বিসর্জ্জন করিতে পারেন।

অশৌচ-বিচার

জননাশৌচ বা মৃতাশৌচ ইহার কোনটাই শ্রীকৃষ্ণভক্ত কার্ষ্ণ বিশুদ্ধ সাত্ত্বতগণের মনকে স্পর্শ করিতে পারে না। কেবলমাত্র লোকাচার রক্ষা করিবার জন্য কর্ম্মকাণ্ডীয় বিধির আনুগত্য স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। ইহাতে "সাত্ত্বতজনের" ১০ দিন অপবিত্র না হইয়াও বিশেষ আচারানুষ্ঠান করেন মাত্র।

দশাহেন সাপিণ্ড্যাস্তু শুদ্ধ্যন্তি মৃতসূতকে।
ত্রিরাত্রেণ সাকুল্যাস্তু স্নাত্বা শুদ্ধন্তি গোত্রজাঃ॥

মৃতের সহিত যাঁহাদের "সাপিণ্ড" সম্বন্ধ আছে তাহাদের ১০ দিন, যাঁহারা "সাকুল্য" তাঁহাদের ত্রিরাত্রি, আর যাঁহারা "গোত্রজ" তাঁহারা স্নানান্তেই শুদ্ধ হইবেন। দূরবর্ত্তী স্থলে যেদিন অশৌচ শ্রবণ করিবেন, সেইদিন হইতে অবশিষ্টকাল পর্য্যন্ত অশৌচ গ্রহণ করাই বিধি। অশৌচকাল গত হইয়া যাইবার পর শ্রবণ করিলে সপিণ্ডগণের সেইদিন হইতে ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে। কিন্তু বৎসরান্তে শ্রবণ করিলে মাত্র একদিন অশৌচ হইবে। মহাগুরু নিপাতে অশৌচ অতিক্রান্ত হইবার সংবাদ শুনিলেও "পুত্রাদি" পূর্ণাশৌচ এবং বৎসরান্তে শুনিলেও ত্রিরাত্র অশৌচ পালন করিবেন। দুই বৎসর পর্য্যন্ত কন্যার মৃত্যুতে পিতামাতা ও সপিণ্ডগণের সদ্যঃ

※ নিজেকে লইয়া ঊর্দ্ধ ৭ম পুরুষ পর্য্যন্ত "জ্ঞাতি"। জ্ঞাতির সন্তানগণই "সপিণ্ড" ১০ম পুরুষ পর্য্যন্ত "সাকুল্য" এবং ১৪শ পুরুষ পর্য্যন্ত জ্ঞাতিকে "সমানোদক" তাহার পরবর্ত্তী সন্তানগণই "গোত্রজ" নামে অভিহিত হন।

শৌচ হয়। দুই বৎসরের পর হইতে বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কন্যার মৃত্যুতে একদিন অশৌচ; বিবাহের পর কন্যার পতিগৃহে মৃত্যু হইলে পিতামাতার অশৌচ নাই। যদি পিতৃভবনে মৃত্যু হয়, তবে কেবল পিতামাতার ত্রিরাত্র অশৌচ হইবে।

পক্ষিণী অশৌচ গর্ভমৃত-শৌচ

অজাতদন্তা সহোদরা মরণে ভ্রাতার সদ্যঃ শৌচ। দুইবৎসর পর্য্যন্ত বয়স্কার মরণে অহোরাত্র তৎপরে বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মরণে ত্রিরাত্র অশৌচ, বিবাহের পর সহোদরা ভগিনীর মরণে পক্ষিণী অশৌচ হয়। দুইটী দিবাভাগ ও মধ্যবর্ত্তী রাত্রিযুক্তকালকে "পক্ষিণী" বলা হয়। জন্মের পর অশৌচকালের মধ্যে সন্তানের মৃত্যু হইলে পিতামাতার পূর্ণাশৌচ থাকিবে, জ্ঞাতিদের অশৌচ থাকিবে না। সন্তান গর্ভে মৃত্যু হইয়া ভূমিষ্ঠ হইলে জ্ঞাতিদের পূর্ণাশৌচ পালন করিতে হইবে। জননাশৌচের পর অজাতদন্ত শিশুর মৃত্যুতে পিতামাতার ত্রিরাত্র অশৌচ, আর জ্ঞাতিদের একদিন অশৌচ হইবে।

সূতিকাশৌচ

পুত্র-জননে প্রসূতির ২০ দিন এবং কন্যা-জননে একমাস সূতিকাশৌচ হয়। কিন্তু ১০দিনের পর অঙ্গ স্পৃশ্যতা-দোষ নিবৃত্তি হয়। সুতরাংলৌকিক-কর্ম্মে অধিকার জন্মে। ১০দিনে অশৌচান্ত হইলেও অবশিষ্ট দিন কেবল ব্যবহারিক মাত্র। সন্তান জীবিত থাকা কালেই এই নিয়ম পালন করিতে হয়। সন্তান জন্মিয়া মৃত্যু হইলে বা মৃতসন্তান প্রসূত হইলে সূতিকাশৌচ থাকে না। নাড়ীচ্ছেদের পূর্ব্বে প্রসূতিস্পর্শে সূতিকা দোষ হয় না। সর্ব্বকালেই বালক-স্পর্শে সূতিকাদোষ হইবে না।

কন্যার পক্ষে অশৌচ

জননাশৌচেও জ্ঞাতি সপিণ্ডের পূর্ণাশৌচ ১০ দিন। জ্ঞাতির জননাশৌচাগত হইবার পর শুনিলে সদ্যঃ স্নানান্তে শুদ্ধ হইবে। স্বীয় পুত্র জন্ম-সংবাদ অশৌচগতে শুনিলেও স্নানান্তে শুদ্ধ হইবে। ৯ম কি ১০ম মাসে সন্তান জন্মিলেই জ্ঞাতি মাত্রেরই ১০ দিন অশৌচ। জননাশৌচ সাপিণ্ড্যগণের অঙ্গস্পৃশ্যত্ব থাকে না। পুত্র-জননে কেবল পিতার স্নান না করা পর্য্যন্ত স্পৃশ্যত্ব থাকে।

গর্ভস্রাবে-অশৌচ

গর্ভস্রাবে কেবল প্রসূতির অশৌচ হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় মাসে গর্ভস্রাব হইলে ৩ দিন অশৌচ হইবে। ৬ মাস পর্য্যন্ত যত সংখ্যক মাসে গর্ভস্রাব হইবে ততদিন

অশৌচ থাকিবে তাহার উপর আরও একদিন অশৌচ পালন করিয়া প্রসূতি সর্ব্বকর্ম্মের অধিকারিণী হইবে। ৭ম বা ৮ম মাসে পুত্র কিম্বা কন্যা প্রসূতি হইলে জননীর পূর্ণাশৌচ পিতা ও সপিণ্ডগণের একদিন অশৌচ হইবে। জীবিত সন্তান প্রসবান্তে সেইদিন সন্তানের মৃত্যু হইলে ৭ম বা ৮ম মাসোক্ত গর্ভস্রাবের ন্যায় অশৌচ হইবে। একদিন জীবিত থাকিলে তৎপরে সন্তানের মৃত্যু হইলে ৯ম মাসাদিতে জাত সন্তানের মৃত্যুর ন্যায় ব্যবস্থা হইবে। পিতামাতার মৃত্যুতে বিবাহিতা কন্যার ত্রিরাত্র অশৌচ হয়। অবিবাহিতা কন্যা পিতামাতার মৃত্যুতে শ্রাদ্ধাধিকারিণী হইলেও একদিন অশৌচ হইবে।

খণ্ডাশৌচ

মাতামহ মরণে ও নিজগৃহে শ্বশুর বা শাশুড়ীর মৃত্যুতে জামাতার ত্রিরাত্র অশৌচ হয়। দূর গ্রামস্থিত শ্বশুর-শাশুড়ির মৃত্যুতে জামাতার একদিন অশৌচ এবং এক গ্রামস্থ হইলে পক্ষিণী অশৌচ হয়। নিজের মাতুল, মামাতো, পিসতুতো, মাসতুতো ভাই, পিতার মামাতো, পিস্‌তুতো, মাসতুতো ভাই, মামী, বিবাহিতা ভগ্নি, মাতামহী নিজগৃহে মৃত্যু হইলে পক্ষিণী অশৌচ হয়। মাতার মাস্‌তুতো, পিস্‌তুতো, মামাতো ভাই ও বৈমাত্রেয় ভাইয়ের মৃত্যুতে একদিন অশৌচ হয়। শ্রীগুরুদেব ও তৎপত্নীর মৃত্যুতেও পক্ষিণী অশৌচ হয়। দুইরাত্রি একদিবস অথবা দুইদিবস একরাত্রি এই কালকে পক্ষিণী বলা হয়। কোন ব্যক্তি দৈব-দুর্ব্বিপাকে পতিত হইয়া বা কাহারো দ্বারা অস্ত্রাঘাতে ক্ষত হইয়া ৭ দিন মধ্যে মৃত্যু ঘটিলে ত্রিরাত্র এবং ইহার পরে মৃত্যু হইলে পূর্ণাশৌচ হইবে। হিংস্র পশু ও সর্পাদি দ্বারা দংশিত হইয়া, বৃক্ষাদি হইতে পতিত হইয়া বা অগ্নিদগ্ধ, জলমগ্ন বিষাক্ত দ্রব্য ভক্ষণ করিয়া তিন দিনের মধ্যে মৃত্যু হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ, ত্রিরাত্রের পর মৃত্যু হইলে পূর্ণাশৌচ হইবে।

অশৌচ-সংস্কার

একটি অশৌচ মধ্যে আর একটি অশৌচ ঘটিলে দুইটির একবারেই নিবৃত্তি হইবে, কিন্তু ইহার মধ্যেও লঘুগুরু বিচার আছে।

১। জননাশৌচ হইতে মরণাশৌচ গুরু।

২। জ্ঞাতির পুত্র-কন্যা জন্মাশৌচ হইতে নিজের পুত্র-কন্যার জন্মাশৌচ গুরু।

৩। সপিণ্ডের মরণাশৌচ হইতে নিজের মাতাপিতা ও স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীর মরণাশৌচ গুরু।

৪। সমান জাতীয় অশৌচের মধ্যে আর একটী সমান জাতীয় অশৌচপাত হইলে পূর্ব্বাশৌচের নিবৃত্তির সঙ্গে দ্বিতীয়টিও অন্ত হইবে।

গুরু অশৌচের সঙ্গে লঘু অশৌচ খণ্ডিত হয়, কিন্তু লঘু অশৌচের সঙ্গে গুরু অশৌচ নিবৃত্তি হয় না ; ইহাই সাধারণ বিধি। লঘু অশৌচের পূর্ব্বার্দ্ধে গুরু অশৌচপাত ঘটিলে অর্থাৎ যেমন সপিণ্ডের মরণাশৌচের পূর্ব্বার্দ্ধে মাতাপিতা বা পতির মৃত্যুজনিত গুরু অশৌচ হইলে পূর্ব্বের লঘু অশৌচের নিবৃত্তির সঙ্গেই গুরু অশৌচেরও নিবৃত্তি হইবে। আবার পূর্ব্বাশৌচের শেষার্দ্ধে গুরু অশৌচপাত হইলে গুরু অশৌচ পূর্ণ ভোগ করিতে হইবে। পূর্ণাশৌচের শেষদিনে যদি সমান অশৌচপাত হয় তবে পূর্ব্বাশৌচ আরও দুইদিন বৃদ্ধি পাইবে, যদি শুদ্ধি-দিবসের সূর্য্যোদয়কাল ৪ দণ্ডের মধ্যে সমান অশৌচপাত ঘটে, তবে পূর্ব্বাশৌচ অআরও তিনদিন বৃদ্ধি পাইবে এবং পূর্ব্বাপর উভয় অশৌচেরই অন্ত হইবে। পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধি দিনের মধ্যে যদি পুনরায় (৩য় বার) গুরু অশৌচ লাভ হয়, তবে প্রথম ও দ্বিতীয় মৃতকের শ্রাদ্ধাধিকারী একাদশাহে শ্রাদ্ধ করিবেন এবং তৃতীয় মৃতকের শ্রাদ্ধাধিকারী প্রথমা শৌচের ত্রয়োদশদিনে শ্রাদ্ধ করিবেন। সূতিকা শৌচান্তে দিনে স্বামীর মৃত্যু হইলে সূতিকাশৌচ দ্বারাই ঐ মৃতাশৌচও নিবৃত্তি হইবে। সাধারণতঃ মৃতাশৌচদ্বারা জননাশৌ নিবৃত্তি হয় ; কিন্তু জননাশৌচ দীর্ঘকাল ব্যাপক হইয়া শুরু হইলে তবে জননাশৌচ দ্বারাই মৃতাশৌচ নিবৃত্তি হইবে।

অশৌচমধ্যে মৃতের উদ্দেশ্যে কর্ত্তব্য

মৃতাশৌচের প্রথম দিন হইতে অশৌচান্ত দিন পর্য্যন্ত প্রতিদিন দাহক বা শ্রাদ্ধকারী শ্রীভগবন্নিবেদিত মহাপ্রসাদ, দুগ্ধ, জল, তুলসী মিশ্রিত করিয়া মৃতজনের উদ্দেশে ১০টি পিণ্ড নিবেদন করিবেন। শ্রীতুলসীবেদীর একপার্শ্বে দৈর্ঘ্য-প্রস্থ এক হস্ত পরিমিত একটি মৃত্তিকা বেদী প্রস্তুত করিয়া দক্ষিণ স্কন্ধে উত্তরীয় রাখিয়া দক্ষিণাভিমুখে উপবেশন করিবেন। যদি মহাপ্রসাদ পাইবার সম্ভাবনা না থাকে, তবে উক্ত বেদীর ঈশানকোণে ত্রিমুষ্টি আতপ-তণ্ডুল, দুগ্ধ, চিনি, ঘৃতসহযোগে নূতন মৃতপাত্রে "চরু" পাক করিয়া শ্রীভগবানে নিবেদনপূর্ব্বক পরে মৃতের নামে প্রদান করিবেন। ইহা প্রতিদিন নূতন মৃৎপাত্রে পাক করিতে হইবে। ঐ স্থানে একটী প্রদীপ পূর্ব্ব হইতে প্রজ্জ্বলিত রাখিতে হইবে। অতঃপর বামজানু ভূমিতে

পাতিয়া বেদীর উপর চতুষ্কোণ মণ্ডল আঁকিয়া তাহার উপর কুশাস্তীর্ণ করতঃ (শ্রীকৃষ্ণভক্ত কার্ষ্ণ বা বিশুদ্ধ সাত্ত্বতজন কুশের পরিবর্ত্তে পদ্মপত্র অথবা কদলীপত্র ব্যবহার করিবেন) বাম হস্তে তাহা স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ হস্তে কুশদ্বারা জলের অভ্যুক্ষণ করিবেন। মন্ত্র যথা,—"ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসৎ অদ্য অমুক গোত্র নিত্যধামগত অমুক দেব এতত্তে অবনেনিক্ষ্ব উপতিষ্ঠতাম্" বলিয়া কুশ-মোটকাটী বেদীর উপর বিছাইয়া দিবেন। তারপর ঘৃত, মধু ও তুলসীপত্রসহ বিল্ব-প্রমাণ মহাপ্রসাদান্ন পিণ্ড একটী পদ্মপত্রে, মৃত্তিকাপাত্রে অথবা কাংসপাত্রে রাখিবেন। অনন্তর অন্য একটী পাত্রে (মৃন্ময়-পাত্র, কাংস্য বা তাম্রপাত্রে) জল লইয়া—"ওঁ নীরায় নমঃ" বলিয়া অভ্যুক্ষণ করিবেন। পরে সেই জলপাত্র দক্ষিণহস্তে ধরিয়া—"ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুক মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য নিত্যধামগতস্য অমুক দেবস্য স্নানার্থমিদং নীরং উপতিষ্ঠতাম" বলিয়া উৎসর্গ করতঃ "স্নাহিদেব" বলিবেন। তারপর একখণ্ড ক্ষৌমবস্ত্র (অভাবে সূত্রগুচ্ছ) লইয়া—"ভো দেব! এতত্তে বাস উপতিষ্ঠাতাং গৃহাণ।" বলিয়া বস্ত্রখণ্ড উৎসর্গ করিবেন। তারপর পিণ্ড পাত্রটি দক্ষিণ হস্তে লইয়া,—"ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুক মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য স্বাভীষ্ট নিত্যধাম প্রাপ্তস্য অমুক দেবস্য (মৃত ব্যক্তির নাম) প্রীত্যর্থং ইদং পিণ্ডোপকল্পিতং তুলসীবিমিশ্রং শ্রীভগবন্নিবেদিত মহাপ্রসাদান্নং উপতিষ্ঠতাং" বলিয়া আস্তীর্ণ কুশের উপর রক্ষা করিবেন এবং "ওঁ এতত্তে প্রত্যবনেজনং উপতিষ্ঠতাং" বলিয়া পিণ্ডের উপর অভ্যুক্ষণ করিবেন। পরে দুগ্ধপাত্র হস্তে লইয়া,—"ওঁ বিষ্ণুরোম অদ্য অমুক মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্র নিত্যধাম প্রাপ্ত অমুক দেব পানার্থমিদং শ্রীভগবন্নিবেদিতং নীরং ক্ষীরঞ্চ তে উপতিষ্ঠতাম্ পিবেদং।" অনন্তর করজোড়ে পাঠ করিবেন,—

"ওঁ সংপ্রাপ্ত-নিত্যধামোঽসি বিষ্ণুপরিজনোঽসিত্বং।
অনেন তৎ-প্রসাদেন প্রীতো ভব ক্ষমস্ব মাং॥"

(মৃত ব্যক্তি গুরুজন হইলে স্ব-মস্তকে অঙ্গুলি স্পর্শ করিবেন) অনন্তর সেই স্থান পরিস্কার করিয়া লইয়া, পিণ্ডাদি জলে বিসর্জ্জন করিবেন।

দশদিনের কৃত্য

এই প্রকরণে অশৌচকাল পর্য্যন্ত প্রতিদিন করা কর্ত্তব্য। যদি প্রতিদিন করিতে অসমর্থ হন, তবে অশৌচান্ত দিনে একদিনেই পূর্ব্বদিনের বিহিত প্রসাদান্ন বিভাগ

করিয়া উৎসর্গ করিবেন। অশৌচের যে কয়দিন প্রসাদান্ন উৎসর্গ না হয়, চরুপাক করিয়া শ্রীভগবানে নিবেদনপূর্ব্বক ততগুলি ভাগ করিবেন এবং তুলসী-মিশ্রিত করিয়া যথাক্রমে নিবেদন করিবেন। যথা,—"ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য নিত্যধামগতস্য অমুক দেবস্য প্রীত্যর্থং এতৎ প্রথম দিন-বিহিতং পিণ্ডোপকল্পিতং শ্রীভগবন্নিবেদিতাং উপতিষ্ঠতান্নং"। এইরূপ "দ্বিতীয় দিন বিহিতং" "তৃতীয়দিন-বিহিতং" ইত্যাদিক্রমে নিবেদন করিতে হইবে। নীর ও ক্ষীর-দান একবার করিলেই হইবে। অশৌচান্তকাল পর্য্যন্ত এইরূপ দশটি পিণ্ডদান সাধারণতঃ ※ "ঘাট-পিণ্ড বা পুরক-পিণ্ড" নামে অভিহিত। অশৌচান্ত দিনে মৃতের পুত্রগণের মস্তক মুণ্ডন অবশ্য (শিখা-মুণ্ডন নিষিদ্ধ) কর্ত্তব্য। জ্ঞাতিগণ শ্মশ্রু ও নখাদি পরিত্যাগ করিবেন। অশৌচান্ত দিনের ক্ষৌরকর্ম্মে বারাদির নিষিদ্ধতা মানিতে হইবে না। পরে তিল-তৈলাদি মাখিয়া শির-মজ্জন করিয়া (ডুবদিয়া) স্নান করিবেন। শ্রাদ্ধাধিকারী ব্যক্তি বা পুত্রগণ সকলেই স্নানান্তে নববস্ত্র পরিধান ও উত্তরীয় ধারণ করিবেন। এই সময়ে শ্রীভগবানের নাম সঙ্কীর্ত্তনাদিও অবশ্য কর্ত্তব্য।

আদ্য-শ্রাদ্ধ

অশৌচান্তের দ্বিতীয় দিবসে অর্থাৎ শ্রাদ্ধ-দিবসে শ্রাদ্ধকর্ত্তা প্রাতঃস্নান করিয়া নূতন বস্ত্র ও উত্তরীয় ধারণ করিবেন। তারপর চতুর্দ্দাশান্তি মন্ত্রপাঠ কর্ত্তব্য। ✱ গঙ্গাদি তীর্থে বা তুলসীক্ষেত্রে পূর্ব্বমুখে আসীন-হইয়া আচমন করিবেন। ৪ খানি তাম্র পাত্রে তিল, তুলসী, হরিতকী, গন্ধ, পুষ্প, সুপারী, দূর্ব্বা ও গঙ্গাজল (অভাবে কূপোদক) সাজাইয়া ও প্রদীপ জ্বালিয়া রাখিতে হইবে। কৃতী পুরোহিতকে বলিবেন, —"ওঁ স্বস্তি ভবন্তো ব্রুবন্তু" পুরোহিত "ওঁ স্বস্তি" (৩ বার) বলিবেন। তারপর "ওঁ নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ" এই বৈষ্ণবী

※ কর্ম্ম-জড়-বিদ্ধ-স্মৃতিশাস্ত্র-মতে এস্থলে প্রেতের দশটী অঙ্গবিশেষ পুরকরূপে দশপিণ্ডদানের ব্যবস্থা থাকায় "পুরক-পিণ্ড" নামে অভিহিত হয়। শ্রীকৃষ্ণসেবক-কার্ষ্ণ বা বিশুদ্ধ সাত্বতজনের শ্রৌত-দীক্ষা গ্রহণান্তর নিত্য হরিদাসাভিমান বশতঃ মৃত্যুর পর তাঁহারা চিদানন্দময়-দেহে শ্রীভগবৎ-সংসারের কোন না কোন (সাধনারূপ) পরিজন মধ্যে গণ্য হন। এজন্য সাধারণ প্রেতের ন্যায় তাঁহার অতিবাহিত ভোগদেহ গঠনের উদ্দেশে দশ-পিণ্ড বা পুরক-পিণ্ডদানের প্রয়োজন হয় না। (মৎ-প্রণীত "শ্রাদ্ধতত্ত্ব তারতম্য বিচার" নামক গ্রন্থে দ্রষ্টব্য)।

✱ বৈদিক পারস্কর গৃহসূত্রে হলায়ুধ-কৃত "ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব"-এ এই বিধান নাই। সুতরাং ইহা প্রচলিত প্রথা মাত্র। সাত্বত বিধির অনুকূলে শুদ্ধ শ্রৌতশান্তিপাঠবোধ গৃহীত হইল।

গায়ত্রী অথবা "ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" পাঠান্তে প্রথমপাত্র দক্ষিণ হস্তে স্পর্শ করিয়া এই সামবেদীয় আদ্যমন্ত্র পাঠ করিবেন, —"ওঁ অগ্ন আয়াহি বীতয়ে গৃনানো হব্য দাতয়ে। নি হোতা সৎসি বর্হিষি।" এই মন্ত্র পাঠান্তে পুনশ্চ গায়ত্রী পাঠ করিবেন এবং মস্তকে ত্রিপত্র-দ্বারা সেই পাত্রস্থ জলের ছিটা দিবেন। অনন্তর দ্বিতীয় পাত্র স্পর্শ করিয়া গায়ত্রী পাঠান্তে নিম্নলিখিত ঋক্-মন্ত্র পাঠ করিবেন,—"ওঁ অগ্নিমীলে পুরোহিতং যজ্ঞস্য দেবমৃত্বিজম্ হোতারং রত্নধাতমম্।" পুনশ্চ গায়ত্রী পাঠ করিয়া তৃতীয় পাত্র স্পর্শ করিয়া গায়ত্রী পাঠান্তে নিম্নোক্ত যজুঃ মন্ত্র পাঠ করিবেন,—"ওঁ ইষে ত্বোর্জ্জে ত্বা বায়বঃ স্থঃ দেবো বঃ সবিতা প্রাপয়তু শ্রেষ্ঠতমায় কর্ম্মণে।" বলিয়া পুনরায় গায়ত্রী পাঠ করিবেন। অনন্তর চতুর্থ পাত্র স্পর্শ করিয়া গায়ত্রী পাঠান্তে অথর্ব্ব মন্ত্র পাঠ করিবেন,—"ওঁ শং নো দেবীরভীষ্টয়ে শন্নো ভবন্তু পীতয়ে শংযোয়ভি শ্রবন্তু নঃ" বলিয়া পুনরায় গায়ত্রী পাঠ করিবেন। প্রত্যেকবারেই সেই পাত্রস্থ জলের ছিটা মস্তকে দিবেন। পুনশ্চ পাঠ করিবেন—"ওঁ স্বস্তি নঃ গোবিন্দঃ। স্বস্তি নঃ অচ্যুতানন্তো স্বস্তি নো বাসুদেবো বিষ্ণুঃ দধাতু। স্বস্তি নো নারায়ণো নরো বৈ, স্বস্তি নঃ পদ্মনাভঃ পুরুষোত্তমো দধাতু। স্বস্তি নো বিশ্বক্সেনো বিশ্বেশ্বরঃ, স্বস্তি নো হৃষীকেশো হরিঃ দধাতু। স্বস্তি নো বৈনতেয়ো হরিঃ স্বস্তি নঃ অঞ্জনাসূতো হনুঃ ভাগবতো দধাতু। স্বস্তি স্বস্তি সুমঙ্গলকেশো মহান্ শ্রীকৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দঘনঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরো দধাতু।

করোতু স্বস্তি মে কৃষ্ণ সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বরঃ।
কার্ষ্ণাদয়শ্চ কুর্ব্বন্তু স্বস্তি মে লোকপাবনাঃ॥
কৃষ্ণো মমৈব সর্ব্বত্র স্বস্তি কুর্য্যাৎ শ্রিয়া সমম্।
তথৈব চ সদা কার্ষ্ণিঃ সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনঃ॥
মঙ্গলং ভগবান্ বিষ্ণুর্মঙ্গলং মধুসূদনঃ।
মঙ্গলং হৃষীকেশোঽয়ং মঙ্গলায়তনো হরিঃ॥
বিষ্ণুশ্চারণমাত্রেণ কৃষ্ণস্য স্মরণাদ্ধরেঃ।
সর্ব্ববিঘ্নাণি নশ্যন্তি মঙ্গলং স্যান্ন সংশয়॥
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

"ওঁ দ্যৌ শান্তিঃ ওঁ অন্তরীক্ষং শান্তিঃ ওঁ পৃথিবী শান্তিঃ ওঁ আপঃ শান্তিঃ ওঁ ঔষধয়ঃ শান্তিঃ ওঁ বনপতয়ঃ শান্তি ওঁ সর্ব্বং শান্তিঃ শান্তিরেব শান্তিঃ,—বলিয়া গায়ত্রী পাঠান্তে চারিটি পাত্রের জল লইয়া মস্তকে ছিটা দিবেন এবং অন্যান্য সকল দ্রব্যেই ছড়াইয়া দিবেন।

পুরোহিত ও পাঠক-বরণ

অতঃপর শ্রীভগবানের বিবিধ উপচারে অর্চ্চনা করিবেন। এই অর্চ্চন কার্য্য কৃতী ক্রিয়াবিদ্ থাকিলে নিজেই করিতে পারেন, নতুবা উপযুক্ত পুরোহিতকে বরণ করিবেন। পুরোহিত উত্তরমুখে এবং যজমান পূর্ব্বমুখে উপবেশন করিয়া করজোড়ে বলিবেন—"ওঁ সাধু ভবানাস্তাং" পুরোহিত—ওঁ সাধ্বহমাসে।" যযমান—"ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তং। পুরোহিত—ওঁ অর্চ্চয়। যজমান গন্ধ, পুষ্প, পান-সুপারী, পৈতা ও বস্ত্র পুরোহিতের হাতে প্রদানপূর্ব্বক পুনরায় পুষ্প জল লইয়া পাঠ করিবেন,—"ওঁ বিষ্ণুরোম্ অদ্য অশৌচান্তাদ্ দ্বিতীয়েঽহ্নি মমৈতৎ সঙ্কল্পিত- শ্রীকৃষ্ণার্চ্চনপূর্ব্বক শ্রাদ্ধাদি-কৃত-করণায় ভবন্তমহং বৃণে।" পুরোহিত পুষ্প, জল গ্রহণ করিয়া,—"ওঁ বৃতোঽস্মি যথা জ্ঞানং করবানি।" কৃতী তৎপরে যে যে ব্যক্তি শ্রীরাসপঞ্চাধ্যায়, শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, বৈদিক শ্রাদ্ধ-সূক্তাদি পাঠ করিবেন, তাঁহাদিগকেও পান, সুপারী, পৈতা, গন্ধমাল্য ও বস্ত্র দিয়া পূর্ব্ববৎ বরণ করিবেন। এস্থলে বরণের বিশেষত্ব এই যে—

"ওঁ বিষ্ণুরোম্ অদ্য অশৌচান্তাদ্ দ্বিতীয়েঽহ্নি মমৈতৎ সঙ্কল্পিত নিত্যধামগত-পিতৃদেবার্চ্চনরূপ শ্রাদ্ধ-কর্ম্মাণি অমুক গ্রন্থ পাঠ কর্ম্মকরণায় ভবন্তমহং বৃণে।"

পাঠক বলিবেন,—"ওঁ বৃতোঽস্মি, যথা জ্ঞানং করবানি।"

(পাঠকগণের কর্ত্তব্য "শ্রাদ্ধকাণ্ড" গ্রন্থপাঠের সঙ্কল্প পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

ষোড়শ-দান

অদ্য-শ্রাদ্ধের পূর্ব্বেই ষোড়শ-দান কর্ত্তব্য। ষোড়শ-দানের দ্রব্য-তালিকা। যথা—

ভূম্যাসনং জলং বস্ত্রং দীপমন্নং ততঃ পরম্।
তাম্বুলংচ্ছত্রগন্ধাশ্চ মাল্যং ফলমতঃ পরম্॥
শয্যা চ পাদুকা গাবঃ কাঞ্চনং রজতং তথা॥

১। ভূমি, ২। আসন, ৩। জলপাত্র, ৪। বস্ত্র, ৫। দীপধার, ৬। অন্নপাত্র, (থালা), ৭। তাম্বুলাধার, ৮। জল, ৯। গন্ধপাত্র, (কাঁসার বাটি), ১০। মাল্যাধার (রেকাব), ১১। ফলপাত্র, ১২। শয্যা, ১৩। পাদুকা, ১৪। ধেনু বা তন্মূল্য, ১৫। স্বর্ণ, ১৬। রৌপ্য।

ষোড়শ দানের-ক্রম

পূর্ব্বকথিত শান্তিজল-দ্বারা সমস্ত দ্রব্য শোধন করিয়া লইবেন। সমস্ত দ্রব্যই চন্দ্রাতপ-মণ্ডিত শ্রাদ্ধমণ্ডপে পূর্ব্বেই সজ্জিত করিয়া রাখা কর্ত্তব্য। শ্রাদ্ধ-মণ্ডপেই যদি শ্রীবিষ্ণু-অর্চ্চন কার হয়, তবে যে-স্থানটী ঘেরিয়া অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন, সেখানে রাখাই কর্ত্তব্য। অন্যত্র শ্রীবিষ্ণু-অর্চ্চনা করা হইলে দানোৎসর্গের সময়ে শ্রীশালগ্রামাদি বিগ্রহ শ্রাদ্ধমণ্ডপে আনিয়া স্থাপন করিতে হইবে। শ্রাদ্ধ-মণ্ডপের মধ্যেই পাঠকগণ গ্রন্থাদি পাঠ এবং অদূরে শ্রীহরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনাদি হওয়া কর্ত্তব্য।

১। ভূমিদান—কৃতীর আসনের সন্নিধানে ভূমিতে চতুষ্কোণ রেখাঙ্কিতপূর্ব্বক সীমাবদ্ধ করিয়া তাহাতে বস্ত্রাচ্ছাদনপূর্ব্বক বাম হস্তে সেই বস্ত্র স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ হস্তে পুষ্প ও তুলসী লইয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে সবস্ত্রায় ভূমিখণ্ডায় নমঃ॥ "ওঁ এতদধিপতয়ে ভগবতে শ্রীবিষ্ণবে বা শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ॥" বলিয়া পুষ্প-তুলসী অর্পণ করিয়া পুনরায় কুশিতে জল লইয়া—"ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্তু বিষ্ণুঃ প্রীণাতু" বলিয়া জলের ছিটা দিবেন। পুনরায় গন্ধপুষ্প লইয়া—"এতৎ সম্প্রদানায় সাত্ত্বত ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া জলের ছিটা দিবেন। তারপর দক্ষিণ হস্ত কোশার জলে ডুবাইয়া — "ওঁ বিষ্ণুরোমদ্য অমুক মাসি অমুক রাশিস্থ ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য নিত্যধামগতস্য অমুক দেবস্য নিত্য শ্রীভগবৎ-সেবাপ্রাপ্তিকামঃ ইমাং গন্ধাদ্যর্চ্চিতাং শ্রীবিষ্ণুদেবতাকং সবস্ত্রাং ভূমিং সাত্ত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।" বলিয়া ভূমির উপর জলের ছিটা দিবেন এবং পাঠ করিবেন—

ওঁ রত্নসূস্ত্বং হি ভূতানাং ধরণী পোষণী স্থিরা।
মাতাসি সর্ব্বলোকানাং ক্ষমস্ব ত্বং প্রসীদ মে॥

অতঃপর দক্ষিণা, কাঞ্চন দান করিবেন,—বামহস্তে দক্ষিণা স্পর্শ করিয়া—"এতস্মৈ কাঞ্চনায় (বা কাঞ্চনমূল্যায়, হরিতকীফলায় নমঃ) বলিয়া পুষ্প অর্পণ করতঃ—ওঁ এতৎ ভগবতে শ্রীবিষ্ণবে (শ্রীকৃষ্ণায়) নমঃ' বলিয়া গন্ধপুষ্প ও তুলসী শ্রীশালগ্রামে অর্পণ করিয়া,—"ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্তু অনেন বিষ্ণুঃ প্রীণাতু" বলিয়া কাঞ্চন বা তৎমূল্যের উপর জলের ছিটা দিবেন, "ওঁ এতৎ সম্প্রদানায় সাত্ত্বত ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া ভূমিতে জলের ছিটা দিবেন। পরে কোশাতে দক্ষিণহস্ত রাখিয়া —"ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুক মাসি অমুক রাশিস্থ ভাস্করে অমুক পক্ষে

অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য নিত্যধামগতস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ✱ নিত্য ভগবৎ সেবা প্রাপ্ত্যর্থং কৃতৈতৎ-ভূমিদান কর্ম্মণঃ দক্ষিণামিদং কাঞ্চনং (বা তৎমূল্যং) হরিতকী ফলমর্চ্চিতং যথানাম গোত্রায় ✱সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।" বলিয়া জলের ছিটা দিবেন। ভূমির পরিবর্ত্তে (ভূমির মূল্য দান হইলে) পূর্ব্বোক্ত "ভূমিখণ্ডায়" স্থলে "ভূমিমূল্যায়" পাঠ হইবে। পুনশ্চঃ উৎসর্গ—"ইমাং গন্ধাদ্যর্চ্চিতাং বিষ্ণুদেবতাং সবস্ত্রাং ভূমিং" স্থলে "এতৎ গন্ধাদ্যর্চ্চিতং সশস্য-ভূমিমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথানাম-গোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" পাঠ হইবে।

২। আসন দান—জলচৌকীর উপর একটি আসন বিছাইয়া দিতে হয় এবং বামহস্তে আসন স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ হস্তে পুষ্প লইয়া,—

"ওঁ আসনং সর্ব্বলোকানাং পরং সুখসাধনম্।
তাম্রং রৌপ্যং কাঞ্চনঞ্চ শ্রেষ্ঠং শ্রেষ্ঠতরং শুভম্॥"

"এতে গন্ধপুষ্পে আসনায় নমঃ।" বলিয়া আসনে গন্ধপুষ্প দিয়া—"ওঁ এতদধিপতয়ে ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ"বলিয়া অর্পণ করিবেন এবং "সুপ্রোক্ষিতমস্তু শ্রীবিষ্ণুঃ প্রাণীতু" বলিয়া জলের ছিটা দিবেন। "ওঁ এতৎ সম্প্রদানায় সাত্বত ব্রাহ্মণায়ঃ নমঃ" বলিয়া জলের ছিটা দিয়া কোশাতে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া—"ওঁ বিষ্ণুরোম তৎসদদ্য অমুক মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য নিত্যধামগতস্য অমুক দেবস্য নিত্য শ্রীকৃষ্ণ-সেবানন্দ প্রাপ্তিকামঃ ইদমাসনং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথানাম গোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।"—বলিয়া জলের ছিটা দিবেন। দক্ষিণান্ত—দক্ষিণা স্পর্শ করিয়া,—"এতে গন্ধপুষ্পে দক্ষিণা কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ। ওঁ এতৎ ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ।" গন্ধপুষ্প দিয়া "ওঁ এতৎ সম্প্রদানায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া ভূমিতে জলের ছিটা দিবেন। দক্ষিণ হস্ত কোশাতে রাখিয়া,—"ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুক মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য নিত্যধামগতস্য অমুক দেবস্য নিত্য শ্রীকৃষ্ণ-সেবানন্দ প্রাপ্তিকামনায় কৃতৈতৎ আসনদান কর্ম্মণিঃসাঙ্গতার্থ দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথানাম গোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।" বলিয়া দক্ষিণায় জলের ছিটা দিবেন।

✱স্ত্রীলোক হইলে "অমুক গোত্রায়াঃ নিত্যধামগতায়াঃ অমুক দেব্যাঃ" এইরূপ পাঠ হইবে।

✱ যথানাম গোত্রায় "স্থলে" দান গ্রহণকারী পুরোহিত বা যে কোন ব্রাহ্মণ নিজনাম ও গোত্র উল্লেখ করিবেন। নতুবা চৌর্য্যাপরাধে পতিত হইয়া অনন্তকাল রৌরব নরক ভোগ করিতে হইবে।

৩। জলাধার দান— জলপূর্ণ ঘটি বা ঘড়া স্পর্শ করিয়া,—

ওঁ আপো নারায়ণো দেবঃ সর্ব্বমঙ্গু প্রতিষ্ঠিতম্।
আপং মধ্যে স্থিতাঃ দেবাঃ শিবরূপা ভবন্তু নঃ॥

"এতে গন্ধপুষ্পে সাধার জলায় নমঃ" বলিয়া পুষ্পার্পণ করিয়া—"এতদধিপতয়ে সাধার জলং ওঁ ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্প দিয়া,—ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্তু বিষ্ণু প্রীণাতু" জলের প্রোক্ষণ করিবেন। "এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ সাত্ত্বত ব্রহ্মণায় নমঃ" বলিয়া ভূমিতে জল দিয়া দক্ষিণ হস্ত কোশাতে রাখিয়া,—"ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুক মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য নিত্যধামগতস্য অমুক দেবস্য নিত্য-ভগবৎ সেবানন্দ লাভকামঃ ইদং সাধার জলং শ্রীনারাণ-দৈবতং যথানাম গোত্রায় সাত্ত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।" ভূমিতে জল প্রোক্ষণ। দক্ষিণান্ত—দক্ষিণা বাম হস্তে স্পর্শ করিয়া'—"ওঁ এতদধিপতয়ে ভগবতে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে দক্ষিণা কাঞ্চন মূল্যায় নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ সাত্ত্বত ব্রাহ্মণায় নমঃ।" পরে কোশাতে হস্ত রাখিয়া—"ওঁ অদ্যেত্যাদি অমুক গোত্রস্য নিত্যধাম প্রাপ্তস্য নিত্যভগবৎ-সেবানন্দ-লাভকামনয়া কৃতৈতৎ সাধার জলদান কর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং ইদং দক্ষিণা কাঞ্চন-মূল্যং শ্রীবিষ্ণু দৈবতং যথানাম-গোত্রায় সাত্ত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।"

৪। বস্ত্রদান—বস্ত্রধরিয়া,—

ওঁ দেবতানামৃষীণাঞ্চ পিতৃণাং যৎপিধানভাক্।
পাবনং পরমং লোকে শোধনং বসনং মহৎ।।

"এতস্মৈ বস্ত্রায় নমঃ। এতদধিপতয়ে ওঁ ভগবতে বিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় সাত্ত্বতায় ব্রাহ্মণায় নমঃ।" কোশাতে হস্ত রাখিয়া—ওঁ বিষ্ণুরিত্যাদি অমুক গোত্রস্য নিত্যধামগতস্য অমুক দেবস্য বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্তিপূর্ব্বক ভগবৎপাদপদ্ম সেবানুচরত্বেহনবচ্ছিন্ন-সুখবাস কামঃ ইদং বস্ত্রং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথানাম গোত্রায় সাত্ত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি। দক্ষিণান্ত—বাম হস্তে দক্ষিণা স্পর্শ করিয়া,—"এতস্মৈ কাঞ্চন-মূল্যায় নমঃ, এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় সাত্ত্বত ব্রাহ্মণায় নমঃ।" পরে,—"ওঁ বিষ্ণুরিত্যাদি অমুক গোত্রস্য নিত্যধামগতস্য অমুক দেবস্য বৈকুণ্ঠ-লোক-প্রাপ্তিপূর্ব্বক ভগবৎ পাদপদ্ম সেবানুচরত্বেহনবচ্ছিন্ন সুখবাস কামনায় কৃতৈতৎ বস্ত্রদান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থ দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং যথানাম গোত্রায় সাত্ত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।"—বলিয়া জলের ছিটা দিবেন।

৫। দীপদান—(আধারসহ) বাম হস্তে স্পর্শ করিয়া,—

ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্বতস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরজ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

"এতস্মৈ সাধার দীপায় নমঃ, এতদধিপতয়ে ওঁ ভগবতে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ সুপ্রোক্ষিতমস্তু বিষ্ণুঃ প্রীণাতু" বলিয়া জলের ছিটা দিবেন। "এতৎ সম্পদানায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় নমঃ। পরে কুশিতে হস্ত রাখিয়া,—"ওঁ বিষ্ণুরিত্যাদি অমুক দেবস্য স্বাভীষ্ট ধামে নিত্য ভগবৎ-পাদপদ্ম-দর্শন-কামঃ ইমং সাধার দীপং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথানাম গোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি" জলের প্রোক্ষণ করিবে। দক্ষিণান্ত—এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ। ওঁ এতদধিপতয়ে ভগবতে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ সাত্বত ব্রাহ্মণায় নমঃ। "ওঁ বিষ্ণুরিত্যাদি অমুক দেবস্য স্বাভীষ্টধামে ভগবৎ-পাদপদ্ম দর্শনকামনয়া কৃতৈতৎ দীপদান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যতানাম গোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।" জলের প্রোক্ষণ করিবেন।

৬। অন্নদান—সোপকরণ-আতপতণ্ডুলপূর্ণ অন্নপাত্র (থালা) বামহস্তে ধরিয়া,

ওঁ অন্নং হি সর্ব্ব জন্তুনাং প্রাণা জীবিতমেব চ।
দেবতানামৃষীনাঞ্চ তৎসমং নাস্তি কিঞ্চন॥

'এতস্মৈ সোপকরণায় সাধারান্নায় নমঃ। এতদধিপতয়ে ওঁ ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ'—বলিয়া গন্ধপুষ্প শ্রীবিষ্ণুকে দিবেন। "ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্তু বিষ্ণুঃ প্রীণাতু" বলিয়া অন্নপাত্রে জলের প্রোক্ষণ করিবেন। "এতৎ সম্প্রদানায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় নমঃ।" পরে কোশাতে হস্ত রাখিয়া,—"ওঁ বিষ্ণুরিত্যাদি নিত্যধামগতস্য অমুক দেবস্য নিত্যং শ্রীকৃষ্ণ-সেবানন্দ সুখকামঃ ইদমন্নং সোপকরণং তৈজসাধার সমবেতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথানাম গোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।" বলিয়া জলের প্রোক্ষণ করিবেন। দক্ষিণান্ত—"এতস্মৈ কাঞ্চন-মূল্যায় নমঃ।" ওঁ এতদ্দক্ষিণা কাঞ্চন-মূল্যং ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ সাত্বত ব্রাহ্মণায় নমঃ। পরে ওঁ বিষ্ণুরিত্যাদি অমুক দেবস্য নিত্যং শ্রীকৃষ্ণ সেবানন্দ-সুখকামনয়া কৃতৈতৎ সোপকরণ সাধারান্নদান-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথানাম গোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।"—বলিয়া জলের প্রোক্ষণ করিবেন।

৭। তাম্বুলদান—তাম্বুলপাত্র স্পর্শ করিয়া,—

ওঁ ষড়্রসং সর্ব্বদোষঘ্ন মঙ্গলং সুখসাধকম্।
তাম্বুলং দেবতানাঞ্চ পরমং প্রীতি-কারকম্॥

"ইদং তাম্বুলং ওঁ ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ"বলিয়া শ্রীবিষ্ণুতে সচন্দন তুলসী দিবেন। "ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্তু বিষ্ণুঃ প্রীণাতু" বলিয়া তাম্বুলপাত্রে জলের প্রোক্ষণ করিতে হইবে। "ওঁ এতস্মৈ সাধার তাম্বুলায় নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় নমঃ।" কুশিতে দক্ষিণহস্ত রাখিয়া—"ওঁ বিষ্ণুরিত্যাদি নিত্যধামগতস্য অমুক দেবস্য নিত্য শ্রীকৃষ্ণ-সেবা-সৌভাগ্য-কামঃ ইদং তাম্বুলং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথানাম গোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণঅয় অহং দদানি" জলের প্রোক্ষণ করিবেন। দক্ষিণান্ত—ওঁ এতস্মৈ কাঞ্চন-মূল্যায় নমঃ এতদধিপতয়ে ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় নমঃ। পরে—ওঁ বিষ্ণুরিত্যাদি অমুক দেবশর্ম্মণঃ নিত্যং শ্রীকৃষ্ণ- সেবা-সৌভাগ্য-কামনয়া কৃতৈতৎ তাম্বূল দান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং যথানাম-গোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।" বলিয়া জলের ছিটা দিবেন।

৮। ছত্রদান—বাম হস্তে ছত্র স্পর্শ করিয়া,—

ওঁ যমদগ্নেঃ প্রদানার্থং সূর্য্যেনৈব বিনির্ম্মিতং।
ঘর্ম্ম-বর্ম্ম-তাপ-ক্লেশ-নাশনং ছত্রমুত্তমম্॥

ওঁ এতস্মৈ ছত্রায় নমঃ "এতদধিপতয়ে শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ" বলিয়া শ্রীবিষ্ণুতে সচন্দন তুলসী ও পুষ্প দিবেন। "ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্তু বিষ্ণুঃ প্রীণাতুঃ" বলিয়া জলের ছিটা দিবেন। "এতৎ সম্প্রদানায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় নমঃ।" পরে কোশাতে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া,—"ওঁ বিষ্ণুরিত্যাদি নিত্যধামগতস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ বিষ্ণুলোক-গমন-পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় সেবানুচরত্বে তৃপ্তি লাভকামঃ ইদং ছত্রং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথানাম গোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।" জলের প্রোক্ষণ করিবেন। দক্ষিণান্ত—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ। "ওঁ এতদধিপতয়ে ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় নমঃ। পরে—ওঁ বিষ্ণুরিত্যাদি অমুক দেবস্য বিষ্ণুলোকগমনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়-সেবানুচরত্বে তৃপ্তি লাভ কামনয়া কৃতৈতৎ ছত্রদান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং যথানাম-গোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি"—বলিয়া জলের প্রোক্ষণ করিবেন।

৯। গন্ধদান—চন্দনসহ বাটী বাম হস্তে স্পর্শ করিয়া,—

ওঁ সর্ব্বসুগন্ধ এবায়ং শীতলঃ সুমনোহরঃ।
দেবতানাং প্রিয়োরম্যো গন্ধোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

"এষঃ গন্ধঃ ওঁ ভগবতে বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া বিষ্ণুতে গন্ধ স্পর্শ করিবেন। "ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্তু বিষ্ণুঃ প্রীণাতু" গন্ধপাত্রে জলের প্রোক্ষণ করিবেন।

পরে—"এতস্মৈ গন্ধায় নমঃ" "এতৎ সম্প্রদানায় ওঁ সাত্বত ব্রাহ্মণায় নমঃ।" পরে কোশাতে হস্ত রাখিয়া,—"ওঁ বিষ্ণুরিত্যাদি নিত্যধামগতস্য অমুক দেবস্য স্বাভীষ্ট নিত্যধাম-গমন-কামঃ ইমং গন্ধং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথানাম-গোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি"—বলিয়া জলের প্রোক্ষণ করিবেন। দক্ষিণান্ত—"ওঁ এতদ্দক্ষিণা কাঞ্চন-মূল্যং ভগবতে বিষ্ণবে নমঃ" এতে গন্ধ পুষ্পে কাঞ্চন মূল্যায় নমঃ।" "এতৎ সম্প্রদানায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় নমঃ।" পরে,—"ওঁ বিষ্ণুরিত্যাদি অমুক দেবস্য স্বাভীষ্ট নিত্যধাম গমন কামনয়া কৃতৈতৎ গন্ধ-দান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং যথানাম-গোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।" বলিয়া প্রোক্ষণ করিবেন।

১০। মাল্যদান—পাত্রস্থিত পুষ্পমাল্যের উপর বামহস্ত উপুর করিয়া ধরিয়া,

ওঁ শ্রিয়াযুক্তং সুগন্ধ্যাঢ্যং নানাপুষ্পৈরণুন্নতম।
কণ্ঠেধৃতং সুরাদিভিঃ মাল্যমেতৎ প্রতিগৃহ্যতাম্॥

"এতৎ মাল্যং ওঁ ভগবতে বিষ্ণবে নমঃ। "ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্তু বিষ্ণুঃ প্রীণাতু" বলিয়া জলের প্রোক্ষণ করিবেন। "এতস্মৈ সাধার পুষ্পমাল্যায় নমঃ।" "এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ।" পরে কোশার জলে হস্ত রাখিয়া,—"ওঁ বিষ্ণুরিত্যাদি নিত্যধামগতস্য অমুক দেবস্য ভগবৎ-প্রিয়-সেবোত্তম শ্রীলাভকামঃ ইদং মাল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথানাম সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।" (প্রোক্ষণ করিবেন)। দক্ষিণান্ত—এতে গন্ধ পুষ্পে কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ। ওঁ এতদধিপতয়ে ভগবতে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় নমঃ। পরে—"ওঁ বিষ্ণুরিত্যাদি অমুক দেবস্য ভগবৎ-প্রিয়-সেবোত্তম-শ্রীলাভ-কামনয়া কৃতৈতৎ সাধার পুষ্পমাল্য-দান-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং যথানাম গোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।" বলিয়া জলের প্রোক্ষণ করিবেন।

১১। ফলদান—ফলপাত্র বামহস্তে ধারণ করিয়া,—

ওঁ প্রাণিনামুপকারার্থং পঞ্চভূতানি নির্ম্মমে।
এতানি ফলরূপেণ প্রাণি-প্রাণ-ধরাণি হি॥

"এতস্মৈ সাধার ফলায় নমঃ। ইদং সাধার ফলং ওঁ ভগবতে বিষ্ণবে নমঃ"—বলিয়া ভগবানে নিবেদন করিবেন। পরে,—"ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্তু বিষ্ণুঃ প্রীণাতু" বলিয়া ফলপাত্রে জলের ছিটা দিবেন। এতৎ সম্প্রদানায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় নমঃ। পরে কোশার জলে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া,—"ওঁ বিষ্ণুরিত্যাদি ওঁ নিত্যধামগতস্য অমুক দেবস্য স্বাভীষ্ট নিত্যধামে নিত্য ভগবদ্দাসরূপেণাবস্থিতি কামঃ ইদং সাধার

ফলং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথানাম-গোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।" জলের প্রোক্ষণ করিবেন। দক্ষিণান্ত—ওঁ এতদ্দক্ষিণা কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ। এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় নমঃ। পরে,—"ওঁ বিষ্ণুরিত্যাদি অমুক দেবস্য স্বাভীষ্ট নিত্যধামে নিত্যভগবদ্দাসরূপেণাবস্থিতি কামনায় কৃতৈতৎ ফলদান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং যথানাম-গোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।" বলিয়া প্রোক্ষণ করিবেন।

১২। শয্যাদান—শয্যা বামহস্তে স্পর্শ করিয়া,—

ওঁ বিষ্ণোরনন্ত শয্যেব সোপাধানেন কল্পিতাং।
সুখদাং সর্ব্বলোকানাং ইমাং শয্যাং প্রতিগৃহ্যতাম্॥

"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ সাচ্ছাদনোপাধান-শয্যায়ৈ নমঃ। এতদধিপতয়ে ওঁ ভগবতে বিষ্ণবে নমঃ—বলিয়া বিষ্ণুতে গন্ধপুষ্প দিবেন। "ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্তু বিষ্ণুঃ প্রীণাতু" বলিয়া জলের ছিটা দিবেন। এতৎ সম্প্রদানায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় নমঃ। কোশার জলে হস্ত ডুবাইয়া—"ওঁ বিষ্ণুরিত্যাদি নিত্যধামগতস্য অমুক দেবস্য নিরবচ্ছিন্ন শ্রীভগবচ্চরণান্তিকেঽবস্থানি কামঃ ইমাং শয্যাং শ্রীবিষ্ণুদৈবতাকাং যথানাম গোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।" জলের প্রোক্ষণ করিবেন। দক্ষিণান্ত—ওঁ এতদ্দক্ষিণা কাঞ্চন-মূল্যায় নমঃ। এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় নমঃ। পরে কোশার জলে হস্ত রাখিয়া,—ওঁ বিষ্ণুরিত্যাদি অমুক দেবস্য নিরবচ্ছিন্ন শ্রীভগবৎ-চরণান্তিকেঽবস্থান কামনায় কৃতৈতৎ শয্যাদান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথানাম-গোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি"— বলিয়া ভূমিতে জল দিবেন।

১৩। পাদুকা—(খড়ম) দ্বয়ে বামহস্তে স্পর্শ করিয়া—

ওঁ উপানহৌ চ পরমে কামগে মন্ত্র-সাধিতে।
কার্ত্তিকেয় সুখার্থায় নির্ম্মিতে সুখকর্ম্মণা॥

"ইদং পাদুকাযুগলং ওঁ ভগবতে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া পাদুকায় পুষ্প প্রদান করিবেন। "ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্তু বিষ্ণুঃ প্রীণাতু" বলিয়া জলের ছিটা দিবেন। "এতে গন্ধপুষ্পে পাদুকাযুগলাভ্যাং নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় নমঃ।" কোশার জলে হস্ত রাখিয়া—"ওঁ বিষ্ণুরিত্যাদি নিত্যধামগতস্য অমুক দেবস্য ভগবল্লোক প্রাপ্তিপূর্ব্বক নিত্যভগবৎ-সেবা-বিনোদভাগিত্ব কামঃ ইদং পাদুকাযুগলং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথানাম-গোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি"—বলিয়া জলের প্রোক্ষণ করিবেন। দক্ষিণান্ত—"ওঁ এতদ্দক্ষিণা কাঞ্চন-মূল্যায় নমঃ। এতদধিপতয়ে

শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় নমঃ।" কোশার জলে হস্ত রাখিয়া "ওঁ বিষ্ণুরিত্যাদি অমুক দেবস্য ভগবল্লোক প্রাপ্তিপূর্ব্বক নিত্য ভগবৎ সেবাবিনোদভাগিত্ব কামনয়া কৃতৈতৎ পাদুকাযুগলদান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং যথানাম-গোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি"—বলিয়া জলের প্রোক্ষণ করিবেন।

১৪। ধেনুদান—ধেনু (সবৎস্য গাভি) স্পর্শ করিয়া,—

ওঁ যা লক্ষ্মীঃ সর্ব্বভূতানাং যা চ দেবস্ববস্থিতা।
ধেনুরূপেণ সা দেবী সর্ব্বশান্তিং প্রযচ্ছতু॥
ওঁ লক্ষ্মী র্যা লোকপালানাং ধেনুরূপেণ সংস্থিতা।
ঘৃতং বহতি যজ্ঞার্থে যমপাশং ব্যপহতু॥

"এতৎ পাদ্যং ওঁ ধেন্বৈ নমঃ" বলিয়া গাভির পদে জল দিবেন। গন্ধ-পুষ্প-দুর্ব্বাক্ষতযুক্ত অর্ঘ্য লইয়া—"এষঃ অর্ঘ্যঃ ওঁ ধেন্বৈ নমঃ" বলিয়া মস্তকে অর্ঘ্য প্রদান করিবেন। পরে গন্ধ-পুষ্প লইয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ ধেন্বৈ নমঃ, এষঃ ধূপং ওঁ ধেন্বৈ নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্প, ধূপ ও দীপ অর্পণ করিবেন। তৎপরে—ভগবন্নিবেদিত প্রসাদ এবং ফল-মূলাদিসহ দুর্ব্বাঘাস সমন্বিত নৈবেদ্য লইয়া,—"ইদং ভগবৎ প্রসাদান্বিতং সোপকরণ-নৈবেদ্যং ওঁ ধেন্বৈ নমঃ"।

"ওঁ সৌরভেয্যঃ সর্ব্বহিতা পবিত্রাঃ পুণ্যরাসয়ঃ।
প্রতিগৃহ্ণন্তু মে গ্রাসং গাবস্ত্রৈলোক্য মাতরঃ॥

বলিয়া ঘাস প্রদান করিবেন। পরে প্রণাম করিবেন। প্রণাম মন্ত্র যথা,—

"ওঁ নমো গোভ্যঃ শ্রীমতীভ্যঃ সৌরভেয়ীভ্যঃ এব চ।
নমো ব্রহ্মসুতাভ্যশ্চ পবিত্রাভ্যো নমো নমঃ॥"

পরে গাভির গাত্র চুলকাইয়া মন্ত্র পাঠ করিবেন,—

"ওঁ গবাং কণ্ডুয়নং কুর্য্যাৎ গোগ্রাসং গোপ্রদক্ষিণং।
নিত্যং গোষু প্রসন্নাসু গোপালোঽপি প্রসীদতি॥"

"এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ ভগবতে গোপাল শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ, ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্তু বিষ্ণুঃ প্রীণাতু" বলিয়া প্রোক্ষণ করিবেন। পরে, "এতৎ সম্প্রদানায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় নমঃ" কোশার জলে তিল, তুলসী ও হরিতকী লইয়া—"ওঁ বিষ্ণুরিত্যাদি নিত্যধামগতস্য অমুক দেবস্য শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে নিরবচ্ছিন্ন

শ্রীভগবদ্দাস্যানন্দ প্রাপ্তিকামঃ ইমাং ধেনুং যথাশক্ত্যালঙ্কৃতাং শ্রীবিষ্ণু-দেবতাকাং যথানাম-গোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় দাতুমহং উৎসৃজে"—বলিয়া পুচ্ছদেশে জলের প্রোক্ষণ করিবেন। দক্ষিণান্ত—"ওঁ এতদ্দক্ষিণা কাঞ্চন-মূল্যায় নমঃ" "এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ।" পরে কোশার জলে হস্ত রাখিয়া,—"ওঁ বিষ্ণুরিত্যাদি অমুক দেবস্য শ্রীবৈকুণ্ঠলোকে নিরবচ্ছিন্ন শ্রীভগবৎ-দাস্যানন্দ-প্রাপ্তি-কামনয়া কৃতৈতৎ যথাশক্ত্যালঙ্কৃতা ধেনুদান-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথানাম গোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি"—বলিয়া জলের প্রোক্ষণ করিবেন।

(ধেনুস্থলে ধেনুমূল্যং উৎসর্গের ব্যবস্থা হইলে "ধেনু" স্থলে "ধেনুমূল্যং" পাঠ হইবে এবং কাঞ্চন মূল্য দানের বিধানানুসারে উৎসর্গ হইবে।)

১৫। কাঞ্চন বা কাঞ্চনমূল্য দান—কাঞ্চন বা তৎমূল্যাধার বাম হস্তে ধরিয়া—

"ওঁ সুবর্ণং পরমং দানং সুবর্ণং দক্ষিণাপরং।
এতৎ পবিত্রং পরমমেতৎ স্বস্ত্যয়নং মহৎ॥"

"ইদং কাঞ্চনং ওঁ ভগবতে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া পুষ্প দিবেন। "ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্তু বিষ্ণু প্রীণাতু" বলিয়া প্রোক্ষণ করিবেন। "এতস্মৈ কাঞ্চনায় (বা কাঞ্চন-মূল্যায়) নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় ব্রাহ্মণায় নমঃ। পরে কোশার জলে হস্ত রাখিয়া,—"ওঁ বিষ্ণুরিত্যাদি নিত্যধামগতস্য অমুক দেবস্য প্রচুর প্রেমভক্তি প্রাপ্তি পূর্ব্বক স্বাভীষ্টধামে পরমনন্দ লাভকামঃ ইদং কাঞ্চন (বা কাঞ্চনমূল্য) শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথানাম-গোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।" দক্ষিণান্ত—দক্ষিণা পূর্ব্ববৎ অর্চ্চনা করিয়া কোশায় দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া,—"ওঁ বিষ্ণুরিত্যাদি অমুক দেবস্য প্রচুর প্রেমভক্তি প্রাপ্তিপূর্ব্বক স্বাভীষ্টধামে পরমানন্দ-লাভ কামনয়া কৃতৈতৎ কাঞ্চন (বা কাঞ্চনমূল্য) দান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং রজতখণ্ডং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথানাম-গোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি"—বলিয়া প্রোক্ষণ করিবেন।

১৬। রজত দান—রজতাধার বামহস্তে ধারণ করিয়া—

ওঁ পিত্নাং বল্লভং যস্মাৎ বিষ্ণোর্বা শঙ্করস্য চ।
রজতং পাহি তস্মান্নঃ শোক-সংসার-সাগরাৎ॥

"ইদং রজতং ওঁ ভগবতে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া গন্ধ-তুলসী দিবেন। "ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্তু বিষ্ণু প্রীণাতু" বলিয়া জলের প্রোক্ষণ করিবেন। এতে গন্ধপুষ্পে

রজত-খণ্ডায় নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় সাত্ত্বত ব্রাহ্মণায় নমঃ। কোশার জলে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া,—"ওঁ বিষ্ণুরিত্যাদি নিত্যধামগতস্য অমুক দেবস্য ভগবদ্ধাম গমনপূর্ব্বক নিত্যসেবকত্বলাভকামঃ ইদং রজতখণ্ডং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথানাম-গোত্রায় সাত্ত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি"—বলিয়া প্রোক্ষণ করিবেন।✱

দক্ষিণান্ত—"ওঁ এতদ্দক্ষিণা কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ, এতদধিপতয়ে ওঁ ভগবতে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতৎ সম্প্রদানায় সাত্ত্বত ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া কোশার জলে হস্ত রাখিয়া,—"ওঁ বিষ্ণুরিত্যাদি অমুক দেবস্য ভগবদ্ধামগমনপূর্ব্বক নিত্য-সেবকত্বলাভ কামনয়া কৃতৈতৎ রজত দান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং যথানাম-গোত্রায় সাত্ত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি"—বলিয়া প্রোক্ষণ করিবেন। অতঃপর কামস্তুতি বা কামগায়ত্রী পাঠ করিবেন। কামস্তুতি যথা,—

ওঁ কোঽদ্যাৎ কস্মাঽন্যাৎ কামোঽদ্যাৎ কামায় অদ্যাৎ।
কামো দাতা কামঃ পরিগৃহীতা কামৈতত্তে॥"

ষড়ঙ্গ দান

ষোড়শ দানে অসমর্থ হইলে ষড়ঙ্গ দানই কর্ত্তব্য। দান-দ্রব্য যথা—

১। অন্ন (চাউলসহ থালা), ২। জল (জলসহ কলসী বা ঘটী), ৩। বস্ত্র, ৪। ছাতা, ৫। আসন ও ৬। পাদুকা।

উৎসর্গ-প্রণালী ষোড়শ দানের মধ্যে লিখিত হইয়াছে।

তিল-কাঞ্চন দান

ষড়ঙ্গ দানেও অসমর্থ হইলে তিল-কাঞ্চন দানের ব্যবস্থা। ইহার প্রণালী এইরূপ,—একটী তাম্রপাত্রে অথবা রেকাবীতে কতকগুলি তিল ঢালিয়া তাহার উপর একখণ্ড স্বর্ণ বা স্বর্ণমূল্য রাখিয়া একখানি বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিবেন। পরে বামহস্তে ঐ তিলপাত্র ধরিয়া—

ওঁ বিষ্ণু-দেহোদ্ভবাঃ পুণ্যাস্তিলাঃ পাপ প্রণাশনাঃ।
পিতৃণাঞ্চ সুরাদিনাং বল্লভাঃ সুখহেতুকাঃ॥

✱শ্রীগুরুদেবের জন্য যে দান জলচৌকী, বস্ত্র, পাদুকা, অন্নপাত্র, দিবেন, তাহা পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রের মধ্যে "সম্প্রদানায় সাত্ত্বত ব্রাহ্মণায়" স্থলে "সম্প্রদানায় শ্রীগুরুবে নমঃ" পাঠ হইবে এবং উৎসর্গমন্ত্রের মধ্যে "যথানাম গোত্রায় সাত্ত্বত ব্রাহ্মণায়" স্থলে "শ্রীগুরুবে" অথবা শ্রীগুরুদেবের নাম ও গোত্র উল্লেখপূর্ব্বক "শ্রীগুরুদেবায় অহং দদানি" বলিবেন।

"ওঁ সবস্ত্র-কাঞ্চন-তাম্রাধার তিলাঃ ওঁ ভগবতে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া বিষ্ণু স্পর্শ করাইবেন। "ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্তু বিষ্ণুঃ প্রীণাতু" বলিয়া জলের প্রোক্ষণ করিবেন। "এতে গন্ধপুষ্পে এতেভ্যঃ সবস্ত্র কাঞ্চন তাম্রাধার তিলেভ্যো নমঃ।" বলিয়া গন্ধপুষ্প দিবেন। পরে কোশার জলে হস্ত রাখিয়া,—"ওঁ বিষ্ণুরদ্য অমুক মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য নিত্যধামগতস্য অমুক দেবস্য স্বাভীষ্ট নিত্যধাম-গমনপূর্ব্বক শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম-সেবানন্দ-সুখকামঃ এতান্ সবস্ত্র কাঞ্চন-তাম্রাধার তিলান্ শ্রীবিষ্ণুদৈবতান্ যথানাম-গোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি"—বলিয়া ঐ পাত্র প্রোক্ষণ করিবেন।

দক্ষিণান্ত—বামহস্তে দক্ষিণাটি ধরিয়া—"এতৎ দক্ষিণা কাঞ্চনমূল্যং ওঁ ভগবতে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ—বলিয়া পুষ্প দিবেন। "এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া জলের ছিটা দিবেন। পরে কোশার জলে হস্ত রাখিয়া,—"ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুক মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য নিত্যধামগতস্য অমুক দেবস্য স্বাভীষ্ট নিত্যধাম গমনপূর্ব্বক শ্রীভগবৎ-পাদপদ্ম-সেবানন্দ-লাভ কামনয়া কৃতৈতৎ স্ববস্ত্র-কাঞ্চন-তিল-দান-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং যথানাম-গোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি"—বলিয়া জলের প্রোক্ষণ করিবেন। পরে—"কৃতৈতৎ তিল-কাঞ্চন-দান কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" বলিবেন। পুরোহিত বলিবেন —"ওঁ অস্তু"।

"ওঁ যদসাঙ্গং কৃতং কর্মজানতা বাপ্যজানতা।
সাঙ্গং ভবতু তৎসর্ব্বং শ্রীগোবিন্দনাম স্মরণাৎ॥"

—পাঠান্তে ১০ বার বিষ্ণু স্মরণ করিবেন। পরে কামগায়ত্রী অথবা কামস্তুতি পাঠ করিবেন।

আদ্যশ্রাদ্ধ-পদ্ধতি

পূর্ব্বোক্ত দানাদি কার্য্য সমাপনান্তে আচমন করিবেন।

"ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ বিষ্ণু ওঁ তদ্বিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।" আচমনান্তে যথোপচারে যজ্ঞেশ্বর নারায়ণের পূজা করিবেন। "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় নমঃ" বলিয়া বিষ্ণুকে অর্পণ করিবেন। "এষঃ ধূপঃ ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় নারায়ণায় নমঃ। এষঃ দীপঃ ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় যজ্ঞপতয়ে গোবিন্দায় নমঃ।" বলিয়া ধূপ ও দীপ নিবেদন করিবেন। পরে হাত জোড় করিয়া,—

ওঁ সর্ব্বমঙ্গল-মঙ্গল্যং বরেণ্য বরদং শিবং।
নারায়ণং নমস্কৃত্য সর্ব্বকর্ম্মাণি কারয়েৎ॥

তারপর একটি প্রশস্ত পাত্রে যথাশক্তি চাউল, ডাল, লবণ, ঘৃত, অখণ্ড ফল, মিষ্টান্ন-দ্রব্য, পান, সুপারী ও বস্ত্রাদি সমন্বিত একটি ভোজ্য বামহস্ত উপুড় করিয়া ধরিয়া,—"এতৎ সোপকরণ আমান্ন-ভোজ্যং ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।" "ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্তু বিষ্ণুঃ প্রীণাতু" বলিয়া জলের প্রোক্ষণ করিবেন। "এতেভ্যঃ সোপকরণ আমান্ন ভোজ্যেভ্যো নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্প ভোজ্যের উপর দিবেন। "এতৎ সম্প্রদানায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া প্রোক্ষণ করিবেন। অনন্তর কোশার জলে দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া,—"ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎ সদদ্য অমুক মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ, অমুক গোত্রস্য নিত্যধাম-প্রাপ্তস্য অমুক দেবস্য শ্রীবৈকুণ্ঠলোক-গমনপূর্ব্বক ভগবদ্দাস্য-লাভার্থং শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ এতানি সোপকরণ আমান্ন-ভোজ্যানি শ্রীবিষ্ণুদৈবতানি যথানাম-গোত্রায়, সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।" বলিয়া প্রোক্ষণপূর্ব্বক উৎসর্গ করিবেন। দক্ষিণান্ত—ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুক মাসি, অমুক পক্ষে, অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য নিত্যধামপ্রাপ্তস্য অমুক দেবস্য শ্রীবৈকুণ্ঠলোক গমনপূর্ব্বক ভগবদ্দাস্য লাভার্থং শ্রীবিষ্ণু-প্রীতি-কামনয়া কৃতৈতৎ সোপকরণ আমান্ন-ভোজ্য-দান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথানাম-গোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।" বলিয়া জলের প্রোক্ষণ করিবেন। পরে—"কৃতৈতৎ ভোজ্য দান-কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু" বলিবেন। পুরোহিত বলিবেন—"ওঁ অস্তু।"

পিণ্ডদান

অতঃপর মৃতব্যক্তির উদ্দেশে পিণ্ডদানার্থ একটি পাত্রে মহাপ্রাসাদ ※ পান, সুপারি কৃতী নিজের পার্শ্বে রক্ষা করিবেন। দেববিধানানুসারে দক্ষিণ স্কন্ধে উপবীত (উত্তরীয়) ধারণ করিয়া দক্ষিণাস্য হইয়া মৃতব্যক্তির আমন্ত্রণ ও অর্চ্চন করিবেন। কৃতি করজোড়ে—"ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুক মাসি, অমুক পক্ষে, অমুক তিথৌ নিত্যধামপ্রাপ্ত অমুক গোত্রস্য অমুক দেব (স্ত্রীলোক হইলে—"নিত্যধামপ্রাপ্তে অমুক

※ কর্ম্মজড় রঘুনন্দনের মতে পিণ্ডদানের জন্য চরু পাকের ব্যবস্থা দেখা যায়, কিন্তু বৈদিক পারস্কর গৃহ্যসূত্রের ভাষ্যকার হরিহরের "প্রেত-প্রেতমঞ্জরী"র মতে চরুপাকের ব্যবস্থা নাই। বিশুদ্ধ সাত্বত-মতে শ্রীমহাপ্রসাদদ্বারাই মৃতের উদ্দেশে পিণ্ড দেওয়া কর্ত্তব্য।

গোত্রে অমুক দেবী! পাঠ হইবে) ভবন্মরণান্তরোপকল্পিতাশৌচান্তাৎ দ্বিতীয়েঽহ্নি সাত্বত-শাস্ত্র-বিহিতং ভবদীয়ার্চ্চনরূপ শ্রাদ্ধ কর্ত্তুং ভবন্তমহং আমন্ত্রয়ে ওঁ সুপ্রসন্নোঽস্তু (স্ত্রীলোক হইলে "ওঁ সুপ্রসন্নাস্তু' বলিবে)। মৃতের উদ্দেশে আসন পাতিয়া পরে আবাহন করিবেন ; মন্ত্র যথা,—"আয়াহি দেব (বা দেবি) পথির্ভির্দেবযানৈ অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধায়ামাস্তে ওঁ ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ অত্রাধিষ্ঠানং কুরু মমার্চ্চনং গৃহাণ ওঁ সুস্বাগতম্। পরে সেই লোকান্তরিত ব্যক্তি যেন দিব্য চিন্ময় দেহে তথায় আসীন হইয়াছেন এইরূপ ভক্তি-তদ্গতচিত্তে পরিচিন্তন করিয়া কুশিতে কিঞ্চিত জল লইয়া,—"ওঁ নিত্যধাম-প্রাপ্ত অমুক দেব! এতৎ পাদ্যং তুভ্যং স্বধা" বলিয়া ভূমিতে জল প্রোক্ষন করিবেন। তারপর একটী পুষ্প লইয়া,—"ওঁ নিত্যধাম-প্রাপ্ত অমুক দেব। ইদমাসনং তুভ্যং উপতিষ্ঠতাম্" বলিয়া আসন দিবেন এবং আসন স্পর্শ করিয়া—"সিদ্ধমিদমাসনং অত্র আস্যতাম্" পরে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিবেন,—

"ওঁ দেবতাভ্য পিতৃভ্যশ্চ ভাগবতেভ্যঃ এব চ।
নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্ত নঃ॥"

পরে জলদ্বারা শ্রাদ্ধস্থান মার্জ্জনা করিয়া একগোছা প্রাদেশ প্রামাণ কুশ আসনের সম্মুখে দক্ষিণাগ্র করিয়া পাতিয়া তদুপরি অর্ঘ্যপাত্র (শঙ্খ, কলার খোলা, কলার পাতা অথবা পদ্মপত্রের আধার) স্থাপন করিয়া একগাছি কুশ লইয়া—"ওঁ পবিত্রাসি বৈষ্ণবি!" বলিয়া প্রাদেশ প্রমাণ (১২ অঙ্গুলি) নখস্পর্শ-ভিন্ন ছিন্ন করিবেন এবং "ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতমসি" বলিয়া জলের ছিটা দিয়া অর্ঘ্যপাত্রে রাখিবেন। অনন্তর—"ওঁ শন্নো দেবীরভিষ্টয়ো আপো ভবন্তু পীতয়ে শং যো রভিস্রবন্তু নঃ।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া তিন গণ্ডুষ জল অর্ঘ্যপাত্রে দিবেন। পরে—"ওঁ তিলোঽসি শ্রীবিষ্ণুদৈবত্যো গোসবো দেব-নির্ম্মিতঃ। প্রত্নমদ্ভিঃ পূক্ত স্বধয়া নিত্যধাম প্রাপ্তান্ ভক্তজনান্ প্রীণাহি নঃ স্বাহা। বলিয়া অর্ঘ্যপাত্রে তিল দিবেন। পরে গন্ধপুষ্প অর্ঘ্যপাত্রে দিয়া একগাছি কুশ আচ্ছাদন পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিবেন,—"ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘ্যপাত্রমস্তু" বলিলে, পুরোহিত—"ওঁ অস্তু" বলিবেন। আচ্ছাদন কুশটি ফেলিয়া দিয়া অর্ঘ্যপাত্রটি বামহস্তে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে আচ্ছাদনপূর্ব্বক পাঠ করিবেন—"ওঁ যাদিব্যা আপঃ পয়সা সংবভূব। যা অন্তরীক্ষা উত পার্থি বীর্য্যাঃ। হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়া তা আপঃ শিবাঃ সংশ্যোনা সুহবা ভবন্তু। ওঁ বিষ্ণু নিত্যধাম-প্রাপ্ত অমুক দেব! এষঃ অর্ঘ্যং তুভ্যং স্বধা।" বলিয়া অর্পণ করিবেন। অনন্তর স্নান

কল্পনা করিয়া কুশিতে জল লইয়া—

ওঁ গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি সরস্বতি।
নর্ম্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেঽস্মিন্ সন্নিধিং কুরু॥
ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়াগঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি স্নানকালে ভবন্তি হ॥" বলিয়া গন্ধপুষ্প দিবেন। পরে—

ওঁ হরের্দ্দাস্য-পরানন্দ-ধারাভিরভিসিঞ্চিত।
পুণ্যৈস্তীর্থোদকৈরিদং স্নানং তে কল্পয়াম্যহম্॥

"ইদং তে স্নানীয়ং" বলিয়া কুশির জল একটী পাত্রে অর্পণ করিবেন। পরে বস্ত্র লইয়া,—

ওঁ দেবতানামৃষীনাঞ্চ পিতৃণাং যৎ-পিধানভাক্।
পাবনং পরমং লোকে বসনং তে প্রতিগৃহ্যতাম্॥

"এতত্তে বাসং" বলিয়া বস্ত্রখানি আসন পাত্রের উপর রাখিবেন। অনন্তর একটি দক্ষিণাগ্র রেখা করিয়া তদুপরি একটি কুশ পাতন করিয়া তাহার উপর কদলিপত্র রাখিয়া একখানি বস্ত্র, বস্ত্রের উপর সচন্দন তুলসীপত্র, পুষ্প, উপবীত ও স্বতন্ত্র ধূপ ও দীপ জ্বালাইয়া—"ওঁ এতেভ্য গন্ধ্যাদি পঞ্চকেভ্যো নমঃ বলিয়া প্রোক্ষণ করিবেন। পরে —"ওঁ বিষ্ণুরোম্ নিত্যধামপ্রাপ্ত অমুক গোত্র (বা অচ্যুত গোত্র) অমুক দেব! এতানি গন্ধপুষ্প-ধূপ-দীপ-বাস-যজ্ঞোপবীতানি তুভ্যং উপতিষ্ঠতাং" বলিয়া জলের ছিটা দিবেন। পরে,—

১। তুলসীপত্রে চন্দন লইয়া—

"ওঁ সর্ব্ব সুগন্ধ এবায়ং শীতলঃ সুমনোহরঃ।
ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা গন্ধোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতম্॥"

"এষ তে গন্ধঃ" বলিয়া সেই পাত্রে অর্পণ করিবেন।

২। অনন্তর পুষ্প লইয়া—

"ওঁ শ্রিয়া দেব্যা সমাযুক্তং দেবৈরপি শিরোধৃতং।
ময়া নিবেদিতং ভক্ত্যা পুষ্পমেতৎ প্রতিগৃহ্যতম্॥"

"এতৎ তে পুষ্পং" বলিয়া পাত্রে পুষ্প অর্পণ করিবেন।

৩। অতঃপর ধূপ লইয়া (বা একটি পুষ্প লইয়া)—

"ওঁ বনস্পতি রসো দিব্যঃ গন্ধাঢ্যঃ সুমনোহরঃ।
ময়া নিবেদিতো ভক্ত্যা ধূপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥"

"এষঃ তে ধূপ" ধূপটী রাখিয়া প্রোক্ষণ করিবেন।

৪। পরে দীপ (বা একটি পুষ্প) লইয়া—

"ওঁ সুপ্রকাশো মহাদীপঃ সর্ব্বত্রস্তিমিরাপহঃ।
সবাহ্যাভ্যন্তরং জ্যোতির্দীপোঽয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্॥"

"এষঃ তে দীপ" বলিয়া ফুলটি অর্পণ করিয়া জলের প্রোক্ষণ করিবেন।

৫। অনন্তর যজ্ঞোপবীত লইয়া—

"ওঁ এতৎ তে যজ্ঞোপবীতং" বলিয়া যজ্ঞোপবীতটি পূর্ব্বস্থাপিত বস্ত্রের উপর রাখিবেন। পরে জোড়হস্তে "ওঁ গন্ধাদিদানমিদমচ্ছিদ্রমস্তু"—বলিবেন। পুরোহিত বলিবেন—"ওঁ অস্তু"। অতঃপর কৃতি বলিবেন—"ওঁ ভোজনপাত্রং অহং পাতয়িষ্যে।" পুরোহিত বলিবেন—"ওঁ পাতয়।"

আসনের (পিঁড়ির নিকটে একটি চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কন করিয়া তাহার উপর ভগবৎ প্রসাদান্ন ঘৃতাদি সমন্বিত অন্ন-ব্যঞ্জনাদি, স্বধামগত ব্যক্তি যে-যে দ্রব্য প্রীতিসহকারে ভোজন করিতেন সেই সকল দ্রব্য একটি পাত্রে সাজাইয়া তথায় স্থাপন করিবেন) পার্শ্বে প্রসাদাদি পানীয় জলপাত্র স্থাপন করিবেন। চিৎভাবে বামহস্ত দ্বারা সেই অন্নপাত্র স্পর্শ করিয়া,—"ওঁ এতস্মৈ বিষ্ণোনিবেদিত সোপকরণ-সঘৃত মহাপ্রসাদান্নায় নমঃ"—বলিয়া জলের প্রোক্ষণ করিবেন এবং "ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ় যস্য পাংসুরে"—বলিয়া দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ চিৎভাবে প্রসাদ পাত্রে স্থাপন করিবেন। পরে একটি মোটক (দলা) লইয়া—"ওঁ বিষ্ণু অমুক গোত্র (বা অচ্যুত গোত্র) নিত্যধামপ্রাপ্ত অমুক দেব এতৎ বিবিধোপকরণ-সমন্বিতং তুলসী-বিমিশ্রং ভগবন্নিবেদিতং মহাপ্রসাদান্নং তুভ্যং উপতিষ্ঠতাং।" "ওঁ যথা সুখং তুষ্টীং স্বদ।" বলিয়া প্রত্যেক দ্রব্যে প্রোক্ষণ করিবেন। পরে,—"ওঁ ইদং তে পানীয়ং স্বধা" বলিয়া পানীয় পাত্রে প্রোক্ষণ করিবেন। অনন্তর নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন—

ওঁ মধু বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।
মাধ্বীর্ণঃ সন্তোষধীঃ মধু নক্তমুতো বসো॥
মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধু দৌরস্তু নঃ পিতা।
মধুমান্নো বনস্পতির্ম্মধমাং অস্তু সূর্য্যঃ॥

মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ"॥—বলিয়া মধুবিকীরণ করিবেন। পরে "ওঁ প্রসাদান্নদানমিদমচ্ছিদ্রমস্তু।"

ওঁ ভক্তিহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
তৎ সর্ব্বমচ্ছিদ্রমস্তু শ্রীহরের্নাম কীর্ত্তনাৎ॥

তারপর দশবার গায়ত্রী জপ করিবেন এবং ১০৮ বার শ্রীহরিনাম জপ করিবেন। কৃতি স্বয়ং জপ করিতে অসমর্থ হইলে, প্রতিনিধি স্বরূপে পুরোহিত নিজেই জপ করিবেন। জপান্তে কুশীতে জল লইয়া—"ওঁ ইদমাচমনীয়ং তুভ্যং উপতিষ্ঠতাং এতত্তে আচমনীয়ম্।" বলিয়া পাত্রে জল প্রদান করিবেন। তারপর তাম্বুল পাত্র লইয়া—ওঁ ইদং ভগবন্নিবেদিতং তাম্বুলাদিকং প্রতিগৃহ্যতাম্। এতত্তে তাম্বুলাদিকং।" বলিয়া তাম্বুলপাত্র রাখিয়া তাহাতে প্রোক্ষণ করিবেন। এই সময়ে শয্যাদান করিবার ও বিধি আছে। যদি শয্যাদান করিতে হয় তাহা হইলে—"এতস্মৈ শয্যায়ৈ নমঃ" বলিয়া প্রোক্ষণ করিবেন। পরে —"এতে গন্ধ-পুষ্পে এতদধিপতয়ে ওঁ ভগবতে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্প জল দিবেন। তারপর বামহস্তে শয্যা স্পর্শ করিয়া—ওঁ বিষ্ণুঃ অমুক গোত্র নিত্যধামপ্রাপ্ত অমুক দেব এষা তে শয্যায়ৈ নমঃ।" বলিয়া জলের ছিটা দিবেন। অনন্তর কতকগুলি কুশ দক্ষিণাগ্র করিয়া পাতিয়া তদুপরি কিছু পরিমাণ প্রসাদান্ন দিয়া করজোড়ে বলিবেন,—"ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুঃ নৈবান্নসিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি। তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়ান্তু লোকায় সুখায় তদ্বৎ॥"বলিয়া তদুপরি জল গণ্ডুষ প্রদান করিবেন। অনন্তর হস্ত প্রক্ষালনপূর্ব্বক জলের দ্বারা ১টী চতুষ্কোণরেখা অঙ্কন করিয়া তাহার মধ্যে দুইটি কুশ দক্ষিণাগ্র করিয়া স্থাপন করিবেন। পরে জল লইয়া—"ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্য সমস্ত কব্যভোক্তাব্যয়াত্মা হরিরীশ্বরোঽত্র। তৎ সন্নিধানাদপয়ান্তু সদ্য রক্ষাংসৎশোষান্নসুরাশ্চ সর্ব্বে॥" ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়োঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।" বলিয়া জলের প্রোক্ষণ করিবেন। তারপর একটি মোটক (দলা) কুশ জলে ডুবাইয়া—"ওঁ বিষ্ণুঃ অমুক গোত্র (বা অচ্যুত গোত্র) নিত্যধামপ্রাপ্ত অমুক দেব! এতদবমেনিক্ষ তুভ্যং উপতিষ্ঠতাম্।" বলিয়া মোটকটি পিতৃতীর্থ (অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীর মধ্যদেশ) দ্বারা মণ্ডল মধ্যে অর্পণ করিবেন। তৎপরে কতকগুলি সমূল কুশ বিছাইয়া তাহার উপর তিল ও তুলসীপত্র বিছাইয়া দিবেন। তাহার পর ভগবৎ নিবেদিত মহাপ্রসাদান্ন বিল্ববৎ পিণ্ডাকার করিয়া তাহাতে তুলসীপত্র দান করিবেন—"ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, মাধ্বীর্নঃ সন্তোষধীঃ মধু নক্তমুতো বসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ, মধু দৌরস্তু নঃ পিতা মধুমান্নো বনস্পতির্ম্মধুমাং অস্তু সূর্য্যঃ মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ"—এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পিণ্ডে কিঞ্চিৎ মধু দিয়া—"ওঁ অক্ষন্নমীমাত্তেহ্যবপ্রিয়া অধুষত। অন্তোষত স্বভাবো বিপ্রানবিষ্ঠয়া মতী যোজান্বিন্দ্র তে হবি।" বলিয়া ঘৃত দিয়া সেই পিণ্ডটি দক্ষিণ

হস্তে গ্রহণ করিয়া—"ওঁ বিষ্ণুঃ অমুক গোত্র নিত্যধামপ্রাপ্ত অমুক দেব! এতৎ তুলসী-বিমিশ্রং ভগবৎ- প্রসাদন্নপিণ্ডং তুভ্যং উপতিষ্ঠতাং এষঃ তে পিণ্ডং স্বধা।" বলিয়া পিতৃতীর্থ দ্বারা সেই মণ্ডলবর্ত্তি আস্তৃত কুশের উপর দিবেন। "ওঁ এতত্তে উদকং স্বধা"—বলিয়া এক কুশী জল পিণ্ডের উপর পিতৃতীর্থ দ্বারা দিবেন। পরে সেই নিত্যধামগত ব্যক্তি দিব্য তেজোময় চিন্ময় মূর্ত্তিতে সেই পিণ্ড ও উদক্ গ্রহণ করিলেন, এইরূপ "ধ্যান" করিয়া নিম্নমন্ত্র পাঠ করিবেন,—"ওঁ এক এব নারায়ণ আসীৎ ন ব্রহ্মা নেমে দ্যাবা পৃথীবৌ। সর্ব্বে দেবাঃ সর্ব্বে পিতরঃ সর্ব্বে মনুষ্যাঃ বিষ্ণুনা অশিতমশ্নান্তি, বিষ্ণুনাঘাতং জিঘ্রন্তি, বিষ্ণুনা পীতং পিবন্তি, তস্মাদ্বিদ্বাং সো বিষ্ণুপহৃতং ভক্ষয়েষুঃ।" "ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্তু অনেন পিতৃদেবং প্রীণাতু"—বলিয়া জল প্রোক্ষণ পিণ্ডের উপর দিবেন। পরে, গন্ধপুষ্প পিণ্ডের উপর দিয়া কুশীতে জল লইয়া বামহস্তে ধরিয়া—"ওঁ ঊর্জ্জং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলাল পরিশ্রুতং স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতৄন্॥" এই মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে পিণ্ডের উপর জলাঞ্জলি দিয়া তর্পণ করিবেন। পরে ঘৃত মধু, তিল ও জল মিশাইয়া—ওঁ বিষ্ণুরোম্ অদ্য অমুক মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য নিত্যধামপ্রাপ্তস্য অমুক দেবস্য কৃতেহস্মিন্ শ্রাদ্ধে দত্তমিদং মহাপ্রসাদান্ন-পানাদিকং অক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাং"—বলিয়া পিতৃতীর্থদ্বারা পিণ্ডের উপর দিবেন। অনন্তর পিতৃ-প্রণাম করিবেন,—

"ওঁ পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমং তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।"

মাতৃপ্রণাম—

ওঁ যদ্‌গর্ভে জায়তে লোকো যস্যাঃ স্নেহেন জীবতি।
সা সাক্ষাৎ ঈশ্বরী মাতা নাস্তি মাতৃসমো গুরুঃ॥

স্বধামগত ব্যক্তি কনিষ্ঠ হইলে, প্রণাম বা আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবেন না। নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠ করিবেন—

"ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ ভাগবতেভ্য এব চ।
নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্তু নঃ॥" নিত্যধামপ্রাপ্ত ব্যক্তি গুরুজন হইলে, করজোড়ে এইরূপ আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিবেন,—

"ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতাং শ্রাদ্ধা চ নো মা অভ্যগমৎ।
নিত্যং ভগবৎ-পাদপদ্মে মতিরস্তু ইত্যাশিষো মে দীয়তাম্॥"

—বলিয়া একটি পুষ্প পীঠস্থানে রাখিয়া পুনরায় বলিবেন,—"ওঁ এতাঃ সত্যাঃ আশীষঃ সন্তু পিতৃ বা মাতৃ বরপ্রসাদোঽস্তু।" পুরোহিত বলিবেন—"ওঁ অস্তু"। পরে পীঠোপরি রক্ষিত ঐ পুষ্প লইয়া নিজের মস্তকে ধারণ করিবেন। অতঃপর—ওঁ অভিরম্যতাং ক্ষমস্ব" বলিয়া পিতৃ-পূজার আসন একটু সঞ্চালন করিয়া কিঞ্চিৎ জল ও পুষ্প লইয়া—

"ওঁ আ মা বাজস্য প্রসবো জগম্যাদেমে দ্যাবা পৃথিবী বিশ্বরূপে।
আ মা গন্তাং পিতরা মাতরা চা মা সোমো অমৃতত্বেন গম্যাৎ॥"

বলিয়া ভূমিতে বিসর্জ্জন করিবেন এবং মনে মনে চিন্তা করিবেন, যেন লোকান্তরিত ব্যক্তি দিব্যদেহ ধারণ করত আসিয়া আমার পূজা গ্রহণ করিলেন ও আনন্দ-সহকারে প্রসাদ পাইলেন, আমাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া (কনিষ্ঠ হইলে আমার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া) পুনশ্চ নিত্যধামে গমনপূর্ব্বক ভগবৎ-সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। অতঃপর দক্ষিণান্ত করিবেন,—"ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুক মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য (বা অচ্যুত গোত্রস্য) নিত্যধাম প্রাপ্তস্য অমুক দেবস্য (স্ত্রীলোক হইলে অমুক গোত্রায়াঃ নিত্যধাম-প্রাপ্তায়াঃ অমুক দেব্যাঃ) কৃতৈতৎ পরলোক-গমনান্তরোপকল্পিতাশৌচান্তাং দ্বিতীয় দিনে ※ সাত্বত-শাস্ত্র বিহিতৈকোদ্দিষ্টার্চ্চনরূপ শ্রাদ্ধ কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং রজতখণ্ডং (বা রজতমূল্যং) শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথানাম-গোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।" বলিয়া প্রোক্ষণ করিবেন এবং "অনয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্তু" বলিবেন। পুরোহিত—"ওঁ অস্তু।"

※ দ্বিতীয় দিনে শ্রীবিষ্ণু জয়ন্তি বা একাদশী উপবাসাদি কারণে শ্রাদ্ধ না হইলে "তৃতীয় দিন বিহিত" বলিতে হইবে।

স্বস্তিবচন-মন্ত্র

অনন্তর কৃতি অঙ্গুলী হইতে কুশ বা দুর্ব্বাঙ্গুরী খুলিয়া কোশার জলে দক্ষিণহস্ত দিয়া বৈগুণ্য সমাধান করিবেন—

"ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুক মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য নিত্যধামগতস্য অমুক দেবস্য কৃতেঽস্মিন্ অশৌচান্তা-দ্বিতীয়দিনে সাত্ত্বত শাস্ত্রবিহিতৈকোদ্দিষ্টার্চ্চনরূপ শ্রাদ্ধকর্ম্মণ যৎকিঞ্চিৎ বৈগুণ্য জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় ওঁ বিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে।" বলিয়া কিঞ্চিৎ জল ত্যাগ করিবেন এবং "ওঁ বিষ্ণু ১০ বার জপ করিবেন ও "ওঁ শ্রীকৃষ্ণস্মরণমহং করিষ্যে" বলিয়া কিঞ্চিৎ জল ত্যাগ করিবেন এবং ১০ বার গায়ত্রী জপ করিবেন। কৃতি জপ করিতে অসমর্থ হইলে পুরোহিত জপ করিবেন। অতঃপর শান্তিপাঠ কর্ত্তব্য—"ওঁ বিষ্ণুঃ ঋষি বিরাট্ গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শান্তিকর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ!" ওঁ সং ব্রহ্মা বেদান্তবিদো বদন্তিপরে প্রধানং পুরুষং তথাঽন্যে। বিশ্বোদ্গতেঃ কারণং ঈশ্বরং বা তস্মৈ নমো বিঘ্নবিনাশায়॥ ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ো দিবীব চক্ষুরাততম্॥ ওঁ তদ্বিষ্ণো পরমং পদম্॥

ওঁ মাধব মাধব বাচি, মাধব মাধব হৃদি।
স্মরন্তি সাধবঃ সর্ব্বে সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্॥

ওঁ কৃষ্ণ বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ, কৃষ্ণঃ আদি পুরুষঃ, কৃষ্ণঃ পুরুষোত্তমঃ কৃষ্ণো হা উ কর্ম্মাদিমূলং কৃষ্ণঃ স হ সর্ব্বৈকার্য্য, কৃষ্ণ কাশং কৃদাদীশ মুখপ্রভু পূজ্যঃ কৃষ্ণঃ অনাদিঃ তস্মিন্ অজান্তান্তর্বাহ্যে যৎ মঙ্গলং তৎ লভতে কৃতি। ওঁ স্বস্তি নঃ গোবিন্দঃ স্বস্তি নঃ অচ্যুতানন্দৌ, স্বস্তি নো বাসুদেবো বিষ্ণু দধাতু। স্বস্তি নো নারায়ণো নরো বৈ, স্বস্তি নঃ পদ্মনাভঃ পুরুষোত্তমো দধাতু॥ স্বস্তি নো বিশ্বকসেনো বিশ্বেশ্বরঃ, স্বস্তি নো হৃষীকেশো হরিঃ দধাতু। স্বস্তি নো বৈনতোয়ো হরিঃ স্বস্তি নঃ অঞ্জনাসুতো হনূ ভাগবতো দধাতু। স্বস্তি স্বস্তি সুমঙ্গলৈকোশো মহান, শ্রীকৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দঘনঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরো দধাতু। করোতু স্বস্তি মে কৃষ্ণঃ সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বরঃ। কার্ষ্ণদয়াশ্চ কুর্ব্বন্তু স্বস্তি মে লোকপাবনঃ॥ কৃষ্ণো মমৈব সর্ব্বত্র স্বস্তি কুর্য্যাৎ ত্রিয়া সমম্। তথৈব চ সদাকার্ষ্ণিঃ সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনঃ॥ মঙ্গলং ভগবান্ বিষ্ণুর্মঙ্গলং মধুসূদনঃ। মঙ্গলং হৃষীকেশোঽয়ং মঙ্গলায়ং মঙ্গললায়তনো হরিঃ॥ বিষ্ণুচ্চারণমাত্রেণ কৃষ্ণস্য স্মরণাদ্ধরেঃ। সর্ব্ববিঘ্নানি নশ্যন্তি মঙ্গলং স্যান্ন সংশয়ঃ॥ ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ

শান্তেরপি শান্তিঃ, শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিকাম-সংকল্পিতেষু একোদ্দিষ্টার্চ্চনরূপ শ্রাদ্ধ কর্ম্মষু শান্তির্ভবতু॥ বলিয়া জলের ছিটা দিবেন। কৃতি জোড়হস্তে—"ওঁ কৃতেতৎ শ্রাদ্ধ কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।" পুরোহিত—"ওঁ অস্তু।" পরে এক গণ্ডুষ জল লইয়া—

ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥
ওঁ যদ্‌সাঙ্গং কৃতং কর্ম্মজানতা ব্যপ্যজানতা।
সাঙ্গং ভবতু তৎ সর্ব্বং শ্রীহরের্নাম কীর্ত্তনাৎ॥

"এতৎ কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।"—বলিয়া জলগণ্ডুষ ত্যাগ করিবেন। অনন্তর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ সম্পূর্ণ হইলে তাহারও দক্ষিণান্তাদি করিবেন। শ্রাদ্ধার্চ্চন-ক্রিয়ান্তে পুরোহিত নিম্নলিখিত বৈদিক সূক্ত পাঠ করিবেন। পুরোহিত পাঠে অসমর্থ হইলে অন্য ব্যক্তিও পাঠ করিতে পারেন। আচমনান্তে সঙ্কল্প মন্ত্র যথা,—ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুক মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য অহং (পাঠক) অমুক গোত্রস্য নিত্যধামগতস্য অমুক দেবস্য শ্রীভগবৎপাদপদ্মে সেবালাভ কামনয়া "ওঁ উশন্ হ বৈ বাজশ্রবসঃ" ইত্যারভ্যঃ "তদানন্ত্যায় কল্পতে" ইত্যন্তে ✱ যম-নচিকেতা-সংবাদশ্রৌত-সূক্ত পাঠ কর্ম্ম করিষ্যামি। ওঁ শান্তি।

ষোড়শ পিণ্ডদানের বিধি

ইহা নামে ষোড়শ পিণ্ডদান হইলেও ঊনবিংশতি পিণ্ডদান করিতে হয়। প্রথমতঃ দক্ষিণাগ্র পাঁচটি রেখা টানিয়া তাহার উপর পশ্চিমাগ্র ছয়টি রেখাপাত করিলে ২০টি ঘর হইবে। তাহার উপর কুশ আস্তৃত করিয়া সতিল জলদ্বারা পিতৃপুরুষের অর্চ্চনা করিবেন। নিম্নলিখিত মন্ত্রে ৩ বার সতিল জলের দ্বারা প্রোক্ষণ করিবেন। মন্ত্র যথা,—

১। "ওঁ অস্মৎ কুলে মৃতা যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
আবাহয়িষ্যে তান সর্ব্বান্ দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ॥
২। ওঁ মাতামহকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
আবাহয়িষ্যে তান সর্ব্বান্ দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ॥
৩। ওঁ বন্ধুবর্গকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে।
আবাহয়িষ্যে তান সর্ব্বান্ দর্ভপৃষ্ঠে তিলোদকৈঃ॥ অনন্তর সতিল জল অঞ্জলিতে লইয়া নিক্ষেপ-মন্ত্রে কুশের উপর দিবেন। যথা,—

✱ যম-নচিকেতা-সংবাদ পরিশিষ্টাংশে দ্রষ্টব্য।

"ওঁ আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্তং দেবর্ষি পিতৃমানবাঃ। তৃপ্যন্তে পিতরঃ সর্ব্বে মাতৃমাতামহাদয়ঃ॥ অতীত কুলকোটীনাং সপ্তদীপনিবাসিনাম্। আব্রহ্ম ভুবনাল্লোকাদিদমস্তু তিলোদকম্॥" পরে ভগবৎ প্রসাদান্ন-দ্বারা ১৯টি পিণ্ড তৈয়ারী করিয়া তাহার এক একটি পিণ্ড নিম্নলিখিত এক একটি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক উক্ত কুশাস্তীর্ণ ২০টি ঘরের প্রথম তিন পঙ্‌ক্তিতে ৫টি করিয়া ১৫টি ঘরে পিতৃপিণ্ড প্রদান করিয়া কেবল নৈর্ঋত ※কোণের ঘরটি বাদ দিয়া পশ্চিম পার্শ্বস্থ শেষ পঙ্‌ক্তির ৪টি ঘরে চারি পিণ্ড প্রদান করিবেন। মন্ত্র যথা—ওঁ অস্মৎ কূলে মৃতা যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে। তেষমুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ওঁ মাতামহকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে। তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ওঁ বন্ধুবর্গকুলে যে চ গতির্যেষাং ন বিদ্যতে। তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ওঁ অজাতদন্তা যে কেচিৎ যে চ গর্ভপ্রপীড়িতাঃ। তোষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবা যেঽপ্যদগ্ধাস্ত আপরে। বিদ্যুচ্চৌরহতা যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ওঁ দাবদাহে মৃতা যে চ সিংহব্যাঘ্রহতাশ্চ যে। দংষ্ট্রীভিঃ শৃঙ্গিভির্বাপি তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ওঁ উদ্বন্ধন মৃতা যে চ বিষশস্ত্রহতাশ্চ যে। আত্মোপঘাতিনো যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ওঁ অরণ্যে বর্ত্মানি বনে ক্ষুধয়া তৃষ্ণয়া হতাঃ। ভূতপ্রেতপিশাচাশ্চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ওঁ রৌরবে চান্ধতামিশ্রে কালসূত্রে চ যে মৃতাঃ। তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ওঁ অনেন যাতনা সংস্থা প্রেতলোকে চ যে গতাঃ। তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ওঁ অনেন যাতনা সংস্থা যে নীতা যমকিঙ্করৈঃ। তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ওঁ নরকেষু সমস্তেষু যাতনাষু চ যে স্থিতাঃ। তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ওঁ পশুযোনিগতাঃ যে চ পক্ষিকীটসরিসৃপাঃ। অথবা বৃক্ষযোনিস্থাঃ তেভ্যং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ওঁ জাত্যাজাত্যস্থঃ জ্ঞানমন্তঃ স্বেন কর্ম্মণা। মানুষ্যং সর্ব্বেষাং তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ওঁ দিব্যদেহং ভূমিষ্ঠাঃ পিতরো বান্ধবাদয়ঃ। মৃতা অসংযতা যে চ তেভ্যঃ পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ওঁ যে কেচিৎ প্রেতরূপৌ বর্ত্তন্তে পিতরো মম। তে সর্ব্বে তৃপ্তমায়ান্তু পিণ্ডদানেন সর্ব্বদা॥ ওঁ যেঽবান্ধবা বান্ধবা বা যেঽন্যজন্মনি বান্ধবাঃ। তেষাং পিণ্ডো ময়াদত্তোঽক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্॥

ওঁ পিতৃবংশেমতা যে চ মাতৃবংশে চ যে মৃতাঃ। গুরু শ্বশুর বন্ধুনাং যে চান্যে বান্ধবাঃ মৃতাঃ॥ যে মে কুলে লুপ্তপিণ্ডাঃ পুত্রদার বিবর্জ্জিতাঃ। ক্রিয়ালোপগতাঃ

※ দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ নৈর্ঋত।

যে চ জাত্যন্ধাঃ পঙ্গবস্তথা ॥ বিরূপা আমগর্ভাশ্চ জ্ঞাতাজ্ঞাতাঃ কুলে মম। তেষাং পিণ্ডো ময়া দত্তোঽক্ষয্যমুপতিষ্ঠতাম্ ॥ ওঁ আব্রহ্মণো যে পিতৃবংশজাতা মাতুস্তথা বংশভবা মদীয়াঃ। কুলদ্বয়ে যে মম দাসভূতাঃ ভৃত্যাস্তথোবাশ্রিত সেবকাশ্চ ॥ মিত্রাণি সখ্যঃ পশবশ্চ কীটা দৃষ্টা অদৃষ্টাশ্চ কৃতোপকারাঃ। জন্মান্তরে যে মম দাসভূতাস্তেভ্য স্বধা পিণ্ডমহং দদানি ॥

সপিণ্ডীকরণ ও সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ

শ্রীকৃষ্ণসেবক কার্ষ্ণ বা সাত্বতজনের দেহান্তরান্তে প্রেতের সম্ভাবনা না থাকায় প্রেতপক্ষের সপিণ্ডীকরণে প্রয়োজন হয় না। আদ্য শ্রাদ্ধের পদ্ধতি অনুসারে কেবল দৈববিধানে পিতৃদেবার্চ্চনা কর্ত্তব্য। কেহ ইচ্ছা করিলে পার্ব্বণ বিধানে দৈবপক্ষ ও পিতৃপক্ষে বিহিত অর্চ্চনাও করিতে পারেন। যেহেতু—

ধন্যাস্তে মানবা লোকে কলিকালে বিশেষতঃ।
যে কুর্ব্বন্তি হরের্নিত্যং পিত্র্যর্থং পূজনং মুনে ॥
কিং দত্তৈর্বহুভিঃ পিণ্ডৈর্গয়াশ্রাদ্ধাদিভির্মুনে।
যৈরর্চ্চিতো হরির্ভক্ত্যা পিত্রর্থঞ্চ দিনে দিনে ॥
যমুদ্দিশ্য হরের্পূজাং ক্রিয়তে মুনিপুঙ্গব।
উদ্ধৃত্য নরকাবাসাৎ নয়েৎ পরমং পদম্ ॥

—হঃ ভঃ বিঃ স্কন্দ-বচন ৯।৯৩

বিশেষতঃ কলিকালে সংসারী জীবগণের মধ্যে তাঁহারাই ধন্য, যাঁহারা পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রীহরির পূজা করেন। হে মুনিবর! যে সকল ব্যক্তি প্রত্যেক নির্য্যাণ-তিথিতে পিতৃগণের উদ্দেশে ভক্তিসহকারে শ্রীহরির অর্চ্চন করেন, তাঁহাদের বহু পিণ্ডদান বা গয়াশ্রাদ্ধাদিতেই বা প্রয়োজন কি? হে মুনিশ্রেষ্ঠ! যাহাকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রীহরির পূজা করা যায় তাহাকে নরক বাস হইতে উদ্ধার করিয়া পরমপদে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। অতএব সর্ব্বাগ্রে বিবিধ উপচারে শ্রীভগবানের অর্চ্চনা করিয়া পরে সেই প্রসাদান্ন নিবেদন করিয়া পিতৃদেবার্চ্চনা করা কর্ত্তব্য। কৃতী পূর্ব্বদিনে ক্ষৌরাদি- কর্ম্ম করিয়া হবিষ্যাশী হইয়া থাকিবেন। শ্রাদ্ধদিনে নিত্যক্রিয়া স্নান, তিলক ও আচমনাদি করিয়া নিজে সমর্থ হইলে যথোপচারে শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনা করিবেন। নিজে অশক্ত হইলে পুরোহিত করিবেন। পরে অন্ন-ব্যঞ্জনাদি পাক করিয়া শ্রীভগবানে নিবেদন করিবেন। কৃতি নিজে অর্চ্চন-পূজাদি করিতে সক্ষম না হইলে পুরোহিত পূজার পূর্ব্বে এইরূপ সঙ্কল্প করিবেন—"ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য

অমুক মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (পুরোহিত) অমুক গোত্রস্য নিত্যধাম প্রাপ্তস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ সপিণ্ডনোপকল্পিত শ্রাদ্ধ-বাসরে "সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধবাসরে" ইতি "সাম্বৎসারক শ্রাদ্ধস্থলে" অমুক গোত্রস্য অমুক দেবস্য সাভীষ্ট নিত্যধামে শ্রীভগবৎ সেবানন্দে অক্ষর তৃপ্তিকামঃ যথাশক্তি উপচারে শ্রীভগবৎ অর্চ্চনাদিঞ্চমহং যথাজ্ঞানং করিষ্যে।" এই শ্রাদ্ধসময়েও যথাবিহিত সঙ্কল্প করিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং বৈদিক সূক্তাদি পাঠও কর্ত্তব্য। এই সপিণ্ডন বা সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধে ষোড়শ দানের ব্যবস্থা নাই। কেবল ভোজ্যোৎসর্গ করিবার ব্যবস্থা আছে। ভোজ্যোৎসর্গ-প্রণালী যথা—ভোজ্যপাত্রে যামস্তু চিৎভাবে স্থাপন করিয়া দক্ষিণহস্তে কুশিতে জল লইয়া,—"ওঁ এতস্মৈ সোপকরণ আমান্ন ভোজ্যায় নমঃ". "এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ওঁ এতৎ সম্প্রদানায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় নমঃ," বলিয়া ৩ বার জলের ছিটা দিবেন। পরে দক্ষিণ হস্তে জল লইয়া—ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুক মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকাম অমুক গোত্রস্য অমুক দেবশর্ম্মণঃ পিতৃ গণং পরম প্রীতয়ে ইদং সোপকরণ আমান্ন ভোজ্যমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদেবতং যথানাম-গোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি। পরে দক্ষিণান্ত করিয়া আদ্যশ্রাদ্ধের পদ্ধতি অনুসারে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইবে। পরে নিম্নলিখিতভাবে দক্ষিণান্ত করিবেন। দক্ষিণা—রজতখণ্ড বা রজতমূল্য চিৎভাবে বাম হস্তে ধারণ করিয়া—"এতস্মৈ রজতায় বা রজতমূল্যায় নমঃ" বলিয়া প্রোক্ষণ করিবেন—"এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া অর্চ্চনা করিবেন। "এতৎ সম্প্রদানায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া প্রোক্ষণ করিবেন। পরে—ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুক মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রস্য পিতুঃ অমুক দেবস্য কৃতৈতৎ একোদ্দিষ্টবিধিক সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ কর্ম্মণঃ (সপিণ্ডনোপকল্পিত শ্রাদ্ধ কর্ম্মণঃ) প্রতিষ্ঠার্থং শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামঃ দক্ষিণামিদং রজতখণ্ডং (বা রজতমূল্যং) যথানাম-গোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদে।" প্রোক্ষণ দিয়া উৎসর্গ করিবেন এবং "এতয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্তু।" বলিয়া দক্ষিণায় কুশীর জল দিবেন ; পুরোহিত—"ওঁ অস্তু" বলিবেন। তারপর পিতৃপ্রণাম, ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন, অচ্ছিদ্রাবধারণ, বৈগুণ্য-সমাধান ও শ্রীভগবানে কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া অনুষ্ঠিত ক্রিয়া সমাপ্ত করিবেন।

পার্ব্বণশ্রদ্ধ-বিধি

পার্ব্বণশ্রাদ্ধে শ্রাদ্ধকর্ত্তা পূর্ব্বদিনে হবিষ্যান্ন ভোজন ও সংযম পালন করিবেন। পরে শ্রাদ্ধদিনে নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক উত্তরীয়সহ বস্ত্র পরিধান করিয়া পূর্ব্বমুখে আসনে বসিবেন। প্রথমতঃ দ্বাদশতিলক ধারণপূর্ব্বক আচমন-বিধি অনুসারে আচমন করিবেন,—"ওঁ বিষ্ণু" তিনবার বলিয়া তিনবার জলপান করিয়া দক্ষিণ হস্ত ধৌত করিয়া অঙ্গুলিসমূহের অগ্রভাগ-দ্বারা ওষ্ঠ স্পর্শ, অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনী দ্বারা নাসিকারন্ধ্রদ্বয় স্পর্শ, অঙ্গুষ্ঠ ও অনামিকা-দ্বারা চক্ষু ও কর্ণদ্বয় স্পর্শ, অঙ্গুষ্ঠ ও কনিষ্ঠা-দ্বারা নাভি স্পর্শ, করতল-দ্বারা হৃদয় স্পর্শ এবং সর্ব্বাঙ্গুলি-দ্বারা স্কন্ধদ্বয় ও মস্তক স্পর্শ করিয়া— "ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম।" এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথাবিধানে জলশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি ও উপচারাদি সজ্জিত করিয়া ঘৃত বা তিল-তৈলের প্রদীপ জ্বালাইয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ নারায়ণায় নমঃ।" এষঃ ধূপঃ ওঁ নারায়ণায় নমঃ, এষঃ দীপঃ ওঁ নারায়ণায় নমঃ, ইদং সোপকরণ নৈবেদ্যং ওঁ নারায়ণায় নমঃ" মন্ত্রে পূজা করিবেন। তারপর—

ওঁ কুরুক্ষেত্র গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি শ্রাদ্ধকালে ভবন্তিহ॥

পরে বামহস্ত উপুড় করিয়া ভোজ্যপাত্র ধরিয়া—"এতেভ্য সঘৃত বস্ত্রোপকরণ আমান্ন ভোজ্যেভ্যো নমঃ" ৩ বার বলিয়া দক্ষিণ হস্তদ্বারা কুশীর জল ও গন্ধপুষ্প প্রত্যেকবার দিবেন এবং—"এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্প দিয়া— "এতৎ সম্প্রদানায় সাত্ত্বত ব্রাহ্মণায় নমঃ" বলিয়া গন্ধপুষ্প দিবেন। পরে— "ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্তু ওঁ শ্রীবিষ্ণুঃ প্রীণাতু" বলিয়া—অঙ্গুষ্ঠ-পর্ব্বদ্বারা ভোজ্য স্পর্শ করিবেন। তারপর কোশার জলে হস্ত রাখিয়া,—"ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুক মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রাণাং পিতৃ-পিতামহ প্রপিতামহাণাং (পিতা জীবিত থাকিলে "পিতামহ- প্রপিতামহ-বৃদ্ধপ্রপিতামহাণাং" হইবে) অমুক—অমুক— অমুক—দেবশর্ম্মাণাং অমুক গোত্রাণাং মাতামহ-প্রমাতামহাবৃদ্ধ প্রমাতা মহানাং অমুক—অমুক—অমুক—দেবশর্ম্মাণাং শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামঃ এতানি সঘৃত-বস্ত্রোপকরণ আমান্ন ভোজ্যানি শ্রীবিষ্ণুদৈবতানি যথানাম-গোত্রায় সাত্ত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।" বলিয়া জলের প্রোক্ষণ করিয়া পরে দক্ষিণান্ত করিবেন। দক্ষিণা অথবা দক্ষিণা অনুকল্প হরিতকী ফল বামহস্তে ধরিয়া—"এতস্মৈ দক্ষিণানুকল্প

হরিতকী ফলায় নমঃ। এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এতৎ সম্প্রদানায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় নমঃ।" পরে কোশার জলে হস্ত রাখিয়া,—ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুক মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রাণাং পিতৃ-পিতামহ-প্রপিতামহানাং অমুক—অমুক—অমুক—দেবশর্ম্মণাং অমুক গোত্রাণাং মাতামহ-প্রমাতামহ-বৃদ্ধপ্রমাতামহানাং অমুক—অমুক—অমুক—দেবশর্ম্মাণাং শ্রীবিষ্ণু প্রীতিকামনয়া কৃতৈতৎ সঘৃত বস্ত্রোপকরণ আমান্ন ভোজ্যদান কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথানাম-গোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি।" বলিয়া জলের প্রোক্ষণ করিবেন। পরে কৃতি—"কৃতৈতৎ আমান্ন ভোজ্যদান কর্ম্মচ্ছিদ্রমস্তু।" পুরোহিত—"ওঁ অস্তু"।

তীর্থশ্রাদ্ধ

রক্ষসী বেলায় ও রাত্রিতে তীর্থস্থানে শ্রাদ্ধ নিষিদ্ধ। পার্ব্বণ-বিধিতে তীর্থ-শ্রাদ্ধ করা অসম্ভব হইলে কেবল দান করিবে বা ভোজ্যোৎসর্গ করিলেও চলিবে। তীর্থস্থান হইতে প্রত্যাগত হইয়া বাটীতে শ্রীভগবানের অর্চ্চনা ও ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে দান ও ভোজন করান কর্ত্তব্য। এবং আভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধবিধানে পিতৃদেবার্চ্চন, বসুধারা-সম্পাত ও আয়ুষ্য সূক্তজপাদি এবং শ্রীহরিনাম সঙ্কীর্ত্তনাদি করা সর্ব্বোপরি বিধেয়। যেহেতু—

"দান ব্রতং তপোযজ্ঞং শ্রাদ্ধঞ্চ পিতৃতর্পণং।
সকলং নিস্ফলং রাজন্ হরিসঙ্কীর্ত্তনং বিনা॥"

বাস্তুপুরুষ শ্রীঅনন্তদেবের পূজা

অনন্তর "বাস্তুপুরুষ" শ্রীঅনন্তদেবের পূজা করিবেন। "এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ বাস্তুপুরুষায় শ্রীঅনন্তদেবায়ঃ নমঃ" "এষঃ ধূপঃ ওঁ বাস্তুপুরুষায়ঃ শ্রীঅনন্তদেবায় নমঃ" "এষঃ দীপঃ ওঁ বাস্তুপুরুষায় শ্রীঅনন্তদেবায় নমঃ" বলিয়া শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ প্রদান করিবেন। পরে বাস্তুদেবকে প্রণাম করিবেন,—

"ওঁ সর্ব্বে বাস্তুময়া দেবাঃ সর্ব্বং বাস্তুময়ং জগৎ।
পৃথ্বীধরস্থং দেবেশ বাস্তুদেব নমোহস্তু তে॥"

তারপর যজ্ঞেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর পূজা করিবেন। "ওঁ তদ্বিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্"।

ওঁ অনাদি নিধনজ্ঞান নিত্যানন্দো জনার্দ্দনঃ।
ময়াত্র শ্রাদ্ধে কর্ত্তব্যে সান্নিধ্যং কুরু কেশব॥ ভো ভগবন্! অত্রশ্রাদ্ধে

অধিষ্ঠাতা ভব। বলিয়া—"ওঁ তৎ সৎ" এতে গন্ধপুষ্পে যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। এষঃ ধূপঃ, এষঃ দীপঃ, ইদং সোপকরণ নৈবেদ্যং ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ, এতৎ শ্রাদ্ধীয়াগ্রভাগ সঘৃতোপকরণ আমান্ন ভোজ্যং ওঁ যজ্ঞেশ্বরায় শ্রীবিষ্ণবে নমঃ।"— বলিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিবেন। নিজের ভূমিতে বা অস্বামিক ভূমিতে পার্ব্বণশ্রাদ্ধ করিলে ভূমি-মূল্য দিতে হয় না। অন্যের ভূমিতে শ্রাদ্ধ করিলে ভূমি-মূল্য দিয়া খরিদ করিয়া লইতে হইবে অথবা ভূমিমূল্যসরূপ একটি "ভোজ্য" প্রদান করিতে হইবে। যথা—"ইদং সঘৃত সোপকরণ আমান্ন ভোজ্যং ওঁ এতদ্ ভূস্বামি পিতৃভ্যঃ স্বধা" বলিয়া ভোজ্যোৎসর্গ করিবেন। পর্ব্বত, অরণ্য, নদীপ্রবাহের উভয়কূলে চারিহস্ত পরিমিত ভূমি, শ্রীক্ষেত্রধাম, নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র, দণ্ডকারণ্য গঙ্গাতীর ১৫০ হাত প্রস্থ তীরের উভয়পার্শ্বে দুইক্রোশ দৈর্ঘ্য পর্য্যন্ত ক্ষেত্র রাজা বা ভূস্বামীর অধীন থাকিলেও "অস্বামিক" বলিয়া গণ্য হয়। পিত্রাদিকে চিন্ময়দেহ শ্রীভগবৎ-পার্ষদ্‌রূপে অবস্থান করিতেছেন এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে। উপবীতী থাকিয়া দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিয়া উত্তরমুখে দৈবকার্য্য করিতে হইবে এবং বামজানু ভূমিতে পাতিয়া প্রাচীনাবীতী (দক্ষিণস্কন্ধে উপবীত ও উত্তরীয় ধারণ করিয়া) দক্ষিণাভিমুখে পিতৃকৃত্য করিতে হইবে। আবশ্যক মত ফিরিবার সময় স্থাপিত ব্রাহ্মণদিগকে ডানদিকে রাখিয়া ফিরিয়া কার্য্য করিতে হইবে। (ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন ব্রাহ্মণের অভাববশতঃ কুশময় ব্রাহ্মণ স্থাপনের বিধান মাত্র)। ৭টি বা ৫টি কুশ লইয়া আড়াই প্যাঁচ দিয়া ঊর্দ্ধদিকে অগ্রগুলি দিয়া "ওঁ উচ্চারণ করিয়া কুশ-ব্রাহ্মণ তৈয়ার করিতে হয়।

ব্রাহ্মণ স্থাপন

প্রথমতঃ শ্রাদ্ধকর্ত্তা দক্ষিণমুখে আসনে বসিবেন। দেবপক্ষের ব্রাহ্মণটিকে শ্রাদ্ধকর্ত্তার ডানদিকে (পশ্চিমদিকে) পূর্ব্বমুখে যবমিশ্রিত জলপাত্রে বসাইবেন। পিতৃপক্ষের দুইটি ব্রাহ্মণকে (একটি পিতৃপক্ষীয় অন্যটি মাতামহ পক্ষীয়) তিলোকদ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া দক্ষিণদিকে উত্তরমুখে দুইটি তিলোদক পাত্রে বসাইবেন। পরে—

ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা প্রভাস পুষ্করাণি চ।
তীর্থান্যেতানি পুণ্যান্তি শ্রাদ্ধকালে ভবন্তিহ॥

মন্ত্রে জলশুদ্ধি করিয়া কুশময় ব্রাহ্মণদ্বয়কে তাম্রকুণ্ডে রাখিয়া,—স্নান করাইবেন।

যথা— ওঁ সহস্র-শীর্ষা পুরুষং সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥

পরে যথাক্রমে অর্চ্চনা করিবেন। "এতৎ পাদ্যং ওঁ সাত্ত্বত ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ। এষঃ গন্ধ, এষঃ পুষ্পঃ, এষঃ ধূপঃ, এষঃ দীপঃ। এতানি ফল তাম্বুল সোপকরণ মহাপ্রসাদ নৈবেদ্যানি ওঁ সাত্ত্বত ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ—এইরূপে অর্চ্চনা করিয়া দৈব-ব্রাহ্মণকে দৈবপক্ষীয় আসনে বসাইবেন এবং পিতৃ-পক্ষীয় ব্রাহ্মণদ্বয়কে পিতৃপক্ষীয় আসনে উপবেশন করাইয়া শ্রাদ্ধের অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিবেন। প্রথমে দৈবপক্ষের ব্রাহ্মণে জল দিয়া—ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুক মাসি, অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রাণাং পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহানাং অমুক— অমুক— অমুক— দেবশর্ম্মণাং অমুক গোত্রাণাং মাতামহ-প্রমাতামহ-বৃদ্ধমাতামহানাং অমুক— অমুক— অমুক—দেবশর্ম্মাণাং শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ অমুক নিমিত্তক (তীর্থ প্রত্যাগমন, প্রায়শ্চিত্তান্তে শুদ্ধি নিমিত্তক ইত্যাদি) পার্ব্বণঃ বিধিক শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্যে—ওঁ পুরূরবো মাদ্রবসোর্বিশ্বেষাং দেবানাং পার্ব্বণশ্রাদ্ধং দর্ভময় ব্রাহ্মণে অহং করিষ্যে।" পুরোহিত বলিবেন,—"ওঁ কুরুষ্ব"। পরে দক্ষিণমুখে বসিয়া বাম হাঁটু ভূমিতে পাতিয়া (প্রাচীনাবীতী হইয়া) দক্ষিণ স্কন্ধে উপবীত ধারণ করিয়া পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণে কুশীদ্বারা জল দিয়া বলিবেন,—"ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুক মাসি, অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ, অমুক গোত্রাণাং পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহানাং অমুক—, অমুক— অমুক— দেবশর্ম্মাণাং শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ অমুক নিমিত্তক পার্ব্বণ-বিধিক শ্রাদ্ধং কুশময় ব্রাহ্মণে অহং করিষ্যে" পুরোহিত—"ওঁ কুরুষ্ব" পুনশ্চ মাতামহ পক্ষের ব্রাহ্মণে এক গণ্ডুষ জল দিয়া বলিবেন,—ওঁ বিষ্ণুরোম্ ইত্যাদি অমুক গোত্রাণাং মাতামহ-প্রমাতামহ-বৃদ্ধপ্রমাতামহানাং অমুক— অমুক— অমুক—দেবশর্ম্মাণাং শ্রীবিষ্ণু-প্রীতিকামঃ অমুক নিমিত্ত পার্ব্বণ-বিধিক শ্রাদ্ধং কুশময় ব্রাহ্মণে অহং করিষ্যে। পুরোহিত— "ওঁ কুরুষ্ব"। পরে "ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ"—এই গায়ত্রীমন্ত্র জপান্তে নিম্নমন্ত্র তিনবার পাঠ করিতে হইবে;—

ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ।
নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈঃ নিত্যমেব ভবন্তু নঃ॥

পরে—"ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্" মন্ত্রে বিষ্ণু স্মরণ করিয়া শ্রাদ্ধীয় প্রত্যেক দ্রব্যে তুলসীপত্রদ্বারা জলের অভ্যুক্ষণ

করিবেন। তৎপরে দৈবব্রাহ্মণের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি জলসহ পাত্র এবং পিতৃব্রাহ্মণদ্বয়ের বামপার্শ্বে ২টি জলসহ পাত্র স্থাপন করিয়া উত্তরাভিমুখে উপবীতী হইয়া জানু পাতিয়া কুশীতে ব্রাহ্মণের হস্তে জল দিয়া একটি কুশাসন বা ত্রিপত্র হস্তে লইয়া—"ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ পুরূরবো মাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবাঃ এতদ্বো দর্ভাসনং নমঃ।" বলিয়া দৈবব্রাহ্মণের পদতলে (দক্ষিণাপার্শ্বে) প্রদান করিবেন। অনন্তর দক্ষিণ মুখে প্রাচীনাবীতী হইয়া—বাম জানু পাতিয়া পিতৃব্রাহ্মণের হস্তে জল দিয়া একটি কুশাসন হস্তে লইয়া—"ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র পিতঃ অমুক দেবশর্ম্মণ্, পিতামহ অমুক দেবশর্ম্মণ্, প্রপিতামহ অমুক দেবশর্ম্মণ্ এতত্তে দর্ভাসনং ওঁ যে চাত্রত্ব মনু তস্মৈ তে স্বধা।" বলিয়া আসনটি পিতৃ ব্রাহ্মণের বাম পার্শ্বে প্রদান করিবেন। পরে মাতামহ পক্ষের ব্রাহ্মণের হস্তে জল দিয়া—একটি কুশাসন লইয়া—"ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ অমুক গোত্র মাতামহ অমুক দেবশর্ম্মণ্, বৃদ্ধ প্রমাতামহ অমুক দেবশর্ম্মণ্, বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুক দেবশর্ম্মণ্ এতত্তে দর্ভাসনং ওঁ যে চাত্র ত্ব মনু যাশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা" বলিয়া মাতামহ-পক্ষীয় ব্রাহ্মণের বামপার্শ্বে রাখিবেন। অনন্তর উত্তর মুখে বসিয়া উপবীতী হইয়া দক্ষিণ জানু পাতিয়া হস্তে যব লইয়া আবাহন করিবেন—"ওঁ ভাগবতান্ বিশ্বান দেবান্ অবাহয়িষ্যে।" পুরোহিত—"ওঁ আবাহয়"। কৃতি—ওঁ বিশ্বেদেবাস আগত শৃণুতাম্ ইমং ইবং ইদং বর্হির্নিষীদত।" বলিয়া যবগুলি দৈবব্রাহ্মণে ছড়াইয়া দিবেন। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবেন, —"ওঁ বিশ্বদেবাঃ শৃণুতেমং হবং মে যে অন্তরীক্ষে য উপদ্যবিষ্ঠ। যে অগ্নি জিহ্বা উত বা যজত্রা আসদ্যাস্মিন্ বর্হিষ মাদয়ধ্বম্।" "ওঁ ঔষধয়ঃ সমবদন্তঃ সোমেন সহ রাজ্ঞা যস্মৈ কৃণোতি ব্রাহ্মণ স্ত্বং রাজন্ পারয়ামসি।" পরে দক্ষিণ মুখে বাম জানু পাতিয়া প্রাচীনাবীতী হইয়া হস্তে তিল লইয়া—ওঁ অচ্যুত গোত্রান্ পিতৃণ দেবান্ আবাহয়িষ্যে। পুরোহিত—"ওঁ অবাহয়"। কৃতি— ওঁ এতপিতরঃ সৌম্যাসো গম্ভীরেভিঃ পথিভিঃ পূর্ব্বিণেভির্দ্দত্তাস্মত্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রৈষ্ণ নঃ সর্ব্ববীরং নিযচ্ছত। ওঁ উশন্ত স্থানিধিমহ্য শন্ত সমিধীমহি। উশন্নুশত আবহ পিতৃণ্ হবিষে অর্ত্তবে। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া—"ওঁ আয়ান্তু নঃ পিতরঃ স্যৌম্যাসোঽগ্নিষাত্তাঃ পথিভিঃ দৈবযানৈঃ। অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধি ব্রুবন্তু তে অবন্ত্বস্মান্।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া—ওঁ অপহতা সুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ। বলিয়া পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণদ্বয়ে তিল ছড়াইয়া দিবেন। অতঃপর অর্ঘ্যদান। যথা,—প্রথমে দৈবব্রাহ্মণের সম্মুখে জলরেখা দিয়া দক্ষিণাগ্র কুশের উপর অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন করিবেন।

অর্ঘ্যদান

পিতৃপক্ষের ব্রাহ্মণের সম্মুখে জলরেখা দিয়া দক্ষিণাগ্র কুশের উপর ২টি অর্ঘ্যপাত্র স্থাপন করিবেন। পরে ২টি কুশ লইয়া তাহাকে অন্য কুশদ্বারা বেষ্টন করিয়া পবিত্রভাবে—"ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণব্যৌ" মন্ত্রে নখভিন্ন অন্য উপায়ে প্রাদেশ পরিমাণে কর্ত্তন করিবেন এবং "ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পুতে স্থঃ" মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিয়া ৩টি অর্ঘ্যপাত্রে রাখিবেন। পরে—"ওঁ শং নো দেবীরভিষ্টয়ে শং নো ভবন্তু পীতয়ে শং বো রভিস্রবন্তু নঃ"। এই মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রত্যেক অর্ঘ্যপাত্রে জল দিবেন। পরে যব লইয়া—"ওঁ যবোঽসি যবয়াস্মদ্ দ্বেষো যবয়ারাতীঃ। দিবে ত্বা অন্তরীক্ষায় ত্বা অন্তরীক্ষায় ত্বা পৃথিব্যো ত্বা শুদ্ধন্তাঃ লোকাঃ পিতৃসদনোঃ পিতৃসদনমসি।" মন্ত্র পাঠ করিয়া দৈবব্রাহ্মণের অর্ঘ্যপাত্রে যব দিবেন। পরে তিল লইয়া—"ওঁ তিলোঽসি সোমদেবত্যো পোষব দেবনির্ম্মিতঃ প্রত্নমদ্ভিঃ পৃক্তঃ স্বধয়া পিতৃন্ লোকান্ প্রীণাহিনঃ স্বাহা।" এই মন্ত্র পাঠান্তে পিতৃপক্ষীয় ব্রাহ্মণদ্বয়ের অর্ঘ্যপাত্রে প্রদান করিবেন। পরে অমন্ত্রক হইয়া গন্ধপুষ্প অর্ঘ্যপাত্র দিয়া একগাছি কুশ লইয়া অর্ঘ্যপাত্রে আচ্ছাদনপূর্ব্বক "ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘ্যপাত্রমস্তু বলিবেন। পুরোহিত—"ওঁ অস্তু" বলিবেন। পরে সেই আচ্ছাদন-কুশ ফেলিয়া দিয়া উত্তরমুখে উপবীতী হইয়া অর্ঘ্যপাত্রস্থ সমগ্র কুশ লইয়া "ওঁ পবিত্রং নমঃ" বলিয়া দৈবব্রাহ্মণে দিবেন। ভিন্ন পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ জল লইয়া—"ওঁ জলান্তরং নমঃ" বলিয়া জল দিবেন। অন্য পুষ্প লইয়া 'ওঁ পুষ্পান্তরং নমঃ' বলিয়া পুষ্প দিয়া অর্ঘ্যপাত্র হইতে একটি পুষ্প লইয়া—"ওঁ দিব্যঃ সর্ব্ব পাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া পূজা করিয়া অর্ঘ্যপাত্রটি বাম করতলে রাখিয়া দক্ষিণ করতল-দ্বারা ঢাকিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন—"ওঁ যা দিব্যা আপঃ পয়সা সংবভূবঃ। যা অন্তরীক্ষা উত পার্থিবীর্য্যা হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞীয়া স্তা নঃ আপঃ শিবাঃ সংশ্যোনা ভবন্তু।" এইমন্ত্র পাঠ করিয়া অর্ঘ্যপাত্র ভূমিতে রাখিয়া বাম হস্তদ্বারা দক্ষিণ বাহমূল স্পর্শ করিয়া—"ওঁ পুরূরবো মদ্রবসৌ বিশ্বেদেবা এতদ্ বঃ অর্ঘ্যং নমঃ" বলিয়া দৈবব্রাহ্মণে অর্ঘ্য প্রদান করিবেন। পরে প্রদক্ষিণক্রমে দক্ষিণমুখে বসিয়া বাম জানু ভূমিতে পাতিয়া প্রাচীনাবীতা হইয়া পিতৃ-ব্রাহ্মণের অর্ঘ্যপাত্রে একটি কুশাচ্ছাদনপূর্ব্বক—"ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘ্যপাত্রমস্তু" বলিবেন। পুরোহিত—"ওঁ অস্তু" বলিবেন। পরে আচ্ছাদন কুশ ফেলিয়া দিয়া, অর্ঘ্যপাত্রস্থিত সমগ্র কুশ লইয়া—"ওঁ পবিত্রং নমঃ" বলিয়া পিতৃ-ব্রাহ্মণদ্বয়ে দিবেন। পরে

অন্যপাত্র হইতে কিঞ্চিৎ জল লইয়া—"ওঁ জলান্তরং নমঃ" অন্য পুষ্প লইয়া—"ওঁ পুষ্পান্তরং নমঃ" বলিয়া পুষ্প দিয়া অর্ঘ্যপাত্র হইতে একটি পুষ্প লইয়া—"ওঁ দিব্যঃ সর্ব্ব পাত্রেভ্যো নমঃ" বলিয়া পূজা করিয়া অর্ঘ্যপাত্রটি বামহস্তের করতলে রাখিয়া দক্ষিণ করতল-দ্বারা ঢাকিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন—"ওঁ যা দিব্য আপঃ পয়সা সংবভূবঃ। যা অন্তরীক্ষা উত পার্থিবীর্য্যা হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞীয়া স্তা ন আপঃ শিবাঃ সংশ্যোনা ভবন্তু" এই মন্ত্র পাঠ করিবেন এবং ওঁ অমুক গোত্র পিতঃ অমুক দেবশর্ম্মন্ পিতামহ অমুক দেবশর্ম্মণ্ প্রপিতামহ অমুক দেবশর্ম্মণ্ এতত্তেঽর্ঘ্যঃ ওঁ যেচাত্র ত্বামথাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা" বলিয়া পিতৃ-ব্রাহ্মণে অর্ঘ্যদান করিয়া অবশিষ্ট জলসহ পাত্রটি যথাস্থানে রাখিবেন। এইরূপ বিধানে মাতামহপক্ষের ব্রাহ্মণেও অর্ঘ্যদান করিতে হইবে। মন্ত্রাদি পিতৃপক্ষীয় অর্ঘ্যদানের ন্যায় কেবল নাম ও গোত্র উল্লেখ পৃথক্ মাত্র। প্রত্যেক অর্ঘ্যদানের পরই জল স্পর্শ করিতে হইবে।

গন্ধাদি পঞ্চক দান

উপবীতী হইয়া উত্তরমুখে বসিয়া দক্ষিণ জানু পাতিয়া দৈবব্রাহ্মণের সম্মুখে একটি তাম্রপাত্র অথবা কদলী-ডুঙ্গার পাত্রে বস্ত্র, তুলসী, চন্দন, পুষ্প, ধূপ ও দীপ সাজাইয়া আচ্ছাদনপূর্ব্বক—"ওঁ এতেভ্যো গন্ধাদি পঞ্চকেভ্যো নমঃ" বলিয়া জলের দ্বারা প্রোক্ষণ করিয়া একটি ত্রিপত্র লইয়া কোশার জলে ধরিয়া—"ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ পুরূরবো মাদ্রবসৌ বিশ্বেদেবাঃ এতানি গন্ধপুষ্প-ধূপ-দীপ-বাসাংসি বো নমঃ।" বলিয়া নিবেদন করিবেন। সচন্দন তুলসীপত্র লইয়া—"এষঃ যো গন্ধ' বলিয়া দৈব ব্রাহ্মণে দিবেন, পুষ্প লইয়া—"এতদ্ বঃ পুষ্পং" বলিয়া পুষ্প দিবেন, 'এষ বো ধূপঃ, এষঃ বো দীপঃ এতদ্ বঃ আচ্চাদনং' বলিয়া বস্ত্রখানি দৈবব্রাহ্মণে দিবেন। পরে প্রাচীনাবীতী লইয়া দক্ষিণামুখে বাম জানু পাতিয়া—"অমুক গোত্র পিতঃ অমুক— অমুক গোত্র পিতামহ অমুক, অমুক গোত্র প্রপিতামহ অমুক—এতানি তে গন্ধপুষ্প ধূপাচ্ছাদনানি ওঁ যে চাত্র ত্বামনুয়াশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা" বলিয়া উৎসর্গ করিয়া "এষঃ তে গন্ধঃ, এতত্তে পুষ্পং, বলিয়া পিতৃ-ব্রাহ্মণে অর্পণ করিবেন, 'এষঃ তে ধূপঃ এষঃ তে দীপ, বলিয়া সম্মুখে রাখিবেন', "এতত্তে আচ্ছাদনং" বলিয়া বস্ত্র পিতৃ-ব্রাহ্মণে দিবেন। এই প্রণালীতে মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহের নাম-গোত্র উল্লেখ করিয়া গন্ধাদি-পঞ্চক মাতামহপক্ষীয় ব্রাহ্মণে প্রদান করিতে হইবে। গন্ধাদি পঞ্চকের মধ্যে কোন দ্রব্যের

অভাব স্থলে "যব" প্রযোজ্য। পরে করজোড়ে বলিবেন,—"ওঁ গন্ধাদিদান-মচ্ছিদ্রমস্তু"। পুরোহিত—"ওঁ অস্তু"। তৎপরে ব্রাহ্মণত্রয়ের সম্মুখস্থান পরিষ্কার করিয়া জলদ্বারা চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া ৩টি পাত্রে মহাপ্রসাদান্ন সাজাইয়া ৩টি ব্রাহ্মণের সম্মুখে উত্তরমণ্ডলের উপর রাখিবেন। দৈব-ব্রাহ্মণ পাত্রে ২ ভাগে এবং পিতৃ-পিতামহ ও মাতামহ-পক্ষে ৩ ভাগে সাজাইবেন। পরে করজোড়ে বলিবেন—"ওঁ অগ্নৌকরণমহং করিষ্যামি"। পুরোহিত—"ওঁ কুরুষ্ব" বলিবেন। সম্মুখে কলার ডোঙ্গা বা তাম্রপাত্রে জল রাখিয়া কিঞ্চিৎ প্রাসাদান্ন লইয়া—'ওঁ অগ্নেয় কব্যবাহনায় স্বাহা' বলিয়া ঐ জলে দিবেন, পুনশ্চ 'ওঁ সোমায় পিতৃমতে স্বাহা'—বলিয়া ঐ জলে দিবেন, পুনরায় অমন্ত্রক ৩ বার আহুতি দিবেন। অনন্তর অন্নপাত্রে দুই হস্ত উপুড়ভাবে রাখিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথ,—"ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং দ্যৌঃ পিধানং শ্রীভগবতস্য ব্রাহ্মণস্য মুখে অমৃতেঽমৃতং জুহোমি স্বাহা।" ৩টি পাত্র স্পর্শ করিয়াই ৩ বার এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। পরে দৈব-পাত্রটি ধরিয়া—"ওঁ বিষ্ণো হব্যমিদং রক্ষস্ব" বলিয়া জল দিবেন।

মধুমন্ত্র

পিতামহ ও মাতামহ পক্ষের অন্নপাত্র ধরিয়া—"ওঁ কব্যমিদং রক্ষস্ব" বলিয়া জল দিয়া পাঠ করিবেন। "ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং। সমূঢমস্য পাংসুরে।" তৎপরে দৈবব্রাহ্মণের অন্নপাত্রে অমন্ত্রক যব ছড়াইয়া—"ওঁ অপহতা-সুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ" বলিয়া পরে—পিতৃ-মাতামহ অন্নপাত্রে তিল ছড়াইয়া দিবেন। তারপর অন্নে মধু দিয়া গায়ত্রী পাট করিবেন—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। পরে মধুমন্ত্র পাট করিবেন। যথা—ওঁ মধুর্বাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তু সিন্ধবঃ। ওং মাধ্বী নঃ সন্তোষধীঃ মধুনক্তযুত বসো। মধুমৎ পার্থিবং রজঃ। ওঁ মধু দৌরস্তু নঃ পিতা। মধুমান্নো বনস্পতি মধুমাংস্তু সূর্য্যঃ। মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। ওঁ মধুঃ ওঁ মধুঃ ওঁ মধুঃ।। পরে উত্তর মুখে বসিয়া দক্ষিণ জানু পাতিয়া বামহস্ত উপুড় করিয়া দৈব-অন্নপাত্র ধরিয়া কিঞ্চিৎ জল দিয়া—'ওঁ পুরূরবো মাদ্রবসৌ বিশ্বদেবা এতদ্বো মহাপ্রসাদান্নং সোপকরণং সযবোদকং নমঃ। ইদং প্রসাদান্নং ইমাঃ আপঃ ইদং হবিঃ এতানি উপকরণানি যথা সুখং বাগ্‌যতৌ স্বদেতাম্।' পরে দক্ষিণমুখে বাম জানু পাতিয়া— বামহস্ত চিৎ করিয়া পিতৃব্রাহ্মণে এক গণ্ডুষ জল দিয়া অন্নপাত্রে প্রোক্ষণ দিয়া— "ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢমস্য পাংসুরে।"

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া— "ওঁ অমুক গোত্র পিতঃ অমুক দেব, পিতামহ অমুক দেব, প্রপিতামহ অমুক দেব এতত্তে মহাপ্রসাদান্নং সোপকরণং। ওঁ যে চাত্র ত্বামনুযাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা।" এই বলিয়া উৎসর্গ করিয়া—"ইদং মহাপ্রসাদান্নং ইমাঃ আপঃ ইদং হবিঃ এতানি সোপকরণানি যথা সুখং বাগযতাঃ স্বদন্ত।" "ওঁ বিষ্ণুঃ অমুক গোত্র, মাতামহ অমুক দেব, প্রমাতামহ অমুক দেব, বৃদ্ধপ্রমাতামহ অমুক দেব, এতত্তে মহাপ্রসাদান্নং সোপকরণং; "ওঁ যে চাত্র ত্বমানুযাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা।" ইদং মহাপ্রসাদান্নং ইমাঃ আপঃ ইদং হবিঃ এতানি উপকরণানি যথাসুখং বাগযতাঃ স্বদন্ত।" বলিয়া ব্যাহৃতিযুক্ত গায়ত্রী পাঠ করিয়া মধুমন্ত্র পাঠান্তে কৃতাঞ্জলি হইয়া—

ওঁ ভক্তিহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
তৎ সর্ব্বমচ্ছিদ্রমস্তু শ্রীহরের্নাম কীর্ত্তনাৎ॥

ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্য সমস্ত কব্য ভোক্তাব্যয়ন্তত্মা হরিরীশ্বরোঁহত্র। তৎসন্নিধানাদপযান্তু সদ্যো রক্ষাংস্যশেষাম্যসুরাশ্চ সর্ব্বে॥ ওঁ তদ্বিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরণ মামনুস্মরণ। যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্॥ অতঃপর দৈবপক্ষ ও পিতৃপক্ষের মধ্যস্থলে কুশাস্তৃর্ণ করিয়া তদুপরি সতিল মহাপ্রসাদান্ন ছড়াইয়া দিয় এই মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে—

ওঁ অগ্নিদগ্ধাশ্চ যে জীবাঃ যেঽপ্যদগ্ধাঃ কুলে মম।
ভূমৌ দত্তেন তৃপ্যন্তু তৃপ্তা যান্তু পরাং গতিম্॥
ওঁ যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুর্নৈবান্ন সিদ্ধির্ন তথান্নমস্তি।
তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ প্রয়ান্তু লোকায় সুখায় তদ্বৎ॥

এইরূপে অগ্নিদগ্ধার পিণ্ডদান শেষ করিয়া হস্ত প্রক্ষালনপূর্ব্বক—"ওঁ বিষ্ণুঃ" মন্ত্রে আচমন করিয়া সপ্রণবব্যাহৃতিযুক্ত গায়ত্রী পাঠ ও "মধুর্বাতা" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া পরে কৃতি বলিবেন,—"ওঁ শেষমন্নমপ্যস্তিক দেয়ং।" পুরোহিত—ওঁ ইষ্টেভ্যো দীয়তাং। কৃতি—"ওঁ পিণ্ডদানমহং করিষ্যে।" পুরোহিত—"ওঁ কুরুষ্ব"। অনন্তর পিতৃ ও মাতামহের পক্ষের ব্রাহ্মণের সম্মুখে নৈর্ঋত কোণ ইতে নামাবর্ত্তক্রমে চতুষ্কোণ মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া দুইগাছি কুশ বামহস্ত হইতে দক্ষিণ হস্তে লইয়া, —"ওঁ অপহতা সুরা রক্ষাংসি বেদিষদঃ। ওঁ নিহন্মি সর্ব্বং যদমেধ্যবদ্ভবেৎ হতাশ্চ সর্ব্বেঽসুরা দানবা ময়া। রক্ষাংসি যক্ষাঃ সপিশাচ সঙ্ঘা। হতা ময়া যাতুধানশ্চ

সর্ব্বে॥"এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পূর্ব্বোক্ত মণ্ডল মধ্যে দুইটি দক্ষিণাগ্র রেখা অঙ্কিত করিয়া কুশপত্রদ্বয় উত্তরদিকে ফেলিয়া দিয়া ঐ রেখার উপর কুশাস্তীর্ণ করিয়া নিম্নমন্ত্র ৩ বার পাঠ করিবেন—

"ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগীভ্য এব চ।
নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্তিতি॥"

পরে—"ওঁ এত পিতরঃ সোম্যাসো গম্ভীরেভিঃ পথিভি পূর্ব্বিনেতি দত্তাস্মভ্যং দ্রবিণেহ ভদ্রং রৈষ্ণ ন সর্ব্ববীরং নিযচ্ছত।" এই মন্ত্র পাঠান্তে আস্তীর্ণ কুশের উপর তিল ছড়াইয়া এবং সতিল পুষ্প লইয়া—"ওঁ বিষ্ণুঃ অমুক গোত্র পিতঃ অমুক দেব অবনেনিক্ষ্ব। ওঁ যে চাত্র ত্বামনুযাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা।" পরে মহাপ্রসাদান্নদ্বারা ৬টি পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া ঘৃত, মধু, তিল, ও তুলসীপত্রসহ একটি পিণ্ড হস্তে লইয়া—"ওঁ মধুর্বাতা ঋতায়তে" ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া 'ওঁ অক্ষন্নমী মদন্ত হ্যবপ্রিয়া অধূষত। অস্তোষত স্বভানবো বিপ্রানবিষ্ঠয়া মতী যোজাহিন্দ্রতে হরি। ওঁ অমুক গোত্র পিতঃ অমুক এষ তে পিণ্ডঃ ওঁ যে চাত্র ত্বামনুযাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা।" বলিয়া পিতৃ-পক্ষের আস্তৃত কুশের মূলে দিবেন। আর একটি পিণ্ড লইয়া ওঁ মধুর্বাতা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া "ওঁ অমুক গোত্র পিতামহ অমুক এষ তে পিণ্ডঃ ওঁ যে চাত্র ত্বামনুযাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা" বলিয়া সেই আস্তৃত কুশের মধ্যে দিবেন। পরে পূর্ব্বানুরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া আর একটি পিণ্ড প্রপিতামহের নামোল্লেখ করিয়া অস্তৃর্ণ কুশের অগ্রে প্রদান করিবেন। এইরূপে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধমাতামহের নামেও পিণ্ড দান করিবেন। প্রত্যেক পিণ্ডদানের পর হস্ত প্রক্ষালন করিয়া লইবেন। পরে পিণ্ডের অবশিষ্টাংশ পিণ্ডের উপর দিয়া বেং হস্তে যাহা সংলগ্ন থাকিবে তাহাও কুশমূলদ্বারা চাঁছিয়া—"ওঁ লেপভূজঃ পিতরঃ প্রীয়তাং" বলিয়া পিণ্ডের উপর দিবেন। তৎপর হস্তদ্বয় প্রক্ষালন করিয়া শ্রীবিষ্ণু স্মরণপূর্ব্বক আচমন করিয়া কুশীতে জল লইয়া—'ওঁ অমুক গোত্র পিতঃ অমুক অবনেনিক্ষ্ব; ওঁ যে চাত্র ত্বামনুযাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা' বলিয়া পিতৃপিণ্ডে ঐ জল দিবেন। এইরূপ ক্রমানুসারে মন্ত্রপাঠ করিয়া—পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহের পিণ্ডে জল দিবেন। পরে "অত্র পিতরো মাদয়ধ্বং" "ওঁ যথাভাগমাবৃষায়ধ্বং" পাঠ করিয়া উত্তরাভিমুখী হইয়া শ্বাসরোধ করিযা ধ্যানস্থ হইয়া পিতৃপুরুষগণ চিন্ময় মূর্ত্তিতে উপস্থিত হইয়া সেই পিণ্ড গ্রহণ করিলেন। এইরূপ চিন্তা করিবেন এবং "ওঁ অমীমদন্তঃ পিতরো

যথাভাগমাবৃষয়াধ্বং" এই মন্ত্র জপ করিয়া শ্বাস পরিত্যাগ করিবেন। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া—"ওঁ নমো বঃ পিতরঃ পিতরো নমো বঃ।" "ওঁ গৃহান্নঃ পিতরো দত্ত। ওঁ সদো বঃ পিতরো দেশ্ম'। মন্ত্রত্রয় পাঠ করিয়া নূতন বস্ত্র অভাবে বস্ত্রের সূতা লইয়া—'ওঁ এতদ্বঃ পিতরো বাসঃ' বলিয়া জলের প্রোক্ষণ করিবেন। পরে "ওঁ অমুক গোত্র পিতঃ অমুক এতত্তে বাসঃ ওঁ যে চাত্র ত্বামনুষাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে স্বধা।" বলিয়া বামহস্তযুক্ত দক্ষিণহস্তে লইয়া পিতৃপিণ্ডে দিবেন। এই ক্রমে উক্তরূপ মন্ত্র পাঠ করিয়া নাম ও গোত্র উল্লেখপূর্ব্বক, পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহের পিণ্ডে বস্ত্র দান করিবেন। প্রত্যেকবারই জলস্পর্শ করিতে হইবে। পরে পিণ্ডের উপর অমন্ত্রক গন্ধপুষ্প দিয়া "ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্তু।" বলিয়া পিণ্ডস্থানে জল দিবেন। পুরোহিত—"ওঁ অস্তু" বলিবেন। প্রত্যেক পিণ্ডেই প্রোক্ষণ করিয়া "ওঁ শিবাঃ আপঃ সন্তু" বলিয়া—দৈবব্রাহ্মণে একবার জল দিবেন এবং পিতৃ-ব্রাহ্মণে ৩ বার জল দিবেন। পুরোহিত—'ওঁ অস্তু' বলিবেন। কৃতি—"ওঁ সৌমনস্যমস্তু" বলিয়া দৈবব্রাহ্মণে ১বার এবং পিতৃ-ব্রাহ্মণে ৩বার পুষ্প দিবেন। পুরোহিত—"ওঁ অস্তু" বলিবেন। পরে কৃতি—দুর্ব্বা ও আতপ চাউল লইয়া—"ওঁ অক্ষতঞ্চারিষ্টঞ্চাস্তু" বলিয়া দৈবব্রাহ্মণে ১ বার পিতৃ-ব্রাহ্মণে ৩ বার দিবেন। পুরোহিত—"ওঁ অস্তু" প্রত্যেকবার বলিবেন। পরে—তিল, ঘৃত ও মধুযুক্ত জল কুশীতে লইয়া—ওঁ বিষ্ণুঃ, তৎসদদ্য অমুক মাসি, অমুক পক্ষে, অমুক তিথৌ, অমুক গোত্রস্য পিতুঃ অমুক দেবস্য কৃতেঽস্মিন্ পার্ব্বণ-বিধিক শ্রাদ্ধে দত্তমিদমন্নপানাদিকং অক্ষয্যং অস্তু" বলিয়া সেই জল পিতৃ-ব্রাহ্মণে দিবেন। পুরোহিত বলিবেন,—"ওঁ অস্তু"। এইভাবে নাম ও গোত্র উল্লেখ করিয়া যথাক্রমে পিতামহ, প্রপিতামহ, মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহের পিণ্ডের উপর অক্ষয্য দান করিবেন। পুরোহিত প্রত্যেকবারই—"ওঁ অস্তু" বলিবেন। তারপর কৃতাঞ্জলি হইয়া—"ওঁ অঘোরাঃ পিতরঃ সন্তু"। পুরোহিত—"ওঁ সন্তু"। শ্রাদ্ধকর্ত্তা—"ওঁ গোত্রং নো বর্দ্ধতাম্"। পুরোহিত—"ওঁ বর্দ্ধতাম্"। শ্রাদ্ধকর্ত্তা—"ওঁ স্বধাং বাচয়িষ্যে"। পুরোহিত—"ওঁ বাচয়"। পিতৃ-ব্রাহ্মণের অর্ঘ্যের কুশ লইয়া—"ওঁ পিতৃভ্যঃ স্বধোচ্যতাং" পুরোহিত—'ওঁ অস্তু স্বধা'। এইরূপেই ক্রমে—ওঁ পিতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং ওঁ মাতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং, ওঁ প্রমাতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং, ওঁ বৃদ্ধপ্রমাতামহেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং" বলিলে পুরোহিত প্রত্যেকবারই—"ওঁ অস্তু স্বধা" বলিবেন। পুনশ্চ কুশীতে জল লইয়া—ওঁ ঊর্দ্ধং বহন্তীরমৃতং ঘৃতং পয়ঃ কীলানং পরিশ্রুতং স্বধাস্থ তর্পয়ত মে পিতৄন্" বলিয়া পিণ্ডের উপর জলধারা

দিবেন। অতঃপর দক্ষিণান্ত করিবেন। প্রথমে পিতৃপক্ষে দক্ষিণা—রজতখণ্ড বামহস্তে ধরিয়া দক্ষিণহস্তে কুশীতে জল লইয়া—"এতস্মৈ রজতখণ্ডায় নমঃ" বলিয়া প্রোক্ষণ করিবেন। গন্ধপুষ্প লইয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে, এতদধিপতয়ে ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ" বলিয়া বিষ্ণুতে অর্পণ করিয়া—'ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্তু অনেন বিষ্ণুঃ প্রীণাতু' বলিয়া প্রোক্ষণ করিবেন, পরে কোশার জলে দক্ষিণহস্ত রাখিয়া—ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুক মাসি, অমুক পক্ষে, অমুক তিথৌ, অমুক গোত্রস্য পিতুঃ অমুক দেবস্য, অমুক গোত্রস্য পিতামহ অমুক দেবস্য, অমুক গোত্রস্য প্রপিতামহ অমুক দেবস্য কৃতৈতৎ পার্ব্বণবিধিক শ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থ দক্ষিণামিদং রজতখণ্ডং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথানামগোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদে" বলিয়া প্রোক্ষণ করিবেন এবং 'অনয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্তু।' পুরোহিত—'ওঁ অস্তু' বলিবেন। এইরূপভাবে—মাতামহপক্ষেও দক্ষিণান্ত করিবেন। পরে দৈবপক্ষে ব্রাহ্মণের দক্ষিণান্ত করিবেন। প্রথমে "এতস্মৈ দক্ষিণাঃ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ, এতে গন্ধপুষ্পে এতদধিপতয়ে" "ওঁ শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। ওঁ সুপ্রোক্ষিতমস্তু বিষ্ণুঃ প্রীণাতু"। বলিয়া কোশার জলে দক্ষিণহস্ত রাখিয়া—ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্য অমুক মাসি, অমুক পক্ষে, অমুক তিথৌ, পুরূরবোমাদ্রবসৌ বিশ্বেষাং দেবানাং কৃতৈতৎ পার্ব্বণবিধিক শ্রাদ্ধকর্ম্মণঃ প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথা—নাম-গোত্রায় সাত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদে। অনয়া দক্ষিণয়া শ্রাদ্ধমিদং সদক্ষিণমস্তু।" পুরোহিত—"ওঁ অস্তু"। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া—'ওঁ বিশ্বেদেবাঃ প্রীয়ন্তাং' বলিবেন। পুরোহিত—"ওঁ প্রীয়ন্তাং" বলিবেন। পুনঃ—ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবস্থিতি॥ মন্ত্রটি ৩ বার পাঠ করিবেন। পরে দক্ষিণমুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া পিতৃপুরুষের নিকট বর প্রার্থনা করিবেন। "ওঁ আশিষো মে দীয়ন্তাং" পুরোহিত—"আশিষঃ প্রতিগৃহ্যন্তাং"। পরে শ্রাদ্ধকর্ত্তা পিতৃব্রাহ্মণের আসন হইতে একটি পুষ্প লইয়া—

ওঁ দাতারো নোঽভিবর্দ্ধন্তাং দেবা সন্ততিরেব চ।
শ্রদ্ধা চ নো মাব্যগমদ্ বহুদেয়ঞ্চ নোঽস্ত্বিতি॥
অন্নঞ্চ নো বহুভবেদতিথীংশ্চ লভে মহি।
যাচিতারশ্চ নঃ সন্তু মা চ যাচি স্ম কাঞ্চন॥
ভক্তিং প্রবর্দ্ধতাং নিত্যং মতিরস্তু জনার্দ্দনে।
যেভ্যঃ সঙ্কল্পিতা দ্বিজা স্তেষামক্ষয়া তৃপ্তিরস্তু।
এতাঃ সত্যাশিষঃ সন্তু পিতৃবর প্রসাদোঽস্তু॥

অনন্তর পুরোহিত বলিবেন—"ওঁ সন্ত'। কৃতি—ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগিভ্য এব চ। নমঃ স্বধায়ৈ স্বহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্তিতি।" পরে নিম্নলিখিত মন্ত্র ৩ বার পাঠ করিয়া ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিবেন। মন্ত্র যথা—ওঁ বাজে বাজেহবন্ত বাজিনো নো ধনেষু বিপ্রা অমৃতা ঋতজ্ঞা অস্য মধ্বঃ পিবত মাদয়ধ্বং তৃপ্তা যাতপথিভিদেবযানৈঃ। অগ্রে পিতৃপক্ষ, মাতামহপক্ষ ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিয়া পরে দৈবব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিবেন এবং "ওঁ আ মা বাজস্য প্রসবো জগম্যাদিমে দ্যাবা পৃথিবী বিশ্বরূপে আমাগন্তুং পিতরা মাতরা যবমা মা সোমোহমৃতত্বায় গম্যাৎ।" এই মন্ত্র পাঠ করিয়া দক্ষিণাবর্ত্তক্রমে জলধারা-দ্বারা ব্রাহ্মণ বেষ্টন করিয়া প্রণাম করিবেন। পরে গন্ধপুষ্প লইয়া—"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ আপঃ নারায়ণায় নমঃ" বলিয়া জলে গন্ধপুষ্প দিয়া—ওঁ যেষাং শ্রাদ্ধং কৃতমিদং তেষামক্ষায়ৈ তৃপ্তয়ে ত্বয়ি জলে পাত্রীয়ান্নাদিকং সমর্পিতং" বলিয়া পিতৃপাত্র ও দৈবপাত্র হইতে একমুষ্টি অন্ন লইয়া জলে দিবেন। পরে পিণ্ড ও অন্ন কোন পিণ্ডান্নভোজী ব্রাহ্মণকে দিবেন অথবা জলে নিক্ষেপ করিবেন। অতঃপর যথারীতি উপবীতী হইয়া পুষ্প ও জল লইয়া শান্তিমন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—ওঁ মহাবামদেব্য বিষ্ণুঋষির্বিরাড় গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা শান্তি কর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ কয়া নশ্চিত্র আভুব দূতী সদা বৃধঃ সখা কয়া সচীষ্টয়া কৃতা। ওঁ কস্ত্বা সত্যে মদানাং মাং হিষ্ঠো মৎ সদন্ধসঃ দৃঢ়া চিদারুজে বসু। ওঁ অভীষুণঃ সখীনামবিতজরিতৃণাং শতম্ভবা স্যুতয়ে। এই মন্ত্র ৩বার পাঠ করিয়া পুনশ্চ—ওঁ স্বস্তি ন ইন্দ্রো বৃদ্ধশ্রবাঃ স্বস্তি, নঃ পুষা বিশ্ববেদাঃ স্বস্তিনস্তাক্ষৌহরিষ্ট নেমিঃ স্বস্তি নো বৃহস্পতি দধাতু। ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি, ওঁ স্বস্তি। এই মন্ত্র ৩ বার পাঠ করিয়া পুরোহিত কৃতির মস্তকে জলের প্রোক্ষণ করিবেন। পরে অচ্ছিদ্রাব ধারণ করিবেন—দক্ষিণহস্ত কোশার জলে রাখিয়া—ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্য অমুক মাসি, অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ কৃতৈতৎ পার্ব্বণবিধিক শ্রাদ্ধকর্ম্মচ্ছিদ্রমস্তু। পুরোহিত—"ওঁ অস্তু"। পুনরায় জলে হস্ত রাখিয়া—"ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসদদ্য, অমুক মাসি, অমুক পক্ষে, অমুক তিথৌ, অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা (কৃতির নাম) কৃতৈতৎ পার্ব্বণবিধিক শ্রাদ্ধকর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ প্রশমনায় ওঁ শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করিষ্যে। ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্ ওঁ। পাঠ করিয়া ১০ বার ওঁ বিষ্ণু স্মরণ করিবেন। পরে এক গণ্ডুষ জল হস্তে লইয়া—ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষ সর্ব্ব যজ্ঞেশ্বরো হরিঃ। তস্মিণ্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥ মন্ত্র পাঠ করিয়া জল ত্যাগ করিয়া, পুনশ্চ—

ওঁ মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হ বস্তুতঃ।
সর্ব্বং করোতু নিশ্ছিদ্রং নামসঙ্কীর্ত্তনং হরেঃ॥

"এতৎ কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু" বলিয়া—কিঞ্চিৎ জল ভূমিতে দিয়া দুই করতলে দীপাচ্ছাদনপূর্ব্বক প্রণাম করিবেন। যথা—

ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণ হিতায় চ।
জগদ্ধিতায় শ্রীকৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

মৃৎসমাধি-বিধি

যাঁহারা বৈদিক বিধানে সন্ন্যাসমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভগবদ্ভক্তিনিষ্ঠায় জীবন যাপন করেন কেবল তাঁহাদের সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা লিখিত হইতেছে। যেহেতু—

সন্ন্যাসীনাং মৃতং কায়ং দাহয়েন্ন কাদাচন।
সম্পূজ্য গন্ধপুষ্পাদ্যৈর্নিখনেদ্‌বাপ্সুমজ্জয়েৎ॥—স্মৃতি

সন্ন্যাসীদের দেহ কদাচ দাহ করিবেন না। গন্ধ ও পুষ্পাদ্দিদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া ভূগর্ভে প্রোথিত করিবেন অথবা জলে বিসর্জ্জন দিবেন। দেহত্যাগের পর নির্দ্দিষ্ট সমাধি-ক্ষেত্রে নিয়া পূর্ব্বোক্ত শবদাহ বিধানে মন্ত্রদ্বারা স্নানাদি করাইয়া (৮০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) গোপীচন্দন-দ্বারা দ্বাদশাঙ্গে তিলক ও চরণচিহ্নে দেহকে সুশোভিত করিয়া পুষ্পমাল্য পরাইবেন। পরে চন্দন বা গোপীমত্তিকা-দ্বারা অঙ্গে নিম্নলিখিত সমাধি মন্ত্র লিখিয়া দিবেন। যথা—"ওঁ ক্লীং শ্রীং হ্রীং শ্রীং লবণমূদ্‌যুজি ভুবি শ্বভ্রে স্বাহা।" আপাদ-মস্তক দৈর্ঘ্য পরিমিত ভূগর্ভ করিয়া দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ তত পরিমাণই করিতে হইবে। তন্মধ্যে পদ্মাসনে দক্ষিণাস্য করিয়া বসাইয়া দিবেন। নতুন কৌপীন-বর্হিবাস ও উত্তরীয় পরাইয়া লইতে হইবে এবং নতুন বস্ত্রদ্বারা বেষ্টন করিয়া মস্তকে তুলসীবৃক্ষ বসাইয়া পরে ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়াধিকারী প্রথমে নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে মৃত্তিকা-দ্বারা মস্তক পর্য্যন্ত ভূগর্ভ পূর্ণ করিবেন। পরে অন্য ব্যক্তি মৃত্তিকা দিবেন। মন্ত্র—

"ওঁ উপসর্প মাতরং ভূমিমেতামুরু ব্যচসং বৃথিবীং সুবেসাং।
ঊর্ণম্রদা যুবতীর্দক্ষিণাবত এষা ত্বা পাতুনির্ঋতে রুপস্থাৎ॥১॥
ওঁ উচ্ছ্বাংচস্ব পৃথিবী মা নিবাধথাঃ সূপায়নাস্মৈ ভব সুপবংচনা।
মাতা পুত্রং যথা সিচাভ্যেনং ভূম ঊনুহি॥২॥
ওঁ চ্ছ্বংচমানা পৃথিবী সুতিষ্ঠতু সহস্রংমিত উপহি শ্রয়ংতাং।
তে গৃহাসো ঘৃতশ্চুতো ভবন্তু বিশ্বাহাস্মৈ শরণাঃ সংত্বত্র॥৩॥

এইরূপভাবে তুলসীবৃক্ষ পর্য্যন্ত মৃত্তিকা পূর্ণ করিয়া তদুপরি পুনরায় তুলসীবৃক্ষ স্থাপন করিতে করিতে ভূগর্ভ পূর্ণ করিয়া সমাধিবেদীর উপর আর একটি তুলসীবৃক্ষ রোপণ করিয়া শ্রীহরি সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে সকলেই সাতবার সমাধিবেদী প্রদক্ষিণ করিয়া বাসাবর্ত্তে জলাশয়ের দিকে গমন করিবেন।

দণ্ড ও কমণ্ডলু সমাধির পাশেই রাখিবেন। তৎ প্রতিকৃতি স্থাপন করিয়া প্রত্যহ অর্চ্চনা পূজা করিতে হইবে।

মাঙ্গলিক-শ্রাদ্ধ বা আভ্যুদয়িক-কৃত

(নান্দীমুখ বা বৃদ্ধি শ্রাদ্ধ ইহারই নামান্তর)

শ্রীকৃষ্ণ-সেবক কার্ষ্ণ বা সাত্বতগণের পক্ষে প্রচলিত কর্ম্ম-জড়-স্মার্ত্ত-বিধানানুসারে নান্দীমুখশ্রাদ্ধ করিবার প্রয়োজন না থাকিলেও পিতৃপুরুষগণের সন্তোষ-বিধানার্থ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকাম্ বিষ্ণুস্মরণপূর্ব্বক যথাসাধ্য অন্ন-বস্ত্রাদিভোজ্যসহ বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণে দান করা এবং পিতৃদেবগণের অর্চ্চনা করা সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। ✷এই আভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধ প্রাতঃকালে উত্তম, অন্যথায় অপরাহ্ণকালেও করা চলে। একটি প্রশস্তপাত্রে উপযুক্ত পরিমাণ চাউল, ডাইল, ঘৃত, লবণ, অখণ্ডফল, তরকারী, পান, সুপারী মিষ্টান্ন, বস্ত্রাদিসহ সমন্বিত ভোজ্য সাজাইয়া লইবেন। এবং পূজার উপাচার দ্রব্যাদি, গন্ধ, পুষ্প, তিল, তুলসী, হরিতকী, দুর্ব্বা, ধূপ-দীপাদি সজ্জিত করিযা আচমন ও স্বস্তিবাচনপূর্ব্বক কৃতি পূর্ব্বমুখে বসিয়া জলপূর্ণ তাম্রপাত্রে তিল, তুলসী, হরিতকী ও গন্ধ-পুষ্প লইয়া সঙ্কল্প করিবেন। যথা—"শ্রীবিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুক মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ অমুক দেবশর্ম্মা শ্রীঅমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ অমুক কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং (১) শ্রীকৃষ্ণ প্রীতিকাম বিহিত শ্রীভগবদর্চ্চন-বসোধারা-সম্পাতন-আয়ুষ্যসূক্ত-জপাভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধকর্ম্মণ্যহং

✷ ঐহিক ও পারত্রিক ফাদির কামনা বর্জ্জন করিয়া কেবল ধর্ম্মবুদ্ধিপ্রযুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকামনায় সৎপাত্রে শ্রদ্ধাসহকারে যে-দান তাহাকেই ধর্ম্মদান বা বিমল দান কহে। এরূপ দান বৈষ্ণবগণের পক্ষে নিষিদ্ধ নহে। দান চতুর্ব্বিধ; যথা কূর্ম্মপুরাণে—নিত্য-নৈমিত্তিক-কাম্যং ত্রিবিধং দান মুচ্যতে। চতুর্থ বিমলং প্রোক্তং সর্ব্বদানোত্তমোত্তমম্॥ তন্মধ্যে বিমল দানই বৈষ্ণবের পক্ষে প্রসস্ত। তদ্ যথা—

যদীশ্বর-প্রীণনার্থং ব্রহ্মবিৎসু প্রীয়তে।
চেতসা ধর্ম্মযুক্তেন দানং তদ্‌বিমলং শিবম্॥

১) যথা বিবাহ—(পুত্রস্য বা কন্যায়াঃ শুভবিবাহ-কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং) ইত্যাদি বলিবেন।

করিষ্যে। পরে সঙ্কল্পিত জল কিঞ্চিৎ পরিমাণ লইয়া ঈশানকোণে নিক্ষেপ করিয়া পরে করপুটে সঙ্কল্পসুক্ত পাঠ করিবেন। মন্ত্র যথা—ওঁ দেবো বো দ্রবিণোদাঃ পূর্ণাং বিবষ্ট্বাসিচম্ উদ্বা সিঞ্চধ্বমুপবা পৃণুধ্বমাদিদ্বোদেব ওহতে। পরে যথোপচারে শ্রীভগবৎ অর্চ্চনা করিয়া বসুধারা-সম্পাত ও চেদীরাজের পূজা করিবেন।

বসুধারা-সম্পাত ও চেদিরাজ-পূজা

পূর্ব্ব বা উত্তরদিকের দেওয়ালে স্বাভিমুখ কর্ত্তার নাভিপ্রমাণ উচ্চস্থানে পাঁচ বা সাতটি সিঁদুরের চিহ্ন পাশাপাশি দিয়া, তাহার নিম্নে চন্দনের চিহ্ন দিয়া, কুশী বা শঙ্খদ্বারা ঘৃত লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে নিম্নস্থ ভূমি পর্য্যন্ত পাঁচটি বা সাতটি ঘৃত-ধারা দিবেন। মন্ত্র যথা—

ওঁ যদ্বর্চ্চো হিরণ্যস্য যদ্বা বর্চ্চো গবামুতঃ।
সত্যস্য ব্রহ্মণো বর্চ্চস্তেন মাং সংসৃজামসি॥

"ওঁ চেদিরাজ বসো ইহা গচ্ছ" এই বলিয়া আবাহনপূর্ব্বক—গন্ধ, পুষ্প-জলাদি ও শ্রীভগবৎপ্রসাদ-দ্বারা পূজা করিবেন। "এষঃ গন্ধ ওঁ চেদিরাজ বসবে নমঃ" এতৎ পুষ্পং, এষঃ ধূপঃ, এষঃ দীপঃ, ইদং শ্রীমহাপ্রসাদ নৈবেদ্যং চেদিরাজ বসবে নমঃ।" পরে প্রণাম করিবেন। মন্ত্র যথা—ওঁ চেদিরাজ নমস্তুভ্যং শাপগ্রস্ত মহামতে। ক্ষুৎপিপাসামুদে দান্তে চেদিরাজ নমোহস্তুতে॥ "ওঁ চেদিরাজ বসে ক্ষমস্ব" বলিয়া বিসর্জ্জন করিবেন। পরে পূর্ব্বোক্ত ভোজ্যপাত্রে বামহস্ত চিৎভাবে স্থাপন করিয়া দক্ষিণহস্তে কুশীদ্বারা জল লইয়া—"ওঁ এতস্মৈ সোপকরণ আমান্ন ভোজ্যায় নমঃ" এতদধিপতয়ে ওঁ বিষ্ণবে নমঃ, ওঁ এতৎ সম্প্রদানায় সাত্ত্বত ব্রাহ্মণায় নমঃ। বলিয়া ৩ বার জলের ছিটা দিবেন। পরে দক্ষিণ হস্তে জল লইয়া—ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুক মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকাম অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ শুভ অমুক কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং অমুক গোত্রাণাং নান্দীমুখাণাং পিতৃণাং পরং প্রীতয়ে ইদং সোপকরণ আমান্ন ভোজ্যমর্চ্চিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথানাম-গোত্রায় সাত্ত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদানি। পরে ভোজ্যোৎসর্গের দক্ষিণান্ত করিবেন। দক্ষিণান্ত—"এতে গন্ধপুষ্পে এতস্মৈ কাঞ্চনমূল্যায় নমঃ" এতদধিপতয়ে ওঁ ভগবতে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ। ওঁ বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুক মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিকাম অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ শুভ অমুক কর্ম্মাভ্যুদয়ার্থং সোপকরণ আমান্ন-ভোজ্য-দান-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং যথানাম-গোত্রায় সাত্ত্বত ব্রাহ্মণায় অহং

দদানি।" অনন্তর কৃতি ৯গাছি কুশদ্বারা দুইটি কুশময় ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিয়া বামদিকে পূর্ব্বমুখে দেব-ব্রাহ্মণ ও দক্ষিণদিকে উত্তরমুখে পিতৃ-ব্রাহ্মণ বসাইবেন। উপযুক্ত সাত্ত্বত ব্রাহ্মণ পাইলে তাঁহাকেই বসাইবেন। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাবে কুশময় ব্রাহ্মণ স্থাপন করিতে হয়। পরে দেবব্রাহ্মণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া করপুটে বলিবেন—"ওঁ স্বাগতং ভবদ্ভিঃ"। পুরোহিত দেব-ব্রাহ্মণের প্রতিনিধি স্বরূপ বলিবেন—"ওঁ সুস্বাগতম্।" পুনরায় কৃতি—"ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্য এতৎ পাদোদকং স্বাহা। ইদমর্ঘ্যং স্বাহা বলিয়া দেব-ব্রাহ্মণের পাদদ্বয়ে কুশের জল দিবেন। পরে প্রাচীনাবীতী হইয়া—ওঁ অমুক গোত্রেভ্যঃ অস্মৎ পিতৃদেবগণেভ্য অমুক গোত্রেভ্য অস্মৎ মাতামহাদিভ্যো যথানাম-শর্ম্মভ্যঃ (মাতামহ ও পিতামহ-পক্ষে তিন পুরুষের নাম উল্লেখ করিতেও পারেন) "এতৎ পাদোদকং স্বাহা, ইদমর্ঘ্যং স্বাহা" মন্ত্রপাঠ করিয়া পিতৃ-ব্রাহ্মণের পাদদ্বয়ে পিতৃতীর্থে ভগ্নকুশ ও পুষ্পসহ জল দিবেন। "এতে আচমনীয়ং স্বধা" মন্ত্রে ব্রাহ্মণহস্তে জল দিবেন এবং "ওঁ এষ বোহর্ঘ্যঃ একটি পুষ্প ব্রাহ্মণ হস্তে দিবেন। পরে কৃতি—"ওঁ সিদ্ধমিদমাসনম্" বলিয়া প্রশ্ন করিবেন। "ওঁ মিহসিদ্ধম" বলিয়া পুরোহিত প্রত্যুত্তর দিবেন। * পরে সপ্তব্যাহৃতি মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে দেব-ব্রাহ্মণ পূর্ব্বমুখে ও পিতৃ-ব্রাহ্মণ উত্তরমুখে বসাইবেন। যথা—ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্ব, ওঁ মহঃ, ওঁ জনঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যং। পরে—নিম্নমন্ত্রটি ৩ বার জপ করিয়া প্রণাম করিবেন।

ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগীভ্য এব চ।
নমঃ স্বধায়ৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব নমো নমঃ॥"

পরে কৃতি করজোড়ে দেব-ব্রাহ্মণকে প্রশ্ন করিবেন। "ওঁ বিশ্বান্ দেবান্ আবাহয়িষ্যে"। পুরোহিত—"ওঁ আবাহয়"। কৃতি হস্তে যব লইয়া আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ বিশ্বে দেবাস আগত শৃণুতাম ইমং হবম্ ইদং বর্হিনিষীদত।" বলিয়া যবগুলি দেব-ব্রাহ্মণের উদ্দেশে ছড়াইয়া দিবেন। পরে কৃতাঞ্জলি হইয়া—ওঁ বিশ্বে দেবাঃ শৃণুতেমং হবং যে মে অন্তরীক্ষে য উপদ্যবিষ্ট। যে অগ্নিজিহ্বা উত বা যজত্রা আসাদ্যাস্মিন্ বর্হির্যি মাদয়ধ্বম্॥—

ওঁ আগচ্ছন্তু মহাভাগা বিশ্বেদেবা মহাবলাঃ।
যে যত্র বিহিতাঃ শ্রাদ্ধে সাবধানা ভবন্তু তে॥

---

* প্রকৃত ব্রাহ্মণস্থলে পুরোহিত-প্রতিনিধি প্রয়োজন হয় না। তিনি স্বয়ং বলিবেন।

এই মন্ত্র পাঠ করিয়া পরে প্রাদেশ পরিমাণ কুশ-পত্রদ্বয় গ্রহণ করিয়া—"ওঁ পবিত্রে স্থৌ বৈষ্ণব্যৌ" বলিয়া নখ ব্যতিরেকে একটি কুশ ছেদন করিয়া—"ওঁ বিষ্ণোর্মনসা পূতে স্থঃ" বলিয়া অভ্যুক্ষণ করতঃ অপর একটি কুশ-দ্বারা তিনবার বেষ্টন করতঃ অর্ঘ্যপাত্রে স্থাপন করিবেন। এবং "ওঁ শৃন্নো দেবীরভীষ্টয়ে আপো ভবন্তু পীতয়ে।শং যো রভিস্রবন্তু নঃ" বলিয়া অর্ঘ্যপাত্রে জল দিবেন। "ওঁ যবোঽসি যবয়াস্মদ্ দ্বেষো যবয়ারাতীঃ" বলিয়া অর্ঘ্যপাত্রে যব দিবেন। পরে—

ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরাধষাং নিত্যপুষ্টাং করিষিণীম্।
ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্॥

বলিয়া ঐ পাত্রে গন্ধ ও পুষ্প দিবেন। পরে ঐ অর্ঘ্য পাত্রটি দুই হস্তে ধারণ করিয়া—"ওঁ যা দিব্যা আপঃ পয়সা সম্বভূবুঃ। অন্তরীক্ষা উত যা পার্থিবীর্য্যাঃ। হিরণ্যবর্ণ যজ্ঞিয়াস্তা নঃ আপঃ শিবাঃ শং শ্যোনাঃ সুহবা ভবন্তু।"ওঁ এহোঽর্ঘ্য বলিয়া দেব-ব্রাহ্মণের হস্তে জল দান করিবেন। অর্ঘ্যপাত্রস্থ সংস্রব পবিত্র জল গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের দক্ষিণ পার্শ্বে দিবেন। কৃতি করপুটে বলিবেন—"ওঁ অচ্ছিদ্রমিদমর্ঘ্যপাত্রমস্তু" পুরোহিত—"ওঁ অস্তু"। অনন্তর একটি পাত্রে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র, উত্তরীয় ও উপবীত সাজাইয়া ১টি কুশের উপর রাখিয়া পাত্রটি ধারণপূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবেন,—"এতেভ্যঃ গন্ধাদিপঞ্চকেভ্যোঃ নমঃ। ওঁ এতদধিপতয়ে বিষ্ণবে নমঃ। এতানি ভগবন্নির্ম্মল্যাণি গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বাসোপযুগ-যজ্ঞোপবীতানি "ওঁ বিশ্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ॥ পরে—ওঁ এষ বো গন্ধঃ" বলিয়া গন্ধ দিবেন। এইক্রমে এতদ্বঃপুষ্পং, এষ বো ধূপঃ এষ বো দীপঃ, এতদ্বো পদযুগম্। এতদ্বো যজ্ঞোপবীতং। পরে করপুটে বলিবেন—"ওঁ গন্ধাদি-দানমচ্ছিদ্রমস্তু।" পুরোহিত—"ওঁ অস্তু"। পুনঃ করপুটে বলিবেন—"ওঁ মহাভাগবতানাং নান্দিমুখানাং পিতৃবর্গানাং শ্রাদ্ধমহং করিষ্যে"। পুরোহিত বলিবেন—"ওঁ কুরুস্ব"।

"ওঁ দেবতাভ্য পিতৃভ্যশ্চ মহাযোগীভ্য এব চ।
নমঃ স্বধায়ৈ স্বহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্তু তে॥"—

—এই মন্ত্র ৩ বার পাঠ করিয়া পরে একটি পাত্রে ১টি কুশ ও পুষ্প লইয়া—"ওঁ অমুক গোত্রেভ্যো মহাভাগবতেভ্যো মম পিতৃবর্গেভ্যো যথানাম-শর্ম্মভ্যঃ সপত্নীকেভ্যঃ ইদমাসনং স্বধা।" বলিয়া পিতৃ-ব্রাহ্মণকে কুশ ও পুষ্প দান করিবেন। কৃতি পুনরায় করপুটে বলিবেন—"ওঁ মহাভাগবতান্ পিতৃূণ্ আবায়িষ্যে।

পুরোহিত—"ওঁ আবাহয়"। কৃতি নিম্নোক্ত মন্ত্রে আবাহন করিবেন। যথা—"ওঁ উশন্তস্ত্বা নিধিমহ্যশন্তঃ সমিধীমহি। উশন্নুশত আবহ ভাগবতান্ নান্দীমুখান্ পিতৃণ্ হবিষে অত্তবে॥ ওঁ আয়ান্তু নঃ ভাগবতাঃ নান্দিমুখাঃ পিতরঃ সৌম্যাসো অগ্নিষ্বাত্তাঃ পথিভি দৈবযানৈঃ। অস্মিন্ যজ্ঞে স্বধয়া মদন্তোঽধিব্রুবন্তু তে অবন্ত্বস্মান্॥ পুনরায় পূর্ব্বোক্তরূপে অর্ঘ্যপাত্র সাজাইয়া উভয় হস্তে ধারণ করিয়া—"ওঁ যা দিব্যা আপঃ পয়সা সম্বভূবুঃ। যা অন্তরীক্ষা উত পার্থিবীর্য্যাঃ। হিরণ্যবর্ণা যজ্ঞিয়াস্তা নঃ আপঃ শিবাঃ শং শ্যোনাঃ সুহবা ভবন্তু।" অমুক গোত্রেভ্য অস্মৎ মহাভাগবতেভ্যো নান্দিমুখেভ্য সপত্নীকেভ্য পিতৃভ্যঃ এষ তেঽর্ঘ্যঃ স্বধা"। এই মন্ত্রে পিতৃ ব্রাহ্মণের উদ্দেশে অর্ঘ্যদান করিবেন এবং বলিবেন—"ওঁ ভাগবতেভ্যো নান্দীমুখেভ্যঃ পিতৃভ্য স্থানমসি।" অনন্তর একটি পাত্রে গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র, উত্তরীয় ও উপবীত সাজাইয়া—"এতেভ্যঃ গন্ধাদি পঞ্চকেভ্যো নমঃ। এতদধিপতয়ে শ্রীবিষ্ণবে নমঃ"। জলের প্রোক্ষণ করিয়া পাত্র ধারণপূর্ব্বক নিম্নমন্ত্র পাঠ করিবেন; যথা,—"ওঁ অমুক গোত্রেভ্য অস্মৎ মহাভাগবতেভ্যঃ পিতৃভ্য এতানিগন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপ-বাসোপযুগ-যজ্ঞোপবীতানি। ওঁ যে চাত্র ত্বামনু যাংশ্চ ত্বমনু তস্মৈ তে নমঃ।" বলিয়া উৎসর্গ করিবেন। পরে—"ওঁ এষ বো গন্ধ" গন্ধ দিবেন। এই ক্রমে—এতদ্বঃ পুষ্পং, এষ বো ধূপঃ, এষ বো দীপ, এতদ্বো বাসযুগং এতদ্বো যজ্ঞোপবীতম্। কৃতি করপুটে বলিবেন—"ওঁ গন্ধাদিদানমচ্ছিদ্রমস্তু।" পুরোহিত বলিবেন—"ওঁ অস্তু"। পুনঃ করপুটে বলিবেন—"ওঁ অগ্নৌকরণমহং করিষ্যে।" পুরোহিত—"ওঁ কুরুষ্ব"। সম্মুখস্থ একটি তাম্রপাত্রে জল রাখিয়া কিঞ্চিৎ ভগবন্নিবেদিত মহাপ্রসাদান্নের সহিত তুলসী মিশ্রিত করিয়া—"ওঁ অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা" বলিয়া একবার এবং "ওঁ সোমায় পিতৃমতে স্বাহা" বলিয়া পূর্ব্ব স্থাপিত পাত্রস্থ জলে ব্রাহ্মণদ্বয় উদ্দেশে আহুতিদ্বয় প্রদান করিবেন এবং অমন্ত্রক ৩ বার আহুতি দান করিবেন। পরে সম্মুখে ২টি পাত্রে মহাপ্রসাদান্ন লইয়া তুলসী নির্ম্মিত করিয়া তন্মধ্যে দৈব ব্রাহ্মণ উদ্দেশে একটি পাত্র অধোমুখে হস্তে ধারণ করিয়া—"ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং দ্যৌঃ পিধানং শ্রীভগবতস্য ব্রাহ্মণস্যমুখে অমৃতে অমৃতং জুহোমি স্বাহা।" বলিয়া পাত্রে জলের ছিটা দিবেন এবং ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্। সমূঢ়স্য পাংশুরে॥ ওঁ বিষ্ণো হব্য কব্যং রক্ষস্ব" বলিয়া অন্নপাত্রে অধোমুখ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের মধ্যদেশ স্পর্শ করাইবেন। ওঁ বসুসত্যৌ বিশ্বদেবাঃ ভাগবতাঃ এতৎ মহাপ্রসাদান্নং বঃ নমঃ। ওঁ যথাসুখং বাগযতৌ স্বদত॥ কৃতি করপুটে বলিবেন—"ওঁ মহাপ্রসাদ-

নিবেদনমিদমচ্ছিদ্রং অস্তু"। পুরোহিত—"ওঁ সঙ্কল্প সিদ্ধিরস্তু"। পরে প্রাচীনাবীতী হইয়া পূর্ব্বস্থাপিত অপর একটি মহাপ্রসাদ রক্ষিত পাত্র পিতৃ-ব্রাহ্মণ উদ্দেশে অধোমুখ হস্তে ধারণ করিয়া—"ওঁ পৃথিবী তে পাত্রং দ্যৌঃ পিধানং শ্রীভগবতস্য ব্রাহ্মণস্যমুখে অমৃতে অমৃতং জুহোমি স্বাহা।" বলিয়া পাত্রে জলের ছিটা দিয়া—"ওঁ ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদম্। সমূঢ়স্য পাংশুরে॥" "ওঁ বিষ্ণো হব্য কব্যং রক্ষস্ব" বলিয়া অধোমুখ হস্তের অঙ্গুষ্ঠের মধ্যদেশ স্পর্শ করিবেন। পরে—ওঁ যবোঽসি যবয়াস্মদ্বেষো যবয়ারাতীঃ॥ মন্ত্রে যব বিকীরণ করিয়া—"ওঁ অমুক গোত্রেভ্যো মহাভাগবতেভ্য অস্মৎ পিতৃভ্যঃ সপত্নীকেভ্য এতন্মহাপ্রসাদং স্বধা।" কৃতি করপুটে বলিবেন—"ওঁ শ্রাদ্ধমিদমচ্ছিত্রমস্তু।" পুরোহিত—"ওঁ সঙ্কল্প সিদ্ধিরস্তু"। অনন্তর "ওঁ ভূভুবঃ স্বঃ" এই ব্যাহৃতি পাঠ করিয়া প্রসাদ বিসর্জ্জন করিবেন। পরে কৃতি নিম্নোক্ত স্তুতি পাঠ করিবেন। যথা—"ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীর্ণঃ সন্তোষধীঃ। ওঁ মধুনক্ত সুভোবসো মধুমৎ পার্থিবং রজঃ মধু দ্যৌরস্তু নঃ পিতা। ওঁ মধুমান্নো বনস্পতির্ম্মধুমাং অস্তু সূর্য্যঃ মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ। ওঁ মধু ওঁ মধু ওঁ মধু॥" "ওঁ যজ্ঞেশ্বরো হব্য সমস্ত কব্য ভোক্তাব্যয়াত্মা হরিরীশ্বরোঽত্র। তৎ সন্নিধ্যনাদপযান্তু সদ্যে, রক্ষাংস্য শেষাণ্যসুরাশ্চঃ সর্ব্বে। ওঁ তদ্বিষ্ণো পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম।" অনন্তর দক্ষিণান্ত করিবেন। মন্ত্র যথা—ওঁ শ্রীবিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুক মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক গোত্রঃ শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মা অমুক গোত্রস্য শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণঃ কৃতৈতৎ আভ্যুদয়িক-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং কাঞ্চনমূল্যং রজতখণ্ডমচ্চিতং (বা হরিতকীফলং) শ্রীকৃষ্ণদৈবতং যথানাম-গোত্রায় সাত্ত্বত ব্রাহ্মণায় অহং দদে। এই বলিয়া দক্ষিণা ব্রাহ্মণ হস্তে দিবেন। পুরোহিত—"ওঁ স্বস্তি" বলিয়া গ্রহণ করিবেন। পরে "ওঁ মহাভাগবতাঃ বিশ্বদেবাঃ অস্মিন্ যজ্ঞেপ্রিয়ন্তাম্।" এই বলিয়া দেব-ব্রাহ্মণে একটু জল দিবেন। পুরোহিত—"ওঁ প্রিয়ন্তাম্"। পরে কৃতি করপুটে নিম্নোক্ত মন্ত্রদ্বারা ব্রাহ্মণ বিসর্জ্জন করিবেন। যথা—"ওঁ দেবতাভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ মহা যোগীভ্য এব চ। নমঃ পুষ্ট্যৈ স্বাহায়ৈ নিত্যমেব ভবন্তু নঃ"। এই মন্ত্র ৩ বার পাঠ করিয়া—ওঁ বাজে বাজেঽবত বাজিনো নো ধনেষু বিপ্রা অমৃতাঃ ঋতজ্ঞাঃ। অস্যমধ্বঃ পিবত মাদয়ধ্বং তৃপ্তা যাত পথিভির্দেবযানৈঃ॥ ওঁ আ মা বাজস্য প্রসবো। জগম্যাদেমে দ্যাবা পৃথিবী বিশ্বরূপে। আ মা গন্তাং পিতরা মাতরা চা মা সোমো অমৃতত্বেন গম্যাৎ।" এই বলিয়া কুশময়

ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণাবর্ত্তে জলধারা দ্বারা বেষ্টন করিবেন। "ওঁ ক্ষমস্ব" বলিয়া আসন নাড়িয়া দিবেন। পরে পুরোহিত—কুশময় ব্রাহ্মণের গ্রন্থি মোচন করিয়া যজমানের মস্তকে—"ওঁ ক্ষ্যালশিচত্র আভূব দূতীঃ সদা বৃধঃ সখা। কয়া সচীষ্ঠয়া বৃতা। ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তি।" বলিয়া কিঞ্চিৎ জল সিঞ্চন করিবেন। অনন্তর কৃতি দীপ আচ্ছাদন করিয়া হস্ত ধৌত করতঃ আচমন করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে অচ্ছিদ্রাব ধারণ করিবেন। যথা—করপুটে, "ওঁ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামনয়া সঙ্কল্পিত কৃতৈতৎ আভ্যুদয়িক কর্ম্মাচ্ছিদ্রমস্তু।" পুরোহিত—"ওঁ অস্তু"। পরে হস্তে কিঞ্চিৎ জল লইয়া—'কৃতেঽস্মিন্ আভ্যুদয়িক পিতৃ-অর্চ্চন কর্ম্মণি যৎ কিঞ্চিৎ বৈগুণ্য-জাত-তদ্দোষ-প্রশমনায় শ্রীকৃষ্ণ-স্মরণমহং করিষ্যে।" বলিয়া জল ত্যাগ করিবেন। পরে করপুটে নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবেন—

অজ্ঞানাদ্ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষু যৎ।
স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণো সম্পূর্ণং স্যাদিতি শ্রুতিঃ॥
ওঁ প্রীয়তাম্ পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরি।
তস্মিন্ তুষ্টে জগৎতুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥

এতৎ কর্ম্মফলং শ্রীকৃষ্ণায়-সমর্পণমস্তু॥ ওঁ যদসাঙ্গং কৃতং কর্ম্মং জানতা বাপ্যজানতা। সাঙ্গং ভবতু তৎসর্ব্বং শ্রীহরের্নাম কীর্ত্তনাৎ॥ ওঁ নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণ চিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥

ওঁ পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

উপনয়ন

গর্ভসঞ্চার হইতে গণনা করিয়া অষ্টম বর্ষে অথবা জন্মগ্রহণ হইতে অষ্টম বর্ষে ব্রাহ্মণের উপনয়ন কর্ত্তব্য। কোন কারণে সম্ভবপর না হইলে ষোড়শবর্ষ পর্য্যন্ত যে-কোন সময়ে শুভদিনে ব্রাহ্মণের উপনয়ন হইতে পারে। ইহার পরে ব্রাহ্মণ সাবিত্রীচ্যুত হয়। মতান্তরে পঞ্চম বর্ষেও ব্রাহ্মণের উপনয়ন-বিধি আছে। (বিপ্রের পঞ্চম হইতে ষোড়শ, ক্ষত্রিয়ের ষষ্ঠ হইতে দ্বাবিংশ, বৈশ্যের অষ্টম হইতে চতুর্ব্বিংশ বর্ষ পর্য্যন্ত উপনয়নাধিকার।)

উপনয়ন-দিনে পিতা প্রাতঃকালে স্নাত হইয়া প্রথমে শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবের অর্চ্চন ও সাত্ত্বিক-বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ সমাপন করিবেন। তারপর পিতা স্বয়ং অথবা তৎকর্ত্তৃকবৃত অন্য আচার্য্য, অথবা তদভাবে মাণবক-কর্ত্তৃক (ব্রাহ্মণ কুমার) বৃত আচার্য্য সমুদ্ভব নামক অগ্নি স্থাপনপূর্ব্বক বিরূপাক্ষ জপান্তে কুশণ্ডিকা সমাপনান্তে মাণবককে প্রাতে কিছু প্রসাদ ভোজন করাইয়া এবং শিখা ব্যতীত মুণ্ডিত, স্নাত, কুন্তলাদ্যালঙ্কৃত ক্ষৌমবস্ত্রের অভাবে শুভ্র কার্পাসবস্ত্র পরিধান করাইয়া, অগ্নির উত্তরদিক্ দিয়া আসিয়া নিজের দক্ষিণদিকে (পূর্ব্বমুখে) বসাইবে। অতঃপর প্রকৃত কর্ম্মের আরম্ভে প্রাদেশ প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম করিবে।

ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি হোম

ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগ, ওঁ ভূঃ স্বাহা। ওঁ প্রজাতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুত দেবতা ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভুবঃ স্বাহা। ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষিঃ অনুষ্টুপছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ স্বঃ স্বাহা। ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ বৃহতীছন্দঃ শ্রীমদনন্তো দেবতা ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ স্বঃ স্বাহা। অনন্তর আচার্য্য নিম্নোক্ত মন্ত্রে পাঁচবার ঘৃতাহুতি প্রদান করিবেন। যথা,—

ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণো ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি, তৎ তে প্রব্রবীমি তৎশকেয়ং, তেনর্দ্ধ্যাসং (তেন ঋধ্যাসং) ইদং অহং অনৃত্যৎ সত্যং উপৈমি স্বাহা ॥১॥

ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রী অচ্যুতো দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ অচ্যুত ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি তৎ তে প্রব্রবীমি তৎশকেয়ং, তেনর্দ্ধ্যাসং (তেন ঋধ্যাসং) ইদং অহং অনৃত্যৎ সত্যং উপৈমি স্বাহা ॥২॥

ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ অনুষ্টুপছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ নারায়ণ ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি, তৎ তে প্রব্রবীমি, তৎশকেয়ং, তেনর্দ্ধ্যাসং (তেন ঋধ্যাসং) ইদং অহং অনৃত্যৎ সত্যং উপৈমি স্বাহা ॥৩॥

ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ বৃহতীছন্দঃ শ্রীঅনন্তো দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ অনন্ত ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি, তৎ তে প্রব্রবীমি, তৎ শকেয়ং, তেনর্দ্ধ্যাসং (তেন ঋধ্যাসং) ইদং অহং অনৃত্যৎ সত্যং উপৈমি স্বাহা ॥৪॥

ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ অঙ্ক্তিছন্দঃ শ্রীসঙ্কর্ষণো দেবতা উপনয়নহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ সঙ্কর্ষণ ব্রতানাং ব্রতপতে ব্রতং চরিষ্যামি, তৎ তে প্রব্রবীমি, তৎ শকেয়ং, তেনর্দ্ধ্যাসং (তেন ঋধ্যাসং) ইদং অহং অনৃত্যৎ সত্যং উপৈমি স্বাহা ॥৫॥

আজ্যহোমের পরে আচার্য্য অগ্নির পশ্চিমদিকে উত্তরাগ্র কুশাসনের উপর কৃতাঞ্জলি হইয়া পূর্ব্বমুখে দাঁড়াইবেন। মাণবক ও অগ্নি এবং আচার্য্যের মধ্যস্থলে উত্তরাগ্র কুশাসনের উপর কৃতাঞ্জলিপুটে আচার্য্যকে সম্মুখে করিয়া দাঁড়াইবেন। অনন্তর কোন মন্ত্রবান্ অর্থাৎ দীক্ষিত পাঞ্চরাত্রিক ব্রাহ্মণ মাণবককের দক্ষিণভাগে দাঁড়াইয়া প্রথমে মাণবকের, পরে আচার্য্যের অঞ্জলি জলপূর্ণ করিয়া দিবে। আচার্য্য হস্তে জলাঞ্জলি লইয়া জলাঞ্জলিহস্তে দণ্ডায়মান মাণবককে দর্শনপূর্ব্বক এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ অনুষ্টুপছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু-নারায়ণ-বাসুদেব -সঙ্কর্ষণো দেবতা উপনয়নে আচার্য্যস্য মাণবকং প্রেক্ষমানস্য জপে বিনিয়োগঃ, ওঁ আগন্ত্রা সমগন্মহি পসুমর্ত্তং যুযোতন, অরিষ্টা সঞ্চরেমহি, স্বস্তি সঞ্চরতাৎ অযম। পরে আচার্য্য মাণবককে এই মন্ত্র পাঠ করাইবেন। যথা—ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উপনয়নে আচার্য্যস্য মাণবক-পাঠনে বিনিয়োগঃ, ওঁ ব্রহ্মচর্য্যং আগম, উপম নয়স্ব। তারপর আচার্য্য এই মন্ত্রে মাণবকের নাম জিজ্ঞাসা করিবেন। ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উপনয়নে আচার্য্যস্য মাণবক-নামপ্রশ্নে বিনিয়োগঃ ওঁ কো নাম অসি? অনন্তর মাণবক পূর্ব্বচার্য্য কল্পিত নামসূচক নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবেন—ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু দেবতা উপনয়নে মাণবকস্য নামকথনে বিনিয়োগঃ, ওঁ অমুক দেবশর্ম্মনামা

অস্মি। ※ অনন্তর আচার্য্য ও মাণবক উভয়ে হস্তস্থিত জলাঞ্জলি ত্যাগ করিবে। তারপর আচার্য্য দক্ষিণ হস্তদ্বারা মাণবকের দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ধারণ করিয়া নিম্ন মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু নারায়ণ-বাসুদেব-সঙ্কর্ষণো দেবতা উপনয়নে আচার্য্যস্য মাণবক-হস্তগ্রহণে বিনিয়োগঃ, ওঁ দেবস্য তে বিষ্ণোঃ প্রসবে নারায়ণ-বাসুদেবয়োঃ বাহুভ্যাং সঙ্কর্ষণস্য হস্তাভ্যাং হস্তং গৃঙ্নামি অমুক॥ * পূর্ব্বোক্তরূপে মাণবকের হস্ত ধারণ করিয়া আচার্য্য পুনরায় জপ করিবেন।—ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণ্বাদয়ো উপনয়নে গৃহীত মাণবকহস্তস্য আচার্য্যস্য জপে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ তে হস্তং অগ্রহীৎ, নারায়ণো মহাবিষ্ণুঃ হস্তং অগ্রহীৎ, মুকুন্দো প্রভবিষ্ণুঃ হস্তং অগ্রহীৎ, মিত্রঃ ত্বং অসি কর্ম্মণা, বিষ্ণুঃ আচার্য্যঃ তব॥" অনন্তর আচার্য্য এই মন্ত্রে মাণবককে প্রদক্ষিণভাবে ঘুরাইয়া পূর্ব্বমুখ করিবেন—"ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা মাণবকস্য আবর্ত্তনে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণোঃ বিক্রমণং অন্বাবর্ত্তস্ব শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণ্ (মাণবকের নাম সম্বোধন)। তারপর আচার্য্য স্বীয় দক্ষিণহস্ত মাণবকের দক্ষিণস্কন্ধ স্পর্শপূর্ব্বক নামাইয়া মাণবকের নাভি স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন,—ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-নাভিদেশ স্পর্শণে বিনিয়োগঃ, ওঁ প্রাণানাং গ্রন্থিঃ অসি, মা বিস্রসঃ, অচ্যুত তুভ্যং ইদং পরিদদামি শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মাণম্॥ তারপর আচার্য্য মাণবকের নাভির উপরিস্থান স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন,—ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারিণাভ্যুপরিদেশস্পর্শণে বিনিয়োগঃ, ওঁ নারায়ণ, তুভ্যং ইদং পরিদদামি শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মাণম্॥পরে আচার্য্য মাণবকের হৃদয়স্থান স্পর্শ করিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবেন—ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীজনার্দ্দনো দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-হৃদয়স্পর্শণে বিনিয়োগঃ,ওঁ জনার্দ্দন, তুভ্যং ইদং পরিদদামি শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মাণম্॥ পরে আচার্য্য মাণবকের দক্ষিণ স্কন্ধ স্পর্শ করিয়া এইমন্ত্র পাঠ করিবেন—ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ উপনয়নে ব্রহ্মচারি-দক্ষিণস্কন্ধ স্পর্শণে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণবে প্রজাপতয়ে ত্বা পরিদদামি শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণ্। পরে আচার্য্য নিজ বামহস্তে মাণবকের বামস্কন্ধ স্পর্শ করিয়া জপ করিবেন—ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উপনয়নে

※ "অমুকনামা কৃষ্ণদাসোহং"—ইহা বক্তব্য।

* "অমুক কৃষ্ণদাস"—ইহা বক্তব্য।

ব্রহ্মচারীবামস্কন্ধ-স্পর্শণে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণবে দামোদরায় ত্বা পরিদদামি শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণ্॥ অতঃপর আচার্য্য নিম্নমন্ত্রে মাণবককে সম্বোধন করিবেন,—ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-সম্বোধনে বিনিয়োগঃ, ওঁ ব্রহ্মচারী অসি শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মণ্॥ (মাণবকের নাম সম্বোধন)। তারপর আচার্য্য মাণবককে নিম্নমন্ত্রে প্রেরণা বা আদেশ করিবেন,—ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উপনয়নে ব্রহ্মচারি-প্রেরণে বিনিয়োগঃ, ওঁ সমিধং আধেহি। ব্রহ্মচারী—ওঁ বাঢ়ম্। আচার্য্য—ওঁ আপঃ অশান। ব্রহ্মচারী—ওঁ বাঢ়ম্। আচার্য্য—ওঁ কর্ম্ম কুরু। ব্রহ্মচারী—ওঁ বাঢ়ম্। আচার্য্য—ওঁ মা দিবা স্বাপ্সীঃ। ব্রহ্মচারী—ওঁ বাঢ়ম্। পরে স্ব-স্ব গুরু-প্রণালী-মতে দ্বাদশ অঙ্গে তিলক অঙ্কিত করাইয়া যথারীতি অনুসারে ব্রহ্মচারীকে কৌপীন উত্তরীয় সমবেত বহির্বাস পরিধান করাইবেন। তিলক-মন্ত্র। যথা—ললাটে ওঁ কেশবায় নমঃ। উদরে—ওঁ নারায়ণায় নমঃ। বক্ষস্থলে—ওঁ মাধবায় নমঃ। কণ্ঠে—ওঁ গোবিন্দায় নমঃ। দক্ষিণ কুক্ষিতে—ওঁ বিষ্ণবে নমঃ। ঐ বাহুতে—ওঁ মধুসূদনায় নমঃ। ঐ স্কন্ধে—ওঁ ত্রিবিক্রমায় নমঃ। বাম কুক্ষিতে—ওঁ বামনায় নমঃ। ঐ বাহুতে—ওঁ শ্রীধরায় নমঃ। ঐ স্কন্ধে—ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ। পৃষ্ঠে—ওঁ পদ্মনাভায় নমঃ। কটিতে—ওঁ দামোদরায় নমঃ। (মস্তকে—ওঁ বাসুদেবায় নমঃ)। তারপর আচার্য্য ব্রহ্মচারীর মস্তকে কিরীট-মন্ত্র ন্যাস করিবেন—মন্ত্র যথা, ওঁ শ্রীকিরীট-কেয়ূর-হার-মকর-কুণ্ডল-চক্র-শঙ্খ-গদা-পদ্ম-হস্ত পীতাম্বরধর, শ্রীবৎসাঙ্কিত-বক্ষঃস্থল! শ্রীভূমি সহিত স্বার্ম্মজ্যোতি দীপ্তিকরায় সহস্রাদিত্য-তেজসে নমো নমঃ। পরে তুলসী কাষ্ঠ-সম্ভূত মালা শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়া নিম্নমন্ত্রে কণ্ঠে ধারণ করাইবেন। যথা—

তুলসীকাষ্ঠ-সম্ভূতে মালে কৃষ্ণজন-প্রিয়ে।
বিভর্ম্মি তামহং কণ্ঠে কুরু ত্বাং কৃষ্ণবল্লভং॥
যথা ত্বাং বল্লভা বিষ্ণোর্নিত্যা বিষ্ণুজন-প্রিয়ং।
তথা মাং কুরু দেবেসি নিত্যং বিষ্ণুজন-প্রিয়ং॥

শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র প্রথমে একপাদ পরে দ্বিপাদ, তৎপরে ত্রিপাদ, পরিশেষে সম্পূর্ণ মহামন্ত্র পাঠ করাইবেন। যথা—

ওঁ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ ওঁ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
ওঁ হরে রাম হরে রাম ওঁ রাম রাম হরে হরে॥
"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

অতঃপর আচার্য্য অগ্নির উত্তরদিকে গিয়া উত্তরাগ্র কুশাসনে পূর্ব্বমুখে বসিবেন। ব্রহ্মচারীও উত্তরাগ্র কুশাসনে দক্ষিণজানু পাতিয়া আচার্য্যাভিমুখে (পশ্চিমমুখ) হইয়া বসিবে। অনন্তর আচার্য্য মাণবককে ত্রিগুণ মুঞ্জমেখলা তিনবার প্রদক্ষিণক্রমে (অর্থাৎ ডানদিক হইতে ঘুরাইয়া তিন ফেরে) পরাইতে পরাইতে নিম্নোক্ত দুটি মন্ত্র পাঠ করাইবেন। ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উপনয়নে মেখলা পরিধাপনে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইয়ং দুরুক্তাৎ পরিবাধমানা, বর্ণং পবিত্রং পুনতী মে আগাৎ; প্রাণাপানাভ্যাং বলং অবহন্তী, স্বসা দেবী সুভগা মেখলা ইয়ং। ওঁ ঋতস্য গোপত্রী তপসঃ পরস্বী ঘ্নতী রক্ষঃ সহমানা অরাতীঃ; সা মা সমন্তং অবিপর্য্যেহি ভদ্রে, ধর্ত্তারঃ তে মেখলে মা রিষাম॥ অনন্তর আচার্য্য নিম্নোক্ত মন্ত্রে কৃষ্ণসার মৃগচর্ম্মযুক্ত অভাবে কুশগন্থিযুক্ত যজ্ঞোপবীত মাণবককে পরাইবেন—ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা উপনয়নে যজ্ঞোপবীত দানে বিনিয়োগঃ। ওঁ যজ্ঞোপবীতমসি যজ্ঞস্য ত্বোপবীতে নোপনেহ্যামি। ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষি শর্করীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা উপনয়নে অজিন পরিধাপনে বিনিয়োগঃ। ওঁ মিত্রস্য চক্ষুর্বরুণং বলীয়স্তেজো যশস্বীস্থবিরং সমৃদ্ধং। অনাহতস্যং বসনং জরিষ্ণু পরীদং বাহ্যজিনং দধেয়ম্।" এই বলিয়া অজিন পরিধান করাইবেন। অনন্তর—ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা উপনয়নে মাণবকস্য যজ্ঞোপবীত পরিধানে বিনিয়োগঃ। ওঁ যজ্ঞোপবীতং পরমং পবিত্রং প্রজাপতের্যৎ সহজং পুরস্তাৎ। আয়ুষ্যমগ্রং প্রতিমুঞ্চ শুভ্রং যজ্ঞোপবীতং বলমস্তু তেজঃ॥ এই বলিয়া যজ্ঞোপবীত পরিধান করাইবেন। তারপর মাণবক আচার্য্যের সন্নিহিত হইয়া বলিবেন—ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা আচার্য্যামন্ত্রণে বিনিয়োগঃ। ওঁ অধীহি ভোঃ সাবিত্রীং মে ভবাননুব্রতীতু। আচার্য্য সন্নিহিত মাণবককে প্রথমতঃ এক একপাদ করিয়া পরে অর্দ্ধ অর্দ্ধ করিয়া শেষে সমস্ত গায়ত্রী-মন্ত্র ৩ বার পাঠ করাইবেন। যথা—ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগ। ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং। ওঁ ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ওঁ ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ওঁ ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি। ওঁ ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ। শেষে—ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। ইহা করত্রয় পাঠ করাইবেন। অনন্তর আচার্য্য আদ্যন্ত ওঁঙ্কার-পুটিত করিয়া মাণবককে মহাব্যাহৃতি পাঠ করাইবেন—ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা

মহাব্যাহৃতি পাঠে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ ওঁ। ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষিরনুষ্টুনছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা মহাব্যাহৃতি পাঠে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ ওঁ। ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষি-রুষ্ণিকছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা মহাব্যাহৃতি পাঠে বিনিয়োগঃ। ওঁ স্বঃ ওঁ। পুনশ্চ আচার্য্য স-প্রণব মহাব্যাহৃতিযুক্ত গায়ত্রী ৩ বার ব্রহ্মচারীকে পাঠ করাইবেন। যথা—ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষিগায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা জপোপনয়নে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ওঁ তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ। অতঃপর ব্রহ্মচারীর উচ্চতা-পরিমাণ বিল্ব বা পলাশশাখা নির্ম্মিত দণ্ড লইয়া আচার্য্য ব্রহ্মচারীকে প্রদান করিবার কালে এই মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষিঃ পঙ্‌ক্তিচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা উপনয়নে মাণবক দণ্ডার্পণে বিনিয়োগঃ। ওঁ সুশ্রবঃ সুশ্রবসং মা কুরু। যথা ত্বমগ্নে সুশ্রবঃ সুশ্রবা দেবেষ্বে বমহং সুশ্রব সুশ্রবা ব্রাহ্মণেষু ভূয়াসং। দণ্ড গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মচারী সর্ব্বাগ্রে মাতার নিকট, তারপর মাতৃতুল্য স্ত্রীগণের নিকট ভিক্ষা প্রার্থনা করিবেন—"ভবতি ভিক্ষাং দেহি" ভিক্ষা প্রদান করিলে ব্রহ্মচারী, "ওঁ স্বস্তি" বলিবেন। তারপর পিতার নিকট বা পিতৃস্থানীয় ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হইয়া—"ভবান্ ভিক্ষাং দেহি"। ভিক্ষালব্ধ সমস্ত দ্রব্য আচার্য্য অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবকে নিবেদন করিবেন। পরে আচার্য্য "ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি" হোম করিয়া প্রাদেশ-প্রমাণ সমিধ ঘৃতাক্ত করিয়া বিনা মন্ত্রে অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। এইরূপে প্রকৃত কর্ম্ম সমাপণপূর্ব্বক সর্ব্বকর্ম্ম-করতঃ সাধারণ শাট্যায়ন-হোমাদি বামদেব্য পাণান্ত উদীচ্যকর্ম্ম সমাপন করিবেন। দক্ষিণা করাইবেন। এই সময় শ্রীহরিনাম- সঙ্কীর্ত্তন করিবেন। যদি পিতা স্বয়ং আচার্য্য হন, তাহা হইলে কর্ম্মকারক পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবকে দক্ষিণা দিবেন।

শাট্যায়ন হোম

পুষ্প-তুসলী-হরিতকীযুক্ত কোশার জলে হস্ত রাখিয়া নিম্নোক্ত সঙ্কল্প-মন্ত্র পাঠ করিবেন। যথা—ওঁ বিষ্ণুরোম্ অদ্য অমুক মাসি অমুক পক্ষে অমুক তিথৌ অমুক বিহিত হোম-কর্ম্মণি (যথা—উপনয়নবিহিত সাবিত্রী হোম কর্ম্মণি)। যৎকিঞ্চিদ্বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষ-প্রশমনায় শাট্যায়ন হোমমহং কুর্ব্বীয়॥ অনন্তর করজোড়ে "ওঁ অগ্নে ত্বং বিধু নামাসি" বলিয়া অগ্নির ধ্যান করিবেন। যথা—

ওঁ লিঙ্গভ্রুশ্মশ্রু কেশাক্ষঃ পীনাঙ্গ জঠরোহরুণ।
ছাগস্থঃ সাক্ষ সূত্রোহগ্নিঃ সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ॥

"ওঁ বিধুনাম অগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ, ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ মম পূজাং গৃহাণ্।" "এতে গন্ধপুষ্পে বিধু নান্নে অগ্নয়ে নমঃ॥" মন্ত্রে পূজা করিয়া একটি ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে আহুতি দিয়া পূর্ব্বোক্তরূপে "মহাব্যাহৃতি হোম" করিবেন। তারপর শাট্যায়ন হোমরূপ প্রায়শ্চিত্ত (হোম কর্ত্তব্য)। যথা—ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ পাহিনোঽচ্যুত এনসে স্বাহা॥১॥

ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ পাহি নো বিশ্ব বেদসে স্বাহা॥২॥

ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ যজ্ঞ পাহি হরে বিভো স্বাহা॥৩॥

ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ সর্ব্বং পাহি শ্রিয়ঃপতে স্বাহা॥৪॥

ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ পাহিনোঽনন্ত একয়া, পাহি উত দ্বিতীয়য়া, পাহি ঊর্জ্জং তৃতীয়য়া, পাহি গীর্ভিশ্চতসৃভিঃ বিষ্ণো স্বাহা॥৫॥

ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ পুনঃ ঊর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব, পুনঃ বিষ্ণো ইষা আয়ুষা, পুনঃ নঃ পাহি অহংসঃ স্বাহা॥৬॥

ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ সহ রর্য্যা নিবর্ত্তস্ব, বিষ্ণো পিন্বস্ব ধারয়া, বিশ্বপ্ স্ন্যা বিশ্বতাপরি স্বাহা॥৭॥

ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ অজ্ঞাতং যদনাজ্ঞাতং, যজ্ঞস্য ক্রিয়তে মিথু, বিষ্ণো তদস্য কল্পয়, ত্বং হি বেথ যথাতথং স্বাহা॥৮॥

ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ প্রজাপতেঃ বিষ্ণো নত্বৎ এতানি অন্যো, বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব, যৎকামাঃ তে জুহুমঃ তৎ নোহস্তু, বয়ং স্যামঃ পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা॥৯॥

অনন্তর পূর্ব্ববৎ মহাব্যাহৃতি হোম ও সমিধ্ প্রক্ষেপ করিবেন। ব্রহ্মচারী সেইস্থানেই সূর্য্যাস্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মৌনী হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। সন্ধ্যা হইলে সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিয়া কুশণ্ডিকোক্ত বিধানে সমুদ্ভব নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া—

"ওঁ ইহৈবায়মিতর জাতবেদা হব্যং বহতু প্রজানন্।" মন্ত্র জপ করিয়া দক্ষিণ জানু ভূমিতে পাতিয়া যথাক্রমে দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তরদিকে উদকাঞ্জলি সেক ও অগ্নি পর্য্যুক্ষণ করিবে। যথা,—এক অঞ্জলি জল লইয়া—ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুর্দেবতা-র্গায়ত্রীচ্ছন্দোসবিতা শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা অগ্নি-পর্য্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ। ওঁ দেব সবিতঃ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভগায় দিব্যো গন্ধর্বঃ পুনাতু। কেতপূঃ কেতন্নঃ পুনাতু বাচস্পতির্বাচনঃ স্বদতু স্বাহা॥ এই মন্ত্র পাঠ করিয়া জলাঞ্জলিদ্বারা দক্ষিণাবর্ত্তে অগ্নি বেষ্টন করিবেন। পুনরায় এক অঞ্জলি জল লইয়া—ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিরদিতির্বিষ্ণুর্দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অদিতে বিষ্ণো অন্বমং স্থাঃ। বলিয়া অগ্নির দক্ষিণে নৈর্ঋতকোণ হইতে অগ্নিকোণ পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি ধারা দিবেন। পুনশ্চ আর এক অঞ্জলি জল লইয়া—ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষি শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা উদকাঞ্জলি-সেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনুমতে বিষ্ণো অন্বসংস্থাঃ বলিয়া—অগ্নির পশ্চিমে নৈর্ঋত কোণ হইতে বায়ুকোণ পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি দিয়া পুনরায় এক অঞ্জলি জল লইয়া—ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষির্বিষ্ণুশক্তি সরস্বতীদেবতা উদকাঞ্জলি সেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ সরস্বত্যস্বমৎ স্থাঃ॥" বলিয়া অগ্নির উত্তরে বায়ুকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত জলাঞ্জলি ধারা দিবেন। পরে সমিধ্ হোম করিবেন। প্রাদেশ প্রমাণ ৩টি সমিধ্ ঘৃতাক্ত করিয়া প্রথমে একটি অমন্ত্রক অগ্নিতে প্রদান করিবেন। পরে একটি লইয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে হোম করিবেন। যথা—ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষি-র্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা অগ্নৌ সমিধদানে বিনিয়োগঃ। ওঁ বিষ্ণো অগ্নয়ে সমিধং মহার্ঘং বৃহতে জাতবেদসে যথা—ত্বমগ্নে সমিধা সমিধাস্যেব মহময়ুষা মেধয়া বর্চ্চসা প্রজয়া পশুভিঃ ব্রহ্মবর্চ্চসেন ধনেন অন্নাদ্যেন সমেধিষীয় স্বাহা॥ পরে তৃতীয় সমিধ্টি অমন্ত্রক হোম করিবে। তারপর উদীচ্য কর্ম্মোক্ত বিধানে পুনরায় অগ্নি পর্য্যুক্ষণ ও উদকাঞ্জলি-সেক করিবেন। অগ্নির (দক্ষিণ-পশ্চিম ও উত্তরে) ব্রহ্মচারী কৃতাঞ্জলি হইয়া—"অমুক গোত্র শ্রীঅমুক দেবশর্ম্মাহং ভোঃভিবাদয়ে" বলিয়া "ক্ষমস্ব" মন্ত্রে অগ্নি বিসর্জ্জন করিবেন। ইতি উপনয়ন।

উদীচ্য-কর্ম্ম

ওঁ বিষ্ণু ওঁ তৎ সৎ অদ্যেত্যাদি অত্র অমুক কর্ম্মণি যৎকিঞ্চিৎ বৈগুণ্যজাতং তদ্দোষ প্রশমনায় শ্রীকৃষ্ণস্মরণপূর্ব্বক শাট্যায়ন হোমং অহং কুর্ব্বীয় ইতি সঙ্কল্প—

"ওঁ অগ্নে ত্বং বিধুনামসি" এইরূপে অগ্নির "বিধু" নামকরণ করতঃ ধ্যান করিবেন। ধ্যান যথা—ওঁ পিঙ্গ ভ্রূ শ্মশ্রু কেশাক্ষঃ পীণাঙ্গ জঠরোহরুণঃ। ছাগস্থঃ সাক্ষ্যসূত্রোহগ্নি সপ্তার্চ্চিঃ শক্তিধারকঃ॥ বিধুনামাগ্নে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহতিষ্ঠ ইহতিষ্ঠ ইহসন্নিরুধ্যস্ব অত্রাধিষ্ঠানং কুরু। মম পূজাং গৃহান॥ আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিয়া তদনন্তর ঘৃতাক্ত প্রাদেশ প্রমাণ সমিধ্ অগ্নিতে আহুতি দিয়া মহাব্যাহৃতি হোম করিয়া ঘৃত-দ্বারা শাট্যায়ন হোমরূপ প্রায়শ্চিত্ত হোম করিবেন।

মহাব্যাহৃতি হোম

ওঁ প্রজাপতি-বিষ্ণুঋষি-গায়ত্রীছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা। প্রজাপতি-ঋষিরুষ্ণিকছন্দোবায়ুর্দ্দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূবঃ স্বাহা। প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষিরনুষ্টুপছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ স্বঃ স্বাহা॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভূবঃ স্বাহা, ওঁ সঃ স্বাহা॥ প্রজাপতিঋষিরগ্নির্দ্দেবতাঃ প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পাহি নোঽগ্র এনসে স্বাহা॥১॥

ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষির্ব্বিস্বেদেবতাঃ প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ ওঁ পাহি নো বিশ্ব দেবসে স্বাহা॥২॥

ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষির্বিভাবসুর্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সর্ব্বং পাহি বিভাবসু স্বাহা॥৩॥

ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ শতক্রতুর্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সর্ব্বং পাহি শতক্রতু স্বাহা॥৪॥

ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষিরনুষ্টুপছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পাহি নো অগ্ন একয়া পথ্যত দ্বিতীয়া। পাহি গীর্ভিস্তি সৃজিরূর্জাপতে পাহি চতুসৃভির্ব্বসো স্বাহা॥৫॥

ওঁ প্রজাপতি-বিষ্ণুঋষির্গায়ত্রীছন্দোঽগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ পুনরূর্জ্জানির্বত্তস্ব পুনরগ্ন ইষয়ূধা। পুনর্নঃ পাহ্যং হসঃ স্বাহা॥৬॥

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুর্ঋগিরনুষ্টুপছন্দোহগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ সহয়স্যানিবর্ত্তসাগ্নেপিন্বস্ব ধারয়া। বিস্বপ্স্যাবিশ্বতসপরি স্বাহা ॥৭॥

ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুর্ঋষিরনুষ্টুপছন্দোহগ্নির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ অজ্ঞাতং যদনাজ্ঞাতং যজ্ঞস্য ক্রিয়ন্মো মিথঃ। অগ্নে তদস্য কল্পয়তঃ হি বেত্থ যথাযথং স্বাহা ॥৮॥

ওঁ প্রজাপতির্বিষ্ণুঋষিঃ পঙ্‌ক্তিছন্দঃ প্রজাপতির্দ্দেবতা প্রায়শ্চিত্ত হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ প্রজাপতে ন ত্বদেতাস্যান্যে বিশ্বাজাতিগ্নি পরিতা বভূব। যৎকামাস্তে জুহুমস্তন্নো অস্তবয়ং স্যামপতয়োরয়ীনাং স্বাহা ॥৯॥

অনন্তর ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে আহুতি দিয়া পূর্ব্ববৎ মহাব্যাহৃতি হোম করিবে। ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ ॥ ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা ॥ ততঃ ক্রমতো বৈষ্ণবহোম যথা—তত্র প্রথমং পঞ্চমহাভাগবতেভ্যঃ প্রত্যেকং জুহুয়াৎ—ওঁ বিষ্বক্সেনায়স্বাহা, সনকায় স্বাহা, সনাতনায় স্বাহা, সনন্দায় স্বাহা, সনৎকুমারায় স্বাহা। ততঃ নবযোগেন্দ্রভ্যঃ প্রত্যেকং জুহুয়াৎ—ওঁ কবয়ে স্বাহা, হবয়ে স্বাহা, অন্তরীক্ষায় স্বাহা, প্রবুদ্ধায় স্বাহা, পিপ্পলায়নায় স্বাহা, অবিহোত্রায় স্বাহা, দ্রুমিলায় স্বাহা, চমসায় স্বাহা, করভাজনায় স্বাহা ॥ ততো দশমহাভাগবতেভ্য স্বাহা, ওঁ নারদায় স্বাহা, কপিলায় স্বাহা, যমভাগবতায় স্বাহা, ভীষ্মদেবায় স্বাহা, শুকদেবায় স্বাহা, জনকায় স্বাহা, সদাশিবায় স্বাহা, প্রহ্লাদায় স্বাহা, ব্রহ্মণে স্বাহা, বলিরাজায় স্বাহা, ততঃ স্বায়ম্ভুবায় স্বাহা, গুরুড়ায় স্বাহা, হনমতে, অম্বরীষায়, ব্যাসদেবায়, উদ্ধবায় স্বাহা, যুধিষ্ঠিরায় স্বাহা, ভীমায়, অর্জ্জুনায়, নকুলায়, সহদেবায়, বিদুরায়, বিষ্ণুরাতায়, বিভীষণায় ॥ ততঃ—ওঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় স্বাহা, ওঁ শ্রীনিত্যানন্দায়, ওঁ শ্রীঅদ্বৈতায় স্বাহা, ওঁ পণ্ডিত গদাধরাদিভ্যঃ স্বাহা, ওঁ শ্রীবাসাদিভ্যঃ স্বাহা, ওঁ শ্রীরূপায় স্বাহা, ওঁ শ্রীসনাতনায় স্বাহা, ওঁ ভট্টরঘুনাথায় স্বাহা, ওঁ শ্রীজীবায় স্বাহা, ওঁ গোপালভট্টায় স্বাহা, ওঁ দাসরঘুনাথায় স্বাহা। ওঁ দীক্ষা গুরবে, ওঁ শিক্ষা গুরুভ্যঃ, শ্রীনবদ্বীপধাম্নে, ওঁ শ্রীমায়াপুর যোগপীঠায় স্বাহা ॥ ততঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীভ্যঃ প্রত্যেকং—ওঁ অন্তরঙ্গায়ৈ স্বাহা, ওঁ পৌর্ণমাস্যৈ স্বাহা। ওঁ পদ্মায়ৈ স্বাহা, ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ স্বাহা। গঙ্গায়ৈ স্বাহা, যমুনায়ৈ স্বাহা, সরস্বত্যৈ গোপ্যৈ স্বাহা, বৃন্দায়ৈ, গায়ত্র্যৈ, তুলস্যৈ, পৃথিব্যৈ, গবে স্বাহা। যশোদায়ৈ, দৈবহূত্যৈ, দেবক্যৈ, রোহিণ্যৈ, সীতায়ৈ, দ্রোপদ্যৈ, কুন্ত্যৈ স্বাহা। রুক্মীন্যৈ, সত্যভামায়ৈ স্বাহা। জাম্ববত্যৈ, নাগ্নজিত্যৈ, লক্ষণায়ৈ, কালিন্দৈ স্বাহা, ভদ্রায়ৈ, মিত্রাবিন্দায়ৈ স্বাহা ॥ ততঃ—শ্রীগোপালোপাসকানাং তদাবরণত্বেন

শ্রীদামাদীনাং হোমঃ কর্ত্তব্যঃ ॥ ওঁ শ্রীদাম্নে স্বাহা, সুদাম্নে স্বাহা, স্তোককৃষ্ণায়, লবঙ্গায়, অর্জ্জুনায়, বসুদাম্নে, বিশালায় স্বাহা, সুবলায়, শ্রীরামায়, শ্রীকৃষ্ণায় স্বাহা ॥ ততঃ—নর্ম্মসখিভ্যঃ স্বাহা, ওঁ প্রিয়নর্ম্ম সখিভ্যঃ স্বাহা, ওঁ সহচরেভ্যঃ সর্ব্ব গোপালেভ্যঃ স্বাহা, নন্দায়, উপনন্দায়, সুনন্দায়, মহানন্দায় স্বাহা, শুভানন্দায় প্রাণানন্দায়, সদানন্দায় স্বাহা। শ্রীযুগলোপাসকানাং শ্রীকৃষ্ণাবরণত্বেন স্বাহা। প্রিয়সখা-সখী-সহচরী-রঙ্গিনী প্রভৃতিযূথানাং স্বাহা। শ্রীললিতাদিনাঞ্চ হোমঃ কর্ত্তব্যঃ। তত্র প্রথমং শ্রীগুরুযুগলস্য হোমঃ কর্ত্তব্যঃ। যথা—ওঁ গুরুবে স্বাহা, ওঁ সর্ব্বেভ্যো মহান্তগুরভ্যঃ স্বাহা। ওঁ চৈত্ত্যগুরবে স্বাহা ॥ ততঃ শ্রীরাধাহোমঃ—ওঁ শ্রীবার্ষভানবি গান্ধর্ব্বিকে কৃত্তিকাদেবি শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ে সর্ব্বেশ্বরী ক্লীং শ্রীবৃন্দাবন- সেবাধিকার-প্রদে শ্রীং হ্রীং তুভ্যং শ্রীরাধিকায়ৈ স্বাহা। ততঃ শ্রীকৃষ্ণহোমঃ। যথা—ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ, শ্রীকৃষ্ণ আদিপুরুষঃ কৃষ্ণ পুরুষোত্তমঃ কৃষ্ণ হা-উ কর্ম্মাদিমূলং কৃষ্ণ স হ সর্ব্বৈকার্য্যঃ কৃষ্ণঃ কাশংকৃদাদীশমুখ-প্রভুপূজ্যঃ কৃষ্ণোঽনাদিঃ তস্মিন্নজাণ্ডান্তর্বাহ্যে যন্মঙ্গলং তল্লভতে কৃতী, ক্লীং কৃষ্ণায়—স্বাহা। ততঃ ওঁ ললিতায়ৈ স্বাহা। ওঁ শ্যামলায়ৈ স্বাহা, ওঁ বিশাখায়ৈ স্বাহা। ওঁ চম্পকলতায়ৈ স্বাহা। ওঁ ইন্দুরেখায়ৈ স্বাহা, ওঁ সুদেব্যৈ স্বাহা। ওঁ রঙ্গদেব্যৈ, সুচিত্রায়ৈ, তুঙ্গবিদ্যায়ৈ, কুন্দলতায়ৈ, ধন্যায়ৈ মঙ্গলায়ৈ, পদ্মায়ৈ, শৈব্যায়ৈ, ভদ্রায়ৈ স্বাহা ওঁ চিত্রোৎপলায়ৈ, পাল্যৈ, তারায়ৈ, কুঞ্জকলিকায়্যৈ স্বাহা, ওঁ নিকুঞ্জকলিকায়ৈ, সুখকলিকায়ৈ, রসকলিকায়ৈ, প্রমোদায়ৈ, ধনিষ্ঠায়ৈ, তুলস্যৈ, রমায়ৈ রম্যায়ৈ, বিম্বোষ্ঠ্যৈ ওঁ রসদায়ৈ, আনন্দায়ৈ, কলাবত্যৈ, রূপমঞ্জর্য্যৈ, অনঙ্গমঞ্জর্য্যৈ, রসমঞ্জর্য্যৈ স্বাহা, ওঁ লবঙ্গমঞ্জর্য্যৈ, কস্তুরীমঞ্জর্য্যৈ, গুণমঞ্জর্য্যৈ, রতিমঞ্জর্য্যৈ, কর্পূরমঞ্জর্য্যৈ স্বাহা, ওঁ সর্ব্বসখীভ্যঃ স্বাহা। ওঁ সর্ব্বসহচরীভ্যঃ সর্ব্বসঙ্গিনীভ্যঃ ওঁ সর্ব্বরঙ্গিনীভ্যঃ, ওঁ বৃষভানুভ্যঃ, ওঁ বৃষভানুণেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ কীর্ত্তিদায়ৈ স্বাহা, ওঁ সর্ব্বকার্য্যেভ্যঃ স্বাহা। ওঁ সর্ব্ববৈষ্ণেবেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ সর্ব্ববৈষ্ণবীভ্যঃ স্বাহা। ততঃ—ওঁ নারায়ণায় স্বাহা। ওঁ কারণাব্ধিশায়িনে স্বাহা। ওঁ গর্ভদশায়িনে স্বাহা। ওঁ ক্ষীরাব্ধিশায়িনে স্বাহা। ওঁ বৈকুণ্ঠধাম্নে, বাসুদেবায়, সঙ্কর্ষণায়, প্রদ্যুম্নায়, অনিরুদ্ধায়, গোলোক ধাম্নে, মথুরাধাম্নে, দ্বারকাধাম্নে স্বাহা। ওঁ মৎস্যায়, কূর্ম্মায়, বরাহায়, নৃসিংহায়, বামনায়, সঙ্কর্ষণ-রামায়, রঘুনাথায়-রামায়, জামদগ্ন্য-রামায় স্বাহা। ওঁ বুদ্ধায়, কল্কিনে, সর্ব্বেভ্যো গুণাবতারেভ্যঃ স্বাহা। ওঁ সর্ব্বেভ্যো মন্বন্তরাবতারেভ্যঃ স্বাহা।ওঁ হংসায়, যজ্ঞায়, দত্তাত্রেয়ায়, পৃথবে স্বাহা। ওঁ ধন্বন্তরয়ে, মোহিন্যৈ, বিরাজে, সত্যযুগাবতারায়, শুক্লমূর্ত্তয়ে স্বাহা। ওঁ ত্রেতাযুগাবতারায় রক্তমূর্ত্তয়ে, দ্বাপরযুগাবতারায় কৃষ্ণমূর্ত্তয়ে, কলিযুগাবতারায়

পীতমূর্ত্তয়ে স্বাহা। ওঁ বৃন্দাবনধাম্নে বৃন্দাবনায় দ্বাদশবনেভ্যোঃ, দ্বাত্রিংশৎ উপবনেভ্যঃ স্বাহা। ওঁ শ্রীং ক্লীং ব্রজবাসিস্থাবর-জঙ্গম-সপরিকর শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণেভ্যঃ স্বাহা॥ অনন্তর প্রাদেশ পরিমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ একটি অগ্নিতে আহুতি দিয়া—পূর্ব্ববৎ মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা মহাব্যাহৃতি হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ স্বাহা, ওঁ ভুবঃ স্বাহা, ওঁ স্বঃ স্বাহা।

নবগ্রহ হোম যথা,—ওঁ আকৃষ্ণেন রজসা বর্ত্তমানো নিবেশয়ন্নমৃতং মর্ত্ত্যঞ্চ। হরণ্যয়েন সবিতা রথেন দেবোযাতি ভুবনাণিপশ্যন স্বাহা॥ ১॥

ওঁ আপ্যায়স্ব সমেতু তে বিস্বতঃ সোম বৃষ্ণং। ভবা বাজস্য সঙ্গমে স্বাহা॥ ২॥

ওঁ অগির্মূদ্ধা দিবঃ ককুৎপতিঃ পৃথিব্যা অয়ম্। অপাং বেতাংসি জিন্বতি স্বাহা॥ ৩॥

ওঁ অগ্নে বিবস্বদুষ সশ্চিত্রং রাধো অমর্ত্ত্য। আদাহ্বযেজাত বেদো বহা ত্বমদ্যো দেবাঁ উষর্বুধঃ স্বাহা॥ ৪॥

ওঁ বৃহস্পতে পরিদিয়া রথেন রক্ষোহমিত্রা অপবাধমানঃ। প্রভঞ্জন্ সেনাঃ প্রমৃণো যুধা জয়ন্নস্মাকমেধ্যবিতারথানাং স্বাহা॥ ৫॥

ওঁ শুক্রং তে অন্যদ্ যজতং তে অন্যদ্বিষুরূপে অহনীদ্যৌবিবাসি। বিস্বাহি ময়া অবসি স্বধাবন্ ভদ্রাতে পুষন্নিবহরাতি বস্তু স্বাহা॥ ৬॥

ওঁ শং নো দেবীরভিষ্টয়ে শং নো ভবন্তু পীতয়ে শং যো রভিস্রবন্তু নঃ স্বাহা॥ ৭॥

ওঁ কয়া নশ্চিত্রং আভুদূতী সদা বৃধঃ সখা। কয়া সচিষ্টয়া বৃতা স্বাহা॥ ৮॥

ওঁ কেতুং কৃন্বন্নকেতবে পেশোমর্য্যা অপেশসে। সমুষদ্ভির জায়থাঃ স্বাহা॥ ৯॥

অনন্তর ইন্দ্রাদি দশদিকপালের হোম করিবেন।

ওঁ ইন্দ্রায় স্বাহা। ওঁ অগ্নয়ে স্বাহা। ওঁ যমায় স্বাহা। ওঁ নৈর্ঋতায় স্বাহা। ওঁ বরুণায় স্বাহা। ওঁ বায়বে স্বাহা। ওঁ কুবেরায় স্বাহা। ওঁ ঈশানায় স্বাহা। ওঁ ব্রহ্মণে স্বাহা। ওঁ অনন্তায় স্বাহা।

প্রত্যক্ষ দেবতার হোম। যথা—ওঁ নারায়ণায় স্বাহা, ওঁ লক্ষ্মৈ স্বাহা ওঁ সরস্বত্যৈ স্বাহা, ওঁ ষষ্ঠৈ স্বাহা, ওঁ শীতলায়ৈ স্বাহা, ওঁ মনসায়ৈ স্বাহা, ওঁ গঙ্গায়ৈ স্বাহা॥ অনন্তর ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে দিয়া, জানুদ্বয় উত্তোলনপূর্ব্বক উপবেশন করিয়া "জলাঞ্জলি" গ্রহণ করতঃ অগ্নি পর্য্যুক্ষণ করিবেন। নিম্ন মন্ত্রে দিক্ষণাবর্ত্তে অগ্নি বেষ্টন করিবেন। ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীঅনিরুদ্ধ দেবতা অগ্নি পর্য্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ।

১। ওঁ প্রভো অনিরুদ্ধ প্রসুব যজ্ঞং প্রসুব যজ্ঞপতিং ভাশায়ঃ পাতা সর্ব্ব ভূতাস্থঃ কেতপুঃ কেতং নঃ পুণাতু, বাগীশঃ বাচং নঃ স্বদতু॥ পুনর্ব্বার জলাঞ্জলি পাঠ—

২। ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীঅনন্তোদেবতা উদকাঞ্জলি সেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অনন্ত অন্বমং স্থাঃ। পুনঃ—

৩। ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতোদেবতা উদকাঞ্জলি সেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ অচ্যুত অন্বমং স্থাঃ। পুনঃ—

৪। ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুদেবতা উদকাঞ্জলি সেকে বিনিয়োগঃ। ওঁ সরস্বত্যন্বমং স্থাঃ॥

গৃহীত জলাঞ্জলি-ধারা স্থণ্ডিলের উত্তরে বায়ুকোণ হইতে ঈশানকোণ পর্য্যন্ত জলধারা দিবেন। অনন্তর দর্ভপুষ্টিকা হোম করিবেন। কতিপয় প্রাদেশ প্রমাণ আস্তরণ কুশ লইয়া উভয়হস্তে চিৎভাবে মুষ্টি দ্বারা গ্রহণ করিয়া "নিম্নমন্ত্র" তিনবার পাঠ করিয়া ঐ কুশগুলির অগ্র, মধ্য ও মূল তিনস্থানে ঘৃত লাগাইবেন। ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা দর্ভতৃণাভ্যঞ্জনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অক্তং রিহানাব্যন্তু বয়ঃ। অতঃপর ঐ সমুদয় কুশ বামহস্তে ধরিয়া জলদ্বারা অভ্যুক্ষণ করতঃ "নিম্নমন্ত্রে" পাঠ করিয়া উক্ত কুশগুলি অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবেন। ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ অনুষ্টুপছন্দ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা দর্ভজুটিকা হোমে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভো বৈষ্ণবানামধিপতে বিষ্ণুঃ রুদ্রঃ তন্তিচরো বৃষাপসূনস্মাকং মা হিং সীরেতদস্তু হুতং তব স্বাহা॥ তদন্তর পূর্ণাহুতি দিবেন। তদর্থে—"অগ্নে ত্বং মৃড়নামাসি" এই মন্ত্রে অগ্নির নামকরণ করিয়া আবাহনপূর্ব্বক—গন্ধ, মাল্য, বস্ত্র, তণ্ডুলাদি-দ্বারা অগ্নির অর্চ্চনা করিয়া—"ফল-পুষ্পযুক্ত" প্রচুর ঘৃত কুশিতে লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া নিম্নমন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আহুতি দিবেন। ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ বিড়াড্ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা বিষ্ণুদাস্য যশস্কমস্য যজনীয় প্রয়োগে বিনিয়োগঃ। ওঁ পূর্ণহোমং যশসে বিষ্ণবে জুহোমে যঃ অস্মৈ বিষ্ণবে জুহোতি সবরং অস্মৈ দদাতি, বিষ্ণোঃ বরং বৃণে, যশসা ভামি লোকে স্বাহা॥ অনন্তর ব্রহ্মদক্ষিণার্থ পূর্ণপাত্র উৎসর্গ করিয়া দিবেন। "এতে গন্ধপুষ্পে পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যায় নমঃ।" এইরূপে অর্চ্চনা করিয়া— অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ "অমুক কর্ম্মাঙ্গ" হোম কর্ম্মণি—ব্রহ্মকর্ম্ম প্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণামেতৎ পূর্ণপাত্রানুকল্প ভোজ্যং তুভ্যমহং সম্প্রদদানি। অনন্তর দক্ষিণান্ত করিয়া "ব্রহ্মণ ক্ষমস্ব" মন্ত্রে ব্রহ্মণকে (কুশার ব্রহ্মার গ্রন্থি খুলিয়া) বিসর্জ্জন করিবেন। তদনন্তর "অগ্নে ত্বং সমুদ্রং গচ্ছ" মন্ত্রে অগ্নিতে

জলের ছিটা দিয়া অগ্নি বিসর্জ্জন করিবেন, এবং অগ্নির ঈশানকোণে দুগ্ধাদি প্রদান করিয়া—"ওঁ পৃথ্বি ত্বং শীতলা ভব" পাঠ করিবেন। পরে শ্রুক্ বা শ্রুবদ্বারা স্থণ্ডিলের ঈশানকোণ হইতে আহুতি শেষ মিশ্রিত ভস্ম গ্রহণ করতঃ তিলক প্রস্তুত করিবেন এবং অগ্রভাগ নারায়ণশিলায় দান করিয়া নিজে তিলক করতঃ ও যজমানকে তিলক দান করিবেন। মন্ত্র যথা— ললাটে—ওঁ কশ্যপস্য ত্র্যায়ুষাং, কণ্ঠে—ওঁ যমদগ্নে ত্র্যায়ুষং, বাহুতে—ওঁ খদ্দেবানাং ত্র্যায়ুষাং, হৃদয়ে—তল্লোহস্তু ত্র্যায়ুষাং। অন্তঃপুর পূর্ব্বাভিমুখে উপবেশন করিয়া শান্তিমন্ত্রে শান্তিকর্ম্ম করিবেন। যথা,—

ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা শান্তিকর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ। ওঁ ভূঃ ভূবঃ স্বঃ কয়া নঃ চিত্রে আভুবৎ ঊতী সদা বৃধঃ সখা, কয়া সচিষ্টয়া বৃতা॥ ১॥

ওঁ ভূঃ ভূবঃ স্বঃ কঃ ত্বাসত্যো মাদানাং মং হিষ্ঠো মৎসৎ অন্ধস্যঃ দৃঢ়াচিদ্ আরুজে বসু॥ ২॥

ওঁ ভূঃ ভূবঃ স্বঃ অভীষুনঃ সখীনাম্ অবিতা জরিতৃণাং এতং ভবাসি উতয়ে॥ ৩॥

ওঁ স্বস্তি নো গোবিন্দ, স্বস্তি নঃ অচ্যুতানন্তৌ স্বস্তি নো বাসুদেবো বিষ্ণুঃ দধাতু। স্বস্তি নো নারায়ণো নরোবৈ, স্বস্তি নঃ পদ্মনাভঃ পুরুষোত্তমো দধাতু। স্বস্তি নো বিশ্বকসেনো বিশ্বেশ্বরঃ, স্বস্তি নো— হৃষীকেশো হরিঃ দধাতু। স্বস্তি নো বৈনতেয়ো হরিঃ, স্বস্তি নোহঞ্জনাসুতো হনুঃ ভাগবতো দধাতু। স্বস্তি স্বস্তি সুমঙ্গলৈ কেশো মহান্ শ্রীকৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দঘনঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরো দধাতু। ওঁ দ্যৌঃ শান্তি, অন্তরীক্ষং শান্তি, পৃথিবী শান্তি, আপঃ শান্তি, বায়ু শান্তি, তেজঃ শান্তিঃ, ঔষধয়ঃ শান্তিঃ, লোকাঃ শান্তিঃ, ব্রাহ্মণাঃ শান্তিঃ, বৈষ্ণবাঃ শান্তিঃ, শান্তিরস্তু, ধৃতিরস্তু। ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি ওঁ শান্তি। ইতি বারত্রয় পঠেৎ। তৎপরে প্রকৃত কর্ম্মের দক্ষিণান্ত করিয়া অচ্ছিদ্রাবধারণ ও বৈগুণ্য প্রশমণ করিবেন।

অদ্যেত্যাদি কৃতৈতৎ ইয়দ্বর্ষ নিষ্পাদিত—অমুক পুরাণোক্ত অমুক ব্রত প্রতিষ্ঠা-কর্ম্মণঃ সাঙ্গতার্থং দক্ষিণামিদং যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমূল্যং যথা সম্ভব গোত্রনাম্নে ব্রাহ্মণায়াহং দদে। অনন্তর অচ্ছিদ্রাবধারণ করিয়া বিষ্ণু স্মরণ্ করিবেন। "ক্ষমস্ব" মন্ত্রে প্রতিমা বিসর্জ্জন করিয়া আচার্য্যকে প্রদান করিবেন। তৎপর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কর্ম্ম সমর্পণ করিয়া পাঠ করিবেন।

"ওঁ প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষং সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরো হরিঃ।
তস্মিং তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥"

বৈগুণ্য শান্তি—"বিষ্ণুরোম্ তৎসদদ্য অমুক মাসি, অমুক দেবশর্ম্মা, অমুক ফলপ্রাপ্তি কামনয়া কৃতেঽস্মিন্ অমুক কর্ম্মণি যদ্বৈগুণ্য জাতং তদ্দোষ প্রশমনায়" শ্রীবিষ্ণুঃ স্মরণমহং করিষ্যে। পরে----ওঁ অজ্ঞানাৎ যদি বা মোহাৎ প্রচ্যবেতাধ্বরেষুযৎ। স্মরণাদেব তদ্বিষ্ণোঃ সম্পূর্ণ স্যাদিতি শ্রুতি॥ (ওঁ শ্রীবিষ্ণুঃ শ্রীবিষ্ণুঃ শ্রীবিষ্ণুঃ) মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং জনার্দ্দন। যৎ পূজিতং মহাদেব। পরিপূর্ণং তদস্তু মে। যদ্দত্তং ভক্তিমাত্রেণ পত্রং- পুষ্পং-ফলং-জলং আবেদিতং নিবেদন্তু তদ্‌গৃহানানুকম্পয়া। বিষহীনং মন্ত্রহীনং যদ্‌কিঞ্চিদুপপাদিতং। ক্রিয়ামন্ত্র বিহীনস্য তৎসর্ব্বংক্ষন্তুমর্হসি। রাধে বৃন্দাবনাধীশে! করুণামৃত-বাহিনি। কৃপয়া নিজপাদাব্জেদাস্যং অহং প্রদীয়তাম্।

ঘত-স্থাপন

ভূমিতে—ওঁ ভূরসি, ভূমিরস্যদিতিরসি, বিশ্বধারা ভুবনস্যধর্ত্রী। পৃথিবীং যচ্ছ, পৃথিবীং দৃংহ, পৃথিবীং মা হি হংসিঃ।

ধান্যে- -ওঁ ধান্যমসি ধিনুহি দেবান্ ধিনুহি যজ্ঞং। ধিনুহি যজ্ঞপতিং ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্।

ঘটে—ওঁ আজিঘ্র কলসং মহ্যা ত্বা বিশ্বন্তিন্দব। পুনরূর্জ্জানিবর্ত্তস্য, সা নঃ সহস্রং ধুক্ষোরুধারা পয়স্বতী, পুনর্মাবিসতাদ্রয়িঃ।

জলে—ওঁ বরণস্যোত্তম্ভনমসি, বরুণস্য স্কম্ভ সর্জ্জনী স্থঃ। বরুণস্য ঋত সদন্যসি, বরুণস্য ঋতসদনমসিদ্।

পল্লবে—ওঁ ধন্বনা গা ধন্বনাজিং জয়েম, ধন্বনা তীব্রাঃসম জয়েম। ধনুঃ শত্রোরপকামং কৃণোতি ধন্বনা সর্ব্বাঃ প্রদিতে জয়েম।

ফলে—ওঁ যাঃ ফলিনীর্যা অফলা অপুষ্পা যাশঃ পুষ্পিনীঃ। বৃহস্পতি প্রসুতাস্তা নোমুঞ্চন্ত্বং হসঃ॥

সিন্দুরে—ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধবনে কুঘনাসো বাত প্রমিয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুষো ন বাজী, কাষ্ঠাভিন্দন্মুর্ম্মিভি পিন্বমানঃ॥

দুর্ব্বায়—ওঁ কাণ্ডাৎ, ওঁ কাণ্ডাৎ, প্ররোহণ্ডী পুরুষঃ, প্ররোহণ্ডী পুরুষঃ পরি। এবা নো দুর্ব্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ॥

পুষ্পে—ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা অহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইষ্ণন্নিষাণামুন্মইষাণ, সর্ব্বলোকং মইষাণ॥

গন্ধে—ওঁ গন্ধদ্বারাং দুরার্দ্ধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করিষিণীম্। ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতনাং ত্বামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ম্॥

বস্ত্রে—ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবিত আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ। তং ধীরাস কবয়ঃ উন্নয়ন্তি সাধ্যোমনসা দেবয়ন্তঃ॥

স্থিতিকরণ—ওঁ সর্ব্বতীর্থোদ্ভবং বারি সর্ব্বদেব সমন্বিতম্। ইমং ঘটং সমারুহ তিষ্ঠদেবগণৈঃ সহ॥

স্থাং স্থীং স্থিরো ভব বীড়ঙ্গ আশুর্ভববাজ্যর্ব্বন্ পৃথুর্ভব সুষদস্তমগ্নেঃ পরীষবাহনঃ॥ অনন্তর গায়ত্রী জপ।

অন্নপ্রাশন

পুত্রের ষষ্ঠ বা অষ্টম মাসে, কন্যার পঞ্চম মাসে বা সপ্তম মাসে শুভদিনে পিতা প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে স্নান করিয়া ইষ্টদেবতা ও বৈষ্ণবের অর্চ্চনান্তর সাত্ত্বিকবৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া শুচিনামক অগ্নি সংস্থাপনপূর্ব্বক বিরূপক্ষজপান্তক কুশণ্ডিকা সমাপ্ত করিয়া, প্রকৃতকর্ম্মের আরম্ভে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অমন্ত্রক হোম করিয়া ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতি হোম করিবেন। তারপর "ওঁ প্রজাপতিঃ ওঁ ব্যানায় স্বাহা" ইত্যাদি মন্ত্রে হোম করিবেন। তদনন্তর ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতিহোম ও অমন্ত্রক প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ প্রক্ষেপ করিয়া প্রকৃতকর্ম্ম সমাপ্ত করিবেন এবং সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ শাট্যায়নহোমাদি বামদেব্যগানান্ত উদীচ্য-কর্ম্ম সমাপন করিবেন। তারপর মূলোক্ত পাঁচটি মন্ত্রে কুমারের মুখে উপকরণ-জল-সহিত মহাপ্রসাদান্ন দিবেন। শিশুকে পাঁচবার অন্নপ্রাশন করাইয়া—কর্ম্মকারক পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবকে ও অন্যান্য ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিবেন। কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবগণের সেবা এবং মহাপ্রসাদাদিদ্বারা সর্ব্বজীবের সন্তোষ বিধান করিবেন। অন্নপ্রাশনের পর পুত্রের মূর্দ্ধাভিঘ্রাণ ✱ করিবেন।

✱ অন্নপ্রাশনের শেষে আশীর্ব্বাদকালে, অথবা দীর্ঘকাল পরে প্রবাস হইতে প্রত্যাগত পিতা পাদ-প্রক্ষালন ও আচমন করতঃ পবিত্র হইয়া পূর্ব্বমুখ হইয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রাদিক্রমে পুত্রের মস্তক দুই হস্তে ধারণ করিয়া মূলোক্ত ১-৩ সংখ্যক তিনটি মন্ত্র জপ করিবেন। তারপর ৪-সংখ্যক মন্ত্রে পুত্রের মস্তক আঘ্রাণ করিবেন। অনন্তর বামদেব্য-গানপূর্ব্বক অচ্ছিদ্রাবধারণ করিবেন। যদি পিতা প্রবাসী না হইয়া গৃহেই অবস্থান করেন, তাহা হইলে পুত্র যখন পিতাকে পিতা বলিয়া চিনিতে পারিবে,তখন এই কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। সেই সময়ে যদি ইহা অনুষ্ঠিত না হয়, তহো হইলে উপনয়নের পর ইহা কর্ত্তব্য।

ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ বৃহতীছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা কুমারস্য মহাপ্রসাদান্ন-প্রাশনে বিনিয়োগঃ, ওঁ অচ্যুত অন্নপতে, অন্নস্য নো ধেহি অনবীমস্য শুষ্মিণঃ প্রদাতারং তারিষঃ ঊর্জ্জং নো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে স্বাহা, ওঁ প্রাণায় স্বাহা ॥১॥

ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীজনার্দ্দনো দেবতা কুমারস্য মহাপ্রসাদান্নপ্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ জনার্দ্দন অন্নপতে কৃণুত অন্নং নো ধেহি পীযুষরসাক্তং তেঽন্নং যদ্‌যদ্ যুগে নো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে স্বাহা, ওঁ অপানায় স্বাহা ॥২॥

ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণৌ দেবতা কুমারস্য মহাপ্রসাদান্নপ্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ লক্ষ্মীনারায়ণৌ অন্নপতী অন্নং অমৃতং নো ধেহি কমলাসংস্কৃতং তে ভুক্তশেষং নো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে স্বাহা। ওঁ সমানায় স্বাহা ॥৩॥

ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীযজ্ঞোদেবতা কুমারস্য মহাপ্রসাদান্নপ্রাশনে বিনিয়োগঃ, ওঁ অন্নপতে যজ্ঞ অন্নং অধিযজ্ঞং ত্বদীয় নো ধেহি সর্ব্ব দুর্ল্লভং মানুষ্যং বৈ সুধাযুতং নো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে স্বাহা, ওঁ উদানায় স্বাহা ॥৪॥

ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীজনার্দ্দনো দেবতা কুমারস্য মহাপ্রসাদান্নপ্রাশনে বিনিয়োগঃ। ওঁ অন্নপতে জনার্দ্দন ষড়রসম্ অমৃতসিক্তং নিবেদিতং তে সদন্নং নো ধেহি বিদ্বিষাপহং, নো ধেহি দ্বিপদে চতুষ্পদে স্বাহা, ওঁ ব্যানায় স্বাহা ॥৫॥

বিবাহ-বিধি-প্রসঙ্গ

মঙ্গলাচরণ—

বিবাহাদি কার্য্যের প্রথমে মঙ্গলাচরণ করা কর্ত্তব্য। তাহাতে প্রথমতঃ প্রাঙ্গণে চারিহস্ত-চারিমুষ্টি-পরিমিত চতুষ্কোণ ও ছায়ামণ্ডপযুক্ত বেদি রচনা করিতে হইবে। এ-বিষয়ে কপিল-পঞ্চরাত্রের প্রমাণ, যথা—

সংস্কৃতায়ামুত্তমায়াং প্রমতায়াং বিশেষতঃ।
ভূমৌ কুর্য্যাচ্চতুষ্কোণাং বেদিকাং শুভদায়িনীম্॥
চতুর্হস্তচতুর্মুষ্টিপরিমাণেন চিহ্নিতাম্।
শুদ্ধাভিমাতৃকাভিশ্চ সল্লোকেনাপি নির্ম্মিতাম্॥
মৃত্তির্বাভিঃ পবিত্রাভিঃ সদ্যো গোময়লেপিতাম্।
খর্পরাঙ্গারকেশাস্থিতূষাদিপরিবর্জ্জিতাম্॥
ততঃ কুর্য্যাৎ প্রযত্নেন ছায়ামণ্ডপবর্দ্ধনম্।
জম্বাম্রবকুলাদীনাং দলতোরণমণ্ডিতম্॥
নানাবর্ণপতাকাশ্চ দদ্যাৎ অষ্টঘটোপরি।
ঘটাশ্চ চিত্রিতাঃ কার্য্যাঃ পঞ্চবর্ণৈঃ সুমঙ্গলাঃ॥
পূর্ব্বাদি ক্রমতশ্চাষ্টৌ ঘটাঃ স্থাপ্যা বিধানতঃ।
অষ্টৌ ধ্বজাঃ সপতাকাঃ শুভ্রা বেদ্যাশ্চ পূর্ব্বতঃ॥
তত্রচ্ছায়ামণ্ডপোর্দ্ধ্বং চন্দ্রাতপবিমণ্ডিতম্।
নানাপুষ্পাদিরচিতস্রগ্ ভির্মঞ্জুলশোভনম্॥
পঞ্চবর্ণকৃতৈশ্চূর্ণৈর্বেদিকাং সধবাঙ্গনাঃ।
সাধ্ব্যো বিচিত্রিতাং কুর্য্যুর্দ্বারং বিবিধ-লিম্পকৈঃ॥
মঙ্গলাচরণং চৈতৎ বাদ্যভাণ্ডস্য বাদনৈঃ।
শঙ্খঘণ্টাদীনাং ঘোষৈঃ স্থলমত্যন্তমঙ্গলম্।
মুখবদ্যৈর্ললুলাখ্যৈঃ সধবানাঞ্চ ঘোষিতাম্॥

বিশেষভাবে সংস্কৃত, উত্তম, পবিত্র ভূমিতে উভয়দিকে চারিহস্ত চারিমুষ্টি-পরিমিত, বিশুদ্ধ মাতৃকাদ্বারা চিহ্নিত, সল্লোকের দ্বারা নির্ম্মিত, পবিত্র মৃত্তিকা, জল ও সদ্য-গোময়দ্বারা লেপিত, খর্পর-অঙ্গার-কেশ-অস্থি-তুষাদিশূন্য

চতুষ্কোণ-মঙ্গল-বেদিকা নির্ম্মাণ করণীয়। অনন্তর জাম, আম্র, বকুল, প্রভৃতির পত্ররচিত তোরণদ্বারা ছায়ামণ্ডপকে সজ্জিত করিতে হইবে। পূর্ব্বাদি ক্রমে অষ্টদিকে অষ্ট মঙ্গলঘট বিধিমত স্থাপন করিয়া ঘটের উপর নানাবর্ণ পতাকা স্থাপন পূর্ব্বক ঘটগুলি পঞ্চবর্ণে চিত্রিত করিবে। বেদির পূর্ব্বাদি দিকে পতাকা-সহিত আটটী ধ্বজা স্থাপন করিয়া ছায়ামণ্ডপের উপবিভাগ চন্দ্রাতপের দ্বারা মণ্ডিত হইলে নানা পুষ্পরচিত মাল্যাদি-দ্বারা মনোরমভাবে শোভিত করিবে। সাধ্বী সধবা নারীগণ পঞ্চবর্ণের গুড়িকা দ্বারা বেদি এবং বিবিধ আল্পনার দ্বারা দ্বার চিত্রিত করিবে। মঙ্গলাচরণে নানাবাদ্যধ্বনিতে শঙ্খ-ঘণ্টাদির শব্দে ও সধবা স্ত্রীগণের হুলুধ্বনিতে সেই স্থান অতি মঙ্গলময় করিবে।

অনন্তর সর্ব্বপ্রথমে মঙ্গলদায়ক, সর্ব্ববিঘ্নবিনাশন, ছয় দর্শনের মতে পৃথক্ পৃথক্ নামবিশিষ্ট শ্রীভগবান্‌কে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম করিবে (বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে), যথা—

যং ব্রহ্ম বেদান্তবিদো বদন্তি পরে প্রধানং পুরুষং তথান্যে।
বিশ্বোদ্গতেঃ কারণমীশ্বরং বা তস্মৈ নমো বিঘ্নবিনাশায়॥

তদনন্তর সামবেদোক্ত মন্ত্র পাঠ—

ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়োঃ দিবীব চক্ষুরাততম্। অতঃপর ঋগ্বেদান্তর্গত কৃষ্ণোপনিষদ হইতে—

ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ, কৃষ্ণ আদিপুরুষঃ, কৃষ্ণঃ পুরুষোত্তমঃ, কৃষ্ণো হা উ কর্ম্মাদিমূলং, কৃষ্ণঃ স হ সর্ব্বৈকার্য্যঃ, কৃষ্ণঃ কাশংকৃদাদীশ মুখপ্রভুপূজ্যঃ, কৃষ্ণোঽনাদিস্তস্মিন্নজাগুান্তর্বাহ্যে যন্মঙ্গলং তল্লভতে কৃতি। পরে সাম-যজুর্ব্বেদোক্ত শ্রীপুরুষসূক্ত মন্ত্র পাঠ করিবে।

ওঁ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বেতো বৃত্বাঽত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্॥ ১॥
ওঁ পুরুষ এবেদং সর্ব্বং যদ্ভুতং যচ্চ ভব্যম্।
উতামৃতত্বস্যেশানো যদন্নেনাতিরোহতি॥ ২॥
ওঁ এতাবনস্য মহিমাঽতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্যে বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥ ৩॥
ওঁ ত্রিপাদূর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদোঽস্যেহাঽভবৎ পুনঃ।

ততো বিষ্বঙ্ ব্যক্রামৎ সাশনানশনে অভি ॥ ৪ ॥
ওঁ তস্মাৎ বিরাডজায়ত বিরাজো অধিপুরুষঃ।
স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভুমিমথো পুরঃ ॥ ৫ ॥
ওঁ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ সম্ভৃতং পৃষদাজ্যম্।
পশূংস্তাংশ্চক্রে বায়ব্যানারণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে ॥ ৬ ॥
ওঁ তস্মাৎ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুত ঋচঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাৎ যজুস্তস্মাদজায়ত ॥ ৭ ॥
ওঁ তস্মাদশ্বাঽজায়ন্ত যে কে চোভয়াদয়তঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাত্তস্মাজ্জাতা অজা বয়ঃ ॥ ৮ ॥
ওঁ তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রৌক্ষন্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে ॥ ৯ ॥
ওঁ যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্।
মুখং কিমস্য কৌ বাহূ কা ঊরুপাদা উচ্যেতে ॥ ১০ ॥
ওঁ ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরুঃ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত ॥ ১১ ॥
ওঁ চন্দ্রমা মনসে জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চাগ্নিশ্চ প্রাণাৎ বায়ুরজায়ত ॥ ১২ ॥
ওঁ ওঁ নাভ্যাসীদন্তরিক্ষং শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকাঁ অকল্পয়ন ॥ ১৩ ॥
ওঁ যৎপুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধ্মঃ শরদ্ধবিঃ ॥ ১৪ ॥
ওঁ সপ্তাস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্ যজ্ঞং তন্বানা অবধ্নন্ পুরুষং পশুম্ ॥ ১৫ ॥
ওঁ যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবাস্তানি ধর্ম্মানি প্রথমান্যাসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃ সন্তি দেবাঃ ॥ ১৬ ॥
ওঁ অদ্ভ্যঃ সরঃ ভৃতং পৃথ্বী বৈ রসাচ্চ বিশ্বকর্ম্মণঃ সমবর্ত্ততাগ্রে।
তস্য ত্বষ্টা বিদধদ্রূপমেতি তন্মর্ত্তস্য দেবত্বমায়াতমগ্রে ॥ ১৭ ॥
ওঁ বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় ॥ ১৮ ॥

ওঁ প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভ অন্তরজায়মানো বহুধাভিজায়তে।
তস্য যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাস্তস্মিন্ হ তস্থুর্ভুবনানি বিশ্বা ॥১৯॥
ওঁ যো দেবেভ্য আতপতি যো দেবানাং পুরোহিতঃ।
পূর্ব্বো যো দেবেভ্যো জাতো নমো রুচায় ব্রাহ্মায়ে ॥২০॥
ওঁ রুচং ব্রাহ্মং জনয়ন্তো দেবা অগ্রে তদব্রুবন্।
যস্ত্বেবং ব্রাহ্মণো বিদ্যাৎ তস্য দেবা আসন্ বশে ॥২১॥
ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা অহোরাত্রে পার্শ্বে নক্ষত্রাণি।
রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তং ইষ্মমিষাণামুম্ব ইষাণ সর্ব্বলোকং ম ইষাণ ॥২২॥

অতঃপর কুঙ্কুমাক্ত তণ্ডুল, তদভাবে হরিদ্রাক্ত তণ্ডুল হস্তে লইয়া স্বস্তিবাচন করণীয়, যথা—

ওঁ স্বস্তি নো গোবিন্দঃ, স্বস্তি নোঽচ্যুতানন্তৌ, স্বস্তি নো বাসুদেবো বিষ্ণুর্দধাতু। স্বস্তি নো নারায়ণো নরো বৈ, স্বস্তি নঃ পদ্মনাভঃ পুরুষোত্তমো দধাতু ॥ স্বস্তি নো বিষ্বক্সেনো বিশ্বেশ্বরঃ, স্বস্তি নো হৃষীকেশো হরির্দদাতু। স্বস্তি নো বৈনতেয়ো হরিঃ, স্বস্তি নোঽঞ্জনাসূতোঽনূর্ভাগবতো দধাতু ॥ স্বস্তি স্বস্তি সুমঙ্গলৈকেশো মহান্ শ্রীকৃষ্ণঃ, সচ্চিদানন্দঘনঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরো দধাতু ॥

তদনন্তর পুটাঞ্জলিবদ্ধ হইয়া আবৃত্তি করিতে হইবে—

করোতু স্বস্তি মে কৃষ্ণ সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বরঃ।
কার্ষ্ণাদয়শ্চ কুর্ব্বন্তু স্বস্তি মে লোকপাবনাঃ ॥
কৃষ্ণো মমৈব সর্ব্বত্র স্বস্তি কুর্য্যাৎ শ্রিয়া সমম।
তথৈব চ সদা কার্ষ্ণিঃ সর্ব্ববিঘ্নবিনাশনঃ ॥
অতসীকুসুমোপমেয়কান্তির্যমুনাকুলকদম্বমূলবর্ত্তী।
নবগোপালবধূবিলাসশালী বিতনোতু নো মঙ্গলানি ॥
কৃষ্ণঃ করোতু কল্যাণং কংশকুঞ্জরকেশরী।
কালিন্দীজলকল্লোলকোলাহলকৌতূহলঃ ॥
মাধবো মাধবো বাচি মাধবো মাধবো হৃদি।
স্মরতি সাধবঃ সর্ব্বে সর্ব্বকার্য্যেষু মাধবম্ ॥
লাভস্তেষাং জয়স্তেষাং কুতস্তেষাং পরাভবঃ।
যেষামিন্দিবরশ্যামো হৃদয়স্থো জনার্দ্দনঃ ॥
মঙ্গলং ভগবান্ বিষ্ণুর্মঙ্গলং মধুসূদনঃ।
মঙ্গলং হৃষীকেশোঽয়ং মঙ্গলায়তনো হরিঃ ॥

বিষ্ণুচ্চারণমাত্রেণ কৃষ্ণস্য স্মরণাদ্ধরেঃ।
সর্ব্ববিঘ্নানি নশ্যন্তি মঙ্গলং স্যান্ন সংশয়ঃ॥
সত্যং কলিযুগে বিপ্র শ্রীহরের্নাম মঙ্গলম্।
পরং স্বস্ত্যয়নং নৃণাং নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥
পুণ্ডরীকাক্ষ-গোবিন্দ-মাধবাদীংশ্চ যঃ স্মরেৎ।
তস্য স্যান্মঙ্গলং সর্ব্বকর্ম্মাদৌ বিঘ্ননাশনম্॥
মঙ্গলায়তনং কৃষ্ণং গোবিন্দং গরুড়ধ্বজম্।
মাধবং পুণ্ডরীকাক্ষং বিষ্ণুং নারায়ণং হরিম্॥
বাসুদেবং জগন্নাথমচ্যুতং মধুসূদনম্।
তথা মুকুন্দানন্তাদীন্ যঃ স্মরেৎ প্রথমং সুধীঃ॥
কর্ত্তা সর্ব্বত্র সতরাং মঙ্গলানান্তকর্ম্মণঃ॥ ✷

অধিবাস

তদনন্তর অধিবাস কর্ত্তব্য। কার্য্যের পূর্ব্বদিন গোধূলি সময়ে অথবা কার্য্যের দিন প্রাতঃকালে অধিবাস-দ্রব্যসকল আনিয়া যথাক্রমে অধিবাস করিবে। অধিবাস-দ্রব্য, যথা—মহী, গন্ধ, শিলা, ধান্য, দূর্ব্বা, পুষ্প, ফল, দধি, ঘৃত, স্বস্তিক (ঘৃতাক্ত আতপ তণ্ডুল), সিন্দুর, শঙ্খ, কজ্জল, রোচনা, সিদ্ধার্থ (শ্বেতসর্ষপ),

---

✷গোপাল-তাপনি (পূর্ব্ব) অনুসারে—

নমো বিশ্বস্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে। বিশ্বেশ্বরায় বিশ্বায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ নমো বিজ্ঞানরূপায় পরমানন্দরূপিণে।'কৃষ্ণায় গোপীনাথায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ নমঃ কমলনেত্রায় নমঃ কমলমালিনে। নমঃ কমলনাভায় কমলাপতয়ে নমঃ॥ বর্হাপীড়াভিরামায় রামায়াকুণ্ঠমেধসে। বমামানস-হংসায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥ কংসবংশবিনাশায় কেশিচানূরঘাতিনে। বৃষভধ্বজবন্দ্যায় পার্থসারথয়ে নমঃ॥ বেণুনাদবিনোদায় গোপালায়াহিমর্দ্দিনে। কালিন্দীকূললোলায় লোলকুণ্ডলধারিণে॥ বল্লবীবদনাম্ভোজমালিনে নৃত্যশালিনে। নমঃ প্রণতপালায় শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ॥ নমঃ পাপপ্রণাশায় গোবর্দ্ধনধরায় চ। পূতনাজীবিতান্তায় তৃণাবর্ত্তসুহারিণে॥ নিষ্কলায় বিমোহায় শুদ্ধায়াশুদ্ধবৈরিণে। অদ্বিতীয়ায় মহতে শ্রীকৃষ্ণায় নমো নমঃ॥ প্রসীদ পরমানন্দ প্রসীদ পরমেশ্বর। আধিব্যাধিভুজঙ্গেন দষ্টং মামুদ্ধর প্রভো॥ শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকান্ত গোপীজনমনোহর। সংসারসাগরে মগ্নং মামুদ্ধর জগদ্‌গুরো॥ কেশব ক্লেশহরণ নারায়ণ জনার্দ্দন। গোবিন্দ পরমানন্দ মাং সমুদ্ধর মাধব।

কাঞ্চন, রৌপ্য, তাম্র, দীপ, দর্পণ, সুগন্ধি তৈল, হরিদ্রা, বস্ত্র, সূত্র, চামর, চন্দন, অভিবন্দন (সকল দ্রব্যে একত্রে বন্দনা), নির্ম্মঞ্ছন। (আচমন-বিষ্ণুস্মরণ-স্বস্তিবাচনাদি সমাপন করিয়া অধিবাসের কার্য্য করিতে হইবে)।

তত্র প্রথমং (১) গঙ্গামৃত্তিকয়া—ভূমিঃ অসি, অদিতিঃ অসি, বিশ্বধায়া বিশ্বস্য ভুবনস্য ধর্ত্রী, পৃথিবীং যচ্ছ, পৃথিবীং দৃংহ, পৃথিবীং মা হিংসীঃ।—অনয়া গঙ্গামৃত্তিকয়া শুভাধিবাসঃ অস্তু।

প্রথমং শ্রীবিষ্ণোঃ পশ্চাৎ বরকন্যয়োরধিবাসঃ কর্ত্তব্য।

(২) ততো গন্ধেন—ওঁ গন্ধদ্বারা দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীং, ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং ত্বাং ইহোপাহ্বয়ে শ্রিয়ম্। অনেন গন্ধেন শুভাধিবাসঃ অস্তু—এবং সর্ব্বত্র

(৩) ততঃ শিলয়া—ওঁ প্রপর্ব্বতস্য বৃষভস্য প্যুষ্টান্ নারশ্চরন্তি স্বসিচ ই অনন্তো আরবৃত্তংন ধরা গুদত্তা অহিং ব্রধ্ন মনুবীয়মানা, বিষ্ণোর্বিক্রমণমসি বিষ্ণোবিক্রান্তমসি।

(৪) ততো ধান্যেন—ওঁ ধান্যমসি, ধিনুহি দেবান্, ধিনুহি যজ্ঞং, ধিনুহি যজ্ঞপতিং, ধিনুহি মাং যজ্ঞন্যম্।

(৫) ততো দূর্ব্বয়া—ওঁ কাণ্ডাৎ প্ররোহন্তী পুরুষঃ পরুষ পরি। এবা নো দূর্ব্বে প্রতনু সহস্রেণ শতেন চ।

(৬) ততঃ পুষ্পেণ—ওঁ শ্রীশ্চ তে লক্ষ্মীশ্চ পত্ন্যা অহোরাত্রে পার্শ্বে। নক্ষত্রাণি রূপমশ্বিনৌ ব্যাত্তম্। ইষ্ণ মিষাণ অমুষ্মা ইষাণ সর্ব্বলোকং ম ইষাণ।

(৭) ততঃ ফলেন—ওঁ যাঃ ফলিনীঃ যাঃ অফলা অপুষ্পা যাশ্চ পুষ্পিণীঃ। বৃহস্পতিপ্রসূতাস্তা নো মুঞ্চন্তু অহংসঃ।

(৮) ততো দধ্না—ওঁ দধি ক্রাব্নঃ অকার্ষং জিষ্ণোঃ অশ্বস্য বাজিনঃ। সুরভি নো মুখাকরোৎ প্রাণ আয়ুংষি তারিষৎ।

(৯) ততো ঘৃতেন—ওঁ ঘৃতবতী ভুবনানাং অভি শ্রিয়োর্ব্বী পৃথিবী মধুদুঘে সুপেশসা। দ্যাবাপৃথিবী বরুণস্য ধর্ম্মণা বিস্কভিতে অজরে ভূরিরেতসা।

(১০) ততঃ স্বস্তিকেন—ওঁ স্বস্তি নো গোবিন্দ, স্বস্তি নঃ অচ্যুতানন্তৌ, স্বস্তি নো বাসুদেবো বিষ্ণুঃ দধাতু। স্বস্তি নো নারায়ণো নরো বৈ, স্বস্তি নঃ পদ্মনাভঃ পুরুষোত্তমো দধাতু। স্বস্তি নো বিষ্বক্সেনো বিশ্বেশ্বরঃ, স্বস্তি নো হৃষীকেশো হরিঃ দধাতু। স্বস্তি নো বৈনতেয়ো হরিঃ, স্বস্তি নঃ অঞ্জনাসুতো হনূঃ ভাগবতো দধাতু। স্বস্তি স্বস্তি সুমঙ্গলৈকেশো মহান্ শ্রীকৃষ্ণঃ, সচ্চিদানন্দঘনঃ সর্ব্বেশ্বরেশ্বরো দধাতু।

(১১) ততঃ সিন্দূরেণ—ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো বাতপ্রমীয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ। ঘৃতস্য ধারা অরুষো নঃ বাজী কাষ্ঠা তিদন্ ঊর্ম্মিভিঃ পিন্বমানঃ।

(১২) ততঃ শঙ্খেন—ওঁ প্রতিশ্রুৎকায়া অর্ত্তনং ঘোষায় বহ্বাদিনং অনন্তায় মূকং শব্দায় আড়ম্বরাঘাতং মহসে বীণাবাদং ক্রোশায় তূণবধ্মং অপরম্পরায় শঙ্খধ্বং বলায় বনমপতো বন্যায় দাবপম্।

(১৩) ততোহঞ্জনেন—ওঁ সমিদ্ধোহঞ্জন্ কৃদস্মতীনাং ঘতং অগ্নে মধুমৎ পিন্বমানঃ। বাজী বহন্ বাজিনং জাতবেদো দেবানাং বক্ষি প্রিয়ং আসধস্থম্।

(১৪) ততো রোচনয়া—ওঁ যুজন্তি ব্রধ্নং অরুষং চরন্তং পরিতস্থুষঃ রোচন্তে রোচনা দিবি।

(১৫) ততো সিদ্ধার্থেন—ওঁ রক্ষোহনো বল্‌গহনঃ প্রোক্ষামি বৈষ্ণবান্ রক্ষোহনো বল্‌গহনো বলয়ামি বৈষ্ণবান্ রক্ষোহনো বল্‌গহনো বঃ স্তৃণামি বৈষ্ণবান্ রক্ষোহনৌ বাং বল্‌গহনৌ উপদধামি বৈষ্ণবী, রক্ষোহনৌ বাং বল্‌গহনৌ পর্য্যুহামি বৈষ্ণবী, বৈষ্ণবমসি বৈষ্ণবাঃ স্থ।

(১৬) ততঃ কাঞ্চনেন—ওঁ হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক অসীৎ। স দাধার পৃথিবীং দ্যামুতেমাং কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।

(১৭) ততো রজতেন—ওঁ কৃশনো রুক্মতরুব্যাপ্যভো দুর্ম্মষং আপুঃ শ্রেয়ে রুচানঃ অগ্নিঃ অমৃতঃ অভবৎ। বয়োভির্যদেনং ঘোরজনয়ন্ স্ফুরৈতাঃ।

(১৮) ততস্তাম্রেণ—ওঁ অসৌ যস্তাম্র অরুণঃ উতবভ্রুঃ সুমঙ্গলঃ। যে চৈনহুং রুদ্রা অভিতো দিক্ষু শ্রিতাঃ, সহস্রশো বৈষা হেড়ইমহে।

(১৯) ততো দীপেন—ওঁ মনো জূতিঃ জুষতাং আজ্যস্য বৃহস্পতিঃ যজ্ঞং ইমং তনোতু। অরিষ্টং যজ্ঞং ইমং দধাতু, বিশ্বে দেবাস ইহ, মাদয়ন্তাং ওঁ প্রতিষ্ঠ।

(২০) ততো দর্পণেন—ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ, কৃষ্ণঃ আদিপুরুষঃ, কৃষ্ণঃ পুরুষোত্তমঃ, কৃষ্ণো হা উ কর্ম্মাদিমূলং, কৃষ্ণঃ স হ সর্ব্বৈকার্য্যঃ, কৃষ্ণঃ কাশংকৃদাদীশমুখপ্রভুপূজ্যঃ, কৃষ্ণঃ অনাদিঃ, তস্মিন্ অজাণ্ডান্তর্বাহ্যে যৎ মঙ্গলং তৎ লভতে কৃতী।

(২১) ততঃ সুগন্ধিতৈলেন—ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।

(২২) ততো হরিদ্রয়া—ওঁ বিষ্ণোঃ বিক্রমণং অসি, বিষ্ণোঃ বিক্রান্তং অসি, বিষ্ণোঃ ক্রান্তমসি, যুজ্যন্ত্যস্য কাম্যা হবিঃ বিপঞ্চসারথে শোনা ঘৃষ্ণুঃ নবাহসা।

(২৩) ততো বস্ত্রেন—ওঁ যুবা সুবাসাঃ পরিবীতঃ আগাৎ স উ শ্রেয়ান্ ভবতি জায়মানঃ তং ধীরাসঃ কবয় উন্নয়ন্তি সাধ্যো মনসা দেবয়ন্তঃ।

(২৪) ততঃ সূত্রেণ—ওঁ সূত্রামণং পৃথিবীং দ্যাং অনেহসং সুশর্ম্মাণং অদিতি সুপ্রণীতং দেবো নারং সুবিদ্রাং অনাগসং অস্মরতীং আরুহে মাস্ম স্যয়ে॥ অনেন মন্ত্রেণ,'ওঁ তদ্বিষ্ণোরিতি' মন্ত্রেণ চ, 'ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ' ইতি মন্ত্রেণ চ বরস্য নবগুণপরিমিতং বৈষ্ণবব্রাহ্মণেন, কন্যায়াঃ সপ্তগুণপরিমিতং বৈষ্ণবীভিঃ সধবাঙ্গনাভিশ্চ শ্রীকৃষ্ণস্মরণপূর্ব্বকং কুঙ্কুম-চন্দন-হরিদ্রাক্তসূত্রবন্ধনং কার্য্যম্।

(২৫) ততশ্চামরেণ—ওঁ বাতো বা মনো বা গন্ধর্ব্বা বা সপ্তবিংশতিঃ তে ত্বগ্রে সময়ুঞ্জন্ তে অস্মিন্ যবং আদধুঃ॥

(২৬) ততশ্চন্দনেন—ওঁ কঃ অসি কতমঃ অসি কস্মৈ ত্বা কায় ত্বা সুশ্লোক সুমঙ্গল সত্য রাজন্।

(২৭) ততঃ সর্ব্বদ্রব্যাণ্যেকীকৃত্য বন্দাপনং কুর্য্যাৎ—ওঁ প্রতিপনসি প্রতিপদে ত্বা, অনুপদসি অনুপদে ত্বা, সম্পদসি সম্পদে ত্বা, তেজোঽসি তেজসে ত্বা॥ ইত্যনেন সর্ব্বাঙ্গং স্পৃষ্ট্বা।

(২৮) চতুঃপ্রদীপং পঞ্চপ্রদীপং সপ্তপ্রদীপং বা প্রজ্বাল্য নির্ম্মঞ্ছনং কুর্য্যাৎ।

আচমনের পর মূলে লিখিত মন্ত্রসকল পাঠপূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুস্মরণ করিবে। তদনন্তর স্বস্তিবাচন, যথা—কুঙ্কুমাক্ত অথবা হরিদ্রাক্ত তণ্ডুল হস্তে লইয়া ওঁ স্বস্তি নো গোবিন্দঃ' ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ করিয়া তণ্ডুল ছড়াইয়া দিয়া পুনঃ জোড়হস্তে 'করোতু স্বস্তি মে কৃষ্ণঃ' ইত্যাদি পদ্যদ্বয় পাঠ করিবে। অতঃপর পাদ্যাদিদ্বারা শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চন করিবে।

তারপর এক একটি দ্রব্য লইয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক প্রথমে শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে স্পর্শ করাইবে। পরে বরকন্যার মস্তকে স্পর্শ করাইবে। বিবাহ-কার্য্যে সূত্রের দ্বারা অধিবাস করাইবার পর, সেইস্থলে লিখিত মন্ত্রসকল উচ্চারণ ও শ্রীকৃষ্ণস্মরণপূর্ব্বক কোন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ বরের হস্তে কুঙ্কুম-চন্দন-হরিদ্রারঞ্জিত নয়গুণসূত্র এবং বৈষ্ণবী সধবাঙ্গনা কন্যার হস্তে সাতগুণ সূত্র বন্ধন করিয়া দিবেন।

নামাপরাধভয়ে নান্দীমুখ-শ্রাদ্ধ কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু পিতৃপুরুষগণের পরম-সুখ-সম্পাদনের নিমিত্ত **শ্রীগুরু-পরম্পরার পূজা করিবে এবং পিতৃগণকে মহাপ্রসাদ দিবেন।** বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণগণকে যথাশক্তি অক্লেশে অন্নবস্ত্রাদি বিষ্ণুপ্রীত্যর্থ বিষ্ণুস্মরণপূর্ব্বক দান করিবে। তারপর দেওয়ালে ঘৃতের দ্বারা পাঁচটি বা সাতটী বসুধারা দিবে। সেইস্থানে মহাভাগবত চেদিরাজকে মহাপ্রসাদ-জল-নৈবেদ্যাদিদ্বারা পূজা করিবেন।

নামাপরাধভয়াৎ নান্দীমুখশ্রাদ্ধমত্র ন কর্ত্তব্যম্। কিন্তু তেষাং পিতৃণাং পরমসুখার্থং শ্রীগুরুংপরম্পরাপূজনং কুর্য্যাৎ, তেভ্যো মহাপ্রসাদঞ্চ দদ্যাৎ, বৈষ্ণবব্রাহ্মণেভ্যোঽন্নবস্ত্রাদিকং যথাশক্তি সহজেনৈব দেয়ং বিষ্ণুপ্রীতয়ে বিষ্ণুস্মরণপূর্ব্বকম্। ✷ অতপরং কুড্যোপরি ঘৃতেন পঞ্চ সপ্ত বা পরিমিতা বসুধারা দেয়া। তত্র মহাভাগবতং শ্রীচেদিনং রাজানং শ্রীবিষ্ণুমহাপ্রসাদ পুষ্পজলনৈবেদ্যাদিভিঃ প্রপূজয়েৎ।

শ্রীবাসুদেবের অর্চ্চন

শ্রীবাসুদেবার্চ্চন—সদগুরুর নিকট পঞ্চসংস্কারে দীক্ষিত, অনন্যশরণ, গোবিন্দভক্ত যে-কোন বর্ণের ব্যক্তি বিবাহ-দিবসে প্রাতঃকালে স্নান, আহ্নিকও নিত্যকৃত্য সমাপন করিয়া সুসজ্জিত ছায়ামণ্ডপে অথবা শ্রীবিষ্ণুগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক কুশাদি-আসনে উপবিষ্ট হইয়া আচমন ও শ্রীবিষ্ণুস্মরণ করিবে (মঙ্গলাচরণ দ্রষ্টব্য)। অতঃপর পরম মনোহর বিচিত্র মণ্ডলে ঘট স্থাপন করিয়া তদুপরি তাম্রপাত্রে শ্রীশালগ্রাম স্থাপনপূর্ব্বক পুরুষসূক্তমন্ত্রে শ্রীশালগ্রামের অর্চ্চন করিবে। বিবাহাদি সর্ব্বকার্য্যেই শ্রীশালগামস্থ শ্রীনারায়ণের পূজায় নামাপরাধ ও সেবাপরাধের ভয়ে গণেশাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদিলোকপাল, গৌরী প্রভৃতি মাতৃগণের পূজা করিবে না, কিন্তু বৈষ্ণবাদির পূজা করিবে।

যথা প্রমাণং হি পাদ্মে—শুদ্ধসত্ত্বময়ো বিষ্ণুঃ কল্যাণগুণসাগরঃ। নারায়ণঃ পরংব্রহ্ম বিপ্রাণাং দৈবতং হরিঃ॥ ব্রহ্মণ্য শ্রীপতির্বিষ্ণুর্বাসুদেবো জনার্দ্দনঃ। ব্রহ্মণ্যঃ পুণ্ডরীকাক্ষো গোবিন্দো হরিরচ্যুত॥ স এব পূজ্যো বিপ্রাণাং নেতরে পুরুষর্ষভাঃ। মোহাদ্ যঃ পূজয়েদন্যং স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম্॥ স্মরণাদেব কৃষ্ণস্য বিমুক্তিঃ

✷ প্রথমে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অর্চ্চন, তদনন্তর শ্রীবাসুদেবের অর্চ্চন, অতঃপর ভগবৎপ্রসাদ-নির্ম্মাল্যাদিদ্বারা যথাবিধি শ্রীগুরুংপরম্পরার অর্চ্চন, তৎপরে শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবসেবার্থ দানাদি, অনন্তর শ্রীভগবানের ভোগ ও আরাত্রিক, তৎপশ্চাৎ শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে মহাপ্রসাদ নিবেদন, পরিশেষে বসুধারা—এই ক্রম অনুসরণীয়।

এই বিষয়ে প্রমাণ, যথা পদ্মপুরাণে—শ্রীবিষ্ণু শুদ্ধসত্ত্বময়, কল্যাণগুণসাগর, তিনি নারায়ণ, পরব্রহ্ম, বিপ্রগণের (আরাধ্য) দেবতা, হরি। বিষ্ণু—শ্রীপতি, বাসুদেব, জনার্দ্দন, ব্রাহ্মণগণের উপাস্য, ব্রহ্মণ্যদেব, পুণ্ডরীকাক্ষ, গোবিন্দ, হরি, অচ্যুত।

পাপিনামপি। তস্য পাদোদকং সেব্যং ভুক্তোচ্ছিষ্টঞ্চ পাবনম্॥ স্বর্গাপবর্গদং নৃণাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ। বিষ্ণোর্নিবেদিতং নিত্যং দেবেভ্যো জুহুয়াদ্ধবিঃ॥ পিতৃভ্যশ্চৈব তদ্দদ্যাৎ সর্ব্বমানন্ত্যমশ্নুতে॥ যো ন দদ্যাদ্ধরের্ভুক্তং পিতৃণাং শ্রাদ্ধকর্ম্মণি। অশ্নন্তি পিতরস্তস্য বিন্মূত্রং সততং দ্বিজাঃ॥ তস্মাদ্বিষ্ণোঃ প্রসাদো বৈ সেবিতব্যো দ্বিজন্মনা। ইতরেষাং তু দেবানাং নির্ম্মাল্যং গর্হিতং ভবেৎ॥ সকৃদেব হি যোঽশ্নাতি ব্রাহ্মণো জ্ঞানপূর্ব্বতঃ। নির্ম্মাল্যং শঙ্করাদীনাং স চণ্ডালো ভবেদ্ধ্রুবম্ কল্পকোটিসহস্রাণি পচ্যতে নরকাগ্নিনা॥ নির্ম্মাল্যং তু দ্বিজশ্রেষ্ঠা রুদ্রাদীনাং দিবৌকসাম। রক্ষোযক্ষোপিশাচানাং মদ্যমাংসসুরাসমম্॥ তদ্ব্রাহ্মণৈর্ন ভোক্তব্যং দেবানাং ভুঞ্জিতং হরিঃ॥ তস্মাদন্যংপরিত্যজ্য বিষ্ণুমেব সনাতনম্। পূজয়ধ্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠা যাবজ্জীবমতন্দ্রিতাঃ॥ অর্চ্চয়েন্মন্ত্ররত্নেন বিধিনা পুরুষোত্তমম্। প্রসাদায় বৈ কুর্য্যান্নিত্যং ভক্তিমতন্দ্রিতঃ। তস্যাবরণপূজায়াং ত্রিদশান্নার্চ্চয়েৎ সুধীঃ। শ্রীবিষ্ণোঃ পূজয়েৎ সদা নিত্যপর্ষদবৈষ্ণবান্॥ অনন্যশরণো ভক্তো নাম-মন্ত্রেষু দীক্ষিতঃ। কদাচিন্নার্চ্চয়েদ্দেবান্ গণেশাদীংস্তু বৈষ্ণবঃ॥ যত্র যত্র সুরা পূজ্যা গাণশাদ্যাস্তু কর্ম্মিণাম্। বিষ্ণুর্চ্চনে তত্র তত্র বৈষ্ণবানাং হি বৈষ্ণবাঃ॥ বিষ্বক্সেনং সনকং সনাতনমতঃপরম্। সনন্দন-সনৎকুমারৌ পঞ্চৈতান্ পূজয়েত্ততঃ॥ যস্মিন্নবগ্রহা অর্চ্চ্যাস্তত্র কব্যাদয়ো নব। যত্র যজন্তি বিধিনা দিক্‌পালাদীংস্তু কর্ম্মিণঃ। তত্র

হে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ! তিনিই বিপ্রগণের পূজ্য—অপরে নহেন। যিনি মোহবশতঃ অন্যদেবতারপূজা করেন, তিনি নিশ্চয়ই পাষণ্ডী। কৃষ্ণের শরণমাত্রেই পাপিগণেরও মুক্তি হয়। তাঁহার পাদোদক ও ভুক্তোচ্ছিষ্ট পাবন ও স্বর্গাপবর্গপ্রদ—অতএব জীবের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের সেব্য। বিষ্ণুকে নিবেদিত হবিদ্বারা (ঘৃতদ্বারা) দেবগণের নিত্য হোম করিবে, পিতৃগণকে তাহাই (বিষ্ণুনৈবেদ্য) অর্পণ করিবে—তৎসমস্ত আনন্ত্য অর্থাৎ অনন্তসফলতা লাভ করে। হে দ্বিজগণ! যে ব্যক্তি পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধকার্য্যে হরির উচ্ছিষ্ট প্রদান করে না, তাহার পিতৃপুরুষগণ সর্ব্বদা বিষ্ঠা ও মূত্র ভক্ষণ করিয়া থাকে। অতএব দ্বিজ ব্যক্তির বিষ্ণুপ্রসাদ সেবা করাই কর্ত্তব্য; পক্ষান্তরে অপর দেবতার নির্ম্মাল্য তাঁহাদের পক্ষে গর্হিত। যে-ব্রাহ্মণ শঙ্করাদি অপর দেবতার নির্ম্মাল্য জ্ঞানপূর্ব্বক একবারও ভক্ষণ করে, সে নিশ্চয়ই চণ্ডাল হয় এবং সহস্রকোটিকল্পকাল নরকাগ্নিতে দগ্ধ হয়। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! রুদ্রাদি দেবতাগণের, যক্ষ-রক্ষঃ-পিশাচগণের নির্ম্মাল্য-মদ্য-মাংস-সুরাতুল্য। অতএব ব্রাহ্মণগণ দেবতাগণের ভুক্ত হবিঃ (প্রসাদ) ভক্ষণ করিবেন না। সুতরাং হে

প্রপূজয়েদেতান্ বিধিং ভাগবতং শুকম্॥ সদাশিবং বৈনতেয়ং নারদং কপিলং বলিম্। ততো ভাগবতং ভীষ্মং প্রহ্লাদমঞ্জনাসুতম্॥ অম্বরীষঞ্চ জনকং মহাভাগবতং যমম্॥ মনুং স্বায়ম্ভুবং ব্যাসাদিকঞ্চ বৈষ্ণবোত্তমম্। যুগে যুগে চ বিখ্যাতানপরান্ বৈষ্ণবানপি॥ হর্য্যর্চ্চনৈ যজেন্নিত্যং ন তু দেবান্ কদাচন। যত্র মাতৃগণাঃ পূজ্যাস্তত্র হ্যেতাঃ প্রপূজয়েৎ॥ সদা ভগবতী পৌর্ণমাসী পদ্মান্তরঙ্গিকা। গঙ্গা কলিন্দতনয়া গোপী চন্দ্রাবলী তথা॥ গায়ত্রী তুলসী বাণী পৃথিবী গৌশ্চ বৈষ্ণবী। শ্রীযশোদা দেবহূতিঃ দেবকী রোহিণীমুখা॥ শ্রীসীতা দ্রৌপদী কুন্তী অপরা যা মহর্ষয়ঃ। রুক্মিণ্যাদ্যাস্তথা চাষ্ট মহিষ্য যাশ্চ তা অপি॥ গোপালোপাসকশ্চৈব শ্রীদামাদীন্ বিশেষতঃ। এতস্যাবরণত্বেন গোপালান্ পরিপূজয়েৎ॥ শ্রীকৃষ্ণোপাসকস্তু তদর্চ্চনে সর্ব্বকর্ম্মণি। ললিতাদ্যাঃ সহচরীঃ সসখীরঙ্গিণীযুতাঃ॥ পূজয়েদ্বিধিনা কার্ষ্ণে যতো বৈষ্ণবদৈবতঃ। নান্যান্ কদাচিদ্বিবুধানুপদেবাংশ্চ শুদ্ধধীঃ॥ বৈষ্ণবানাঞ্চ কার্য্যাণাং ক্রিয়ৈষা সাত্ত্বিকী যতঃ। ন রাজসী ন তামসী পাষণ্ডধর্ম্মভীতিতঃ॥

পুনরত্রৈব শ্রীভগবন্তং প্রতি ভৃগুবচনং,—অহো রূপমহো শীলমহো শান্তিরহো দয়া। অহো সুনির্ম্মলা ক্ষান্তিরহো সত্ত্বং গুণা হরে॥ নৈসর্গিকং শুভং সত্ত্বং তবৈব গুণবারিধে। নান্যেষাং বিদ্যতে কিঞ্চিৎ সর্ব্বেষাং ত্রিদিবৌকসাম্॥ ব্রহ্মণ্যশ্চ শরণ্যশ্চ ত্বমেব পুরুষোত্তম। ব্রাহ্মণানাং ত্বমেবেশো নান্যঃ পূজ্যঃ সুরঃ ক্বচিৎ॥ যেহর্চ্চয়ন্তি

দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! অন্য দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া সনাতন বিষ্ণুকেই যাবজ্জীবন অনলসভাবে পূজা করে। বিধি-অনুসারে মন্ত্রব্রত্নের দ্বারা পুরুষোত্তমের অর্চ্চন করিবে, তাঁহার প্রসাদ বা কৃপালাভের জন্য সর্ব্বদা অতন্দ্রিত হইয়া তাঁহার সেবা করিবে। শ্রীবিষ্ণুর আবরণ-দেবতাপূজায় (অপর) দেবতাগণের অর্চ্চন করিবে না; সর্ব্বদা তাঁহার নিত্যপার্ষদ বৈষ্ণবগণের পূজা করিবে। (পঞ্চসংস্কারে) নাম-মন্ত্রে দীক্ষিত অনন্যশরণ ভক্ত বৈষ্ণব কখনও গণেশাদি দেবতার অর্চ্চন করিবে না; যে যে-স্থলে গণেশাদি দেবতা কর্ম্মিগণের পূজ্য, বিষ্ণুপূজায় সেই সেই স্থলে বিষ্বক্সেন, সনক, সনাতন, সনন্দন, সনৎকুমার—এই পঞ্চ মহাভাগবতের পূজা বৈষ্ণবগণের কর্ত্তব্য। যে-স্থলে নবগ্রহ কর্ম্মিগণের অর্চ্চনীয়, সেই স্থলে কবিপ্রমুখ নবযোগেন্দ্র বৈষ্ণবগণের পূজনীয়। কর্ম্মিগণ যে-স্থলে বিধিপূর্ব্বক দিক্পালগণের পূজা করিয়া থাকেন, বৈষ্ণবগণ সেই স্থলে ব্রহ্মা, মহাভাগবত শুকদেব, সদাশিব, গরুড়, নারদ, কপিল, বলি, ভীষ্মদেব, প্রহ্লাদ, হনুমান, অম্বরীষ, জনক, মহাভাগবত যমদেব, স্বায়ম্ভুব মনু এবং বৈষ্ণবোত্তম ব্যাসাদির পূজা করিবেন। শ্রীবিষ্ণুর অর্চ্চনে যুগে

সুরানন্যান ত্বাং বিনা পুরুষোত্তম। যে পাষণ্ডত্বমাপন্নাঃ সর্ব্বলোকবিগর্হিতাঃ॥ বিপ্রাণাং বেদবিদুষাং ত্বমেবেজ্যো জনার্দ্দন। নান্যঃ কশ্চিৎ সুরাণাস্তু পূজনীয়ঃ কদাচন॥ অশুদ্ধা ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা রজস্তমোবিমিশ্রিতাঃ। ত্বং শুদ্ধসত্ত্বগুণবান্ পূজনীয়োঽগ্রজন্মনাম্॥ ত্বৎপাদসলিলং সেব্যং পিতৃণাঞ্চ দিবৌকসাম্। সর্ব্বেষাং ভূসুরাণাং চ মুক্তিদং কল্মষাপহম্॥ ত্বদ্ভুক্তোচ্ছিষ্টশেষং বৈ পিতৃণাং চ দিবৌকসাম্॥ ভূসুরাণাং চ সেব্যং স্যাৎ নান্যেষাং তু কদাচন॥ ইতরেষাং তু দেবানাং অন্নং পুষ্পং জলাদিকম্। অস্পৃশ্যং তু ভবেৎ সর্ব্বং নির্ম্মাল্যং সুরয়া সমম্॥ তস্মাদ্বৈ ব্রাহ্মণো নিত্যং পূজয়িত্বা সনাতনম্। তত্তীর্থং ভুক্তমন্নঞ্চ ভজেতৈবানিশং বুধঃ॥ নান্যদেবং নিরীক্ষেত ব্রাহ্মণো ন চ পূজয়েৎ। নান্যপ্রসাদং ভুঞ্জীত নান্যদায়তনং বিশেৎ। তদ্দদাতি হি যো বিপ্র পিতৃণাং শ্রাদ্ধকর্ম্মণি॥ তদ্ভুক্তমন্নং তীর্থঞ্চ তৎ সর্ব্বং বিফলং ভবেৎ॥ কল্পকোটি সহস্রাণি কল্পকোটিশতানি চ। পতন্তি পিতরস্তস্য নরকে পূয়শোণিতে॥ নিবেদিতং তব বিভো যো জুহোতি দদাতি বা। দেবতানাঞ্চ পিতৃণামানন্ত্যং ধ্রুবমশ্নুতে॥ তস্মাত্ত্বমেব বিপ্রাণাং পূজ্যো নান্যোঽস্তি কশ্চন। মোহাদ্যঃ পূজয়েদন্যং স পাষণ্ডী ভবেদ্ধ্রুবম॥ ত্বং হি

যুগে প্রসিদ্ধ অপর বৈষ্ণবগণও পূজনীয়, কিন্তু কদাচ দেবগণের পূজা কর্ত্তব্য নহে। হে মহর্ষিগণ! যে-স্থলে মাতৃগণের পূজা কর্ম্মিগণের কর্ত্তব্য, সেই স্থলে বৈষ্ণবগণ সর্ব্বদা ইঁহাদিগকে পূজা করিবেন,—ভগবতী পৌর্ণমাসী, পদ্মা, অন্তরঙ্গিকা, গঙ্গা, যমুনা, চন্দ্রাবলী, গায়ত্রী, তুলসী, সরস্বতী, পৃথিবী, বৈষ্ণবী, গো, যশোদা, দেবহূতি, দেবকী, রোহিণী, সীতা, দ্রৌপদী, কুন্তী, রুক্মিণী প্রভৃতি অপর সকল এবং যে যে অষ্ট মহিষী তাঁহারা। শ্রীগোপালোপাসক শ্রীগোপালের আবরণরূপে শ্রীদামাদি গোপালগণের বিশেষভাবে পূজা করিবেন। শ্রীকৃষ্ণোপাসক কৃষ্ণার্চ্চনে ও সকলকর্ম্মে সখী ও রঙ্গিনীগণ সহিত ললিতাদি সহচরীর বিধিপূর্ব্বক পূজা করিবেন। শুদ্ধবুদ্ধি কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবদেবতাপরায়ণ বলিয়া কখনও অন্য দেবতা ও উপদেবতার পূজা করিবেন না। বৈষ্ণব-ক্রিয়াকলাপের ইহাই ক্রিয়াপদ্ধতি—যেহেতু ইহা সাত্ত্বিকী। পাষণ্ডধর্ম্ম ভয়ে রাজসী ও তামসী ক্রিয়া বৈষ্ণবের অবিধেয়।

পুনঃ পদ্মপুরাণেই ভৃগু শ্রীভগবান্‌কে বলিতেছেন,—হে হরি! তোমার রূপ, শীল, শান্তি, দয়া, সুনির্ম্মল ক্ষান্তি, সত্ত্ব ও গুণ—অপূর্ব্ব। হে গুণবারিধি! স্বাভাবিক মঙ্গলময় ত্ব তোমারই আছে, সমস্ত দেবতার মধ্যে অপর কাহারও কিছুই নাই। হে

নারায়ণঃ শ্রীমান্ বাসুদেবঃ সনাতনঃ। বিষ্ণুঃ সর্ব্বগতো নিত্যঃ পরমাত্মা মহেশ্বরঃ॥ ত্বমেব সেব্যো বিপ্রাণাং ব্রহ্মণ্যঃ শুদ্ধসত্ত্ববান্॥ পূজ্যত্বাদ্ব্রাহ্মণানাং বৈ শুদ্ধসত্ত্বগুণাদপি। সর্ব্বেষামেব দেবানাং ব্রাহ্মণতমবাপ্যতে॥ ত্বামেব হি সদা বিপ্রা ভজন্তি পুরুষোত্তম। ব্রাহ্মণত্বে বভূবুস্তে নান্যে তত্র ন সংশয়ঃ॥

কিঞ্চ, যথা স্কান্দে সেতুখণ্ডে,—ব্রহ্মজ্ঞো ব্রাহ্মণঃ প্রোক্তঃ শুদ্ধসত্ত্বাশয়ঃ সদা। দেবাদিদেবং গোবিন্দমৃতে নান্যৎ প্রপূজয়েৎ॥ নিত্যে নৈমিত্তিকে কাম্যে সর্ব্বমাঙ্গল্যকর্ম্মণি। যদি মোহাৎ তু বিবুধান্ স চণ্ডালো ভবেদ্ ধ্রুবম্॥

তথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তে,—মোহাদ্‌যো ব্রাহ্মণো ভূত্বা হ্যজ্ঞানাজ্ জ্ঞানপূর্ব্বতঃ। অর্চ্চয়েদ্বিবুধাংশ্চেত্তু বিনা বিষ্ণুমধোগতিঃ॥

তথা শ্রীউত্তরগীতায়াম্,—বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় মা ভজস্বান্যদেবতাঃ॥ উপদেবাংস্তথা যক্ষরক্ষোভূতগণানপি॥ বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—মামৃতেঽন্যাংস্তু বিবুধান্ বৈষ্ণবো ব্রাহ্মণোঽথবা। যদ্যর্চ্চয়েদবৈষ্ণবাংশ্চণ্ডালত্বমবাপ্নুয়াৎ॥ এতানি প্রমাণানি সুগমত্বান্ন ব্যাখ্যাতানি। অপরাণি প্রমাণানি বহুতরাণি গ্রন্থ-বাহুল্যান্ন লিখিতানি। শ্রীমদ্ভাগবতপ্রমাণং—মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ। নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ॥রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ। পিতৃভূতপজেশাদীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্য্যপ্রজেপ্সবঃ॥ (ভাঃ ১।২।২৬-১৭)

পুরুষোত্তম! তুমিই ব্রহ্মণদেব ও শরণ্য, তুমি ব্রাহ্মণগণের প্রভু, কদাচ অন্য কোন দেবতা (তাঁহাদের) পূজ্য নহেন। হে পুরুষোত্তম! যাহারা তোমাকে ব্যতীত অপর দেবতাকে অর্চ্চন করে, তাহারা পাষণ্ডত্ব প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বজননিন্দিত হয়। হে জনার্দ্দন! বেদবিজ্ঞ বিপ্রগণের তুমিই পূজ্য, দেবগণের মধ্যে অপর কেহই কদাচ পূজনীয় নহেন। ব্রহ্ম-রদ্রাদি দেবগণ রজস্তমোগুণমিশ্রিত, অতএব অশুদ্ধ; তুমি শুদ্ধসত্ত্বময় ও ব্রাহ্মণগণের পূজনীয়। তোমার পাদোদক ও ভুক্তাবশেষ পাপনাশক ও মক্তিপ্রদ, তাহাই সকল পিতৃপুরুষের, দেবগণের ও ব্রাহ্মণগণের সেব্য, অপর কাহারও পাদোদক ও ভুক্তাবশেষ কদাচ সেব্য নহে। কিন্তু অপর দেবতার অন্ন, পুষ্প, জলাদি সমস্ত নির্ম্মাল্য সুরাসদৃশ ও অস্পৃশ্য। অতএব বিজ্ঞব্রাহ্মণ সর্ব্বদা সনাতন-দেবকে পূজা করিয়া তাঁহার পাদোদক ও ভুক্তান্ন সর্ব্বদা সেবা করিবেন। ব্রাহ্মণ অন্য দেবতাকে দর্শন ও পূজা করিবেন না, অন্য দেবতার প্রসাদ সেবা করিবেন না,অন্য দেবতার মন্দিরে প্রবেশ করিবেন না। অতএব যে বিপ্র পিতৃগণের

তস্মাৎ শ্রীবিষ্ণুপূজায়াং তদাবরণপূজ্যত্বেন প্রথমং গণেশাদিপূজাহকরণপ্রত্যবায়-পরিহারার্থং শ্রীবিষ্বক্‌সেন-সনক-সনাতন-সনন্দন-সনৎকুমারানেতান্ পঞ্চমহাভাগবতান্ পূজয়েৎ। তত্র নবগ্রহপূজাদ্যকরণে প্রত্যবায়পরিহারার্থং শ্রীকবিহব্যস্তরীক্ষাদীন নবযোগেন্দ্রান্ প্রপূজয়েৎ। তত্রেন্দ্রাদিদিক্‌পালাদি পূজাহকরণপ্রত্যবায়পরিহারার্থং মহাভাগবতশ্রী পিতামহ-শুকদেব সদাশিব-গরুড়-নারদ-কপিল-বলি-ভীষ্ম-প্রহ্লাদ-হনূমদম্বরীষ-জনক-শমন-স্বায়ম্ভুবমনূদ্ধব-ব্যাসাদয়, এতান শ্রীভাগবতোত্তমান্ সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলিযুগেষু যে যে মহাভাগবতোত্তমা-স্তানপি পূজয়েৎ। তত্র গৌর্য্যাদিমাতৃগণপূজাহকরণ-প্রত্যবায় পরিহারার্থং পৌর্ণমাসীলক্ষ্যন্তরঙ্গা-গঙ্গা-যমুনা-গোপী-বৃন্দাবতী-গায়ত্রী-তুলসী-সরস্বতী-পৃথিবী-গাবস্তথা শ্রীযশোদা-দেবহূতি-দেবকী-রোহিণী-সীতা-দ্রৌপদী-কুন্তী-রুক্মিণী-সত্যভামা-জাম্ববতী নাগ্নজিতী-লক্ষণা-কালিন্দী-ভদ্রা-মিত্রবিন্দা এতা অপরা

শ্রাদ্ধকার্য্যে অপর দেবতার উচ্ছিষ্ট ও পাদোদক অর্পণ করেন, তৎসমস্ত বিফল হয়; তাঁহার পিতৃগণ পূয়শোণিতময় নরকে শতসহস্রকোটিকল্পকাল পতিত হইয়া থাকেন। যে-ব্যক্তি তোমায় নিবেদিত দ্রব্যে দেবগণের হোম করে এবং তাহা পিতৃগণকে অর্পণ করে, সে নিশ্চয়ই আনন্ত্য লাভ করে। সুতরাং তুমিই বিপ্রগণের পূজ্য—অপর কেহ নহে। যে-ব্যক্তি মোহবশতঃ অপরের পূজা করে, সে নিশ্চয়ই পাষণ্ড হয়। তুমিই লক্ষ্মীপতি নারায়ণ, সানতন, বাসুদেব, সর্ব্বব্যাপী বিষ্ণু, নিত্য মহেশ্বর পরমত্মা। শুদ্ধসত্ত্বময় ব্রহ্মণ্যদেব, তুমিই ব্রাহ্মণগণের সেব্য। তুমি (ব্রহ্মণ্যদেব) সকল ব্রাহ্মণের ও দেবগণের পূজ্য বলিয়া (তোমার পূজার দ্বারা) এবং শুদ্ধসত্ত্বগুণের দ্বারা ব্রাহ্মণত্ব লভ্য হইয়া থাকে। হে পুরুষোত্তম! যেহেতু ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বদা তোমার ভজন করেন, তাহাতেই তাঁহারা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন—অন্যেরা নহে, তাহাতে সংশয় নাই।

আরও স্কন্দপুরাণে সেতুখণ্ডে—নিত্য শুদ্ধসত্ত্বময়চিত্ত ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত। নিত্য নৈমিত্তিক, কাম্য, সর্ব্বমঙ্গলকর্ম্মে দেবাদিদেব গোবিন্দ ভিন্ন অন্যকে পূজা করিবনে না। যদি কেহ মোহবশতঃ অন্য দেবতার পূজা করে, তাহা হইলে সে নিশ্চই চণ্ডাল হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে—যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ হইয়াও মোহবশতঃ জঢানে বা অজ্ঞানে বিষ্ণুব্যতীত ান্য দেবতার অর্চ্চন করে, তাহার অধোগতি হয়॥ উত্তরগীতায়—হে কৌন্তেয়! বৈষ্ণবগণের সেবা কর, অন্য দেবতা, উপদেবতা,

যা বৈষ্ণব্যস্তা অপি পরিপূজয়েৎ। শ্রীগোপালোপাসকঃ শ্রীদামাদীন্ গোপালান্ অস্য পার্ষদত্বেন পূজয়েৎ। অপরঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণোপাসকো ভক্তঃ শ্রীললিতাদ্যাঃ সখীসহচরী-রঙ্গিণীগণযুতা অনয়ো শ্রীযুগলয়োঃ পার্ষদত্বেনাবশ্যমেব পরিপূজয়েৎ। ততোঽপরে শ্রীমন্নারায়ণস্য শ্রীমৎস্যাদিবিবিধাবতারোপাসকাস্তু তত্তন্নিজনিজসেবক-পার্ষদত্বেন তেষাং তেষাং তান্ তান্ পার্ষদভক্তান্ প্রপূজয়েয়ুঃ। অয়ং ভাবার্থঃ। এবং বিধিনা শ্রীমদ্বাসুদেবং ✱ষোড়শোপচারৈর্দ্বাদশোপচারৈর্দশোপচারৈঃ পঞ্চোপচারৈর্বা পার্ষদৈঃ সহ পূজয়িত্বা পুরুষসূক্তমন্ত্রৈরপরসত্ত্বগুণ-সম্বলিত-সদ্বেদমন্ত্রৈর্বা আগমোক্তৈর্মন্ত্রৈর্বা, ততোঽধিবাসং বিধানোক্তং কুর্য্যাৎ। কেবলং শ্রীভগবন্তং বিনা, তথা শ্রীকার্ষ্ণাদিসকলবৈষ্ণবান্ শ্রীবিষ্বক্সেনাদীন্ বিনা নিত্যনৈমিত্তিককাম্যাপরসকলমাঙ্গল্যাদিষু সর্ব্বকর্ম্মসু স্বপ্নেঽপি প্রাণান্তে নৈব গণেশাদিবিবুধান্ সর্ব্বান্ পূজয়েৎ গৃহী বৈষ্ণবো যঃ কোঽপি ব্রহ্মণাদিঃ॥

✱ষোড়শোপচার—আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, মধুপর্ক, স্নান, বস্ত্র, উপবীত, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, নমস্কার। (হঃ ভঃ বিঃ ৬ষ্ঠ বিঃ আসনাদ্যর্পণ)

দ্বাদশোপচার—আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, মধুপর্ক, স্নান, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, নমস্কার।

দশোপচার—আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, নমস্কার।

পঞ্চোপচার—আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, গন্ধ, পুষ্প।

যক্ষ-রক্ষ-ভূতগণকে পূজা করিও না॥ বৃহদ্বিষ্ণুপুরাণে—যদি বৈষ্ণব অথবা ব্রাহ্মণ আমা ভিন্ন অপর অবৈষ্ণব দেবতার অর্চ্চন করেন, তাহা হইলে তিনি চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হন॥

এই সকল প্রমাণ সুবোধ্য বলিয়া ব্যাখ্যাত হই না। গ্রন্থবাহুল্যভয়ে অন্যান্য বহতর প্রমাণও লিখিত হইল না। শ্রীমদ্ভাগবতেও—অসূয়াহীন অর্থাৎ অপর দেবতার অনিন্দক, শান্তস্বভাব মুমুক্ষুগণ ভীষণস্বরূপ পিতৃ-ভূতপতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া নারায়ণাবতারগণের ভজন করেন। কিন্তু পিতৃ-ভূতপ্রজাপতিগণের তুল্য প্রকৃতি বিশিষ্ট রজস্তমঃস্বভাব ব্যক্তিগণ শ্রী-ঐশ্বর্য্য-পুত্রাদিকামনায় পিতৃ-ভূত-প্রজাপতির ভজন করে।

অতএব শ্রীবিষ্ণুপূজায় গণেশাদি দেবতার অপূজন-জনিত প্রত্যবায়পরিহারার্থী প্রথমতঃ শ্রীবিষ্ণুর আবরণ-দেবতারূপে শ্রীবিষ্বক্সেন সনক-সনাতন-সনন্দন-সনৎকুমার এই পঞ্চ মহাভাগবতের পূজা করিবে। ইন্দ্রাদি দিক্পালগণের অপূজনদোষ-পরিহারার্থ মহাভাগবত ব্রহ্মা, শুকদেব, সদাশিব, গরুড়, নারদ, কপিল, পলি, ভীষ্ম, প্রহ্লাদ, হনুমান, অম্বরীষ, জনক, যমদেব, স্বায়ম্ভুবমনু, উদ্ধব, ব্যাস প্রভৃতি ভাগবতোত্তমের এবং সত্য-ত্রেতা-দ্বাপর-কলিযুগের যে-সকল মহাভাগবত, তাঁহাদেরও পূজা করিবে। গৌরী প্রভৃতি মাতৃগণের পূজা-অকরণদোষ পরিহারের নিমিত্ত পৌর্ণমাসী, লক্ষ্মী, অন্তরঙ্গা, গঙ্গা, যমুনা, গোপী, বৃন্দাবতী, গায়ত্রী, তুলসী, সরস্বতী, পৃথিবী, গো, যশোদা, দেবহূতি, দেবকী, রোহিণী, সীতা, দ্রৌপদী, কুন্তী, রুক্মিণী, সত্যভামা, জাম্ববতী, নাগ্নজিতী, লক্ষণা, কালিন্দী, ভদ্রা, মিত্রবিন্দা— এইসকল এবং অপর বৈষ্ণবীগণের পূজা করিবে। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসক ভক্ত সখী-সহচরী-রঙ্গিণীগণসহিত শ্রীললিতাদিকে শ্রীযুগলের পার্ষদরূপে অবশ্য পূজা করিবেন। শ্রীনারায়ণের মৎস্যাদি বিধি অবতারের উপাসক ভক্তগণ তাঁহাদের নিজ নিজ সেবক-পার্ষদরূপে অবতারগণের পার্ষদবর্গের পূজা করিবে। এইরূপ বিধিতে পার্ষদসহ ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের ষোড়শ, দ্বাদশ, দশ বা পঞ্চ উপচারে পুরুষসূক্তমন্ত্রে বা অপর সত্ত্বগুণসম্বলিত সদ্বেদমন্ত্রে অথবা আগমোক্ত মন্ত্রে পূজা করিয়া বিধানানুসারে অধিবাস করিবে। যে-কোন ব্রাহ্মণাদি গৃহী বৈষ্ণব নিত্য-নৈমিত্তিক- কাম্য ও অন্যান্য সকল মঙ্গলকর্ম্মে কেবল শ্রীভগবান্, কার্ষ্ণাদি সকল বৈষ্ণব ও শ্রীবিষ্বক্সেনাদি ব্যতীত গণেশাদি দেবগণকে প্রাণান্তে স্বপ্নেও পূজা করিবে না।

বিবাহ-কার্য্য

তত্র [জ্ঞাতিকর্ম্ম যথা]—বিবাহদিবসে মুদ্গ-যব-মাষ-মসূরাণাং শ্লক্ষ্ণচূর্ণান্যেকীকৃত্য কন্যায়াঃ শরীরে ম্রক্ষয়িত্বা—(১) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা, জ্ঞাতিকর্ম্মণি কন্যায়াঃ শরীরপ্লাবনে বিনিয়োগঃ,—ওঁ বিষ্ণুদেব শ্রীবিষ্ণুনামাসি, সমানয় অমুং (অত্র পতিনাম ব্যক্তব্যং), প্রহ্বা তে অভবৎ, পরমত্র জন্মাগ্নেঃ তপসো নির্ম্মিতোঽস্তি স্বাহা'—অনেন অমুমিতি স্থানে পতিনাম লিখিত্বা উদক-পূর্ণকুম্ভে নিক্ষিপ্য, কুম্ভস্থবারিণা শিরঃ প্রভৃতি কন্যাং স্নাপয়েৎ। ততঃ (২) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ মধ্যেজ্যোতির্জগতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা জ্ঞাতিকর্ম্মণি কন্যায়া নাভেরধোদেশপ্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইমং অধোদেশং নাভেঃ মধুনা প্রক্ষালয়ামি, প্রজাপতেঃ মুখমেতৎ দ্বিতীয়ং, তেন পুংসোঽভিভবাসি সর্ব্বান্ অবশান্ বশিনী অসি রাজ্ঞী স্বাহা'—অনেন কিঞ্চিৎ শিরসি দত্ত্বা ক্রোড়ে বহুতরং জলং দদ্যাৎ। (৩) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ উপরিষ্টাজ্জ্যোতিস্ত্রিষ্টুপছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা জ্ঞাতিকর্ম্মণি কন্যায়াঃ শির-আদি-পাদ-পর্য্যন্ত-সর্ব্বশরীরপ্লাবনে বিনিয়োগঃ,—ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততং স্বাহা'—অনেনাপি পূর্ব্বদেব শিরসি কিঞ্চিদুদকং দত্ত্বা তদিতদেশে বহুজলং দদ্যাৎ যতঃ সর্ব্বদেহঃ প্লাবিতো ভবতি।

অনন্তর বিবাহকর্ম্ম অভিহিত হইতেছে। তদন্তর্গত জ্ঞাতিকর্ম্ম যথা—বিবাহদিবসে মুদ্গ, যব, মাষকলাই ও মসূরের সূক্ষ্ম চূর্ণ একত্র করিয়া কন্যার শরীরে মাখাইবে। তারপর একটি পত্রে পতির নাম লিখিয়া উহা জলপূর্ণ কলসীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া মূলস্থ ১-সংখ্যক মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কুম্ভস্থ জলদ্বারা মস্তক হইতে আরম্ভ করিয়া কন্যাকে স্নান করাইবে। অতঃপর মূলস্থ ২-সংখ্যক মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কন্যার মস্তকে কিঞ্চিৎ জল দিয়া ক্রোড়দেশে প্রচুর জল ঢালিয়া দিবে। অনন্তর মূলস্থ ৩-সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করিয়া মস্তকে কিঞ্চিৎ জল দিয়া অন্য সর্ব্বাঙ্গে প্রচুর জল দিবে—যাহাতে সমস্ত দেহ প্লাবিত হয়। ইত জ্ঞাতিকর্ম্ম॥

সম্প্রদান

অথ সম্প্রদাতা লগ্নসময়ে সম্প্রদানশালায়াং উত্তরতো ধেনাং বদ্ধা বিষ্টরাদিকং সজ্জীকৃত্য আচম্য উত্তরাভিমুখ উপবিষ্টস্তিষ্ঠেৎ। ততঃ সম্মুখোপস্থিতে বরে শ্রীবিষ্ণুস্মরণং স্বস্তিবাচনঞ্চ কৃত্বা (অর্চ্চন-পদ্ধত্যাং দ্রষ্টব্যম্) বরং বৃণুয়াৎ। যথা—সম্প্রদাতা কৃতাঞ্জলির্বরং বদেৎ—'ওঁ সাধু ভবান্ আস্তাম্'। জামাতা বদেৎ—'ওঁ সাধু অহং আসে'। সম্প্রদাতা বদেৎ—'ওঁ অর্চ্চায়ষ্যামো ভবন্তম্'। জামাতা বদেৎ—'ওঁ অর্চ্চয়'। ততঃ সম্প্রদাতা গন্ধ-মাল্য-যথাশক্ত্যঙ্গুরীয়-যজ্ঞোপবীতবাসোযুগানি জামাত্রে সমর্প্য কৃতাঞ্জলির্বদেৎ—'ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুক রাশিস্থে ভাস্করে অমুকপক্ষে অমুকতিথৌ কন্যাদানার্থং এভিঃ গন্ধাদিভিঃ অভ্যর্চ্চ ভবন্তং অহং বরত্বেন বৃণে'। জামাতা বদেৎ—'ওঁ বৃতোঽস্মি'। ততঃ সম্প্রদাতা ইমং মন্ত্রং পঠেৎ—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ ছন্দঃ অর্হণীয়া গৌঃ বিষ্ণুঃ দেবতা গবোপস্থাপনে বিনিয়োগঃ—ওঁ অর্হণা পুত্রবাসসা ধেনুরভবৎ যমে, সা নঃ পয়স্বতী দুহাম্ উত্তরামুত্তরাং সমাম্'। ততো জামাতা পঠতি—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দোঃ বিরাড় বিষ্ণুঃ দেবতা উপবিশদ্ অর্হণীয়জপে

অনন্তর সম্প্রদাতা লগ্নসময়ে সম্প্রদানগৃহে উত্তরদিকে একটি গাভী বন্ধন করিয়া, বিষ্টরাদি সজ্জিত করিয়া আচমনপূর্ব্বক উত্তরমুখী হইয়া উপবেশন করিবে। বর সম্মুখে উপস্থিত হইলে সম্প্রদাতা শ্রীবিষ্ণুস্মরণ ও স্বস্তিবাচন করিয়া (অর্চ্চন-পদ্ধতিতে দ্রষ্টব্য) বরকে বরণ করিবে। যথা,—সম্প্রদাতা করজোড়ে বরকে বলিবে—'ওঁ সাধু' ইত্যাদি। জামাতা বলিবে—'ওঁ সাধু' ইত্যাদি। সম্প্রদাতা— 'ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামঃ' ইত্যাদি। জামাতা—'ওঁ অর্চ্চয়'। অনন্তর সম্প্রদাতা—গন্ধমাল্য যথাশক্তি-অঙ্গুরীয়ক-যজ্ঞোপবীত-বস্ত্রযুগল জামাতাকে অর্পণ করিয়া করজোড়ে বলিবে—'ওঁ বিষ্ণু' ইত্যাদি। জামাতা—'ওঁ বৃত' ইত্যাদি। তারপর সম্প্রদাতা মন্ত্র পাঠ করিবেন—'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি। অতঃপর জামাতা—'ওঁ প্রজাপতি---- অধিতিষ্ঠামি' মন্ত্র পাঠ করিয়া আসনে পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিবে। অতঃপর সম্প্রদাতা পঁচিশটি অগ্রভাগসহিত কুশপত্রকে আড়াইটি কুশপত্রের দ্বারা বামাবর্ত্তে গ্রন্থবদ্ধ করিয়া ঐ কুশগ্রন্থিকে অধোমুখ ও উত্তরাগ্রভাবে উত্তান হস্তদ্বয়ে গ্রহণ করিয়া 'ওঁ বিষ্টরঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে জামাতাকে অর্পণ করিবে। জামাতা 'ওঁ

বিনিয়োগঃ—ওঁ ইদমহমিমাং পদ্যাং বিরাজম্ অন্নাদ্যায়াধিতিষ্ঠামি'—ইমং মন্ত্রং জপন্ আসনে প্রাঙ্মুখ উপবিশতি। ততঃ সম্প্রদাতা সাগ্রপঞ্চবিংশতিকুশপত্রৈঃ সার্দ্ধদ্বির্বামাবর্ত্তগ্রন্থিরচিতম্ অধোমুখং বিষ্টরমুত্তরাগ্রম্ উত্তানহস্তাভ্যাং গৃহীত্বা, 'ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাম', ইত্যভিদধানো জামাত্রে বিষ্টরমর্পয়তি। জামাতা, 'ওঁ বিষ্টরং প্রতিগৃহ্লামি', ইতি বিষ্টরং প্রতিগৃহ্লাতি। 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দ ওষধ্যো বিষ্ণুঃ দেবতা বিষ্টরস্য আসনদানে বিনিয়োগঃ—ওঁ যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীঃ বহ্বীঃ শতবিচক্ষণাঃ তা মহ্যমস্মিন্ আসনে অচ্ছিদ্রাঃ শর্ম্ম যচ্ছত'—ইত্যাসনে বিষ্টরমুত্তরাগ্রং দত্ত্বোপবিশতি। ততঃ পুনরপি সম্প্রদাতা তাদৃশমেব বিষ্টরং গৃহীত্বা, 'ওঁ বিষ্টরো বিষ্টরো বিষ্টরঃ প্রতিগৃহ্যতাম' ইত্যভিদধানস্তথৈব বিষ্টরমর্পয়তি। জামাতা, 'ওঁ বিষ্টরং প্রতিগৃহ্লামি', ইতি তথৈব বিষ্টরং গৃহীত্বা পঠেৎ—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দ ওষধ্যো বিষ্ণুঃ দেবতা বিষ্টরস্য পাদয়োরধস্তাদ্দানে বিনিয়োগঃ—ওঁ যা ওষধীঃ সোমরাজ্ঞীঃ বিষ্ঠিতাঃ পৃথিবীন্ অনু, তা মহ্যমস্মিন্ পাদয়োঃ অচ্ছিদ্রাঃ শর্ম্ম যচ্ছতা—ইতি পাদয়োরধস্তাদ্ উত্তরাগ্রং বিষ্টরং স্থাপয়েৎ। অথ সম্প্রদাতা পানীয়পাত্রং গৃহীত্বা 'ওঁ পাদ্যাঃ পাদ্যাঃ পাদ্যাঃ প্রতিগৃহ্যন্তাম্', ইত্যভিদধানঃ পাদ্যা অর্পয়তি। জামাতা চ 'ওঁ পাদ্যাঃ প্রতিগৃহ্লামি', ইতি গৃহীত্বা 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষি বিরাড্গায়ত্রী ছন্দঃ আপো

বিষ্টরৈঃ' মন্ত্রে উহা গ্রহণ করিয়া, 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক আসনে উত্তরাগ্র বিষ্টর স্থাপন করিয়া উপবেশন করিবে। সম্প্রদাতা পুনরায় ঐরূপ বিষ্টর গ্রহণ করিয়া ঐরূপ মন্ত্রে ঐরূপভাবে জামাতাকে দিবে। জামাতা পূর্ব্ববৎ উহা গ্রহণ করিয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করত পদদ্বয়ের নীচে উত্তরাগ্র বিষ্টর স্থাপন করিবে। অনন্তর সম্প্রদাতা পানীয় পাত্র গ্রহণ করিয়া 'ওঁ পাদ্যাঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে পাদ্য অর্পণ করিবে। জামাতা 'ওঁ পাদ্যাঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে উহা গ্রহণ করিয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে ঐ জল দর্শন করিবে। অতঃপর জামাতা সেই পাত্র হইতে এক অঞ্জলি জল লইয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে উহা বাম পদে দিবে। পুনরায় আর এক অঞ্জলি জল লইয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণ পদে দিবে। পুনঃ অপর অঞ্জলি গ্রহণপূর্ব্বক 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে উভয় পদে দিবে। অতঃপর সম্প্রদাতা অক্ষত ও দূর্ব্বাপল্লব শঙ্খাদি পাত্রে স্থাপন করিয়া

বিষ্ণুঃ দেবতাঃ পাদপ্রক্ষালনার্থোদকবীক্ষণে বিনিয়োগঃ, ওঁ যতো দেবীঃ প্রতিপশ্যামি আপঃ ততো মা ঋদ্ধিরাগচ্ছতু'—ইত্যনেন উদকং বীক্ষেত। ততো জামাতা তস্মাদেব পাত্রাদুদকাঞ্জলিং গৃহীত্বা, 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বিরাড্ গায়ত্রীছন্দঃ আপো বিষ্ণুঃ দেবতা সব্যপাদপ্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ, ওঁ সব্যং পাদম্ অবনেনিজে, অস্মিন্ রাষ্ট্রে শ্রিয়ং দধে'—ইত্যনেন বামপাদে উদকাঞ্জলিং দদ্যাৎ। ততঃ পুনরপি উদকাঞ্জলিং গৃহীত্বা, 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ বিরাড্গায়ত্রীছন্দঃ আপো বিষ্ণুঃ দেবতা দক্ষিণপাদপ্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ, ওঁ দক্ষিণং পাদম্ অবনেনিজে, অস্মিন্ রাষ্ট্রে শ্রিয়মাবেশয়ামি'—অনেন দক্ষিণপাদে উদকাঞ্জলিং দদ্যাৎ। ততঃ পনরুদকাঞ্জলিং গৃহীত্বা, 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ বিরাড্ গায়ত্রী ছন্দঃ আপো বিষ্ণুঃ দেবাতা উভয় পাদপ্রক্ষালনে বিনিয়োগঃ, ওঁ পূর্ব্বম্ অন্যং পরম্ অন্যং উভয়পাদৌ অবনেনিজে, রাষ্ট্রস্যর্দ্ধ্যা অভয়স্যাবরুদ্ধ্যৈ'—অনেন পাদদ্বয়মধ্যে উদকাঞ্জলিং দদ্যাৎ। তত সম্প্রদাতা সাক্ষতদূর্ব্বাপল্লবান্ শঙ্খাদিপাত্রে নিধায়, 'ওঁ অর্ঘ্যং অর্ঘ্যং অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাং', ইতি জামাত্রে অর্ঘ্যং অর্পয়তি। জামাতা, 'ওঁ অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্লামি, ইতি গৃহীত্বা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অর্ঘ্যরূপো বিষ্ণুঃ দেবতা অর্ঘ্যপ্রতিগ্রহণে বিনিয়োগঃ, ওঁ অন্নস্য রাষ্ট্রিরসি রাষ্ট্রিস্তে ভূয়াসং'—অনেনার্ঘ্যং শিরসি দদ্যাৎ। ততঃ সম্প্রদাতা পুনরুদকপাত্রং গৃহীত্বা, 'ওঁ আচমনীয়ং আচমনীয়ং আচমনীয়ং প্রতিগৃহ্যতাং', ইতি জামাত্রে সমর্পয়তি। জামাতা, 'ওঁ আচমনীয়ং প্রতিগৃহ্লামি',

---

'ওঁ অর্ঘ্যং' ইত্যাদি মন্ত্রে জামাতাকে অর্পণ করিবে। জামাতা 'ওঁ অর্ঘ্যং' ইত্যাদি মন্ত্রে উহা গ্রহণ করিয়া 'ওঁ অন্নস্য' ইত্যাদি মন্ত্রে উক্ত অর্ঘ্য মস্তকে দিবে। অতঃপর সম্প্রদাতা পুনঃ উদকপাত্র লইয়া—'ওঁ আচমনীয়ং' ইত্যাদি মন্ত্রে উহা জামাতাকে অর্পণ করিবে। জামাতা 'ওঁ আচমনীয়ং' ইত্যাদি মন্ত্রে উহা গ্রহণ করিয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক উত্তরমুখী হইয়া আচমন করিবে। তারপর সম্প্রদাতা ঘৃত-দধি-মধুযুক্ত মধুপর্ক পবিত্র পাত্রে স্থাপন করিয়া অন্য পাত্রের দ্বারা উহা আচ্ছাদনপূর্ব্বক হস্তে লইয়া 'ওঁ মধুপর্কঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে জামাতাকে দিবে। জামাতা তখন 'ওঁ মধুপর্কং' ইত্যাদি মন্ত্রে গ্রহণ করিয়া, 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে মধুপর্ক মাটিতে স্থাপন করিয়া, 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক উহা তিনবার ভক্ষণ করিবে। পুনরায় অমন্ত্রক একবার ভক্ষণ করিবে।

ইত্যুদকপাত্রং গৃহীত্বা পঠেৎ—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ আচমনীয়ং বিষ্ণুঃ দেবতা আচমনীয়াচমনে বিনিয়োগঃ, ওঁ যশোঽসি যশো ময়ি ধেহি'—অনেনোত্তরোভিমুখীভূয় আচামেৎ। ততঃ সম্প্রদাতা ঘৃতদধিমধুযুক্তং মধুপর্কং পবিত্রপাত্রে নিধায় পাত্রান্তরেণ পিহিতং গৃহীত্বা পঠেৎ, 'ওঁ মধুপর্কো মধুপর্কো মধুপর্কো প্রতিগৃহ্যতাং' ইতি মধুপর্কমর্পয়তি। জামাতা, 'ওঁ মধুপর্কং প্রতিগৃহ্লামি', ইতি গৃহীত্বা— 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ মধুপর্কো বিষ্ণু দেবতা অর্হণীয়মধুপর্কগ্রহণে বিনিয়োগঃ, ওঁ যশসো যশোঽসি'—অনেন মধুপর্ক গৃহীত্বা ভূমৌ সংস্থাপ্য,—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ মধুপর্কো বিষ্ণু দেবতা অর্হণীয়মধুপর্কপ্রাশনে বিনিয়োগঃ, ওঁ যশসো ভক্ষোঽসি, মহসো ভক্ষোঽসি, শ্রীর্ভক্ষোঽসি, শ্রিয়ং ময়ি ধেহি'—অনেন মন্ত্রেণ বারত্রয়ং ভক্ষয়িত্বা পুনঃ সকৃৎ তুষ্ণীং ভক্ষয়েৎ।

ততঃ পূর্ব্বাভিমুখং বরং সম্প্রদাতা উত্তরাভিমুখঃ অথবা পশ্চিমাভিমুখো ভূত্বা কন্যাসম্প্রদানং কুর্য্যাৎ।

ততো জামাতা আচান্তো মঙ্গলৌষধিলিপ্তেন দক্ষিণহস্তেন তাদৃশমেব কন্যায়া দক্ষিণহস্তং গৃহীত্বা স্বদক্ষিণহস্তোপরি নিদধ্যাৎ। ততঃ সৌভাগ্যবতী পতিপুত্রবতী নারী মঙ্গলপূর্ব্বকং কুশেন (মাল্যযুক্তেন) হস্তদ্বয়ং বধ্নাতি। ততঃ সম্প্রদাতা তিল-পুষ্প-তুলসী-ফলসহিতমুদকপাত্রং গৃহীত্বা শ্রীবিষ্ণুস্মরণং কুর্য্যাৎ। ততঃ—

অতঃপর সম্প্রদাতা উত্তরমুখী বা পশ্চিমমুখী হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে উপবিষ্ট বরকে কন্যা সম্প্রদান করিবে।

তৎপরে জামাতা আচমনপূর্ব্বক মঙ্গলৌষধিলিপ্ত নিজ দক্ষিণ-হস্তে কন্যার তাদৃশ দক্ষিণহস্ত স্থাপন করিবে। অনন্তর পতিপুত্রবতী সৌভাগ্যবতী নারী মাল্যযুক্ত কুশের দ্বারা মঙ্গলাচারপূর্ব্বক হস্তদ্বয় বন্ধন করিয়া দিবে। অতঃপর সম্প্রদাতা তিল-তুলসী-কুশ-কুসুম-ফলসহিত জলপাত্র গ্রহণ করিয়া শ্রীবিষ্ণুস্মরণ করিবে। (অর্চ্চন-পদ্ধতি দ্রষ্টব্য)। অনন্তর ওঁ বিষ্ণু ওঁ তৎসৎ' ইত্যাদি সম্প্রদান-মন্ত্র পাঠ করিয়া সম্প্রদাতা বরকন্যার হস্তোপরি তিলকুসুমাদি-সহিত ঐ তুলসীজল দিবে। অতঃপর জামাতা 'ওঁ স্বস্তি' বলিয়া 'ওঁ নারায়ণায় বিদ্মহে' ইত্যাদি বৈষ্ণবী-গায়ত্রী জপ করিবে; তারপর ষোলনাম-বত্রিশ-অক্ষর মহামন্ত্রে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ স্মরণ করিবে। অতঃপর 'ওঁ কন্যেয়ং' ইত্যাদি পাঠপূর্ব্বক 'ওঁ ক ইদং' ইত্যাদি কামস্তুতি পাঠ করিয়া হৃদয়

'ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্য ব্রহ্মণো দ্বিতীয়পরার্দ্ধে' শ্বেতবরাহকল্পে (বা পাদকল্পে), বৈবস্বতাখ্যমন্বন্তরে, অষ্টবিংশতিকলিযুগস্য প্রথমসন্ধ্যায়াং ব্রহ্মবিংশতৌ বর্ত্তমানায়াং, যথানাম শুভসম্বৎসরে, যথায়নে, অমুক-ঋতৌ, অমুক-মাসি, অমুক-পক্ষে, অমুক-রাশিস্থিতে ভাস্করে, অমুক-তিথৌ অমুক-বারান্বিতায়ং অমুক-নক্ষত্রসংযুতায়াং, শ্রীচন্দ্রমসি যথাস্থানাবস্থিতে ভৌমাদিগ্রহযোগ-করণ- মুহূর্ত্তশকাদিষু, জম্বুদ্বীপে ভারতখণ্ডে মেধীভূতস্য সুমেরোঃ দক্ষিণে লবণার্ণবস্যোত্তরে কোণে গঙ্গায়াঃ পশ্চিমে (বা অন্যস্মিন্) ভাগে পুরাণভূমৌ শ্রীশালগ্রামশিলা- গো-ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-বহ্নি-সন্নিধৌ অস্মিন্ বিশিষ্টে ভারতবর্ষাখ্যপুণ্যভূপ্রদেশে অমুক গোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকবেদান্তর্গতস্য অমুকশাখৈকদেশাধ্যায়িনঃ অমুকদেবশর্ম্মণ প্রপৌত্রায়, অমুক গোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকবেদান্তর্গতস্য অমুকশাখৈকদেশা-ধ্যায়িনঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়, অমুক গোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকবেদান্তর্গতস্য অমুকশাখৈকদেশাধ্যায়িনঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রায়, অমুক গোত্রায় অমুকপ্রবরায় অমুকবেদান্তর্গতায় অমুকশাখৈকদেশাধ্যায়িনে শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মণে বিশিষ্ট বরায়, —অমুকগোত্রাস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকবেদান্তর্গতস্য অমুকশাখৈকদেশাধ্যায়িনঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রীং, অমুক গোত্রাস্য অমুকপ্রবরস্য অমুকবেদান্তর্গতস্য অমুকশাখৈকদেশাধ্যায়িনঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ পৌত্রীং, অমুক গোত্রস্য অমুকপ্রবরস্য

স্পর্শ করিবে। তদনন্তর সম্প্রদাতা মুলোক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক শ্রীরাধাকৃষ্ণ স্মরণ করিয়া তুলসী-জল- তিলাদিসহিত দক্ষিণা বরের হস্তে দিবে। বর দক্ষিণা গ্রহণপূর্ব্বক 'ওঁ স্বস্তি' বলিয়া, কামস্তুতি পাঠ করিয়া, বৈষ্ণবী গায়ত্রী জপ করিবে এবং বহুবার শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ স্মরণ করিবে। অথবা স্বীয় ইষ্টদেবতার নাম, কিংবা নারায়ণ-বিষ্ণু-রাম-নৃসিংহ-হরি বামনাদি নাম স্মরণ করিবে। (এই সময়ে সম্প্রদাতা বরকে যৌতুকাদি এবং বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সেবার্থ দানাদি দিবে)। তারপর হরিতকী-গুবাকাদি সহিত ও তুলসী-গন্ধ- পুষ্প কুঙ্কুম-হরিদ্রা-চন্দনাদি মাঙ্গল্যদ্রব্যসহিত বস্ত্রের দ্বারা বরকন্যার গ্রন্থিবন্ধন করিতে করিতে 'শ্রীলক্ষ্মীপীতাম্বরয়োঃ' ইত্যাদি শ্লোক পাঠ করিবে। অতঃপর নাপিত 'গৌঃ গৌঃ' বলিবার পর জামাতা 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিলে নাপিত গাভীকে বন্ধন মুক্ত করিবে এবং যামাতা পুনঃ 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিয়া গাভীকে ছাড়িয়া দিবে। তারপর অচ্ছিদ্রবাচন করণীয়।

অমুকবেদান্তর্গতস্য অমুকশাখৈকদেশাধ্যায়িনঃ অমুকদেবশর্ম্মণঃ পুত্রীং, অমুকগোত্রাং অমুকপ্রবরাং অমুকবেদান্তর্গতাং অমুকশাখৈকদেশাধ্যায়িনং শ্রীমতীং অমুকাভিদানাং এতাং কন্যাং সবস্ত্রাং যথাশক্ত্যলঙ্কৃতাং অরোগিণীং অপ্রবাসিনীং যথাকালোপস্থাপিনীং ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুদেবতাকাং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণস্মরণপূর্ব্বকং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মদ্বারা স্বয়ং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ দত্তাম্'—ইতি বরকন্যায়োর্হস্তোপরি তত্তুলসীজলং গন্ধপুষ্পাদিসংযুক্তং অর্পয়েৎ। ততো জামাতা, 'ওঁ স্বস্তি' ইতি ব্রূয়াৎ, ততঃ শ্রীমতীং বৈষ্ণবীং গায়ত্রীং জপেৎ—'ওঁ নারায়ণায় বিদ্মহে বাসুদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ'; অথবা 'ওঁ ত্রৈলোক্যমোহনায় বিদ্মহে কামদেবায় ধীমহি তন্নো বিষ্ণুঃ প্রচোদয়াৎ।' ততঃ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণস্মরণং কুর্য্যাৎ—'ওঁ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥'

ততঃ—'ওঁ কন্যেয়ং ওঁ প্রজাপতিবিষ্ণুদেবতাকা', ইত্যুক্ত্বা (কামস্তুতিং) পঠেৎ 'ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ, কামঃ কামায় অদাৎ, কামো দাতা কামঃ প্রতিগ্রহীতা, কামঃ সমুদ্রম্ আবিশৎ, কামেন ত্বা প্রতিগৃহ্লামি, কাম এতৎ তে'—ইতি জপ্ত্বা কন্যায়া হৃদয়ং সংস্পৃশেৎ। ততঃ সম্প্রদাতা চ—'ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্যেতাদি অমুকগোত্রায় অমুক প্রবরায় অমুকবেদান্তর্গতায় অমুকশাখৈকদেশাধ্যায়িনে শ্রীমতে অমুকদেবশর্ম্মণে বরায় কৃতৈতৎ কন্যাসম্প্রদানসুপ্রতিষ্ঠার্থং দক্ষিণাং সুবর্ণমূল্যোপকল্পিতাং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণস্মরণপূর্ব্বকং শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মাদ্বারা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ দত্তাম্'—ইতি পঠিত্বা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণৌ স্মৃত্বা চ গন্ধ-পুষ্প-তুলসী-জলাদিসংযুক্তাং দক্ষিণাং বরহস্তে দদ্যাৎ। (বরো দক্ষিণাং গৃহ্লীয়াৎ)। জামাতা পূর্ব্ববৎ 'ওঁ স্বস্তি', ইতি—ব্রূয়াৎ, ততঃ পঠেৎ—'ওঁ ক ইদং কস্মা অদাৎ, কামঃ কামায় অদাৎ, কামো দাতা, কামঃ প্রতিগ্রহীতা, কামঃ সমুদ্রম্ অবিশৎ কামেন ত্বা প্রতিগৃহ্লামি, কাম এতৎ তে'—ইতি পঠিত্বা শ্রীমতী বৈষ্ণবীং গায়ত্রীং জপেৎ, ততঃ শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণস্মরণং কুর্য্যাদনেকশঃ। অথবা, যস্য য ইষ্টস্তন্নামধেয়ং বা, শ্রীনারায়ণবিষ্ণু-রাম-নৃসিংহ-হরি-বামনাদিকং বা স্মরেৎ। (অস্মিন্ অবকাশে সম্প্রদাতা যৌতুকাদিকং শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণব-সেবার্থদানাদিকঞ্চ দদ্যাৎ)। ততো বস্ত্রেণ হরিতকী গুবাকাদিসংযুক্তেন তুলসী-গন্ধপুষ্প কুঙ্কুম-হরিদ্রা- চন্দনাদিমাঙ্গল্যদ্রব্য সংযুক্তেন চ শ্রীকন্যাবরয়োর্গ্রন্থিবন্ধনং কুর্য্যাৎ। তদ্ যথা 'শ্রীলক্ষ্মীপীতাম্বরয়োঃ

রেবতী বলরাময়োঃ। তথা সীতারাময়োশ্চ শ্রীদুর্গাশিবয়োর্যথা॥ দেবহূতি-কর্দ্দময়োঃ শচীমঘবতোর্যথা। শতরূপাস্বয়ম্ভুবয়োঃ রেণুকাজামদগ্ন্যোঃ॥ যথাঽহল্যাগৌতময়োর্দ্দেবকীবসুদেবয়োঃ। মন্দোদরীরাবণয়োঃ যশোদানন্দয়োর্যথা॥ শ্রীদ্রৌপদীপাণ্ডবয়োঃ শ্রীতারাবালিভূভুজোঃ। দময়ন্তীনলয়োঃ শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োর্যথা। অনয়োঃ কন্যাবরয়োস্তথা স্যাদ্ গ্রন্থিবন্ধনম্॥"—অনেন শ্রীকন্যাবরয়োগ্র স্থিবন্ধনং কুর্য্যাৎ। ততো নাপিতেন,—'গৌঃ গৌঃ', ইত্যুক্তে জামাতা পঠেৎ—'ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষিঃ বৃহতীছন্দোঃ গোরূপো বিষ্ণুঃ দেবতা পূর্ব্ববদ্ধগবীমোক্ষণে বিনিয়োগঃ, ওঁ মুঞ্চ গাং বরুণপাশাদ্ দ্বিষন্তং মে অভিধেহি। তং জহি অমুষ্য (অর্থাৎ অমুক দেবশর্ম্মণঃ) চোভয়োঃ, উৎসৃজ গাম্ অত্তু তৃণানি পিবতূদকম্'—ইতি পঠিত্বা নাপিতেন মুক্তায়াং গবি জামাতা (পুনঃ) পঠেৎ—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষি ত্রিষ্টুপ্ ছন্দো গোরূপো বিষ্ণু দেবতা গবানুমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ, ওঁ মাতা রুদ্রাণাং দুহিতা বসূনাং স্বসা আদিত্যানাম্ অমৃতস্য নাভিঃ। প্র নু বোচং চিকিতুষে জনায় মা গাম্ অনাগাম্ অদিতিং বধিষ্ট'—অনেন মন্ত্রেণ গাং বিসর্জ্জয়েৎ। ততঃ সম্প্রদাতা অচ্ছিদ্রবাচনং কুর্য্যাৎ।

সম্প্রদাতা কৃতাঞ্জলিঃ ব্রূয়াৎ—'ওঁ অস্মিন্ কন্যাসম্প্রদানকর্ম্মণি—অঙ্গহীনং ক্রিয়াহীনং বিধিহীনঞ্চ যদ্ ভবেৎ। অস্তু তৎ সর্ব্বং অচ্ছিদ্রং কৃষ্ণকার্ষ্ণপ্রসাদতঃ॥' ততোঽর্ঘ্যহস্তঃ পুনঃ পঠেৎ—'ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ ওঁ অদ্যেতাদি কৃতেঽস্মিন্ কন্যাসম্প্রদানকর্ম্মণি যৎকিঞ্চিৎ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহং করোমি',—ইতি শ্রীবিষ্ণুস্মরণমহামন্ত্র-কীর্ত্তনপূর্ব্বকং শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীন্ নমস্কুর্য্যাৎ। ইতি সম্প্রদানম্।

সম্প্রদাতা হাত জোড় করিয়া বলিবে—'ওঁ অস্মিন্ ইত্যাদি। অতঃপর বৈগুণ্য-সমাধান হেতু পুনঃ সম্প্রদাতা পাঠ করিবে—'ওঁ বিষ্ণুঃ----করোমি' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক শ্রীবিষ্ণুস্মরণ করিবে এবং শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীকে দণ্ডবৎপ্রনাম করিবে।

সম্প্রদানাদি সমাপ্ত॥

যথা মনুঃ—সর্ব্বত্র প্রাঙ্মুখ্যে দাতা গ্রহীতা চ উদঙ্মুখ। অরমুক্তো বিধির্দানে বিবাহে তু বিপর্য্যয়ঃ॥ সর্ব্বত্র দানে অন্নজলাদি-বিবিধ সকলদান বিষয়ে দাতা প্রাঙ্মুখঃ পূর্ব্বমুখো ভবেৎ, গ্রহীতা উদঙ্মুখ উত্তরমুখো ভবেৎ। অয়ং বিধিঃ সর্ব্বমুনিভিরুক্তঃ কথিতো, নাত্র সন্দেহঃ। কিন্তু বিবাহে স এব ব্যতিক্রমো ভবতি। ব্যতিক্রমমাহ— কন্যাসম্পদানকর্ত্তুরুদঙ্মুখত্বং কন্যাগ্রহণকর্ত্তুঃ প্রাঙ্মুখত্বমেবেতি নির্গলিতার্থঃ। তথা হারীতঃ—দানং পূর্ব্বমুখঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বমন্নজলাদিকম্। আর্য্যাবর্ত্তে সম্প্রদাতা কন্যাদানমুদঙ্মুখঃ॥ কিঞ্চ বিষ্ণুঃ—প্রাঙ্মুখঃ সর্ব্বদানেষু দাতা ভবতি সর্ব্বদা। কন্যাপ্রদস্তু সর্ব্বত্র বৈ ভবেদুত্তরামুখঃ॥ তথা হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—বরায় প্রাঙ্মুখায়েহ পুত্তায় হ্যুত্তরামুখঃ। পশ্চিমাভিমুখীং কন্যাং পিতা দদ্যাৎ সুলক্ষণাম্॥

যথা মনুসংহিতায়—দাতা সর্ব্বত্র পূর্ব্বমুখ, গ্রহীতা উত্তরমুখ—ইহা দানবিধি। কিন্তু বিবাহে ইহার বিপর্য্যয়। অন্নজলাদি নানাবিধ দ্রব্যের সর্ব্বপ্রকার দান-বিষয়ে দাতা পূর্ব্বমুখ হইবেন, গ্রহীতা উত্তরমুখ হইবেন—এই বিধি মুনিগণ বলিয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু বিবাহে তাহার ব্যতিক্রম হয়। ব্যতিক্রম এই কন্যা-সম্প্রদান কর্ত্তার উত্তরমুখতা, কন্যাগ্রহীতার পূর্ব্বমুখতা—ইহাই ফলিতার্থ। হারীত সংহিতায়—আর্য্যাবর্ত্তে দাতা পূর্ব্বমুখ হইয়া অন্নজলাদি সমস্ত দান করিবে, উত্তরমুখ হইয়া কন্যাদান করিবে। বিষ্ণুসংহিতায় সর্ব্বপ্রকার দানে দাতা পূর্ব্বমুখী হইয়া থাকে, কন্যাদাতা সর্ব্বত্র উত্তরমুখী হইবে। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে—উত্তরমুখী পিতা পূর্ব্বমুখী বরকে পশ্চিমাভিমুখী সুলক্ষণা কন্যা দান করিবে॥

কুশণ্ডিকা

ততো জামাতা সম্প্রদানশালায়াং প্রধানগৃহাগতো বা কুশণ্ডিকোক্তবিধানেন শ্রীবিষ্ণুরূপং যাজকনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য কুশণ্ডিকা-বিধানং কুর্য্যাৎ।※

তত্র পূর্ব্বকৃতং উভয়তশ্চতুর্হস্তচতুর্মুষ্টি-পরিমিতাং বেদিকাং (ভূমিং বা) কেশতুষাঙ্গারাস্থিশর্করাদিরহিতাং পূর্ব্বোত্তরপ্লবাং সমানাং বা ছায়ামণ্ডপসহিতাং গোময়েনালিপ্য, বিধিনা স্নাতঃ শুচিরাচান্তঃ দ্বিবাসাঃ প্রাঙ্মুখঃ কুশসহিতাসনোপবিষ্টঃ কুশণ্ডিকা-কর্ম্মকর্ত্ত উত্তরস্যাং দিশি অভ্যুক্ষণার্থং গন্ধ-পুষ্প-তুলসী-যব-গুবাক-হরিতকী-দূর্ব্বা-চন্দাক্ষতহরিদ্রা-সিদ্ধার্থসহিতং সজলং তাম্রপাত্রং মৃৎপাত্রং (ঘটং) বা নিধায়, ততো দক্ষিণজানু ভূমৌ পাতয়িত্বা সব্যহস্তস্য প্রাদেশমাত্রং ভূমৌ নিধায়, উভয়তো হস্তপ্রমাণে চতুরস্রে যথাবিধিনির্ম্মিতে কুণ্ডে অঙ্গুষ্ঠমাত্রোচ্চে বালুকাময়ে স্থণ্ডিলে বা মধ্যভাগে সর্ব্বরেখাসু অগ্নিস্থাপনং কুর্য্যাৎ।

তদনুষ্ঠানং বিধীয়তে, যথা—দক্ষিণহস্তগৃহীতকুশমূলেন (১) পঞ্চরেখাঃ কুর্য্যাৎ। তত্র প্রথমরেখা দ্বাদশাঙ্গুলপ্রমানা প্রাঙ্মুখীপীতবর্ণালেখ্যা,—(ক) ওঁ রেখে ত্বং পৃথ্বীরূপা পীতবর্ণাসি।' তন্মূললগ্না উদঙ্মুখ্যেকবিংশত্যঙ্গুলপ্রমাণা লোহিতবর্ণা

অতপরঃ জামাতা সম্প্রদানশালাতে অথবা প্রধান গৃহে আসিয়া কুশণ্ডিকোক্ত-বিধানে শ্রীবিষ্ণুরূপ যোজক-নামক অগ্নি স্থপন করিয়া কুশণ্ডিকা অনুষ্ঠান করিবে।

কুশণ্ডিকা—উভয়দিকে চারিহস্ত-চারিমুষ্টি-পরিমিত পূর্ব্বনির্ম্মিত বেদিকা অথবা ভূমি কেশ-তুষ-অঙ্গার-অস্থি-শর্করা প্রভৃতি-রহিত, পূর্ব্বোত্তর দিকে ক্রমশঃ নীচ অথবা সমান করিয়া, উহা ছায়ামণ্ডপ গোময়লিপ্ত করিবে। কুশণ্ডিকা-কর্ত্তা এবং কুশাসনে পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট হইয়া স্থণ্ডিলের উত্তরদিকে অভ্যুক্ষণের নিমিত্ত কুশ-কুসুম-যব-তিল-তুলসী-গুবাক-হরীতকী-দূর্ব্বা-চন্দন-তণ্ডুল-হরিদ্রা-শ্বেতসর্ষপ-সহিত জলপূর্ণ তাম্রপাত্র বা মৃৎপাত্র স্থাপন করিবে। অতঃপর দক্ষিণজানু ভূমিতে পাতিয়া বামহস্তের প্রাদেশমাত্র ভূমিতে স্থাপন করিয়া, যথাবিধি নির্ম্মিত উভয়দিকে একহস্ত

※ জামাতা স্বয়ং কুশণ্ডিকা সম্পাদনে অসমর্থ হইলে কোন যোগ্য বৈষ্ণবব্রাহ্মণকে হোতা এবং অপর বৈষ্ণবব্রাহ্মণকে ব্রহ্মা বরণ করিবে।

লেখ্যা, গোরূপা বৈষ্ণবী ধ্যেয়া—(খ) 'ওঁ রেখে ত্বং গোরূপা লোহিতবর্ণাসি', ততঃ প্রথমরেখাতঃ সপ্তাঙ্গুলান্তরিতা উত্তরাগ্ররেখা-লগ্না প্রাঙ্মুখী প্রাদেশপ্রমাণা কৃষ্ণবর্ণা লেখ্যা, কালিনদীরূপা বৈষ্ণবী ধ্যেয়া—(গ) 'ওঁ রেখে ত্বং কালিন্দীরূপা কৃষ্ণবর্ণাসি।' ততোঽপি সপ্তাঙ্গুলান্তরিতা উত্তরাগ্ররেখালগ্না প্রাঙ্মুখী প্রাদেশপ্রমাণা স্বর্ণবর্ণা লেখ্যা, শ্রীরূপা বৈষ্ণবী ধ্যেয়া—(ঘ) 'ওঁ রেখে ত্বং শ্রীরূপা স্বর্ণবর্ণাসি।' ততোঽপি সপ্তাঙ্গুলান্তরিতা উত্তরাগ্ররেখালগ্না প্রাঙ্মুখী প্রাদেশপ্রমাণা শুক্লবর্ণা লেখ্যা, সরস্বতীরূপা বৈষ্ণবী ধ্যেয়া—(ঙ) 'ওঁ রেখে ত্বং সরস্বতীরূপা শুক্লবর্ণাসি।'

ততো দক্ষিণহস্তানামিকাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং প্রদক্ষিণক্রমেণ সর্ব্বরেখাসু (২) উৎকরং গৃহীত্বা ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা উৎকরনিরসনে বিনিয়োগঃ, ওঁ নিরস্ত পরাবসুঃ'—ইত্যনেন ঐশ্যান্যাং স্থণ্ডিলাদরত্নিমাত্রান্তরিতে দেশে প্রক্ষিপেৎ। ততঃ পূর্ব্বস্থাপিতজলেন (৩) রেখাভ্যুক্ষণং কুর্য্যাৎ।

প্রমাণ চতুষ্কোণ যজ্ঞকুণ্ডে অথবা অঙ্গুষ্ঠমাত্র উচ্চ বালুকাময় স্থণ্ডিলে মধ্যভাগ সর্ব্বরেখায় অগ্নি স্থাপন করিবে। অগ্নি স্থাপনবিধি, যথা—দক্ষিণহস্তে কুশমূল গ্রহণ করিয়া (১) **পঞ্চরেখা** করিবে। প্রথম রেখা দ্বাদশাঙ্গুলপ্রমাণ পূর্ব্বমুখী ও **পীতবর্ণ** অঙ্কিত করিবে এবং 'ওঁ রেখে' (ক) ইত্যাদি মন্ত্রে উহাকে পৃথিবীরূপিণী বৈষ্ণবী ধ্যান করিবে। প্রথম রেখার মূল হইতে উত্তরদিকে একবিংশতি আঙ্গুলপ্রমাণ **লোহিতবর্ণ** রেখা লিখিবে এবং 'ওঁ রেখে' (খ) ইত্যাদি মন্ত্রে উহাকে গোরূপা বৈষ্ণবী ধ্যান করিবে। তারপর প্রথম রেখা হইতে সাত আঙ্গুল ব্যবধানে ও উত্তরমুখী রেখা হইতে পূর্ব্বদিকে প্রাদেশপ্রমাণ **কৃষ্ণবর্ণ** রেখা অঙ্কিত করিয়া উহাকে 'ওঁ রেখে' (গ) ইত্যাদি মন্ত্রে কালিন্দীরূপা বৈষ্ণবী ধ্যান করিবে। অনন্তর ঐ রেখা হইতে সপ্তাঙ্গুল ব্যবধানে ও উত্তরমুখী রেখা হইতে পূর্ব্বমুখে প্রাদেশপ্রমাণ **স্বর্ণবর্ণ** রেখা অঙ্কনপূর্ব্বক উহাকে 'ওঁ রেখে' (ঘ) ইত্যাদি মন্ত্রে শ্রীরূপা বৈষ্ণবী ধ্যান করিবে। ইহা হইতেও সপ্তাঙ্গুল ব্যবধানে ও উত্তরমুখী রেখা হইতে পূর্ব্বদিকে প্রাদেশপ্রমাণ **শুক্লবর্ণ** রেখা লিখিয়া উহাকে 'ওঁ রেখে' (ঙ) ইত্যাদি মন্ত্রে সরস্বতীরূপা বৈষ্ণবী ধ্যান করিবে। (২) **উৎকরনিরসন**—দক্ষিণহস্তের অনামিকা-অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা সরলরেখা হইতে প্রদক্ষিণক্রমে **উৎকর** লইয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে ঈশান (পূর্ব্বোত্তর) কোণে স্থণ্ডিল হইতে অরত্নিমাত্র দূরে নিক্ষেপ করিবে। (৩)

সন্নিধাপিতাগ্নের্জ্বলদিন্ধনং গৃহীত্বা 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্‌ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুর্দেবতা (৪) অগ্নিসংস্কারে বিনিয়োগঃ, ওঁ ক্রব্যাদমগ্নিং প্রহিণোমি দূরং যমরাজ্যং গচ্ছতু রিপ্রবাহ' ইত্যনেন নৈর্ঋত্যাং প্রক্ষিপেৎ।

ততোঽপরজ্বলাদিন্ধনং গৃহীত্বা, 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা (৫) অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ 'ওঁ ইত্যনেন আত্মাভিমুখং কুর্ব্বন্ অগ্নিং তৃতীয়রেখাপরি (কৃষ্ণবর্ণা) স্থাপয়েৎ। অত্রৈব যস্মিন্ কর্ম্মণি যোঽগ্নির্বিহিতস্তন্নাম্না তমাবাহয়েৎ। অত্র বিদাহে তু যোজকনামা এব। ততঃ—'ওঁ যোজকনামাগ্নে ইহাগচ্ছ, অগ্নে ত্বং যোজকনামাসি'—ইত্যাবাহ্য, 'শ্রীবিষ্ণোস্তেজ এবায়ম্'—ইতি বিচিন্তা অগ্নিং পাদ্যাদিভিঃ বিষ্ণুধ্যানেন চ পূজয়েৎ। ততো (বদ্ধাঞ্জলি) জপেৎ—'ওঁ কৃষ্ণানন্ত মুকুন্দ মাধব হরে গোবিন্দ বংশীমুখ। শ্রীগোপীজনবল্লভ ব্রজসুহৃৎ ভক্তপ্রিয়েড্যাচ্যুত॥ ভক্তপ্রেমবশক্রিয়াফলরসানন্দৈক দীনার্ত্তিহৃৎ। রাধাকান্ত দুরন্তসংসৃতি হরেত্যাখ্যাহি জিহ্বে সদা॥ ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্॥ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ, কৃষ্ণঃ আদিপুরুষঃ, কৃষ্ণঃ পুরুষোত্তমঃ, কৃষ্ণো হা উ কর্ম্মাদিমূলং, কৃষ্ণঃ স হ সর্ব্বৈকার্য্যঃ, কৃষ্ণঃ কাশংকৃদাদীশমুখপ্রভুপূজ্যঃ, কৃষ্ণোঽনাদিস্তস্মিন্নজাণ্ডান্তর্বাহ্যে যন্মঙ্গলং তল্লভতে কৃতী।' ততো বদ্ধাঞ্জলিঃ পঠেৎ—'ওঁ অগ্নিং দূরং পুরোদধে, হব্যবাহমু পব্রবে, দেবা আশদয়াদিহ।' 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ ত্রিষ্টুপঃ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণঃ

রেখাভ্যুক্ষণ—তারপর পূর্ব্বস্থাপিত পঞ্চপাত্রের জলদ্বারা রেখাসকলের অভ্যুক্ষণ করিবে। (৪) **অগ্নিসংস্কার**—নিকটে স্থাপিত অগ্নি হইতে প্রজ্বলিত ইন্ধন গ্রহণ করিয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে উহাকে নৈর্ঋত (দক্ষিণপশ্চিম) কোণে নিক্ষেপ করিবে। (৫) **অগ্নিস্থাপন**—তারপর আর একটি প্রজ্বলিত ইন্ধন গ্রহণ করিয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে উহাকে নিজের অভিমুখে তৃতীয় রেখার (কৃষ্ণবর্ণা) উপর স্থাপন করিবে। এই সময়ে যে কার্য্যের যে অগ্নি বিহিত সেই নামে অগ্নির আবাহন করিবে। বিবাহে যোজক-নামক অগ্নি। অতঃপর তত্তৎ মন্ত্রে যোজক-অগ্নিকে আবাহন, বিষ্ণুতেজরূপে চিন্তা, পাদ্যাদি ও বিষ্ণুধ্যানের দ্বারা অর্চ্চন করিবে। তদন্তর 'ওঁ কৃষ্ণানন্ত' ইত্যাদি মন্ত্রসকল পাঠ করিবে। পুনঃ কৃতাঞ্জলি হইয়া পাঠ করিবে—'ওঁ অগ্নিং' ইত্যাদি 'ওঁ প্রজাপতি' ইত্যাদি। অতঃপর

দেবতা অগ্নিস্থাপনে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইহৈবায়ম্ ইতরো জাতবেদা দেবেভ্যো হব্যং বহতু প্রজানন্। ততো ঘৃতাক্তাং প্রাদেশপ্রমাণাং সমিধং তুষ্ণীমগ্নৌ দদ্যাৎ।

ততো (৬) ব্রহ্মস্থাপনম্। বৈষ্ণবব্রাহ্মণং তদভাবে কুশময়ব্রাহ্মণং বৃণুয়াৎ। জামাতা বৈষ্ণবব্রাহ্মণং ব্রূয়াৎ—'ওঁ সাধু ভবান্ আস্তাম্'। বৈষ্ণবব্রাহ্মণঃ—ওঁ সাধু অহম্ আসে।' জামাতা—ওঁ অর্চ্চয়িষ্যামো ভবন্তম্।' বৈষ্ণবব্রাহ্মণঃ—ওঁ অর্চ্চয়।' জামাতা গন্ধ-পুষ্প-তুলসী-বস্ত্রাদিভির্ব্রাহ্মণস্য জানু স্পৃষ্ট্বা—'ওঁ বিষ্ণু ওঁ তৎসৎঅদ্য, ইত্যাদি অস্য বিবাহকর্ম্মণো হোমকর্ম্মণি কৃতাকৃতাবেক্ষণরূপব্রহ্মকর্ম্মকরণায় ভবন্তমহং বৃণে।' ব্রাহ্মণঃ—'ওঁ বৃতোঽস্মি।' জামাতা—'ওঁ যথাযথং ব্রহ্মকর্ম্ম কুরু।' 'ওঁ যথাজ্ঞানং করবাণি'—ইতি তেন বৈষ্ণব ব্রাহ্মণেন বক্তব্যম্। হোতা (জামাতা) ধারাসহিতমুদকপাত্রং গৃহীত্বা, প্রদক্ষিণক্রমেণ দক্ষিণাং দিশং গত্বা, অরত্নিমাত্রান্তরিতে দেশে প্রাঙ্মুখীং বারিধারাং দত্ত্বা, তদুপরি বৈষ্ণব-ব্রহ্মাসনে প্রাগগ্রান কুশানাস্তীর্য্য, তেষাং পুরস্তাৎ প্রত্যঙ্মুখ ঊর্দ্ধং তিষ্ঠন্ বামহস্তানামিকাঙ্গুষ্ঠাভ্যাম আস্তীর্ণকুশমেকমাদায় 'ওঁ নিরস্তঃ পরাবসুঃ'—ইত্যনেন নৈর্ঋত্যাং নিক্ষিপেৎ। ততো জলং স্পৃষ্টা দক্ষিণেন পাদেন সব্যপাদমবষ্টভ্য উত্তরাভিমুখীভূয় আস্তৃতকুশান্ জলেনাভ্যুক্ষ্য, বৈষ্ণবব্রহ্মাণং

প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে অমন্ত্রক দিবে। (৬) **ব্রহ্মস্থাপন**—বৈষ্ণবব্রাহ্মণ, অভাবে কুশময় ব্রাহ্মণকে যথাবিধি বরণ করিবে। তারপর হোতা (জামাতা) ধারাসহিত উদকপাত্র গ্রহণ করিয়া, প্রদক্ষিণক্রমে দক্ষিণদিকে গিয়া অরত্নিমাত্র দূরস্থানে পূর্ব্বমুখী জলধারা দিয়া, তাহার উপর বৈষ্ণব-ব্রহ্মার আসনে পূর্ব্বদিকে অগ্রভাগ করিয়া কুশ বিছাইয়া দিয়া উহার সম্মুখে পশ্চিমমুখে দণ্ডায়মান হইয়া, বামহস্তের অনামিকা-অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা একগাছি আস্তীর্ণ কুশ লইয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে নৈর্ঋত কোণে ত্যাগ করিবে। অতঃপর জল স্পর্শ করিয়া, দক্ষিণ পদের দ্বারা বামপদ চাপিয়া ধরিয়া, বিস্তারিত কুশগুলি জলের দ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া, বৈষ্ণব-ব্রহ্মাকে উত্তরমুখ করিয়া কুশাসনে বসাইবে। তৎপরে জল স্পর্শ করিয়া 'ওঁ প্রজাপতি' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। বৈষ্ণব-ব্রহ্মা 'ওঁ সীদামি' বলিবে। কুশময়-ব্রহ্মপক্ষে হোতা নিজেই তাহা বলিবে। অতঃপর কুশময়-ব্রহ্মাকে পূর্ব্বাগ্রে কুশ, বৈষ্ণব-ব্রহ্মাকে উত্তরাগ্র কুশ অর্পণপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রসাদ-চন্দন-কুসুম-নৈবেদ্য-ফল-মূল-মিষ্টান্নাদি ও চরণোদকের দ্বারা ব্রহ্মার অর্চ্চন করিবে। তারপর সেই পথে ফিরিয়া আসিয়া হোতা (জামাতা) নিজাসনে পূর্ব্বমুখ হইয়া বসিবে।

উদঙ্মুখং কুশাসনে উপবেশয়েৎ। ততো জলং স্পৃষ্টা পঠেৎ—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা বৈষ্ণবব্রহ্মোপবেশনে বিনিয়োগঃ, ওঁ আ বসোঃ সদনে সীদ।' 'ওঁ সীদামি'—ইতি বৈষ্ণবব্রহ্মণা, কুশময়ব্রহ্মপক্ষে তু জামাতা (হোত্রা) স্বয়মেব বক্তব্যম্। ততঃ কুশময়ব্রহ্মপক্ষে পূর্ব্বাগ্রং, বৈষ্ণবব্রহ্মপক্ষে তূত্তরাগ্রং কুশং দত্ত্বা শ্রীকৃষ্ণ-মহাপ্রসাদ-চন্দন-কুসুম-নৈবেদ্য ফলমূলমিষ্টান্নাদিকং চরণোদকঞ্চ দত্ত্বা তমর্চ্চয়েৎ। ততঃ তেনৈব পথা প্রত্যাবৃত্য জামাতা (হোতা) নিজাসনে প্রাঙ্মুখ উপবিশেৎ। যদি ব্রহ্মত্বারোপিতো ব্রাহ্মণোঽযজ্ঞিয়বাগ্বচনং ব্রূয়াৎ তদা মন্ত্রমিমং জপেৎ—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা অযজ্ঞিয়বাগ্বচমনিমিত্তজপে বিনিয়াগঃ, ওঁ ইদং বিষ্ণুঃ বিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং সমূঢ়ম্ অস্য পাংশুলে।' কুশময়ব্রহ্মপক্ষে তু কর্ম্মকর্ত্তুরেব কৃতাকৃতাবেক্ষণাদি-কর্ম্মকর্ত্তৃত্বাদযজ্ঞিয়বাগ্বচননিমিত্তজপং স এব কুর্য্যাৎ।

অথ প্রকৃতে কর্ম্মণি চরুহোমোঽস্তি চেদত্রৈব চরুং স্রপয়েৎ, অগ্নেরুত্তরতশ্চরুং স্থাপয়িত্বা (৭) ভূমিজপং কুর্য্যাৎ। যথা—অধোমুখৌ হস্তৌ ভূমৌ নিধায় 'ওঁ পরমেষ্ঠি বিষ্ণুঃঋষি অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ভূমিজপে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইদং ভূমে ভজামহে ইদং ভদ্রং সুমঙ্গলং, পরা সপত্নান্ বাধস্ব, অন্বেষাং বিন্দতে ধনম্'—ইতি সকৃজ্জপেৎ। রাত্রৌ চেৎ 'বিন্দতে বসুম্' ইতি পঠেৎ।

ততোঽগ্নিসম্মুখীকরণম্ (৮)—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা অগ্নিসম্মুখীকরণে বিনিয়োগঃ, ওঁ একো হ দেবঃ প্রদিশো নু সর্ব্বাঃ পূর্ব্বো হ জাতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ, স এব জাতঃ স জনিষ্যমাণঃ প্রত্যঙ্জনাস্তিষ্ঠতি সর্ব্বতোমুখঃ।'

ব্রহ্মত্বে অরোপিত ব্রাহ্মণ অযজ্ঞিয় বাগ্-বচন প্রয়োগ করিবার আশঙ্কায় 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। কুশময়-ব্রহ্মপক্ষে হোতা স্বয়ংই উহা জপ করিবে। অনন্তর অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে চরুহোমের ব্যবস্থা থাকিলে এই সময়ে চরু পাক করিবে এবং উহা অগ্নির উত্তরদিকে স্থাপন করিয়া ভূমিজপ করিবে। (৭) ভূমিজপ—দুই হস্ত উপুড় করিয়া ভূমিতে স্থাপন পূর্ব্বক 'ওঁ পরমেষ্ঠি বিষ্ণু' ইত্যাদি মন্ত্র একবার জপ করিবে। রাত্রিতে হইলে 'ধন' স্থানে 'বসু' পাঠ করিবে। (৮) অগ্নির সম্মুখীকরণ—ওঁ প্রজাপতিঃ ---সর্ব্বতোমুখঃ' এই মন্ত্র পাঠ করিবে।

ততো দক্ষিণহস্তেন কুশান্ গৃহীত্বা অগ্নেরুত্তরতঃ প্রভৃতি তৃণাদিকং অনেন মন্ত্রত্রয়েণ ত্রিঃ শোধয়েৎ (৯)। মন্ত্রত্রয়স্য ঋষ্যাদয়ঃ সাধারণাঃ।—'ওঁ কৌৎস ঋষিঃ জগতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা পৃষ্ঠস্য ষড়হস্য ষষ্ঠেঽহহনি অগ্নিমারুতে শস্ত্রে পরিসমূহনে বিনিয়োগঃ,—(ক) ওঁ ইমং স্তোমম্ অর্হতে জাতবেদসে রথমিব সন্মহেমা মনীষয়া, ভদ্রা হি নঃ প্রমতিঃ অস্য সংসদি, অগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব; (খ) ওঁ ভরাম ইধ্মং কৃণবামা হবীংষি তে, চিতয়ন্তঃ পর্ব্বণা পর্ব্বণা বয়ম্, জীবাতেবে প্রতরাং সাধয়া ধিয়ঃ, অগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব; (গ) ওঁ শকেমত্বা সমিধং সাধয়া ধিয়ঃ, ত্বে দেবা হবি অদন্ত্যাহুতং, ত্বমাদিত্যাম আ বহ তান হ্যস্মসি, অগ্নে সখ্যে মা রিষামা বয়ং তব।' ততঃ পরিসমূহনকুশান্ ঐশ্যন্যাং ক্ষিপেৎ। ততোঽগ্নেঃ পূর্ব্বতঃ উত্তরান্তাৎ দক্ষিণান্তং যাবদুপমূললুনান্ একপত্রীকৃতান্ প্রাগগ্রান্ কুশান্ অগ্রেণ মুলমাচ্ছাদয়ন্ বারত্রয়মাস্তরেৎ। এবং দক্ষিণস্যাং পূর্ব্বন্তাৎ পশ্চিমান্তং যাবৎ উত্তরস্যাং পশ্চিমান্তাৎ পূর্ব্বান্তং যাবৎ প্রতীচ্যাঞ্চ দক্ষিণান্তাদুত্তরান্তং যাবৎ ক্রমেণাস্তরেৎ।

ততো দশদিক্ষু পূর্ব্বাদিক্রমেণ ব্রহ্মাদিবৈষ্ণবেভ্যঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদচন্দনপুষ্প-নৈবেদ্যাদিভিঃ (১০) স্বস্তিকান্ নিবেদয়েৎ। যথা—"ওঁ এতন্মহাপ্রসাদ-নৈবেদ্যাদি

---

(৯) **তৃণাদি-শোধন**—তারপর দক্ষিণহস্তে কুশ লইয়া অগ্নির উত্তর দিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া বক্ষ্যমাণ তিন মন্ত্রে তৃণাদি তিনবার শোধন করিবে, তিন মন্ত্রেই ঋষি প্রভৃতি একরূপ। (ক) 'ওঁ কৌৎসঃ---বয়ং তব'; (খ) 'ওঁ কৌৎসঃ —বয়ং তব'; (গ) 'ওঁ কৌৎসঃ—বয়ং তব'। অতঃপর পরিসমুহন-কুশগুলি ঈশানকোণে নিক্ষেপ করিবে। তৎপরে কতকগুলি ছিন্নমূল কুশ লইয়া অগ্নির পূর্ব্বদিকে উত্তরপ্রান্ত হইতে দক্ষিণপ্রান্ত পর্য্যন্ত এক একটি করিয়া পূর্ব্বাগ্র করিয়া বিছাইয়া, পুন তাহার উপর আর একসারি কুশ ইহাদের অগ্রভাগের দ্বারা পূর্ব্বাতিত কুশের মূলভাগ আচ্ছাদন-পূর্ব্বক বিছাইবে; পুনঃ তদুপরি আর একসারি কুশ অগ্রভাগদ্বারা দ্বিতীয়বারে পাতিত কুশসকলের অগ্রভাগ আচ্ছাদনপূর্ব্বক বিছাইবে। এইরূপে অগ্নির দক্ষিণদিকে পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে পর্য্যন্ত পশ্চিমপ্রান্ত পর্য্যন্ত তিন স্তর, অগ্নির উত্তরদিকে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমদিকে দক্ষিণ হইতে উত্তরপ্রান্ত পর্য্যন্ত যথাক্রমে তিন স্তর করিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে কুশ পাতিবে।

পূর্ব্বস্যাং শ্রীনারদায় স্বাহা, আগ্নেয্যাং শ্রীকপিলদেবায়, যাম্যে শ্রীযমভাগবতায় নৈর্ঋত্যাং শ্রীভীষ্মদেবায়, প্রতীচ্যাং শ্রীশুকদেবায়, বায়ব্যাং শ্রীজনকায়, উদীচ্যাং শ্রীসদাশিবায়, ঐশান্যাং শ্রীপ্রহ্লাদায়, ঊর্দ্ধং শ্রীব্রহ্মণে, অধঃ শ্রীবলিরাজায়" ততঃ (১১) প্রাদেশদ্বয়প্রমাণাং খদিরপলাশোডুম্বরাণাং অন্যতমস্য বিংশতিকাষ্ঠিকাং গৃহীত্বা, মধ্যে ঘৃতস্রুবং দত্ত্বা, শ্রীবিষ্ণুং মনসা ধ্যাত্বা তূষ্ণীম্ অগ্নৌ জহুয়াৎ। ততঃ (১২) আজ্যসংস্কারঃ।—আস্তরণকুশাদেব সাগ্রকুশপত্রদ্বয়ং গৃহীত্বা কুশান্তরেণ বেষ্টয়িত্বা, (ক) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ পবিত্রে বিষ্ণুঃ দেবতে পবিত্রচ্ছেদনে বিনিয়োগঃ, ওঁ পবিত্রে স্থো বৈষ্ণবৌ'—ইত্যনেন কুশদ্বয়ং প্রাদেশপ্রমাণং নখব্যতিরেকেণ ছিত্বা, (খ) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ পবিত্রে বিষ্ণুঃ দেবতে পবিত্রমার্জ্জনে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণোঃ মনসা পূতে স্থঃ'—ইত্যনেন মন্ত্রেণাভ্যুক্ষ্য, তাম্রাদিপাত্রে সংস্থাপ্য তত্র হোমার্থং ঘৃতং নিক্ষিপেৎ। ততস্তৎ কুশপত্রদ্বয়ম্ অগ্রে দক্ষিণহস্তানামিকাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং মূলে চ বামহস্তানামিকাঙ্গুষ্ঠাভ্যাং গৃহীত্বা দক্ষিণহস্তোপরিভাবেনাধোমুখব্যস্তপাণিঃ (গ) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ আজ্যং বিষ্ণুঃ দেবতা অজ্যোৎপ্লবনে বিনিয়োগঃ, ওঁ দেবস্ত্বা সবিতোৎপুনাতু অচ্ছিদ্রেণ পবিত্রেণ, বসোঃ সূর্য্যস্য রশ্মিভিঃ স্বাহা'—ইত্যনেন

---

(১০) **স্বস্তিক নিবেদন**— অতঃপর পূর্ব্বাদিক্রমে দশদিকে মূলোক্তমন্ত্রে শ্রীবিষ্ণু-প্রসাদ-চন্দন-পুষ্প-নৈবেদ্যাদি দ্বারা স্বস্তিক নিবেদন করিবে। (১১) **বিংশতিকাষ্ঠিকা-হোম**—তৎপরে খদির, পলাশ বা যজ্ঞডুমুরের দুইপ্রাদেশ দীর্ঘ কুড়িটি কাঠি (অভাবে কুশ) লইয়া, উহাদের মধ্যভাগে এক স্রুব ঘৃত দিয়া, মনে মনে শ্রীবিষ্ণুচিন্তা করিয়া, অমন্ত্রক অগ্নিতে হোম করিবে। (১২) **আজ্য-সংস্কার**—তারপর দুইগাছি অগ্রভাগযুক্ত কুশ লইয়া অপর কুশের দ্বারা উহা বেষ্টন করিয়া (ক) 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে কুশদ্বয়ের প্রাদেশ-প্রমাণ নখব্যতিরেকে ছিন্ন করিয়া, (খ) 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে অভ্যুক্ষণ করিয়া তাম্রাদি-পাত্রে সংস্থাপন করিয়া সেই পাত্রে হোমের ঘৃত ঢালিবে। অনন্তর সেই কুশদ্বয়ের অগ্রভাগ দক্ষিণহস্তের অনামিকা-অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা, মূলভাগ বামহস্তের অনামিকা-অঙ্গুষ্ঠের দ্বারা, ধরিয়া দক্ষিণ-হস্তধৃতাগ্র উপরদিকে ও অপরদিকে নীচের দিকে ধরিয়া, (গ) 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে কুশদ্বয়ের মধ্যভাগদ্বারা অগ্নিতে

মন্ত্রেণ কুশপত্ররদ্বয়মধ্যেন ঘৃতমগ্নৌ সকৃজ্জুহুয়াৎ, তুষ্ণীং বারদ্বয়ম্। ততস্তৎ কুশপত্রদ্বয়মদ্ভিরভ্যুক্ষ্য অগ্নৌ প্রক্ষিপেৎ। ততঃ আজ্যপাত্রস্য উদকেনানুমার্জ্জনম্, অগ্নেরুপরি নিধানমুত্তরস্যাং দিশ্যবতারণঞ্চ ----এবং বারত্রয়ং কুর্য্যাৎ। ইত্যাজ্যসংস্কারঃ॥

ততঃ (১৩) খদিরপলাশোডুম্বরাণাম্ অন্যতমস্য স্রুবম্ অরত্নিপ্রমাণং ভ্রমিতাঙ্গুষ্ঠপর্ব্ববিলম্ ইত্থমেব বারত্রয়ং সংস্কুর্য্যাৎ। ইতি স্রুবসংস্কার।

ততো দক্ষিণং জানু ভূমৌ পাতয়িত্বা (১৪) উদকাঞ্জলিসেকং কুর্য্যাৎ—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ, ওঁ অনন্ত অনুমন্যস্ব'—অনেনাগ্নের্দক্ষিণতঃ পশ্চিমান্তাৎ পূর্ব্বান্তং যাবদুদকাঞ্জলিনা সিঞ্চেৎ॥১॥ 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ, ওঁ অচ্যুত অনুমন্যস্ব'—অনেনাগ্নেঃ পশ্চিমতো দক্ষিণান্তাদুত্তরান্তং যাবদুদকাঞ্জলিনা সিঞ্চেৎ॥২॥ 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ, ওঁ সরস্বত্যনুমন্যস্ব' —অনেনাগ্নেরুত্তরতঃ পশ্চিমান্তাৎ পূর্ব্বান্তাং যাবদুদকাঞ্জলিনা সিঞ্চেৎ॥৩॥ ততঃ 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅনিরুদ্ধো দেবতা অগ্নিপর্য্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ, ওঁ প্রভো অনিরুদ্ধ, প্র সুব যজ্ঞং প্র সুব যজ্ঞপতিং ভগায়, পাতা সর্ব্বভূতস্থঃ কেতপূঃ কেতং নঃ পুনাতু, বাগীশঃ বাচং ন স্বদতু অনেনোদকাঞ্জলিনা দক্ষিণাবর্ত্তেনাগ্নিং বেষ্টয়েৎ।

একবার হোম করিবে; পরে পুনরায় সেইভাবেই দুইবার অমন্ত্রক হোম করিবে। তারপর কুশদ্বয় জলের দ্বারা অভ্যুক্ষিত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। তদনন্তর জলের দ্বারা আজ্যপাত্রের অনুমার্জ্জন (ছিটা দেওয়া), অগ্নির উপরে স্থাপন এবং উত্তর দিকে অবতারণ—এইরূপ তিনবার করিবে। ইতি আজ্যসংস্কার। (১৩) **স্রুবসংস্কার**—খদির, পলাশ বা যজ্ঞডুমুরকাষ্ঠে নির্ম্মিত, অরত্নিপ্রমাণ স্রুব (যাহার গর্ত্তভাগে অঙ্গুষ্ঠের একপর্ব্ব ঘুরাইতে পারা যায়) উক্তরূপে অর্থাৎ অভ্যুক্ষণ, অগ্নির উপর স্থাপন ও উত্তরদিকে অবতারণ এইক্রমে তিনবার সংস্কার করিবে। (১৪) **উদকাঞ্জলিসেক**—অনন্তর দক্ষিণজানু ভূমিতে পাতিয়া উদকাঞ্জলিসেক করিবে, —'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নির দক্ষিণপার্শ্বে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত উদকাঞ্জলি সিঞ্চন করিবে॥ ১॥ 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নির

ততো দক্ষিণং জানু উত্থাপ্য উপর্য্যধঃস্থিতদক্ষিণবামমুষ্টিভ্যাং সাক্ষতগন্ধপুষ্পফলাদিনী গৃহীত্বা শ্রীমহাভাগবতবিরূপাক্ষং জপেৎ (১৫)—"ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দো রুদ্ররূপো শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা শ্রীমহাভাগবত-বিরূপাক্ষজপে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ওঁ মহান্তং বিরূপাক্ষং ত্বাম্ আত্মনা প্রপদ্যে, ভাগবতবিরূপাক্ষোঽসি দন্তাঞ্জিঃ তস্য তে শয্যা পর্ণে, গৃহম্ অন্তরীক্ষে বিমিতং হিরন্ময়ম্। তদ্দেবানাং হৃদয়ানি অয়স্মহে কুম্ভেঽন্তঃ সন্নিহিতানি তানি। বলভৃচ্চ বলসাচ্চ রক্ষতোঽপ্রমণী অনিমিষিৎ। তৎ সত্যং যত্তে দ্বাদশপুত্রাঃ, তে ত্বা সংবৎসরে সংবৎসরে কামপ্রেণ যজ্ঞেন যাজয়িত্বা পুনঃ ব্রহ্মচর্য্যম্ উপয়ন্তি। ত্বং দেবেষু ব্রাহ্মণোঽসি, অহং মনুষ্যেষু, ব্রাহ্মণো বৈ ব্রাহ্মণম্ উপধাবতি, উপ ত্বা ধাবামি, জপন্তং মা মা প্রতিজাপীঃ, জুহ্বন্তং মা মা প্রতিহৌষীঃ কুর্ব্বন্তং মা মা প্রতিকর্ষীঃ, ত্বাং প্রপদ্যে। ত্বয়া প্রসূত ইদং কর্ম্ম করিষ্যামি; তন্মে রাধ্যতাং তন্মে সমৃধ্যতাং, তন্মে উপপদ্যতাম্। সমুদ্রো মা বিশ্বব্যচা ব্রহ্মা অনুজানাতু, তথো মা বিশ্ববেদা ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ অনুজানাতু, শ্বাত্রো মা প্রচেতা মৈত্রাবরুণঃ অনুজানাতু। তস্মৈ বিরূপাক্ষায় দন্তাঞ্জয়ে, সমুদ্রায় বিশ্বব্যচসে, তুথায় বিশ্ববেদসে, শ্বাত্রায় প্রচেতসে, সহস্রাক্ষায় ব্রহ্মণঃ পুত্রায় পরমভাগবতোত্তমায় নমঃ'—ইতি জপ্ত্বা গৃহীতদ্রব্যাণি প্রাগুদীচ্যাং (ঐশান্যাং) দিশি প্রক্ষিপেৎ। ততো বদ্ধাঞ্জলিরপরং জপেৎ—'ওঁ তপশ্চ তেজশ্চ শ্রদ্ধা চ হ্রীশ্চ সত্যঞ্চ অক্রোধশ্চ ত্যাগশ্চ ধৃতিশ্চ ধর্ম্মশ্চ সত্বঞ্চ বাক্ চ মনশ্চ আত্মা চ ব্রহ্ম চ তানি প্রপদ্যে, তানি মামবন্তু।' ততঃ ঘৃতাক্তাং প্রাদেশপ্রমাণাং সমিধং গন্ধপুষ্পচন্দনসহিতাং তূষ্ণীমগ্নৌ জুহুয়াৎ॥ ইতি সর্ব্বকর্ম্মসাধারণী কুশণ্ডিকা॥

পশ্চিমপার্শ্বে দক্ষিণ হইতে উত্তরপ্রান্ত পর্য্যন্ত উদকাঞ্জলি সিঞ্চন করিবে॥ ২॥ 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নির উত্তরদিকে পশ্চিম হইতে পূর্ব্বপ্রান্ত পর্য্যন্ত উদকাঞ্জলি সিঞ্চন করিবে॥ ৩॥ তৎপরে অগ্নি-পর্য্যুক্ষণ—'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে দক্ষিণাবর্ত্তনে উদকাঞ্জলিদ্বারা অগ্নিকে বেষ্টিত করিবে। অতঃপর (১৫) **বিরূপাক্ষজপ**----দক্ষিণজানু উঠাইয়া দক্ষিণমুষ্টি নীচে ও বামমুষ্টি উপরে স্থাপনপূর্ব্বক ফল-পুষ্পসহিত কুশ গ্রহণ করিয়া 'ওঁ প্রজাপতিঃ----মামবন্তু' এই মন্ত্রে শ্রীমহাভাগবত বিরূপাক্ষের জপ করিবে। তৎপরে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত কুশ-সমিধ্-গন্ধ-পুষ্প-চন্দনসহিত অগ্নিতে অমন্ত্রক হোম করিবে।

সর্ব্বকর্ম্ম সাধারণ কুশণ্ডিকা সমাপ্ত॥

পাণিগ্রহণম্

ততো জামাতুঃ কশ্চিদেকো বয়স্যঃ অশোষজলাশয়োদ্ধৃত জলপূর্ণকলসহস্তো বস্ত্রাবৃতকায়ো বাগ্‌যতঃ পূর্ব্বেণাগ্নিং পরিক্রম্য অগ্নের্দক্ষিণস্যাং দিশি উত্তরাভিমুখঃ ঊর্দ্ধ্বস্তিষ্ঠেৎ। ততোঽপরোঽপি কশ্চিদ্বয়স্যঃ পর্চ্চনিকাহস্তঃ তথৈব গত্বা জলকলসধারিণঃ পৃষ্ঠদেশে তথৈব তিষ্ঠেৎ। ততোঽগ্নেঃ পশ্চিমতঃ শমীপত্রমিশ্রিতান্ লাজান্ চতুরঞ্জলি-পরিমিতান্ শূর্পে নিধায় স্থাপয়েৎ। তৎসমীপে সপুত্রাং শিলাং সংস্থাপ্য, তৎপশ্চিমতো বীরণপত্ররচিতং পটবেষ্টিতং কটঞ্চ সংস্থাপ্য, জামাতা গৃহং প্রবিশ্য, অহতবাসোযুগম্ অধশ্চোপরি চ বধূমনেন মন্ত্রদ্বয়েন যথাক্রমং পরিধাপয়েৎ। (১) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ জগতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা অধোবস্ত্র-পরিধাপনে বিনিয়োগঃ, ওঁ যা অকৃন্তন অবয়ন্ যা অতন্বত, যাশ্চ দেব্যো অন্তান্ অভিতঃ অততস্থ, তাঃ ত্বা দেব্যো জরসা সংব্যয়ন্ত, আয়ুষ্মতি ইদং পরিধৎস্ব বাসঃ' অনেন নববস্ত্রং বধূমধঃ পরিধাপয়েৎ, (২) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উত্তরীয়বস্ত্র-পরিধাপনে বিনিয়োগঃ, ওঁ পরি ধত্ত ধত্ত বাসসা এনাং শতায়ুষীং কৃণুত দীর্ঘমায়ুঃ; শতঞ্চ জীব শরদঃ সুবর্চ্চাঃ বসূনি ও আর্য্যে বিভৃজাসি জীবন্'—অনেন যজ্ঞোপবীতরূপমুত্তরীয়বাসঃ পরিধাপয়েৎ। ততো ভালে তস্যাঃ সিন্দুরং দদ্যাৎ—(৩) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা সিন্দুরদানে বিনিয়োগঃ, ওঁ সিন্ধোরিব প্রাধ্বনে শূঘনাসো বাতপ্রমীয়ঃ পতয়ন্তি যহ্বাঃ, ঘৃতস্য ধারা অরুষো নঃ বাজী, কাষ্ঠা ভিন্দন্ ঊর্ম্মিভিঃ পিন্বমানঃ।'

পাণিগ্রহণ—তারপর জামাতার একজন বয়স্য অশোষ্য জলাশয়ের জল দ্বারা পরিপূর্ণ কলস হস্তে করিয়া, বস্ত্রাবৃতদেহে নিঃশব্দে অগ্নির পূর্ব্বদিক্ দিয়া যাইয়া দক্ষিণদিকে উত্তরমুখে দণ্ডায়মান হইবে। তদনন্তর অপর একজন বয়স্য পাচনবাড়িহস্তে সেইরূপভাবে গিয়া কলসধারীর পশ্চাতে দাঁড়াইবে। অতঃপর শমীপত্রমিশ্রিত চারি অঞ্জলি পরিমিত লাজ (খই) একখানি কুলাতে করিয়া অগ্নির পশ্চিমদিকে স্থাপন কবিবে। উাহার নিকটে শিলা ও নোড়া স্থাপন করিয়া, তাহার পশ্চিমদিকে বেণার অথবা কুশপত্রের দ্বারা প্রস্তুত বস্ত্রাচ্ছাদিত একখানি চাটাই (কট) স্থাপন করিবে। তারপর জামাতা গৃহে প্রবেশ করিয়া অহত (অব্যবহৃত, ধৌত ও নূতন) অধোবস্ত্র ও উত্তরীয়বস্ত্র যথাক্রমে মন্ত্রদ্বয় পাঠপূর্ব্বক বধূকে

ততো বধূমগ্ন্যভিমুখং নয়ন্ জামাতা পঠতি— (৪) ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ অনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা পত্যুঃ কন্যানয়নজপে বিনিয়োগঃ, ওঁ সোমঃ অদদৎ গন্ধর্ব্বায়, গন্ধর্ব্বঃ অদদৎ অগ্নয়ে রয়িঞ্চ পুত্রাংশ্চ অদাৎ অগ্নিঃ মহ্যম্ অথো ইমাম্।' ততোঽগ্নে পশ্চিমতো গত্বা বীরণপত্ররচিতং পটবেষ্টিতং কটং বর্হিস্তরণদেশসমীপপর্য্যন্তং দক্ষিণপাদেন প্রেরয়ন্তীং বধূমিমং মন্ত্রং জামাতা বাচয়তি (৫) 'ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণু ঋষি দ্বিপাজ্জগতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা কটপাদপ্রবর্ত্তনে বিনিয়োগঃ, ওঁ প্র মে পতিযানঃ পন্থাঃ কল্পতাং, শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গমেয়ম্।' অথ লজ্জাবশাৎ যদি বধূন পঠতি তদা মন্ত্রমিমং জামাতা স্বয়ং পঠেৎ—(৬) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ দ্বিপাজ্জগতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা কন্যা কটপাদপ্রবর্ত্তনে বিনিয়োগঃ, ও প্র অস্যাঃ পতিযানঃ পন্থাঃ কল্পতাঃ, শিবা অরিষ্টা পতিলোকং গম্যাঃ।'

ততঃ কটস্য পূর্ব্বন্তে বধূঃ পত্যুর্দক্ষিণত উপবিশতি, জামাতা চ বধ্বাঃ উত্তরতঃ। ততঃ প্রকৃতহোমার্থং তূষ্ণীং প্রদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধমগ্নৌ প্রক্ষিপ্য মহাব্যাহৃতিহোমং কুর্য্যাৎ,—'ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ স্বাহা। 'ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুব স্বাহা। 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা মহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ স্বঃ স্বাহা॥ ততো বধূর্দক্ষিণহস্তেন পত্যুর্দক্ষিণ স্কন্ধং স্পৃষ্ট্বা তিষ্ঠতি, জামাতা চ ষড়াজ্যহুতীঃ জুহুয়াৎ, যথা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অতিজগতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ

পরিধান করাইবে —মন্ত্র (১) 'ওঁ প্রজাপতিঃ'----বাস,' (২) 'ওঁ প্রজাপতি---জীবন' তৎপরে 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি (৩) মন্ত্রে বধূর কপালে সিন্দুর দিবে। অনন্তর বধূকে অগ্নির দিকে অনিতে আনিতে জামাতা ৪-সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করিবে। তারপর অগ্নির পশ্চিমদিকে গিয়া বধূর দক্ষিণপদের দ্বারা উক্ত চাটাইখানি কুশাস্তরণস্থানপর্য্যন্ত সরাইয়া বধূকে ৫-সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করাইবে। বধূ লজ্জাবশতঃ মন্ত্র পাঠ না করিলে জামাতা স্বয়ং ৬-সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করিবে। অতঃপর উক্ত চাটাইর পূর্ব্বপ্রান্তে বধূ বরের দক্ষিণে, বর বধূর উত্তরে বসিবে। তৎপরে প্রকৃত হোমের উদ্দেশ্যে প্রাদেশপ্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে নিক্ষেপ করিয়া

দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণুঃ এতু প্রথমো বৈ সর্ব্বেভ্যঃ, সোঽস্যৈ প্রজাং মুঞ্চাতু মৃত্যুপাশাৎ, তদয়ং প্রভুঃ অচ্যুতঃ অনুমন্যতাং, যথেয়ং স্ত্রী পৌত্রং অঘং ন রোদাৎ স্বাহা॥ ১॥ 'ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণু ঋষি অতিজগতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইমাং কৃষ্ণঃ ত্রায়তাং গার্হপত্যে, প্রজাং অস্যৈ জরদষ্টিং কৃণোতু, অশূন্যক্রোড়া জীবতাম্ অস্তু মাতা, পৌত্রম্ আনন্দম্ অভিবুধ্যতাম্ ইয়ং স্বাহা॥ ২॥ 'ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণু ঋষিঃ শক্করী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ হরিঃ তে রক্ষতু পৃষ্ঠং বিষ্ণুঃ উরু, নরণারায়ণৌ স্তনদ্বয়ং তে পুত্রান্ শ্রীকৃষ্ণঃ অভিরক্ষতু আবাসসঃ পরিধানাৎ, অনন্তঃ অস্য অবতারা অভিরক্ষন্তু পশ্চাৎ স্বাহা॥ ৩॥ 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অতিজগতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ মা তে গৃহেষু নিশি ঘোষ উত্থাৎ, অন্যত্র ত্বৎ রুদত্যঃ সংবিশন্তু, মা ত্বং রুদতী উর আ বধিষ্ঠা, জীবপত্নী পতিলোকে বিরাজ, পশ্যন্তী প্রজাং সুমনস্যমানাং স্বাহা॥ ৪॥ 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ উপরিষ্টাদ্বৃহতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ অপজস্যং পৌত্রমর্ত্ত্যং পাপ্মানং উত বৈ অঘং, শীর্ষ্ণঃ স্রজম্ ইবোন্মুচ্য দ্বিষদ্ভ্যঃ প্রতিমুঞ্চামি পাশং স্বাহা॥ ৫॥ 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা আজ্যহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ পরৈতু মৃত্যুঃ, অমৃতং মে আগাদ্, বৈবস্বতো নো অভয়ং কৃণোতু পরং মৃত্যো অনুপরেহি পন্থাং, যত্র নো অন্য ইতরো দেবযানাং, চক্ষুষ্মতে শৃণ্বতে তে ব্রবীমি, মা নঃ প্রজাং রীরিষঃ মা উত বীরান্ স্বাহা॥ ৬॥ ইতি ষড়াজ্যাহুতীঃ সমাপ্য ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমং কুর্য্যাৎ যথা— 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ স্বাহা। 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুবঃ স্বাহা। 'ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণু ঋষি অনুষ্টুপ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ স্বঃ স্বাহা। 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা।

মহাব্যাহৃতিহোম করিবে (মূল দ্রষ্টব্য)। অনন্তর বধূ দক্ষিণহস্তে পতির দক্ষিণস্কন্ধ স্পর্শ করিয়া দাঁড়াইবে, জামাতা ছয়টি আজ্য-হোম করিবে (মূল দ্রষ্টব্য)। আজ্যহোম সমাপণ করিয়া ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতি হোম করিবে—যথা মূলে।

অথ লাজহোমঃ কন্যাপরিণয়নঞ্চ

ততো বধূসহিতঃ পতিরুত্থায় পত্নীপৃষ্ঠদেশেন দক্ষিণদেশং গত্বা উত্তরোমুখো দক্ষিণহস্তেন বধূহস্তদ্বয়ম্ অঞ্জলিরূপং গৃহীত্বা তিষ্ঠতি। অথ বধ্বা মাতা ভ্রাতা অন্যো বা ব্রাহ্মণঃ পূর্ব্বস্থাপিত-লাজানাদায় অগ্রতঃ সপুত্রাং শিলাং নিধায় বধূং দক্ষিণপাদাগ্রেণ শিলামাক্রাময়তি, জামাতা চ মন্ত্রং পঠতি—(১) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু দেবতা অশ্মাক্রামণে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইমম্ অশ্মানম্ অরোহ, অশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব পরমপদে, দ্বিষন্তম্ অপবাধস্ব, মা চ ত্বং দ্বিষতাম্ অধঃ।' ততো বধ্বাঞ্জলৌ পতিদত্তঘৃতস্রুবদ্বয়োপরি বধ্বা মাতাদিঃ পঞ্চবস্ত্রান লাজান্ দদাতি, পতিশ্চ তদুপরি ঘৃতস্রুবদ্বয়ং দদ্যাৎ। ততো বরেণাস্মিন্ মন্ত্রে পঠিতে বধূরাঞ্জলিভেদমকুর্ব্বতী লাজান্ জুহোতি—(২) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উপরিষ্টাজ্জ্যোতিস্মতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা লাজহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইয়ং নারী উপব্রূতে অগ্নৌ লাজান্ অবপন্তী, দীর্ঘায়ুঃ অস্তু মে পতিঃ, শতং বর্ষাণি জীবতু, এধতাং নৌ হরৌ ভক্তিঃ স্বাহা।' ততঃ পতিরগ্রতো বধূং কৃত্বা ইমং মন্ত্রং পঠন্ অগ্নিপ্রদক্ষিণং করোতি,—(৩) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা কন্যা পরিনয়ণে বিনিয়োগঃ, ওঁ কন্যলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতী ইয়ম্ অপদীক্ষাম্ অষষ্ট, কন্যে উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইব অতিগাহেমহি দ্বিষ।।'১ ।। পুনস্তথৈব বধ্বঞ্জলিংগৃহীত্বা উত্তরাভিমুখঃ পতিরবতিষ্ঠেত, পূর্ব্ববৎ মাতাদিঃ লাজানাদায় তিষ্ঠেৎ, বধূং দক্ষিণপাদেন সপুত্রাং শিলামাক্রাময়তি জামাতা চ পঠতি—(৪) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু দেবতা অশ্মাক্রামণে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইমম্ অশ্মানম্ অরোহ, অশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব পরমপদে, দ্বিষন্তম্ অপবাধস্ব, মা চ ত্বং দ্বিষতাম্ অধঃ।' পুনস্তথৈব বধ্বঞ্জলৌ লাজাদিকং দাতব্যং, বধূঃ পূর্ব্ববৎ জুহোতি জামাতা চ পূর্ব্ববৎ মন্ত্রং পঠতি—(৫) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু

লাজহোম ও পরিণয়নঃ—অনন্তর পতি বধূসহিত দাঁড়াইবে, পত্নীর পিছন দিয়া দক্ষিণদিকে গিয়া উত্তরমুখ হইয়া, বধূর অঞ্জলিবদ্ধ হস্তদ্বয় স্বীয় দক্ষিণ হস্তে গ্রহণ করিবে। তারপর বধূর মাতা, ভ্রাতা বা অন্য ব্রাহ্মণ পূর্ব্বস্থাপিত লাজ কুলা লইয়া বধূর সম্মুখে নোড়াসহ শিলা স্থাপন করিয়া বধূর দক্ষিণ পদ ঐ শিলার উপর স্থাপন করাইবে এবং জামাতা (১) 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে।

ঋষিঃ উপরিষ্টাদ্বৃহতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা লাজহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণুং নু দেবং কন্যা হরিম্ অযক্ষত, স ইমাং দেবো বিষ্ণুঃ প্রইতো মুঞ্চাতু মাম্ উত স্বাহা।' ততঃ পুনঃ পূর্ব্ববৎ পতির্বধূমগ্রতঃ কৃত্বা মন্ত্রমিমং পঠন্ অগ্নিং প্রদক্ষিণং করোতি—(৬) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা কন্যা পরিণয়নে বিনিয়োগঃ,ওঁ কন্যলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতী ইয়ম্ অপদীক্ষাম্ অষষ্ট, কন্যে উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইব অতিগাহেমহি দ্বিষঃ ॥২॥ পুনস্তথৈব বধ্বঞ্জলিং গৃহীত্বা উত্তরমুখঃ পতিরবতিষ্টেত। পূর্ব্ববৎ লাজানাদায় মাতাদির্বধূং দক্ষিণপাদাগ্রেণ শিলামাক্রাময়তি, জামাতা চ মন্ত্রং পঠতি—(৭) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা অশ্মাক্রামণে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইমম্ অশ্মানম্ অরোহ, অশ্মেব ত্বং স্থিরা ভব পরমপদে, দ্বিষন্তম্ অপবাধস্ব, মা চ ত্বং দ্বিষতাম্ অধঃ।' পুনস্তথৈব লাজাদিভিঃ বধ্বা অঞ্জলিপূরণং, বধূকর্ত্তৃকো হোমঃ, জামাতা চ পঠতি—(৮)'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উপরিষ্টাদ্বৃহতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা লাজহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণুং নু দেবং কন্যা হরিম্ অযক্ষত, স ইমাং দেবো বিষ্ণুঃ প্রইতো মুঞ্চাতু মাম্ উত স্বাহা।' পতির্বধূসহিতঃ পূর্ব্ববৎ অগ্নিং প্রদক্ষিণং করোতি, পঠতি চ—(৯) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা কন্যা পরিণয়নে বিনিয়োগঃ, ওঁ কন্যলা পিতৃভ্যঃ পতিলোকং যতী ইয়ম্ অপদীক্ষতাম্ অষষ্ট, কন্যে উত ত্বয়া বয়ং ধারা উদন্যা ইব অতিগাহেমহি দ্বিষঃ ॥৩॥ ততঃ শূর্পস্যোত্তরার্দ্ধে ঘৃতস্রুবদ্বয়ং দত্ত্বা তদুপরি লাজশেষং নিধায় পুনস্তদুপরি ঘৃতস্রুবদ্বয়ং দত্ত্বা, 'ওঁ স্বস্তিকৃতে শ্রীঅচ্যুতায় স্বাহা' মন্ত্রেণ শূর্পেনৈব জুহুয়াৎ।

বধূর অঞ্জলিতে পতিকর্ত্তৃক প্রদত্ত দুই স্রুব ঘৃতের উপর বধূর মাতা প্রভৃতি পাঁচবার লাজ দিবে, পতি ঐ লাজের উপর পুনঃ দুই স্রুব ঘৃত দিবে। তারপরে বর (২) 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিলে, বধূ অঞ্জলি না খুলিয়াই লাজগুলি অগ্নিতে হোম করিবে। অতঃপর পতি বধূকে অগ্রবর্ত্তিনী করিয়া (৩) সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অগ্নি প্রদক্ষিণ করিবে ॥১॥ বর পুনরায় পূর্ব্ববৎ বধূর অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া উত্তরমুখ হইয়া দাঁড়াইবে, বধূর দক্ষিণপদের দ্বারা শিল-নোড়া আক্রমণ করাইবে; জামাতা (৪) 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে; পুনঃ পূর্ব্ববৎ বধূর অঞ্জলিতে লাজাদি দিবে, বধূ উহা হোম করিবে, জামাতা (৫) 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি হোম-মন্ত্র পাঠ করিবে; পতি বধূকে অগ্রে করিয়া (৬) সংখ্যক মন্ত্র পাঠ

অথ সপ্তপদীগমনম্। ততো জামাতা ঐশান্যাং দিশি বধূং সপ্তভির্মন্ত্রৈঃ সপ্তসু মণ্ডলিকাসু সপ্তপদানি নয়েৎ বধূশ্চ মণ্ডলিকায়াম্ অগ্রে দক্ষিণপাদং নীত্বা পশ্চাৎ বামপদং নয়েৎ, জামাতা চ বধূমিদং ব্রূয়াৎ—'মা বামপাদেন দক্ষিণপাদম্ আক্রাম্।' 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ একপাদ্ বিরাট্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা একপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ, ওঁ একম্ ইষে বিষ্ণুঃ ত্বা নয়তু॥' ১॥ ইতি প্রথমং দক্ষিণং পাদং নয়তি। 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ দ্বিপাদ্বিরাট্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা দ্বিপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ, ওঁ দ্বে ঊর্জ্জে বিষ্ণু ত্বা নয়তু॥' ২॥ ইতি বামং পাদং নয়তি। 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ ত্রিপাদ্বিরাট্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ত্রিপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ, ওঁ ত্রীনি ব্রতায় বিষ্ণুঃ ত্বা নয়তু॥' ৩॥ 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ চতুষ্পাদ্বিরাট্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা চতুষ্পাপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ, ওঁ চত্বারি ময়োভবায় শ্রীবিষ্ণুঃ ত্বা নয়তু॥' ৪॥ 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ পঞ্চপাদ্বিরাট্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা পঞ্চপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ, ওঁ পঞ্চ পশুভ্যো বিষ্ণুঃ ত্বা নয়তু॥' ৫॥ 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঃ ঋষিঃ ষট্পাদ্বিরাট্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ষট্পাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ, ওঁ ষড়্রায়স্পোষায় বিষ্ণুঃ ত্বা নয়তু॥' ৬॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ সপ্তপাদ্বিরাট্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা সপ্তপাদাক্রমণে বিনিয়োগঃ, ওঁ সপ্ত সপ্তভ্যো হোত্রাভ্যো বিষ্ণুঃ ত্বা নয়তু॥' ৭॥

ততঃ সপ্তপদীগতাং কন্যাঃ পতিরাশাস্তে—ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ

করিতে করিতে অগ্নি-প্রদক্ষিণ করিবে॥ ২॥ পুনঃ সেইরূপে বধূর অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া পতি উত্তরমুখে দাঁড়াইবে, মাতা প্রভৃতি লাজ গ্রহণ করিয়া বধূর দক্ষিণ-পদদ্বারা শিলা আক্রমণ করাইবে, জামাতা (৭) 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে; পুনরায় লাজাদ্বিদ্বারা বধূর অঞ্জলিপূরণ, বধূকর্ত্তৃক হোম এবং (৮) জামাতাকর্ত্তৃক 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি হোম-মন্ত্র পাঠ। অতঃপর বধূর সহিত পূর্ব্ববৎ অগ্নি-প্রদক্ষিণ এবং জামাতাকর্ত্তৃক (৯) সংখ্যক মন্ত্রপাঠ ॥৩॥ তৎপরে কুলার অগ্রভাগ দুই স্রুব ঘৃত দিয়া, তাহার উপর অবশিষ্ট লাজ দিয়া, তার উপর পুনঃ দুই স্রুব ঘৃত দিয়া 'ওঁ স্বস্তিকৃতে' ইত্যাদি মন্ত্রে কুলার দ্বারাই হোম করিবে।

সপ্তপদীগণ ঃ—অনন্তর পতি সাতটী মন্ত্রে সাতমণ্ডলে পদক্ষেপ করাইয়া বধূকে ঈশানদিকে লইয়া যাইবে। বধূ প্রথমদিকে দক্ষিণপদ, পরে বামপদ বাড়াইবে। জামাতা বধূকে বলিবে—'মা বামপাদেন' ইত্যাদি। জামাতা এক একটি মন্ত্র পাঠ

সামিকীপঙ্‌ক্তিঃ ছন্দঃ শ্রীহরিঃ দেবতা পাদাক্রমণানন্তরং আশাসনে বিনিয়োগঃ, ওং সখা সপ্তপদী ভব, সখ্যং তে গমেয়ং, সখ্যং তে মা যোষাঃ, সখ্যং তে মা যোষ্ট্যাঃ॥

ততো জামাতা বিবাহং দ্রষ্টুমাগতান্ জনন্ আমন্ত্রয়েৎ—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা বিবাহপ্রেক্ষকজনামন্ত্রণে বিনিয়োগঃ, ওঁ সুমঙ্গলীঃ ইয়ং বধূঃ, ইমাং সমেত পশ্যত সৌভাগ্যম্ অস্যৈ দত্ত্বায় অস্তং বিপরেতন।'

তত উদককুম্ভধারী জামাতুর্বয়স্যোঽগ্নেঃ পশ্চিমদেশেন সপ্তপদীস্থানমাগত্য মুর্দ্ধিং বরমভিষিঞ্চেৎ। জামাতা চ পঠতি—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবাসুদেবাদ্যা দেবতা মূর্দ্ধাভিষেচনে বিনিয়োগঃ,—'ওঁ সমঞ্জন্তু বাসুদেবাদ্যাঃ সম্ আপো হৃদয়ানি নৌ, সম্ মাতরিশ্বা সম্ দাতা সমু দেষ্ট্রী দধাতু নৌ।' পশ্চাদনেনৈব মন্ত্রেণ বধূমপ্যভিষিঞ্চেৎ।

পাণিগ্রহণম্

ততো জামাতা অধোনিহিতবামহস্তেন বধ্বঞ্জলিং দক্ষিণহস্তেন চ সাঙ্গুষ্ঠমুত্তানং বধূদক্ষিণহস্তং গৃহীত্বা সপ্তপদীস্থান এব যন্মন্ত্রাণ্ জপতি—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ সনকাদয়ো দেবতা গৃতীতাকন্যাপাণেঃ পত্যুঃ জপে বিনিয়োগঃ, ওঁ গৃভ্‌ণামি তে সৌভগ্যত্বায় হস্তং, মমা পত্যা জরদষ্টিঃ যথা আসঃ, সনক-সনাতন-সনন্দন-সনৎকুমারঃ মহ্যং ত্বা অদুঃ কার্হ্যগার্হপত্যায়॥ ১॥ 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা গৃতীতাকন্যাপাণেঃ পত্যুঃ জপে বিনিয়োগঃ, ওঁ অঘোরচক্ষুঃ অপতিঘ্নী এধি, শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ

করিবে, বধূকে এক এক পদ বাড়াইবে। সপ্তপদীগমনান্তে পতি বধূকে আশীর্ব্বাদ করিবে—ওঁ প্রজাপতিঃ ইত্যাদি। অতঃপর জামাতা বিবাহ-দর্শনার্থ সমাগত ব্যক্তিগণকে 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে আমন্ত্রণ করিবে। অনন্তর জলকুম্ভধারী বয়স্য অগ্নির পশ্চিমদিক্ দিয়া সপ্তপদীস্থানে আসিয়া বরের মস্তকে অবিষেক করিবে এবং জামাতা 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্র পাঠ করিবে। পরে ঐ মন্ত্রেই বধূর মস্তকেও অভিষেক করিবে।

পাণিগ্রহণ ঃ—তদনন্তর সপ্তপদীস্থানেই জামাতা নীচে বামহাত দিয়া বধূর অঞ্জলি গ্রহণ করিয়া, দক্ষিণহস্তে বধূর উত্তানভাবস্থ দক্ষিণহস্ত অঙ্গুষ্ঠসহিত ধারণ করিয়া, (মূলোক্ত) ছয়টী মন্ত্র জপ করিবে। তারপর পাণিগ্রহণান্তে অগ্নিসমীপে আসিয়া,

বীরসূঃ জীবসূঃ কৃষ্ণকামা স্যোনা, শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে॥ ২॥ 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ জগতী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা গৃতীতাকন্যাপাণেঃ পত্যুঃ জপে বিনিয়োগঃ, ওঁ আ নঃ প্রজাং জনয়তু বিষ্ণুঃ আজরসায়, সমনক্তুকৃষ্ণঃ, অদুর্ম্মঙ্গলীঃ পতিলোকম্ আবিশ, শং নো ভব দ্বিপদে শং চতুষ্পদে॥ ৩॥ 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ অনুষ্টুপ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা গৃতীতাকন্যাপাণেঃ পত্যুঃ জপে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইমাং ত্বং বিষ্ণো মীঢ্বঃ সুপুত্রাং সুভগাং কৃধি, দশ অস্যাং পুত্রানাধেহি, পতিম্ একাদশং কুরু॥ ৪॥ 'ওঁ প্রজাপতি বিষ্ণুঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু দেবতা গৃতীতাকন্যাপাণেঃ পত্যুঃ জপে বিনিয়োগঃ, ওঁ সম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব, সম্রাজ্ঞী শ্বশ্রাং ভব, ননন্দরি চ সম্রাজ্ঞী ভব, সম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু॥ ৫॥ 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা গৃতীতাকন্যাপাণেঃ পত্যুঃ জপে বিনিয়োগঃ, ওঁ মম ব্রতে হৃদয়ং দধাতু, মম চিত্তম্ অনু চিত্তং তেহস্তু মম বাচম্ একমনা জুষস্ব, শ্রীবিষ্ণুঃ ত্বা নিযুনক্তু মহ্যম্ ॥' ৬॥

ততঃ পাণিগ্রহণানন্তরম্ অগ্নিসমীপমাগত্য বধূং বামতঃ কৃত্বোপবিষ্টো জামাতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমং কুর্য্যাৎ—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভূঃ স্বাহা। 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভূবঃ স্বাহা। 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ স্বঃ স্বাহা। 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা॥' ততঃ প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ জুহুয়াৎ। (ততঃ সর্ব্বকর্ম্মসাধারণং শাট্যায়নহোমাদিবামদেব্যগানান্তমুদীচ্যং কর্ম্ম কৃত্বা দক্ষিণাং দদ্যাৎ কিন্তু বিবাহহোমদিবসে চতুর্থহোমশেষং ক্রিয়তে, শাট্যায়নহোমাদিস্তু অন্তে কর্ত্তব্যঃ।) ইতি পাণিগ্রহণকর্ম্ম।

বধূকে বামে করিয়া উপবিষ্ট হইয়া ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোম করিবে। তৎপরে প্রাদেশ-প্রমাণ ঘৃতাক্ত সমিধ্ অগ্নিতে অমন্ত্রক হোম করিবে। (অতঃপর সর্ব্বকর্ম্মসাধারণ শাট্যায়নহোম হইতে বামদেব্যগান পর্য্যন্ত উদীচ্যকর্ম্ম শেষ করিয়া দক্ষিণা দিবে। কিন্তু বিবাহ-হোম-দিবসে চতুর্থীহোম করা হইলে শাট্যায়নহোমাদি তদন্তে কর্ত্তব্য।)

পাণিগ্রহণ সমাপ্ত

উত্তরবিবাহঃ

অথ (পুনরপি যোজকনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য বিরূপাক্ষজপান্তাং কুশণ্ডিকাং সমাপ্য' যদি দিবাভাগে বিবাহস্তদা নক্ষত্রোদয়ং যাবৎ পতিস্তিষ্ঠেৎ। অথোদিতে নক্ষত্রে) সুখাসনে বধূং বাগ্‌যতামুপবেশ্য উপবিষ্টো বরঃ পুনরপি সমিৎপ্রক্ষেপানন্তরং ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমং কৃত্বা ষড়াজ্যাহুতী জুহুয়াৎ, প্রত্যাহুতিশেষঞ্চ স্রুবলগ্নমাজ্যং বধূশিরসি নিদধ্যাৎ। ষণ্ণাং মন্ত্রাণাং ঋষ্যাদয়ঃ সাধারণাঃ। 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা উত্তরবিবাহে পাণিগ্রহণস্যাজ্যহোমে বিনিয়োগঃ, 'ওঁ লেখাসন্ধিষু পক্ষাসু আবর্ত্তেষু চ যানিতে, তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়ামি অহং স্বাহা॥ ১॥ 'ওঁ কেশেষু যচ্চ পাপকম্ ঈক্ষিতে রুদিতে চ যৎ, তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়ামি অহং স্বাহা॥ ২॥ 'ওঁ শীলে যচ্চ পাপকম্ ভাষিতে হসিতে চ যৎ, তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়ামি অহং স্বাহা॥ ৩॥ ওঁ আরোকেষু চ দন্তেষু হস্তয়োঃ পাদয়োশ্চ যৎ তানি তে পূর্ণহুত্যা সর্ব্বাণি শময়ামি অহং স্বাহা॥ ৪॥ 'ওঁ ঊর্ব্বোঃ উপস্থে জঙ্ঘয়োঃ সন্ধানেষু চ যানি তে, তানি তে পূর্ণাহুত্যা সর্ব্বাণি শময়ামি অহং স্বাহা॥ ৫॥ ওঁ যানি কানি চ ঘোরাণি সর্ব্বাঙ্গেষু তব অভবন্ পূর্ণাহুতিভিঃ আজস্য সর্ব্বাণি তানি অশীশমং স্বাহা ॥ ৬॥

ততঃ সবধূর্বরঃ উত্থায়ঃ বহির্নিষ্ক্রম্য বধ্রমিমং মন্ত্রং পাঠয়ন্ ধ্রুবং দর্শয়তি—(ক) ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ ধ্রুবপ্রিয়ো দেবতা ধ্রুবদর্শনে বিনিয়োগঃ,

---

উত্তরবিবাহ ঃ—অনন্তর পুনরায় যোজক-নামক অগ্নিস্থাপনপূর্ব্বক বিরূপাক্ষ-জপান্ত কুশণ্ডিকা শেষ করিয়া, দিবাভাগে বিবাহ হইলে নক্ষত্রোদয় পর্য্যন্ত অতি অপেক্ষা করিবে। নক্ষত্র উদিত হইলে বধূ নীরবে আসনে বসিবে, পতি আসনে উপবিষ্ট হইয়া পুনঃ সমিৎপ্রক্ষেপ করিয়া ব্যস্তসমস্ত মহাব্যাহৃতি-হোম করিয়া ছয়টী মন্ত্রে ছয়টী আজ্যহোম করিবে। প্রতিবার হোমশেষে স্রুবলগ্ন ঘৃত বধূর মস্তকে দিবে। সকল মন্ত্রের ঋষি প্রভৃতি সমান। মন্ত্র মূলে দ্রষ্টব্য। তারপর বর-বধূকে উঠিয়া বাহিরে আসিয়া ক-মন্ত্র পাঠ করাইতে করাইতে বধূকে **ধ্রুব** দর্শন করাইবে। (মন্ত্রপাঠে বধূ পতি ও নিজের নাম উল্লেখ করিবে।) অনন্তর বর-বধূকে ক-মন্ত্র পাঠ করাইতে করাইতে **অরুন্ধতী** দর্শন কারইবে। অতঃপর বধূর দিকে

ওঁ ধ্রুবম্ অসি, ধ্রুবা অহং পতিকুলে, শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবসেবাসু ভূয়াসং, শ্রীঅমুক দাসাধিকারিণিঃ অনুগতা শ্রীঅমুকদেব্যহম্।' ইতি উভয়োর্নামগ্রহণং বধ্বা কর্ত্তব্যম্। ততো জামাতা বধূমমুং মন্ত্রং পাঠয়ন্ অরুন্ধতীং দর্শয়তি—(খ) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু দেবতা অরুন্ধতীদর্শনে বিনিয়োগঃ, ওঁ অরুন্ধতিঃ অবরুদ্ধা অহম্ অস্মি।' ততো বধূং পশ্যন্ বরো জপতি (গ) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা কন্যানুমন্ত্রণে বিনিয়োগঃ, ওঁ ধ্রুবা দ্যৌঃ, ধ্রুবা পৃথিবী, ধ্রুবং বিশ্বম্ ইদং জগৎ, ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে, ধ্রুবা স্ত্রী পতিকূলে শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবসেবাসু ইয়ম্।' ততোঃ বধূঃ পিতৃ-গাত্রেণ ভর্ত্তারমভিবাদয়েৎ—'অমুকগোত্রা শ্রীঅমুকদেবী অহং ভো ভবন্তম্ অমুকগোত্রম্ অভিবাদয়ে।' বরো বদেৎ—'ওঁ কৃষ্ণমতিঃ ভব সৌম্যে' ততস্ত্যক্তমৌনয়া বধ্বা সহিতং বরম্ আচারতো বেদীমুখাপ্য জলপূর্ণকলসমাদায় অবিধ্বা নার্য্যঃ সহকারপল্লবোদকেন স্নানাদিমঙ্গলং কুর্য্যুঃ। ততো বরঃ অগ্নিসমীপমাগত্য পূর্ব্ববৎ ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমং সমিৎক্ষেপম্ উদীচ্যং কর্ম্ম চ কুর্য্যাৎ।

ভোজনাদিধৃতিহোমঃ

তত্র জামাতা এভির্ম্মন্ত্রৈ শ্রীমহাপ্রসাদ্যন্নং ভুঞ্জীত। মন্ত্রো যথা—'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা মহাপ্রসাদান্নভোজনে বিনিয়োগঃ, ওঁ

চাহিয়া জামাতা গ-মন্ত্র পাঠ করিবে। অনন্তর বধূ নিজপিতৃগোত্র উল্লেখে 'অমুক গোত্র' ইত্যাদি বাক্যে পতিকে অভিবাদন করিবে। বর 'ওঁ কৃষ্ণমতিঃ ভব সৌম্যে' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবে। অবিধবা নারীগণ বরবধূকে বেদিতে উঠাইয়া জলপূর্ণ কলস হইতে সহকার-পল্লবের জলদ্বারা স্নানাদি মঙ্গলাচার করিবে। তারপর বর অগ্নিসমীপে আসিয়া পূর্ব্ববৎ ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতি-হোম, সমিক্ষেপ ও উদীচ্যকর্ম্ম করিবে।

ভোজনাদিধৃতিহোম ঃ—তারপর জামাতা মূলোক্ত তিনটী মন্ত্রে শ্রীমহাপ্রসাদান্ন ভোজন করিবে। তৃতীয় মন্ত্রে 'অসৌ' স্থলে দেবী-পদান্ত ও সম্বোধনান্ত বধূর নাম

শ্রীমহাপ্রসাদান্নেন অনেন প্রাণসূত্রেণ বিষ্ণুনা বধ্নাম সত্যগ্রন্থিনা, মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে॥ ১॥ 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু দেবতা শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবসেবনকর্ম্মসু দম্পত্যোঃ হৃদয়ৈকাপ্রার্থনে বিনিয়োগঃ, ওঁ যদেতদ্ হৃদয়ং তব, তদস্তু হৃদয়ং মম, যদিদং হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব॥ ২॥ 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ দ্বিপাজ্জগতী ছন্দ, শ্রীহরিঃ দেবতা অন্নস্তুতৌ বিনিয়োগঃ, ওঁ অন্নং প্রাণস্য পঙ্‌ক্তিংশঃ, তেন বধ্নামি ত্বা অসৌ (বধূনাম) স্বাহা'॥ ৩॥ অসাবিত্যত্র দেব্যন্ত-সম্বোধনান্তং বধূনাম যোজ্যম্। ইদানীং যদি ন ভুজ্যতে, তচ্চ শ্রীমহাপ্রসাদাদিকং পশ্চাৎ ভোজনার্থং স্থাপনীয়ম্। ভুক্তোচ্ছিষ্টং বধ্বৈ প্রদাতব্যম্। ততঃ প্রভৃতি ত্রিরাত্রং মহাপ্রসাদমাত্রসেবিনৌ দম্পতী ব্রহ্মচারিণৌ ভূমিশয্যায়াং শয়ীয়াতাম্।

ততো দিনান্তরে অনেন মন্ত্রেণ বধূং রথারূঢ়াং কৃত্বা বরঃ স্বগৃহং নয়েৎ,—(১) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ ত্রিষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা যানারোহণে বিনিয়োগঃ, ওঁ সুকিংশুকং শাল্মলিং বিশ্বরূপং সুবর্ণবর্ণং সুকৃতং সুচক্রম্, আরোহ সূর্য্যে অমৃতস্য নাভিং, স্যোনং পত্যে বহতুং কৃণুষ্ব॥ ততো বধূসহিতঃ পতির্গচ্ছন্ অধ্বনি চতুষ্পথাদীন্ আমন্ত্রয়েৎ—(২) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণুঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা চতুষ্পথাদ্যামন্ত্রণে বিনিয়োগঃ, ওঁ মা বিদন্ পরিপন্থিনো যে আসীদন্তি দম্পতী, সুগেভিঃ দুর্গম অতীতাম্, অপদ্রান্ত অরাতয়ঃ॥' ততো যানাদবতার্য্য,

---

উল্লেখ করিবে। যদি সেই সময়ে খাওয়া না হয়, তবে পরে খাইবার জন্য মহাপ্রসাদাদি রাখিয়া দিবে। ভুক্তশেষ বধূকে দিবে। সেই দিন হইতে দম্পতী ত্রিরাত্র মহাপ্রসাদমাত্র সেবাপূর্ব্বক ব্রহ্মচারী হইয়া ভূমিতে শয়ন করিবে।

পরের দিন পতি বধূকে ১-সংখ্যক মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যানে আরোহণ করাইয়া স্বগৃহেতে লইয়া যাইবে। বধূসতি গমনকালে পতি ২-সংখ্যক মন্ত্রে পথে চতুষ্পথাদি আমন্ত্রণ করিবে। বধূকে যান হইতে অবতরণ করাইয়া, বামদেব্যগান (অথবা কেবল স্তুতিগান) পাঠপূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করাইবে। পুত্রবতী অবিধবা বৈষ্ণবীগণ বধূকে শুভাসনে বসাইবে, জামাতা ৩-সংখ্যক মন্ত্র পাঠ করিবে। অনন্তর পতি ধৃতি-নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া, সমিৎ প্রক্ষেপ ও ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতি-হোম করিয়া, মূলোক্ত মন্ত্রে আটটী আজ্যহোম করিবে। মন্ত্রসকলের ঋষি প্রভৃতি সমান।

বামদেব্যং গীত্বা পতির্বধূং গৃহং প্রবেশয়েৎ। ততঃ কৃতমঙ্গলাচারাঃ পুত্রবত্যঃ অবিধবা বৈষ্ণব্যঃ বধূং শুভাসনে উপবেশয়েয়ুঃ, পতিশ্চ মন্ত্রং পঠতি—(৩)'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইহ গাবঃ প্রজায়ন্তাম্, ইহ অশ্বা, ইহ পুরুষাঃ, ইহ উ প্রেম্না সমর্চ্চিতো শ্রীবাসুদেবো বিরাজতাম্।' ততঃ পতিঃ কুশণ্ডিকাবিধানেন ধৃতিনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য সমিৎপ্রক্ষেপং, ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতিহোমং কৃত্বা অষ্টাবাজ্যাহুতীর্জুহুয়াৎ। অষ্টানাং মন্ত্রাণাম্ ঋষ্যাদয়ঃ সাধারণাঃ। —'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বৃহতীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ধৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ইহ ধৃতিঃ স্বাহা॥১॥ ওঁ ইহ স্বধৃতিঃ স্বাহা॥২॥ ওঁ ইহ রন্তিঃ স্বাহা॥৩॥ ওঁ ইহ রমস্ব স্বাহা॥৪॥ ওঁ ময়ি ধৃতিঃ স্বাহা॥৫॥ ওঁ ময়ি স্বধৃতিঃ স্বাহা॥৬॥ ওঁ ময়ি রমঃ স্বাহা॥৭॥ ওঁ ময়ি রমস্ব স্বাহা॥৮॥ ততো ব্যাস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতিহোমঞ্চ কৃত্বা, প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধং তূষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা, পতির্বধূং শ্বশুরাদিষু পিতৃগোত্রেণাভিবাদনং কারয়েৎ। ততঃ সর্ব্বকর্ম্মসাধারণং শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানান্তম্ উদীচং কর্ম্ম সমাপ্য কর্ম্মকারয়িতৃবৈষ্ণবব্রাহ্মণায় দক্ষিণাং দদ্যাৎ॥

চতুর্থীহোমঃ

অথ বিবাহদিবসাচ্চতুর্থেঽহনি চতুর্থীহোমঃ কর্ত্তব্যঃ। তত্র প্রথমং কুশণ্ডিকোক্তবিধিনা শিখিনামানমগ্নিং সংস্থাপ্য তূষ্ণীং সমিৎপ্রক্ষেপং ব্যস্তসমস্ত-মহাব্যাহৃতিহোমঞ্চ কৃত্বা, দক্ষিণতো বধূমুপবেশ্য তুলসী-চন্দন-গন্ধ-পুষ্প-কুশাদি-

---

আজ্যহোমের পর ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোম ও সমিৎপ্রক্ষেপ করিয়া, বধূদ্বারা পিতৃগোত্র উল্লেখে শ্বশুর প্রভৃতিকে অভিবাদন করাইবে। অতঃপর সর্ব্বকর্ম্ম-সাধারণ শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানান্ত উদীচ্য কর্ম্ম শেষ করিয়া কর্ম্মকারয়িতা পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবকে দক্ষিণা দিবে।

চতুর্থীহোম ঃ—বিবাহ হইতে চতুর্থদিবসে চতুর্থীহোম কর্ত্তব্য। প্রথমে কুশণ্ডিকা- বিধানে **শিখি**-নামক অগ্নি স্থাপন করিয়া, আমন্ত্রক সমিৎক্ষেপ ও

সহিতমুদকপাত্রম্ অগ্নের্দক্ষিণতো নিধায় বক্ষ্যমাণমন্ত্রৈর্বিংশত্যাহুতীর্জুহুয়াৎ, প্রত্যাহুতিশেষঞ্চ স্রুবলগ্নমাজ্যম্ উদকপাত্রে সংপাতয়েৎ। ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ কৃষ্ণ প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ অবৈষ্ণবী লক্ষ্মীঃ তাম্ অস্যাঃ অপজহি স্বাহা॥ ১॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীকেশবো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ কেশবো প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ অবৈষ্ণবী লক্ষ্মীঃ তাম্ অস্যাঃ অপজহি স্বাহা॥ ২॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীগোবিন্দো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ গেবিন্দ প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ অবৈষ্ণবী লক্ষ্মীঃ তাম্ অস্যাঃ অপজহি স্বাহা॥ ৩॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ নারায়ণ প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ অবৈষ্ণবী লক্ষ্মীঃ তাম্ অস্যাঃ অপজহি স্বাহা॥ ৪॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণ-কেশব-গোবিন্দ-নারায়ণাশ্চতস্রো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ শ্রীকৃষ্ণ-কেশব-গোবিন্দ-নারায়ণাঃ প্রায়শ্চিত্তয়ঃ, যূয়ং জীবানাং-প্রায়শ্চিত্তিয়ঃ স্থ, দাসো বো নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ অবৈষ্ণবী লক্ষ্মীঃ তাম্ অস্যাঃ অপহত স্বাহা॥ ৫॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীহরিঃ দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ হরে প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি,

---

ব্যাস্তসমস্তমহা-ব্যাহৃতিহোম করিয়া বধূকে দক্ষিণে বসাইয়া তুলসী-চন্দন-গন্ধ-পুষ্প-কুশাদিসহিত জলপাত্র অগ্নির দক্ষিণে স্থাপনপূর্ব্বক মূলোক্ত মন্ত্রে বিংশতি হোম করিবে এবং প্রত্যেকবার হোমশেষে স্রুবসংলগ্ন ঘৃত জলপাত্রে নিক্ষেপ করিবে।

অতঃপর বধূসহিত জামাতাকে উঠাইয়া অগ্নির উত্তরদিকে লইয়া গিয়া সধাবা পুত্রবতী নারীগণ আম্রপল্লবদ্বারা উক্ত স্রুবলগ্ন আজ্যমিশ্রিত জলসেক করিয়া মঙ্গলস্নান করাইবে। তৎপরে ব্যাস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোম, আমন্ত্রক ঘৃত্যক্ত সমিধ্-প্রক্ষেপ, সর্ব্বকর্ম্ম-সাধারণ শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানান্ত **উদীচ্যকর্ম্ম কর্ত্তব্য**।

যা অস্যাঃ ভক্তিঘ্নী তনূঃ তাম্ অস্যাঃ অপজহি স্বাহাঃ॥৬॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীমাধবো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ মাধব প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ ভক্তিঘ্নী তনূঃ তাম্ অস্যাঃ অপজহি স্বাহা॥৭॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ অনন্ত প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ ভক্তিঘ্নী তনূঃ তাম্ অস্যাঃ অপজহি স্বাহা॥৮॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীমধুসূদনো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ মধুসূদন প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ ভক্তিঘ্নী তনূঃ তাম্ অস্যাঃ অপজহি স্বাহা॥৯॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীহরিমাধবানন্তমধুসূদনাশ্চতস্রো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ হরিমাধবানন্তমধুসূদনাঃ প্রায়শ্চিত্তয়ঃ, যূয়ং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্থ, দাসো বো নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ ভক্তিঘ্নী তনূঃ তাম্ অস্যাঃ অপহত স্বাহা॥১০॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃদেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণো প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ অপুত্র্যা তনূঃ তাম্ অস্যাঃ অপজহি স্বাহা॥১১॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীনৃসিহো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ নৃসিংহ প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ অপুত্র্যা তনূঃ তাম্ অস্যাঃ অপজহি স্বাহা॥১২॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ অচ্যুত প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ অপুত্র্যা তনূঃ তাম্ অস্যাঃ অপজহি স্বাহা॥১৩॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীজনার্দ্দনো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ জনার্দ্দন প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ অপুত্র্যা তনূঃ তাম্ অস্যাঃ অপজহি স্বাহা॥১৪॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুনৃসিংহাচ্যুত-জনার্দ্দনাশ্চতস্রো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ বিষ্ণুনৃসিংহাচ্যুতজনার্দ্দনাঃ প্রায়শ্চিত্তয়ঃ, যূয়ং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিয়ঃ স্থ, দাসো বো নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ অপুত্র্যা তনূঃ তাম্ অস্যাঃ অপহত স্বাহা॥১৫॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবাসুদেবো

দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ বাসুদেব প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ অপশব্যা তনূঃ তাম্ অস্যাঃ অপজহি স্বাহা॥ ১৬॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীসঙ্কর্ষণো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ সঙ্কর্ষণ প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ অপশব্যা তনূঃ তাম্ অস্যাঃ অপজহি স্বাহা॥ ১৭॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীপ্রদ্যুম্নো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ প্রদ্যুম্ন প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ অপশব্যা তনূঃ তাম্ অস্যাঃ অপজহি স্বাহা॥ ১৮॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅনিরুদ্ধো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ অনিরুদ্ধ প্রায়শ্চিত্তে, ত্বং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তিঃ অসি, দাসঃ ত্বা নাথকাম উপধাবামি, যা অস্যাঃ অপশব্যা তনূঃ তাম্ অস্যাঃ অপজহি স্বাহা॥ ১৯॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবাসুদেবসঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাঃ চতস্রো দেবতা চতুর্থীহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ বাসুদেবসঙ্কর্ষণপ্রদ্যুম্নানিরুদ্ধাঃ প্রায়শ্চিত্তয়ঃ, যূয়ং জীবানাং প্রায়শ্চিত্তয়ঃ স্থ, যা অস্যাঃ অপশব্যা তনূঃ তাম্ অস্যাঃ অপহত স্বাহা॥'২০॥

ততো বধূসহিতং জামাতারমুত্থাপ্য অগ্নেরুত্তরদেশং নীত্বা ধ্রুবলগ্ন্যজ্যমিশ্রোদকেন অবিধবা পুত্রবত্যো নার্য্যঃ সহকারপল্লবোদকেন স্নাপনাদিমঙ্গলং কুর্য্যুঃ। ততো ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমং কুর্য্যাৎ—ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ স্বাহা॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ উষ্ণিক্ ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুত দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভুবঃ স্বাহা॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ অনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীনারায়ণো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ স্বঃ স্বাহা॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বৃহতী ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো দেবতা ব্যস্তসমস্তমহাব্যাহৃতিহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা॥ ততঃ প্রাদেশপ্রমাণাং ঘৃতাক্তাং সমিধমগ্নৌ তূষ্ণীং হুত্বা, সর্ব্বকর্ম্মসাধারণং শাট্যায়নহোমাদি-বামদেব্যগানান্তম্ উদীচ্যং কর্ম্ম কুর্য্যাৎ। তদভিধীয়তে, যথা—

উদীচ্যং কর্ম্ম

ওঁ বিষ্ণুঃ ওঁ তৎসৎ অদ্যেতাদি অত্র অমুক কর্ম্মণি যৎকিঞ্চিৎ বৈগুণ্যং জাতং তদ্দোষপ্রশমনায় শ্রীকৃষ্ণস্মরণপূর্ব্বকং শাট্যায়নহোমম্ অহং কুর্ব্বীয় ইতি সঙ্কল্প্য বিধুনামানমগ্নিমাবাহ্য সম্পূজ্য পুনরপি পূর্ব্ববৎ অগ্নৌ ঘৃতাক্তাং সমধিং প্রাদেশপ্রমাণাং তুষ্ণীং দত্ত্বা মহাব্যাহৃতিহোমং কুর্য্যাৎ। ততঃ শ্রীকৃষ্ণং স্মরেৎ—ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ ইত্যাদি। ততঃ প্রায়শ্চিত্তহোমং কুর্য্যাৎ, যথা—ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ পাহি নোঽচ্যুত এনসে স্বাহা ॥ ১ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ পাহি নো বিশ্ববেদসে স্বাহা ॥ ২ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ যজ্ঞঃ পাহি হরে বিভো স্বাহা ॥ ৩ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ সর্ব্বং পাহি শ্রিয়ঃপতেঃ স্বাহা ॥ ৪ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ পাহি নোঽনন্ত একয়া, পাহি উত দ্বিতীয়য়া, পাহি ঊর্জ্জং তৃতীয়য়া, পাহি গীর্ভিশ্চতসৃভিঃ বিষ্ণো স্বাহা ॥ ৫ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ পুনঃ ঊর্জ্জা নিবর্ত্তস্ব, পুনঃ বিষ্ণো ইষা আয়ুষা, পুনঃ নঃ পাহি অহংসঃ স্বাহা ॥ ৬ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ সহ রয্যা নিবর্ত্তস্ব, বিষ্ণো পিন্বস্ব ধারয়া, বিশ্বপ্স্যা বিশ্বতস্পরি স্বাহা ॥ ৭ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ

উদীচ্যকর্ম্ম ঃ—'ওঁ বিষ্ণু' ইত্যাদি মন্ত্রে সঙ্কল্প করিয়া, **বিধূ**-নামক অগ্নির আবাহন ও পূজা করিয়া, অমন্ত্রক সমিধ প্রক্ষেপপূর্ব্বক **মহাব্যাহৃতিহোম** করিবে। তারপর 'ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে শ্রীকৃষ্ণস্মরণ করিবে। অতঃপর মূলোক্ত নয়টী মন্ত্রে **প্রায়শ্চিত্তহোম** করিবে। তদনন্তর পূর্ব্ববৎ মহাব্যাহৃতিহোম ও সমিধ্ প্রক্ষেপ করিবে। তারপর যথাক্রমে বৈষ্ণবহোম করিবে (মূল দ্রষ্টব্য)। প্রথমে বিষ্বক্সেনাদি পঞ্চ মহাভাগবতের হোম। তদনন্তর কবি প্রভৃতি নবযোগেন্দ্রের হোম। তৎপরে নারদাদি দশ মহাভাগবতের এবং স্বায়ম্ভুবাদির হোম। তদনন্তর

শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ অজ্ঞাতং যদনাজ্ঞাতং, যজ্ঞস্য ক্রিয়তে মিথু, বিষ্ণো তদস্য কল্পয়, ত্বং হি বেত্থ যথাতথং স্বাহা ॥ ৮ ॥ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা প্রায়শ্চিত্তহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ প্রজাপতে বিষ্ণো ন ত্বৎ এতানি অন্যো, বিশ্বা জাতানি পরি তা বভূব, যৎকামাঃ তে জুহুমঃ তৎ নোস্তু, বয়ং স্যামঃ পতয়ো রয়ীণাং স্বাহা ॥ ৯ ॥ ততঃ পূর্ব্ববৎ মহাব্যাহৃতিহোমং সমিৎপ্রক্ষেপঞ্চ কুর্য্যাৎ।

ততঃ ক্রমতো বৈষ্ণবহোমঃ

তত্র প্রথমং পঞ্চমহাভাগবতেভ্যঃ প্রত্যেকং জুহুয়াৎ—ওঁ বিষ্বক্‌সেনায় স্বাহা। এবং সনকায়, সনাতনায়, সনন্দনায়, সনৎকুমারায় ॥ ততো নবযোগেন্দ্রেভ্যঃ প্রত্যেকং জুর্হুয়াৎ, ওঁ করয়ে স্বাহা। এবং হবয়ে, অন্তরীক্ষায়, প্রবুদ্ধায়, পিপ্পলায়নায়, অবির্হোত্রায়, দ্রুমিলায়, চমসায়, করভাজনায় ॥ ততো দশমহাভাগবতেভ্যঃ ওঁ নারদায় স্বাহা। এবং কপিলায়, যমভাগবতায়, ভীষ্মদেবায়, শুকদেবায়, জনকায়, সদাশিবায়, প্রহ্লাদায়, ব্রহ্মণে, বলিরাজায় ॥ ততঃ—ওঁ স্বয়ম্ভুবায় স্বাহা। এবং গরুড়ায়, হনূমতে, অম্বরীষায়, ব্যাসদেবায়, উদ্ধবায়, যুধিষ্ঠিরায়, বিভীষণায় ॥ ততঃ —ওঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় স্বাহা, ওঁ শ্রীনিত্যানন্দায় স্বাহা, ওঁ শ্রীঅদ্বৈতায় স্বাহা, ওঁ পণ্ডিত গদাধরাদিভ্যঃ স্বাহা, ওঁ শ্রীব্যাসাদিভ্যঃ স্বাহা, ওঁ শ্রীরূপায়, ওঁ সনাতনায়, ওঁ ভট্টরঘুনাথায়, ওঁ শ্রীজীবায়, ওঁ গোপালভট্টায়, ওঁ দাসরঘুনাথায়, ওঁ দীক্ষাগুরবে, ওঁ শিক্ষাগুরুভ্যঃ; ওঁ শ্রীনবদ্বীপধাম্নে, ওঁ শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠায়। ততঃ কৃষ্ণপ্রেয়সীভ্য প্রত্যেকং—ওঁ অন্তরঙ্গায়ৈ স্বাহা; ওঁ পৌর্ণমাস্যৈ স্বাহা, ওঁ পদ্মায়ৈ স্বাহা ওঁ মহালক্ষ্ম্যৈ স্বাহা। এবং ওঁ গঙ্গায়ৈ, ওঁ যমুনায়্যৈ, সরস্বত্যৈ, গোপ্যৈ, বৃন্দায়ৈ, গায়ত্র্যৈ, তুলস্যৈ, পৃথিব্যৈ, গবে, যশোদায়ৈ, দেবহূত্যৈ, দেবক্যৈ, রোহিণ্যৈ,

---

পঞ্চতত্ত্বসহিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের হোম করিবে। অনন্তর অন্তরঙ্গা পৌর্ণমাসী প্রভৃতি কৃষ্ণপ্রেয়সীগণের হোম কর্ত্তব্য। অতঃপর শ্রীগোপালোপাসকগণ শ্রীগোপালের আবরণরূপে শ্রীদামাদির হোম করিবে। তারপর নর্ম্মসখা প্রভৃতির হোম, তদনন্তর শ্রীযুগলোপাসকগণ শ্রীকৃষ্ণাবরণ প্রিয়সখী-সহচরীরঙ্গিণী প্রভৃতির ও ললিতাদির হোম করিবে। তাহাতে প্রথম শ্রীগুরুযুগলের হোম কর্ত্তব্য। অনন্তর শ্রীরাধাহোম। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণহোম। তৎপরে ললিতা শ্যামলাদির হোম। অতঃপর শ্রীনারায়ণ ও অবতারগণের হোম কর্ত্তব্য।

সীতায়ৈ, দ্রৌপদ্যৈ, কন্ত্যৈ, রুক্মিণ্যৈ, সত্যভামায়ৈ, জাম্ববত্যৈ, নাগ্নজিত্যৈ, লক্ষ্মণায়ৈ, কালিন্দ্যৈ, ভদ্রায়ৈ, মিত্রবিন্দায়ৈ ॥ ততঃ শ্রীগোপালোপাসকানাং তদাবরণত্বেন শ্রীদামাদীনাং হোমঃ কর্ত্তব্যঃ—ওঁ শ্রীদাম্নে স্বাহা, এবং সুদাম্নে, স্তোককৃষ্ণায়, লবঙ্গায়, অর্জ্জুনায়, বসুদাম্নে, বিশালায়, সুবলায়, শ্রীরামায়, শ্রীকৃষ্ণায়। ততঃ—ওঁ নর্ম্মসখিভ্যঃ স্বাহা, ওঁ প্রিয়নর্ম্মসখিভ্যঃ স্বাহা, ওঁ সহচরেভ্যঃ; সর্ব্বগোপালেভ্যঃ, নন্দায়, উপনন্দায়, সুনন্দায়, মহানন্দায়, শুভানন্দায়, প্রাণানন্দায়, সদানন্দায় ॥ শ্রীযুগলোপাসকানাং শ্রীকৃষ্ণাবরণত্বেন প্রিয়সখী-সহচরী-রঙ্গিণী-প্রভৃতিযূথানাং শ্রীললিতাদিনঞ্চ হোমঃ কর্ত্তব্যঃ ॥ তত্র প্রথমং শ্রীগুরুযুগলস্য হোমঃ কর্ত্তব্যঃ। যথা—গুরবে স্বাহা, ওঁ সর্ব্বেভ্যো মহান্তগুরুভ্যঃ স্বাহা, ওঁ চৈতন্যগুরবে স্বাহা ॥ ততঃ শ্রীরাধা হোমঃ—ওঁ বার্ষভানবি, গান্ধর্ব্বিকে, কার্ত্তীকাদেবি, শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ে, সর্ব্বেশ্বরি, ক্লীং শ্রীবৃন্দাবনসেবাধিকারপ্রদে শ্রীং হ্রীং তুভ্যং শ্রীরাধিকায়ৈ স্বাহা ॥ ততঃ শ্রীকৃষ্ণহোমঃ—ওঁ কৃষ্ণো বৈ সচ্চিদানন্দঘনঃ, কৃষ্ণ আদিপুরুষ, কৃষ্ণঃ পুরুষোত্তমঃ, কৃষ্ণো হা উ কর্ম্মাদিমূলং, কৃষ্ণ সঃ হ সর্ব্বৈকার্য্যঃ, কৃষ্ণঃ কাশংকৃদাদীশমুখপ্রভুপূজঃ; কৃষ্ণোঽনাদিঃ তস্মিন্ জাণ্ডান্তর্বাহ্যে যন্মঙ্গলং তল্লভতে কৃতী, ক্লীং কৃষ্ণায়—স্বাহা ॥ ততঃ—ওঁ ললিতায়ৈ স্বাহা, ওঁ শ্যামলায়ৈঃ, ওঁ বিশাখায়ৈ, ওঁ চম্পকলতায়ৈ; ইন্দুরেখায়ৈ, সুদেব্যৈ, রঙ্গদেব্যৈ, সুচিত্রায়ৈ, তুঙ্গবিদ্যায়ৈ, কুন্দলতায়ৈ, ধন্যায়ৈ, মঙ্গলায়ৈ, পদ্মায়ৈ, শৈব্যায়ৈ, ভদ্রায়ৈ, চিত্রোৎপলায়ৈ, পাল্যৈ, তারায়ৈ, কুঞ্জকলিকায়ৈ, নিকুঞ্জকলিকায়ৈ, সুখকলিকায়ৈ, রসকলিকায়ৈ, প্রমোদায়ৈ, ধনিষ্ঠায়ৈ, তুলস্যৈ, রমায়ৈ, রম্যায়ৈ, বিম্বোষ্ঠ্যৈ, রসদায়ৈ, আনন্দায়ৈ, কলাবত্যৈ, রূপমঞ্জর্য্যৈ, অনঙ্গমঞ্জর্য্যৈ, রসমঞ্জর্য্যৈ, লবঙ্গমঞ্জর্য্যৈ, কস্তূরীমঞ্জর্য্যৈ, গুণমঞ্জর্য্যৈ, রতিমঞ্জর্য্যৈ, কর্পূরমঞ্জর্য্যৈ। ওঁ সর্ব্বসখীভ্যঃ স্বাহা, ওঁ সর্ব্বসহচরীভ্যঃ, সর্ব্বসঙ্গিনীভ্যঃ, সর্ব্বরঙ্গিণীভ্যঃ ॥ ওঁ বৃষভানুভ্যঃ স্বাহা, ওঁ বৃষভানুগণেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ কীর্ত্তিদায়ৈ স্বাহা, ওঁ সর্ব্বকার্ষ্ণেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ সর্ব্ববৈষ্ণবেভ্যঃ স্বাহা, ওঁ সর্ব্ববৈষ্ণবীভ্যঃ স্বাহা। ততঃ—ওঁ নারায়ণায় স্বাহা, ওঁ কারণাব্ধিশায়িনে স্বাহা। এবং গর্ভোদশায়িনে, ক্ষীরাব্ধিশায়িনে, বৈকুণ্ঠধাম্নে, বাসুদেবায়, সঙ্কর্ষণায়, প্রদ্যুম্নায়, অনিরুদ্ধায়, গোলোকধাম্নে, মথুরাধাম্নে, দ্বারকাধাম্নে, মৎস্যায়, কূর্ম্মায়, বরাহায়, নৃসিংহায়, বামনায়, সঙ্কর্ষণ-রামায়, রঘুনাথ-রামায়, জামদগ্ন্য-রামায় বুদ্ধায়, কল্কিনে, সর্ব্বেভ্যো গুণাবতারেভ্যঃ, সর্ব্বেভ্যো মন্বন্তরাবতারেভ্যঃ, হংসায়, যজ্ঞায়,

দত্তাত্রেয়ায়, পৃতবে, ধন্বন্তরয়ে, মোহিন্যৈ, বিরাজে, সত্যযুগাবতারায় শুক্লমূর্ত্তয়ে, ত্রেতাযুগাবতারায় রক্তমূর্ত্তয়ে, দ্বাপরযুগাবতারায় কৃষ্ণমূর্ত্তয়ে, কলিযুগাবতারায় পীতমূর্ত্তয়ে, শ্রীবৃন্দাবনধাম্নে, বৃন্দাবনায়, দ্বাদশবনেভ্যঃ, দ্বাত্রিংশৎ-উপবনেভ্যঃ, ওঁ শ্রীং ক্লীং ব্রজবাসি-স্থাবর- জঙ্গম-সপরিকর শ্রীরাধাকৃষ্ণেভ্যঃ স্বাহা॥

ততো ঘৃতাক্তাং প্রাদেশ-প্রমাণাং সমিধং তুষ্ণীমগ্নৌ হুত্বা উদকাঞ্জলি-সেকৈরগ্নিপর্য্যুক্ষণং কুর্য্যাৎ। যথা—ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅনিরুদ্ধো দেবতা অগ্নি-পর্য্যুক্ষণে বিনিয়োগঃ, ওঁ প্রভো অনিরুদ্ধ! প্র সুব যজ্ঞং প্র সুব যজ্ঞপতিং ভগায়, পাতা সর্ব্বভূতস্থঃ কেতপূঃ কেতং ন পুনাতু, বাগীশঃ বাচং নঃ স্বদতু,— অনেন মন্ত্রেণ উদকাঞ্জলিনা দক্ষিণাবর্ত্তেন অগ্নিং বেষ্টয়েৎ। ততঃ—ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅনন্তো দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ, ওঁ অনন্ত! অন্বমংস্থাঃ,—অনেনাগ্নের্দক্ষিণতঃ পশ্চিমান্তাৎ পূর্ব্বান্তং যাবদুকাঞ্জলিনা সিঞ্চেৎ॥১॥ 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীঅচ্যুতো দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ, ওঁ অচ্যুত অন্বমংস্থাঃ, —অনেনাগ্নেঃ পশ্চিমতঃ দক্ষিণান্তাদুত্তরান্তং যাবৎ উদকাঞ্জলিনা সিঞ্চেৎ॥২॥ 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু দেবতা উদকাঞ্জলিসেকে বিনিয়োগঃ, ওঁ সরস্বত্যন্বমংস্থাঃ,—অনেনাগ্নেরুত্তরতঃ পশ্চিমান্তা পূর্ব্বান্তং যাবদুকাঞ্জলিনা সিঞ্চেৎ॥৩॥

তত উত্তানহস্তদ্বয়েন কতিপয়াস্তরণকুশান গৃহীত্বা দর্ভজুটিকাহোমং কুর্য্যাৎ (১) 'ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু দেবতা দর্ভতৃণাভ্যঞ্জনে বিনিয়োগঃ, ওঁ অক্তং রিহাণা ব্যন্তু বয়ঃ,'—অনেন অগ্রমধ্যমূলানি ঘৃতেন বারত্রয়ম্ অভ্যনক্তি মন্ত্রশ্চায়ং বারত্রয়ং পঠিতব্যঃ। ততস্তান্ দর্ভানদ্ভিরভ্যুক্ষ্য—(২) 'ওঁ প্রজাপতিঃ

হোমান্তে অমন্ত্রক সমিধ্ প্রক্ষেপপূর্ব্বক অগ্নিপর্য্যুক্ষণ ও উদকাঞ্জলিসেক। 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি মন্ত্রে অগ্নিপর্য্যুক্ষণ করিবে। তারপর মূলোক্ত তিনটী মন্ত্রের অগ্নির তিন পার্শ্বে উদকাঞ্জলিসেক করিবে। তদনন্তর দর্ভজুটিকাহোম—উত্তানভাবে দুই হস্তে কতিপয় কুশ লইয়া, 'ওঁ প্রজাপতিঃ' ইত্যাদি ১-সংখ্যক মন্ত্র তিনবার উচ্চারণপূর্ব্বক কুশসকলের অগ্র-মধ্য-মূল যথাক্রমে ঘৃতদ্বারা সিক্ত করিবে। তারপর ঐ কুশগুলি জলদ্বারা অভ্যুক্ষণ করিয়া ২-সংখ্যক মন্ত্র উল্লেখপূর্ব্বক অগ্নিতে হোম করিবে। পূর্ণহোম—তদনন্তর মহাপ্রসাদ-বস্ত্র-সূত্র-গন্ধ-মাল্য-চন্দন-পুষ্প-

বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণু দেবতা দর্ভজুটিকাহোমে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভো বৈষ্ণবানামধিপতে বিষ্ণোঃ! রুদ্রঃ তন্তিচরো বৃষা পশূন অস্মাকং মা হিংসীৎ, এতদস্তু হুতং তব স্বাহা,'—ইত্যনেন অগ্নৌ ক্ষিপেৎ।

ততো মহাপ্রসাদ-বস্ত্র-সূত্র-গন্ধ-মাল্য-চন্দন-পুষ্প-ফল-তাম্বুলাদিভিরগ্নিং পরিতোষ্য উত্থায় পূর্ণহোমং কুর্য্যাৎ ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ বিরাড গায়ত্রীছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা বিষ্ণুদাস্যযশস্কামস্য যজনীয় প্রয়োগে বিনিয়োগঃ ওঁ পূর্ণহোমং যশসে বিষ্ণবে জুহোমি, যঃ অস্মৈ বিষ্ণবে জুহোতি, স বরম্ অস্মৈ দদাতি, বিষ্ণোঃ বরং বৃণে, যশসা ভামি লোকে স্বাহা,'—অনেন পূর্ণাহুতিং দদ্যাৎ।

ততঃ প্রদক্ষিণেন গত্বা, (কুশময়ব্রাহ্মণপক্ষে) ব্রহ্মগ্রন্থিং মুক্ত্বা, পুনরাগত্য আসনে উপবিশ্য পূর্ব্বস্থাপিত-মহাপ্রসাদ-গন্ধ-পুষ্প-চন্দন-তুলসী-ফলাদিসংযুত-পানীয়পাত্রাদকৈঃ শান্তিদানং কুর্য্যাৎ,—ওঁ প্রজাপতিঃ বিষ্ণু ঋষিঃ গায়ত্রী ছন্দঃ শ্রীবিষ্ণুঃ দেবতা শান্তি কর্ম্মণি জপে বিনিয়োগঃ, ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ, কয়া নঃ চিত্রে আভুবৎ ঊতী সদা বৃধঃ সখা, কয়া শচিষ্ঠয়া বৃতা॥ ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ কঃ ত্বা সত্যো মদানাং মংহিষ্ঠো মৎসৎ অন্ধসঃ, দৃঢ়া চিদ্ আরুজে বসু॥ ওঁ ভু ভুবঃ স্বঃ অভী-যুণঃ সখীনাম্ অবিতা জরিতৃণাং শতং ভবাসি ঊতয়ে॥ ওঁ স্বস্তি নো গোবিন্দঃ স্বস্তি নোঽচ্যুতানন্তৌ, স্বস্তি নো বাসুদেবো বিষ্ণুর্দধাতু॥ স্বস্তি নো নারায়ণো নরো বৈ, স্বস্তি নো পদ্মনাভঃ পুরুষোত্তমো দধাতু॥ স্বস্তি নো বিষ্বক্সেনো বিশ্বেশ্বরঃ, স্বস্তি নো হৃষীকেশো হরির্দধাতু। স্বস্তি নো বৈনতয়ো হরিঃ, স্বস্তি নোঞ্জনাসুতো হনূর্ভাগবতো দধাতু॥ স্বস্তি স্বস্তি সুমঙ্গলৈকেশো মহান্ শ্রীকৃষ্ণঃ, সচ্চিদানন্দঘনঃ সর্ব্বশ্বরেশ্বরো দধাতু। ওঁ দ্যৌঃ শান্তিঃ, অন্তরীক্ষং শান্তিঃ, পৃথিবী শান্তিঃ, আপঃ শান্তিঃ, বায়ু শান্তি, তেজঃ শান্তিঃ, ওষধয়ঃ শান্তিঃ, লোকাঃ শান্তিঃ, ব্রাহ্মণাঃ শান্তি, বৈষ্ণবাঃ শান্তি, শান্তিরস্তু ধৃতিরস্তু॥ ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি, ওঁ শান্তি॥ ইতি বারত্রয়ং পঠেৎ॥

ফল-তাম্বুলাদ্দিদ্বারা অগ্নিকে পরিতুষ্ট করিয়া দাঁড়াইয়া মূলোক্ত মন্ত্রে পূর্ণহোম করিবে। শান্তিদান অনন্তর প্রদক্ষিণভাবে গিয়া কুশময় ব্রহ্মার ব্রহ্মগ্রন্থি মুক্ত করিয়া দিয়া পুনঃ আসনে আসিয়া উপবেশন করত পূর্ব্বে স্থাপিত মহাপ্রসাদ-গন্ধ পুষ্প-চন্দন-তুলসী-ফলাদিসহিত জলপাত্রের জলদ্বারা মূলোক্ত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক শান্তিদান করিবে। এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করিবে।

ততঃ কর্ম্মকারয়িতৃ-বৈষ্ণবব্রাহ্মণায় অন্যেভ্য ব্রাহ্মণেভ্যশ্চ যথাশক্তি দক্ষিণাং দদ্যাৎ, ততোঽচ্ছিদ্রবাচনং বৈগুণ্যসমাধানঞ্চ কুর্য্যাৎ। (সম্প্রদানকর্ম্মণি দ্রষ্টব্যম্)। যথাশক্তি কার্ষ্ণাদি-বৈষ্ণবসেবাং জীবসন্তর্পণঞ্চ কুর্য্যাৎ। শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনং বৈষ্ণবৈঃ, তদশক্তৌ কৃষ্ণনামকীর্ত্তনং করণীয়ম্। সর্ব্বেভ্যো দণ্ডবৎ প্রণমেৎ। ইতি উদীচ্যং কর্ম্ম।

ইতি বিবাহ-কর্ম্ম সমাপ্তম্॥

তারপর কর্ম্মকারয়িতা পাঞ্চরাত্রিক বৈষ্ণবকে ও অন্যান্য ব্রাহ্মণকেও যথাশক্তি দক্ষিণা দিবে। তদনন্তর অচ্ছিদ্রবাচন ও বৈগুণ্যসমাধান করিবে। যথাশক্তি কার্ষ্ণাদিবৈষ্ণবগণের সেবা এবং জীবসন্তর্পণ করিবে। বৈষ্ণবগণ-দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ত্তন, অসমর্থ হইলে কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তন করিবে। সকলকে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিবে। উদীচ্যকর্ম্ম সমাপ্তি॥

॥ বিবাহ-কর্ম্ম সমাপ্ত॥

শ্রীভাগবতী বাণী

নেহ যৎ কর্ম্ম ধর্ম্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ॥ (ভাঃ ৩/২৩/৫৬)

ইহসংসারে যে ব্যক্তির কর্ম্ম ধর্ম্মর্থকামরূপ ত্রৈবর্গিক ধর্ম্মের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত না হয় যাহার সেই ধর্ম্ম নিষ্কাম হইয়া কৃষ্ণেতর বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদন না করে, আবার বৈরাগ্য যাহার তীর্থপদ শ্রীহরির সেবাতেই পর্য্যবসিত না হয়, সেই ব্যক্তি জীবত হইলেও মৃত অর্থাৎ তাহার প্রাণধারণ বৃথা।

ধর্ম্ম অনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্সেন-কথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥ (ভাঃ ১/২/৮)

যদি মানবগণের বর্ণাশ্রম-পালনরূপ স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়াও তাহা শ্রীভগবান্ ও ভাগবতের মহিমা শ্রবণ-কীর্ত্তনে আসক্তিরূপা রুচি উৎপাদন না করে, তবে ঐরূপ ধর্ম্মানুষ্ঠান নিশ্চয়ই বৃথা শ্রম-মাত্র।

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥ (ভাঃ ১/২/৯)

বৈরাগ্য বা আত্মজ্ঞান পর্য্যন্ত যে নৈষ্কর্ম্ম ধর্ম্ম, তাহার ফল ত্রৈবর্গিক অর্থ নহে। আপবর্গিক ধর্ম্মের যে অব্যভিচারী অর্থ, তাহার ফলে বিষয়ভোগ বিহিত হয় নাই।

কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীর্তিাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥ (ভাঃ ১/২/১০)

বিষয়ভোগের ফল ইন্দ্রিয়তর্পণ নহে। যতদিন জীবন থাকে, ততদিন কামের ফল অর্থাৎ কামের সেবা করা যায়। অতএব ভগবত্তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই জীবনের মুখ্য প্রয়োজন। নিত্য-নৈমিত্তিক ধর্ম্মানুষ্ঠানদ্বারা এই জগতে যে স্বর্গাদি লাভ প্রসিদ্ধ আছে, তাহা প্রয়োজন নহে।

শ্রীমনুসংহিতা-বচন

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গুণকর্ম্মানুসারে বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন। মহর্ষি মনু তাঁহার সংহিতায় ব্রাহ্মণের প্রশংসা প্রচুর পরিমাণে করিলেও আবার তিনিই নামধারী ব্রাহ্মণকে শূদ্র বলিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সুতরাং সাধকগণ উহার তাৎপর্য্য অন্বয়মুখীভাবে উপলব্ধি ও গ্রহণ করিতে পারিলে শ্রেয়ঃ বস্তু লাভ করিতে পারেন, নচেৎ কর্ম্মবন্ধনদশা-গ্রস্ত হইতে হয়।

মনু বলিয়াছেন—

যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী, যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ানস্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি॥ (মনুঃ সং ২/১৫৭)

অর্থাৎ—কাঠের গড়া হাতী, চামড়ার মৃগ, যেমন বস্তুতঃ হস্তী বা মৃগ নহে; সেইরূপ জন্মসূত্রে ব্রাহ্মণ হইয়া বেদাধ্যয়ন না করিলে, সেও নামমাত্রই ব্রাহ্মণ পদবাচ্য, বস্তুতঃ সে ব্রাহ্মণ নহে।

যথা ষণ্ডোঽফলঃ স্ত্রীষু যথা গৌর্গবি চাফলা।
যথা চাজেঽফলং দানং তথা বিপ্রোঽনৃচোঽফলঃ॥ (২/১৫৮)

নপুংসক যেমন স্ত্রীগণের নিকট নিষ্ফল, গাভী যেমুন গাভীর পক্ষে নিষ্ফলা মূর্খ বা মূঢ় ব্যক্তিকে দান যেমন নিষ্ফল, সেইরূপ বেদাধ্যয়ন বর্জ্জিত ব্রাহ্মণও নিষ্ফল হইয়া থাকে।

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদমন্যত্র কুরুতে শ্রমম্।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বমাশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥ (২/১৬৮)

যে-দ্বিজ বেদাধ্যয়ন না করিয়া অন্য বিষয়ে শ্রম করে, সে জীবদ্দশাতে কুলের সহিত শীঘ্রই শূদ্রতাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির প্রকাশিত শুদ্ধভক্তি-গ্রন্থাবলী

১। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত
২। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা (বাংলা ও হিন্দী)
৩। শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী,
৪। শ্রীচৈতন্য-শিক্ষাষ্টক
৫। শ্রীগৌড়ীয়-গীতিগুচ্ছ
৬। মায়াবাদের জীবনী
৭। শরণাগতি,
৮। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী-চরিত,
৯। শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিপ্রজ্ঞান কেশব গোস্বামী মহারাজের প্রবন্ধাবলী,
১০। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য ও পরিক্রমা গ্রন্থাবলী,
১১। জৈবধর্ম্ম (বাংলা ও হিন্দী),
১২। সৎক্রিয়াসার-দীপিকা ও সংস্কার দীপিকা,
১৩। শ্রীনবদ্বীপধাম মাহাত্ম্য (বড় ও ছোট),
১৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা,
১৫। বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী,
১৬। শ্রীদামোদরাষ্টকম্,
১৭। অর্চ্চন-দীপিকা,
১৮। শ্রীগৌরাঙ্গ,
১৯। শ্রীচৈতন্যলীলা ও শিক্ষা,
২০। শ্রীগৌর-কথামালা,
২১। শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর অন্তর্দ্ধান-প্রসঙ্গ,
২২। সাংখ্য বানী,
২৩। শ্রীচৈতন্য পঞ্জিকা,
২৪। শ্রীএকাদশী-ব্রতকথা,
২৫। শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি,
২৬। উদ্ধারের পথ,
২৭। মনঃশিক্ষা,
২৮। শ্রীউপদেশামৃত,
২৯। তত্ত্বমুক্তাবলী (যুক্তিমল্লিকাসহ),
৩০। সিদ্ধান্তরত্নম্ (গোবিন্দভাষ্য-পীঠকম্)
৩১। শ্রীচৈতন্যদেবের বৈশিষ্ট্য,
৩২। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-কণ্ঠহার,
৩৩। ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব,
৩৪। প্রেম-প্রদীপ,
৩৫। শ্রীগৌড়ীয় স্তোত্ররত্নমালা,
৩৬। মাধুর্য্য-কাদম্বিনী,
৩৭। তত্ত্ববিবেক,
৩৮। ভক্তিতত্ত্ব-বিবেক,
৩৯। শ্রীশ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত,
৪০। শ্রীনবদ্বীপ-ভাবতরঙ্গ,
৪১। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের প্রবন্ধাবলী,
৪২। Shri Chaitanya Mahaprabhu,
৪৩। The Bhagavat,
৪৪। Nambhajan,
৪৫। Vaishnavism,
৪৬। Rai Ramananda,
৪৭। Relative Worlds,
৪৮। A Few words on Vedanta,